ভাদুড়ী মশাই

ভাদুড়ী মশাই

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

থ্যাকার, স্পিঙ্ক

বাংলা-সাহিত্যের রসিক-মহলে "ভাদুড়ীমশাই" অপরিচিত নন। বাঙালীর সদর অন্দর সর্বত্রই তাঁর অবাধপ্রবেশের অধিকার বহু পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা শুধু দাদামশায়ের এই অপরূপ রস-রচনাটি হাল আমলের নাতি-নাতনিদের জন্যে নতুন করে পরিবেশন করার সুযোগ পেয়ে নিজেদের ভাগ্যবান্ মনে করছি। অনেক অভাব, অনেক অসঙ্গতির মধ্যেও বাঙালী একদিন জীবনে সহজ আনন্দ আর প্রাণখোলা হাসির উপকরণ খুঁজে পেয়েছিল। এ কথা আজ প্রায় কাহিনীর পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সশ্রদ্ধচিত্তে সেদিনের প্রাণবন্ত বাঙালীদের স্মরণ করে বাংলা-সাহিত্যের আসরে আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা "ভাদুড়ীমশাই" প্রকাশিত হ'ল। এ প্রতিষ্ঠানের কর্মী শ্রীমান্ তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগত উৎসাহে প্রুফ সংশোধনের কাজে ও বইটি অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশ করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন বলে তাঁকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে—যিনি এই বই প্রকাশ করার সুযোগ আমাদের দিয়েছেন, ও শনিরঞ্জন প্রেসের কর্তৃপক্ষকে—বইটি ছাপাবার কাজে তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্যে।

থ্যাকার, স্পিঙ্ক

যাঁর অসীম প্রয়াস,—কথিত চল্‌তি
ভাষাকে—পুস্তকে পাঁক্তেয় করে',
প্রকাশ চেষ্টাকে সহজ শক্তি দিয়েছে,
সেই অশেষ শ্রদ্ধাভাজন

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী

মহাশয়ের করে,—চল্‌তি ভাষায়
লেখা আমার এই সামান্য
অর্ঘ্য অর্পণ করলুম।

দেবী-পক্ষ
১৩৩৮

গ্রন্থকার

১

মেদিনীশঙ্কর ভাদুড়ী বত্রিশ বছর বয়সেই খুব নামী এটর্নী দাঁড়িয়ে গেলেন। কেবল যে তাঁর খ্যাতি, অর্থ, অট্টালিকা, মক্কেল, মোটর প্রবলবেগে বাড়তে লাগলো, তাই-ই নয়, সঙ্গে সঙ্গে শরীরও হু হু ক'রে বাড়তে লাগলো। ছাতা আর রুমালখানি ছাড়া এ-বছরের পোষাক-পরিচ্ছদ, আসছে-বছর কায দেয় না,—চেয়ারখানাও না। শীতকালেও ইলেক্‌ট্রিক্‌-ফ্যান্‌ ছুটী পায় না।

নন্দ এ বাড়ির বহু পুরাতন ভৃত্য, কর্ত্তাদের আমলের চাকর। সে ভয় পেয়ে ভাদুড়ী-মশাইকে একদিন বল্‌লে,—"বাবু, ঘি-দুধ খাওয়াটা বছরখানেক বন্ধ রাখুন, কালী কবরেজের একটা ওষুধ খান, ওনার বড়ী কথা শোনে, গিরিশ নন্দির অমন ভীমের মতো শরীল দেড়মাসে পাত ক'রে দিছলো। শুনতে পাই, তোমার এটা ব্যায়রাম, ওকে আর বাড়তে দিয়ে কায নেই।"

এই ঘি-দুধের সংসারে, গৃহিণী মাতঙ্গিনীও মন্দ বাড়ছিলেন না। নন্দর কথা শুনতে পেয়ে, ঝড়ের বেগে এসে বল্‌লেন—"তোর আস্পর্দ্ধা ত কম নয়, যার খাস, তার রোগ মানছিস! কিসের অভাব হয়েছে যে, ঘি-দুধ ছাড়তে হবে? আ—ম—র্‌,—ডাঁটাখেগো দোস্তি কি না, নিজেদের মতো সকলে বেরসোকাট হয়—এই চান।"

নন্দ একটু অপ্রতিভ হয়ে বল্‌লে—"বাবুর কষ্ট হয় দেখেই বলেছি মা, কোলে পিটে ক'রে মানুষ করেছি। পায়ের কাছে চটি জোড়াটা

রয়েছে, দেখে নিতে পারেন না। সে দিন টেরী কুকুরটাকে পায়ে দিতে গিয়ে চোটকে ফেলেছিলেন।”

মাতঙ্গিনী জ্বলে উঠে মুখ ঘুরিয়ে বল্‌লেন—“খুব করেছিলেন,—দূর হ। চাকর থাকতে বাবুর ত জুতো খুঁজে পরবার কথা নয়! বাবুকেই যদি সব করতে হয় ত পোড়ারমুখোদের-কেবল নজর দেবার জন্যে মাইনে দিয়ে রাখা কেন?”

সেই পর্য্যন্ত নন্দ আর কোন কথা কইত না। বাবুর কিন্তু কতক প্রকাশ্যে, কতক অপ্রকাশ্যে, দিন দিন অস্বস্তি বেড়েই চলতে লাগলো। টাকার লোভে আর কাযের ঝোঁকে সেটা সয়ে যেতো।

একদিন আপিস থেকে ফিরে, একতাড়া নোট মাতঙ্গিনীর হাতে দিয়ে, মুখে হাসির একটু রেখাপাত ক'রে ভাদুড়ী-মশাই বল্লেন—“মোটা হয়েছি বই কি মাতু, কোন দোকানেই ত গলার কলার মিল্‌ল না! একজন সাহেব হেসে বল্‌লে—‘বাবু, তোমার কলার পরবার অবস্থা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, এখন মফ্‌লার, না হয় রুমালেই চালাতে হবে।’ তা হ'লে কি ঘাড়ে গরদানে—”

মাতঙ্গিনী বাধা দিয়ে বল্‌লেন—“তুমি চুপ কর ত; পোড়ার-মুখোদের দোকানে ভাল জিনিস নেই, তাই বলুক না কেন! যাদের নিজের দেশে বারো মাসের খোরাক নেই, তাদের রক্ত-মাংসের শরীরের অবস্থাজ্ঞান কতটুকু, এটা বুঝলে না?”

ভাদুড়ী-মশাই আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লেন—“তাও তো বটে”—

মাতঙ্গিনী বল্‌লেন—“তোমাদের কোর্ট বন্ধ হচ্ছে কবে? মনে অমন খট্‌কা রেখে কায কি, চলো, এই দু'তিন মাস একটা ভাল যায়গায় হাওয়া খেয়ে আসবে। মনের মধ্যে মিছে একটা ধোকা পুষে রাখা ভাল নয়।”

ভাদুড়ী বল্‌লেন—"সেই কথাই ভাল। শরীরটে আমার যাই হোক্, মনটা বেজায় হাল্‌কা কি না। সায়েব লোকে বলে,—ওরা তো মিছে কথা কয় না। এই সময় মিছরিলাল মাড়োয়ারীও হাতে আছে, মধুপুরে তার দু-দু'খানা বাড়ী। কালই ঠিক করতে হবে; অমনি পাবার তরে অনেক বেটা ঝুঁকবে।"

মাতঙ্গিনী ব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন—"তোমার যে-রকম ভোলা মন, যেন ভুলে ব'সে থেকো না! হা-ঘরেরা হাঁ ক'রে আছে, তা জেনো।"

ভাদুড়ী ব'লে উঠলেন—"ওঃ ভাগ্যিস কথাটা পাড়লে, আমি ভুলেই গেছলুম। মধুপুরের কাছেই ত বটে! আজ দু'দিন হ'ল বিষ্ণুপুরের তারিণী সামন্ত বলছিল—মধুপুরের মধ্যেই সাঁওতালদের এক ভারী জাগ্রত দেবতা আছেন, তাঁর কাছে যে যা কামনা ক'রে পূজো দেয়, তার তাই সফল হয়। খরচ কিছুই নয়—জোড়া-পাঁটা আর দু'চার বোতল মদ। লোকটা মিছে বলবে না, আমার হাতে তার সর্ব্বস্ব ঝুলছে। আমার সন্তান নেই শুনে তার জিদ্ পড়েছে, সেখানে আমাদের নিয়ে যাবেই; খরচ সব তার। এমন সুযোগ—"

এই সময় নন্দ এসে বাবুর জুতো খুলতে বসলো! মাতঙ্গিনী সজোরে চোখ টিপে ভাদুড়ীকে চুপ করতে ইসারা ক'রে মনে মনে নন্দর মাথা খেতে খেতে চ'লে গেলেন। নন্দ আড়াল থেকে সবই শুনে এসেছিল। সে জুতো খুলতে খুলতে আরম্ভ করলে—"দেখুন বাবু! ওই সাঁওতালী দেবতা ধরতে যাওয়া আমি ভাল বুঝি না, যাদের মানুষকেই চিনি না, তাদের দেবতাকে ঘাঁটানো কেন? নিজেদের কি দেবতা নেই, দেবার হয়, তাঁরাই দেবে।"

বাবু বল্‌লেন—"তোর ও-সব কথায় থাকবার দরকার নেই। আমার এক পয়সা খরচ নেই, লাভ নিয়ে কথা! ফাঁকতালে হয়ে যায়, ক্ষতি কি?"

নন্দ উত্তেজিতভাবে বল্‌লে—"ওই ফাঁকতালটা আমি বুঝি না বাবু। কলকেতা সহরে বুড়ো হয়ে গেলুম, অনেকের অনেক ফাঁকতাল দেখলুম, কিন্তু শেষ তাল কারুরি সামলায় নি, সবারই ফাঁকে পড়েছে। ষাট বছর বাজার করছি, একটা ত-বাজারির কাছে আধ পয়সার ফাঁকতাল চলতে দেখিনি, আর দেবতার কাছে ফাঁকতাল! বিশ্বাস না থাকে ত ও সব কায নেই বাবু।"

মাতঙ্গিনীকে আসতে দেখে ভাদুড়ী-মশাই তাড়াতাড়ি বল্‌লেন,—"আচ্ছা, তুই এখন যা।"

মাতঙ্গিনী সব কথাই শুনেছিলেন। নন্দকে তিনি এতটুকু বিশ্বাস করতে পারতেন না।

২

মানুষ ত কেবল দেহ নিয়েই ঘর করে না, দেহের মধ্যে মন ব'লে আর একটা জিনিসও তার আছে, আর সেইটার শক্তিই বেশী। দেহ যত বড়ই হোক্, মন তাকে নিয়ে পুতুলের মত ঘোরায় ফেরায়!

ভাদুড়ী-মশাই তাঁর বিপুল দেহভারটা টাকার টানে টেনে বেড়াতেন। টাকার চিন্তা, টাকার আমদানী, টাকার হিসাব, আর টাকার মোহেই তাঁর দেহের চিন্তা ঢাকা প'ড়ে থাকতো। মাতঙ্গিনীও সে চিন্তাকে মাথা তুলতে দিতেন না, মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠার সহিত বলতেন, "কণ্ঠা বেরুলো যে, একটু ভাল ক'রে খাও দাও, শরীর থাকলে তবে না সব।" তিনি ফাঁকা কথা কখনও কইতেন না, সঙ্গে সঙ্গে রাবড়ী, রসগোল্লা, ছানার জিলিপি, মালায়ের কুল্‌পি এগিয়ে দিতেন।

কিন্তু এই প্রচুর অর্থ আর বিপুল শরীর সত্ত্বেও ভাদুড়ীদম্পতির মনে সুখ ছিল না। এত লাভের মধ্যে সন্তানলাভ না ঘটায় তাঁরা বড়ই চিন্তাকুল হয়ে পড়লেন; বয়স বাড়ছে দেখে চিন্তাও বাড়তে লাগলো। দায়ে প'ড়ে লোক যা যা করে,—মাতঙ্গিনী তার কিছুই বাদ দিলেন না। পাড়ায় হরিমতি চক্রসিদ্ধ ওস্তাদ, তার সাহায্যে অনেকেই নাকি পুত্রবতী হয়েছে। সে সাতাশ টাকা রাস্তাখরচমাত্র নিয়ে বীরভূম থেকে একজন পাকা তান্ত্রিক কর্ম্মী জুটিয়ে দিলে। লোকটি পঁয়ত্রিশ বছরেই আধ-সিদ্ধ বা অর্দ্ধ-সিদ্ধ হয়েছেন। বর্ণ—শ্যাম, দীঘল চটুল চক্ষু। সে-চক্ষে যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের প্রভেদ ধরা পড়ে না। প্রৌঢ়ত্ব তার দাবী নিয়ে সভয়-সন্দেহে তাঁকে আহ্বান করছে। কিন্তু তাঁর যৌবনসঞ্চিত তেজোদীপ্ত সহাস উপেক্ষার সামনে ঘেঁষতে পারছে না। তিনি সগর্ব্ব-বিজয়ীর মত থাকেন,—কিছুতে দৃক্‌পাত নেই। সব যেন তাঁর মুঠোর মধ্যে! বেশ তেলা চেহারা, গরদ পরেন আর জবজবে ক'রে জবাকুসুম মাখেন। আঁচড়ানো কোসা কোসা কুচকুচে চুল কাঁধে পিঠে পড়েছে, কপালে সিঁদুর, গলায় স্ফটিকের মালা।

হরিমতির আশ্রম পবিত্র ক'রে, তান্ত্রিক ক্রিয়াদি এগুতে লাগলো। সেখানে অন্নাহার চলে না, তাই দুই বেলাই লুচি, পাঁটা কখনও গলদা-চিংড়ী আর হাঁসের ডিম এবং স্বদেশী খাঁটি খান। এত বড় সাধক লোক, কিন্তু ধরা দেন না,—সর্ব্বদাই বেশ সরস-ভাষী। কণ্ঠ বেশ সুমিষ্ট,—সন্ধ্যার সময় যখন মা'র নাম করেন, তখন থিয়েটারের চামেলী পর্য্যন্ত গ'লে যায়, হরিমতি হাউ হাউ ক'রে কাঁদে। মাতঙ্গিনী এক-দিন মাত্র লুকিয়ে শুনেছিলেন, আর মনে মনে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় দিয়ে সন্তানলাভ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন।

এই সময় বিষ্ণুপুরের তারিণী সামন্ত পূর্ব্বোক্ত সাঁওতালী দেবতার

সংবাদটি দিলে। সংবাদটি যেমন শুভ, তেমনই সহজসাধ্য, আবার ততোধিক সস্তা। তান্ত্রিক-কর্ম্মী শুনেই—মা মা ব'লে লাফিয়ে উঠলেন। বল্‌লেন,—"ও আমাদের জানা দেবতা, আপনাদের বিশ্বাস হবে কি না, তাই বলিনি, কারণ, অবিশ্বাসে অপরাধ আছে। আমার গুরুদেব (উদ্দেশ্যে প্রণামান্তে) বল্‌তেন, ঐ সাঁওতাল দেবতার মত অভীষ্টদানে, বিশেষ পুত্রদানে পটু দেবতা আর দ্বিতীয় নাই। ওটি আমাদের চক্রসিদ্ধ স্থান, ওঁর প্রকাশ নিষিদ্ধ। ঘটনাচক্রে যখন আপনাদের কানে এসে গেছে—ভাগ্য প্রসন্ন জানবেন। মহাষ্টমীও সামনে, অমন প্রশস্ত দিনও আর নেই। শুভ হবার না হ'লে এমন জোট-বেঁধে সব ঘুনিয়ে আসে না। শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি,—সব কায ফেলে তয়ের হয়ে পড়ুন। আমরা বীরভূমের বীরাচারী কৌল, মায়ের আদুরে ছেলে; তিনি কিসে তুষ্ট, তা আমরাই জানি; অভীষ্টলাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন।"

মাতঙ্গিনী ভাদুড়ী-মশাইকে বল্‌লেন,—"তা হ'লে আর পাঁচটি দিন মাত্র হাতে আছে, এর ভিতর সব বন্দোবস্ত ক'রে ফেল। কিন্তু ঐ ভাঙ্গা-মঙ্গলচণ্ডী না সঙ্গে যায়; শুভকাযে নন্দা অনামুখোর মুখ দেখলে সব পণ্ড হয়ে যাবে—তা বল্‌ছি।"

ভাদুড়ী-মশাই বল্‌লেন,—"না,—ও গেলে বাড়ী আগলাবে কে? তুমি নিশ্চিন্ত থাকো; ব্যবস্থা আমার করাই আছে। ভাগ্যিস তুমি রুমালে গেরো বেঁধে দিছলে, বাড়ীটা গিছলো আর কি! পাঁচটা মিনিট দেরী হ'লে উকীলগুলোর গ্রাসে গিয়ে পড়তো। এখন নির্ভাবনায় গিয়ে ওঠা যাবে,—যাদের বাড়ী তাদেরি চাকর, বাকি সব ভারই তারিণীর। আমাদের কেবল উপস্থিত হওয়া। অবশ্য তান্ত্রিক আচার্য্য ঠাকুর সঙ্গে যাবেন।"

মাতঙ্গিনী বল্‌লেন,—"তিনি ত যাবেনই। বাড়ী কি পাওয়া যেত, রুমালের গেরোটা খুলে দেখো, তার ভিতর কি আছে। তা না ত উনুনমুখো উকীলদের গব্বেই যেতো। যাক—সবই ত দেখছি শুভ, লোকটিও পাওয়া গেছে—আসল।"

পরে মনে মনে ভাবতে ভাবতে গেলেন,—এই সুযোগে ওঁকে দিয়ে নন্দার মুণ্ডুপাতের একটা কিছু করাবোই করাবো!

নন্দার উপর মাতঙ্গিনীর বিষদৃষ্টির কারণটা খুব মক্ষমই ছিল। কর্ত্তাদের আমলের চাকর ব'লে সে নিজেকে সংসারের একজন ভাবত, তাই যেটা সে ভাল বুঝতনা, অসঙ্কোচে ভাদুড়ীকে সেটা বল্‌ত। একদিন ভাদুড়ীকে বল্লে—"দেখছি বউমার ত সন্তান হবার দিন চ'লেই গেল—এতটা বিষয়, এতটা রোজগার কার জন্যে? ছেলে না থাকলে সবই মিথ্যে। এ অবস্থায় তোমার আর একটা বিয়ে করা উচিত বাবু; কর্ত্তা থাক্‌লে পাঁচ বছর আগে এ কায করাতেন,"—ইত্যাদি।

মাতঙ্গিনীর সর্ব্বদা-সজাগ শ্রবণেন্দ্রিয়ে নন্দর ওই সর্ব্বনেশে কথাগুলি বিষাক্ত বাণের মত প্রবেশ করেছিল।

আময়দা আমদানীওলা-স্বামীর বন্ধ্যা স্ত্রীর অন্তরে ভবিষ্যতের একটা সশঙ্ক বিভীষিকা স্বভাবতই যখন-তখন উদয় হয়ে থাকে। তার উপর নন্দ বেচারার মন্দ ভাগ্যে—ভাদুড়ী-মশায়ের কাছে তার ওই সঙ্গীন প্রস্তাব মাতঙ্গিনীকে যে কতটা অশান্ত ও ক্ষিপ্ত ক'রে তুল্‌তে পারে, সেটা অনুমান ক'রে দেখলে, নন্দর উপর তাঁর বিষ-দৃষ্টির জন্যে আমরা তাঁকে এতটুকুও দোষ দিতে পারি না।

নন্দ-বিদায়ের অভিনয়টা বহু পূর্ব্বেই শেষ হয়ে যেত, কেবল একটা কারণ থাকায় সেটা ঘটে উঠ্‌ছিল না। নন্দ আজ সাত বছর মাইনে

পায়নি—চায়ও নি। টাকাটা হাজারের ওপরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। একেবারে এতটা টাকা বে-কায়দা বা'র ক'রে দেওয়ার মত জান্ বা মন কর্ত্তা কি গৃহিনী কারও ছিল না।

*　　*　　*

ইতোমধ্যে ভাদুড়ী-মশাই শ্যালক নবনীমাধবকে যশোর থেকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সে ছোকরা এই বছর এঞ্জিনিয়ারীং পরীক্ষা দিয়ে এসে বাড়ীতেই ছিল। সংসারজ্ঞান তার নেই বল্‌লেই হয়, সেকেলে পৈতৃক বাড়ীর দোর, জানালা আর খিলেনের কাট্‌ছাটের ভুল বার করছিল, আর অত বড় বাড়ীখানা ওই সামান্য ভিতের ওপর দ্বিতলটা কাঁধে ক'রে কি হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, তা ঠিক্ করতে না পেরে, একটু হাওয়া দিলেই ছুটে রাস্তায় গিয়ে সারারাত পায়চারি ক'রে কাটাচ্ছিল। কেবল দিনের বেলাটা নির্ভাবনায় তাস খেলে আর মাছ ধ'রে বেড়াচ্ছিল।

সে এসে শুন্‌লে—ভাদুড়ী-মশাই বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য মধুপুর যাচ্ছেন, তাকে সঙ্গে যেতে হবে। শুনে নবনী খানিকক্ষণ অবাক্ হয়ে ভাদুড়ী-মশাইয়ের দিকে চেয়ে থেকে শেষে বল্‌লে, "কল্‌কেতার বায়ু ত দেখছি একদম নিঃশেষ করেছেন, এর ওপর আবার মধুপুরের বায়ু চড়ানো কি ভাল হবে? তার চেয়ে আসাম অঞ্চলে চলুন না, ভীমরুলের-মত মশায় রোগটা চট্ শুষে নেবে!"

শুনে ভাদুড়ী-মশাই হাসতে লাগলেন। মাতঙ্গিনী চোখ ঘুরিয়ে বল্‌লেন,—"তুই চুপ কর্, তোকে বিধান দিতে কেউ ডাকে নি। এই বুঝি লেখাপড়া শিখে এলি! পোড়ারমুখোরা ওঁর মনে রোগের খট্‌কা লাগিয়ে দিয়েছে—তাই একবার যাওয়া। টাকার শ্রাদ্ধ ত কম হবে না। উনি ওই দেখতেই একটু দোহারা,—মনটা যে তেমনই হাল্‌কা!"

নবনী বুঝল—কথাগুলো বলা ভাল হয় নি। সে সামলে গিয়ে বল্‌লে,—"শালা-ভগ্নীপোতের কথায় তুমি কেন কান দাও দিদি। আমি কি ওঁর ধাত বুঝিনা—এমন দুর্ব্বল লোক দুটি নেই।" এইতেই সব মিটে গেল।

পরদিন স-আচার্য্য সব মধুপুর যাত্রা কর্‌লেন, নন্দ বাড়ী আগলে রইলো। যাত্রার পূর্ব্বে সে কেবল বলেছিল—"পাঁজিটে একবার দেখলেন না—একে ত শনিবার, দোকানে আবার শুনছিলুম আজ নাকি তেরো—"।

আচার্য্য এক-কথায় থামিয়ে দিলেন—"দেবোদ্দেশে কোনও বাধা নেই। তন্ত্রমতে শনিবার, অমাবস্যা, মঘা, তেরস্পর্শ—এই সবই ত প্রশস্ত দিন। আশ্চর্য্য! মা'র কৃপায় আপনা-আপনি সব জোট বাঁধছে!"

মাতঙ্গিনী ভ্রূ কুঁচকে চোক পাকিয়ে চাপা গলায় বল্‌লেন, "অনামুখো কেবল মন্দই গাইবে—আসি আগে ফিরে!"

নবনী নন্দর কোনও দোষই খুঁজে পেলে না, সে অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগলো,—"শুধু পাঁজি দেখা কেন, এ ফটকস্তম্ভ নিয়ে নড়তে-চড়তে হ'লে ঠিকুজী-কুষ্ঠী পর্য্যন্ত দেখে বেরুনোই উচিত। এর ওপর মধুপুরের হাওয়া শুষলে 'ট্রকে' ফির্‌তে হবে দেখছি।"

নবনী আমুদে স্বভাবের লোক, দিদির ভয়ে তার মুখ বন্ধ হওয়ায় সে মুস্কিলে পড়েছিল।

৩

মধুপুরে এসে প্রথম দিনদুই বেশ আনন্দে কাটলো। মাতঙ্গিনী বল্‌লেন, "আহা, কি হাওয়া—প্রাণ জুড়িয়ে দেয়, কি খোলা জায়গা,

কি সুন্দর মহুয়া গাছ, কি সব আরাম-কুঞ্জ! স্ফূর্ত্তি যেন শিরায় শিরায় ফর্ ফর্ ক'রে ঘোরে। দারিদ্দিরদের মুখ দেখতে হয় না।"

আচার্য্য বল্‌লেন, "বাঃ, সব ছাঁটা-ছাঁটা ভদ্রলোক, বাছা বাছা বড়লোক—রায় বাহাদুর, রায় সায়েব, জমিদার—তস্ত সম্বন্ধী, বাঃ, জায়গা বটে।"

নবনী বল্‌লে,—"রাস্তা কি পরিষ্কার—দোয়ানি খোয়াবার ভয় নেই, না কুটনোর খোলা, না চিংড়ী মাছের খোসা। মহিলারা কেমন মোজা এঁটে সোজা হয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্চেন। কোথাও গ্রামোফোনে গোবিন্দলালের অভিনয় চলেছে, কোথাও হারমোনিয়মের সঙ্গে নারী-কণ্ঠে—'বাঁধনা তরীখানি আমার এই নদীকূলে,'—কি মধুর মিনতি! চড়্ চড়্ ক'রে লাইফ্ (life) বেড়ে যায়! আবার ভোর না হতেই ফেরিওয়ালারা ঘর ঘর রুটি, বিস্কুট, আণ্ডা, আণ্ডার-ম্রা, ফেরি ক'রে বেড়াচ্চে—চায়ের টেবলে যেন বসন্তোৎসব লেগে যায়! সকাল হতেই 'Englishman', 'Statesman' হাজির,—স্বর্গ—স্বর্গ!"

আচার্য্য বল্‌লেন,—"স্থান-মাহাত্ম্য একেই বলে, সেটা জলহাওয়ার সঙ্গে—কেউটের বিষের মত চট্ গায়ে চ'ড়ে যায়। তা না ত লোক আস্‌বে কেন, মানুষ ত আর মূর্খ নয়, আর টাকাগুলোও খোলামকুচি নয়।"

* * *

মাতঙ্গিনী দেবী মিছরিলালের বাংলায় গুন্ গুন্ রবে পাক দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। অমন-যে ভাদুড়ী-মশাই—তাঁর মধ্যেও স্ফূর্ত্তি পৌঁছে গিছলো; তিনি ড্রয়িংরুমের সোফায় শুয়ে হঠাৎ গেয়ে উঠলেন—"আমি অগাধ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা!"

নবনী একটা পাশের ঘরে, বাগানের দিকের জানালা খুলে চিঠি

লিখতে ব'সেছিল, অকস্মাৎ চটকলের ভেঁার মত আওয়াজ পেয়ে চম্‌কে মুখ তুললে। দেখে—সাঁওতালদের এক পাল ছাগল সবংশে এসে বাগানে ঢুকেছিল—তারা ওই আওয়াজের ঘায়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুট মারছে! নবনীর চিঠি লেখা আর হ'লনা, সে আপনা-আপনি হেসে পেটে খিল্ ধরিয়ে ফেললে।

আচার্য্য এসে সংবাদ দিলেন, "দেবস্থান দেখে এলুম, এই ত—দশ মিনিটের পথ। হ্যাঁ,—দেবতা বটে, আর স্থান-মাহাত্ম্যই বা কি—গেলেই ঘন ঘন রোমাঞ্চ! পূজারী খুব যোগ্য পুরুষ—আসল তান্ত্রিক,—আমরা চোখ দেখলেই বুঝতে পারি।"

শুনে সকলে খুবই খুসী হলেন, বিশেষ ক'রে মাতঙ্গিনী দেবী। বৈকালে বেডাতে বেড়াতে সকলে একবার দেবস্থান দর্শন ক'রে আস্‌বেন স্থির হ'ল।

মাতঙ্গিনী নবনীমাধবকে ডেকে বল্‌লেন, "উনি এখন সোফায় শুয়ে "Statesman" পড়ছেন, একটু পরেই নাইতে উঠবেন। তার আগে সোফার ধার ঘেঁষে, সামনে দু'গাছি লাক্‌লাইন—কড়িকাঠে যে আংটা আছে, তাতে বেঁধে ঝুলিয়ে দে দিকি, তাই ধ'রে উঠবেন বস্‌বেন—কষ্ট হবে না। ছেলেবেলা থেকে এমন সব বদ্‌অভ্যাস ক'রে রেখেছেন! নন্দা অনামুখোই করিয়ে দিয়েছে।"

নবনী অতি কষ্টে হাসি চাপবার চেষ্টা ক'রে, একটু জোর দিয়ে বল্‌লে,—"বেটা ভারী পাজি ত, এমন ক'রে লোকের আখের নষ্ট ক'রে দেয়! আর কি কি করেছে, বল ত দিদি, যত দূর পারি, সে সব সামলাবার চেষ্টা পাই।"

মাতঙ্গিনী বল্‌লেন—"তার আর ক'টা বোলব ভাই—চেয়ারে ব'সে নাওয়া, চেয়ারে ব'সে খাওয়া—এমন কত আছে।"

নবনী চক্ষু দু'টি স্থির ক'রে বল্‌লে,—"উঃ, বেটা বিষম শক্ত দেখছি, ও-পাপ কেন রেখেছ? যাক, সে কথা পরে ভাববো, এখন আগে দড়ির জোগাড় দেখি।" এই বল্‌তে বল্‌তে নবনী বাইরে বেরিয়ে পড়েই বেদম হাসি। বলে—'ওরে বাবা, আবার Rope-dance! ছেঁড়ে ত খেবড়ে একদম চাকা! এ-সব বিগ্রহকে স্থানভ্রষ্ট করলেই এরা গ্রহে দাঁড়িয়ে যায় দেখছি। কি ফ্যাঁশাদ রে বাবা, আদত 'ম্যানিলা' চাই!" বল্‌তে বল্‌তে নবনী দড়ি খুঁজতে বেরুলো।

৪

বৈকালে প্রোগ্রাম মত সকলে খুব উৎসাহে দেবদর্শনে গিয়েছিলেন। মাতঙ্গিনীর তাড়ায় ভাদুড়ী-মশাইকেও যেতে হয়েছিল।

সেই নিবিড় শাল আর মহুয়াবনের মধ্যে দু'খানি ছপ্পর:—তার বড়খানিতে পূজারী থাকেন, আর যেখানির চার কোণে ছোট ছোট লাল নিশেন গোঁজা—তারি মধ্যে দেবতা থাকেন। দেবতাকে দেখলে অতি বড় অবিশ্বাসীকেও হাতযোড় করতে হয়। সম্মুখে প্রাঙ্গণ।

প্রাঙ্গণটি বেশ নিকোনো আর ছায়াশীতল—বনপুষ্প-গন্ধামোদিত। মৃদু-মধুর হাওয়াও দিচ্ছিল, পাখীও ডাকছিল, অথচ নির্জন, শান্ত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ! উপস্থিত হয়ে সকলেই "আহা, কি সুন্দর স্থান!" ব'লে উঠলেন। ভাদুড়ী কেবল একটা হুঁ দিলেন। তাঁর কোন কিছু উপভোগের মত অবস্থা তখন নয়।

মাতঙ্গিনী দেবী ক্রমে ভাদুড়ী-মশায়ের রোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, ভবিষ্যতের ব্যবস্থা না ক'রে পথ চল্‌তেন না। তাই একটা চাকরকে এক কুঁজো জল আর একখানা পাখা নিয়ে সঙ্গে আসতে হুকুম

করেছিলেন ; আর একজন জোয়ানের মাথায় একখানা আরাম-চেয়ারও সঙ্গে এসেছিল।

ভাদুড়ী-মশাই এইটুকু আসতেই খুব কাতর হয়ে পড়েছিলেন। আগে আগে জলের কুঁজো আর ইজিচেয়ার চলেছে দেখে—চল্‌তে একটু বল পেয়েছিলেন, আর আশ্বস্ত হয়ে ভেবেছিলেন—পৌছেই আধ কুঁজো টানবেন।

সত্যটা—কারে পড়লে প্রকাশ পায় ; সুখের দিনে তার খোঁজখবর থাকে না। নগেন্দ্রনাথ বড় অভাবে প'ড়েই ব'লে ফেলেছিলেন—সূর্য্যমুখী কি কেবল তাঁর স্ত্রী ছিলেন, ইত্যাদি। ভাদুড়ী-মশাই আর মাতঙ্গিনীর প্রণয়ও ক্রমে পাক্ খেয়ে খেয়ে এক-নাড়ীতে দাঁড়িয়েছিল। কোন কোন জীবকে যেমন বাঁশপাতা দেখিয়ে পশ্চাদনুসরণ করাতে হয়, তেমনি জল দেখিয়ে এই অচল বিগ্রহটিকে সচল করবার উপায়টি মাতঙ্গিনীরই জানা ছিল। ভাদুড়ী-মশাই কিন্তু ঐ কুঁজোর মধ্যে পানীয় ছাড়া আরও পরম উপভোগ্য কিছু উপলব্ধি করতে করতে নিজের পায়ে এতটা দূর আসতে পেরেছিলেন।

মাতঙ্গিনী যখন বল্‌লেন—"আগে দেবতাকে প্রণাম কর—জল দিচ্ছি,"—ভাদুড়ী-মশাই কোনও দিকে না চেয়ে তাড়াতাড়ি হাত তুলে নমস্কার ক'রেই ইজিচেয়ারে ব'সে প'ড়ে—জলের জন্যে হাত বাড়ালেন। পরে নিমেষে আধ কুঁজো খালি ক'রে,—"বাতাস" ব'লেই চোখ বুঝলেন।

নবনী হাসিটা হজম ক'রে বল্‌লে—"দেবতার মন্দির দক্ষিণদিকে না?—নমস্কারটা পশ্চিমদিকে হ'ল যে!"

ভাদুড়ী চোখ বুজেই বল্‌লেন, "ঐ হয়েছে, তিনি নিয়ে নেবেন এখন, দেবতা আর কোন্ দিকে নেই;—বাখরগঞ্জের বালাম বিলেত পৌঁছয় কি ক'রে হে!"

আচার্য্য সজোরে মাথা নেড়ে ব'লে উঠলেন "ইয়াঃ, ভক্তের কথাই ত এই। আর আমাদের ত পশ্চিমও যা—দক্ষিণও তাই। আমি বড় বড় সাধকদের দেখেছি—পশ্চিমমুখ হয়ে পিতৃতর্পণ করতে। আর তা যদি বল, পৃথিবীটাই গোল,—শুধু কি তাই, আবার দিন-রাতই ঘুরুছে! এমন জিনিসের দিগ্‌বিদিক্ আছে কি? এই দেখ না—লোক উঁচুতে হাত তুলে গুডমর্ণিং বা নমস্কার করে, কিন্তু নীচুই তার লক্ষ্য। ওগুলো বিড়ালের জাত,—তাদের যেমন দোতালার উপর থেকে উল্টে-পাল্টে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যে ভাবেই ফেল, তার পা চারটে এসে ঠিক মাটিতে ঠেকে,—ওরা সব ভন্ট্-ভৈরবের জাত। কত বলবো বাবাজি, তন্ত্রে অধিকার হ'লে বুঝতে পারবে।"

মাতঙ্গিনী এতক্ষণ পূজারীর সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন;—পূজারী হিন্দী কইতে পারেন, মাতঙ্গিনীরও ওটা বেশ সড়গড় ছিল। তাঁরা এসে পড়ায় আচার্য্যের বক্তৃতা বন্ধ হয়ে গেল।

মাতঙ্গিনী দেবী পূজারী ঠাকুরকে বল্‌লেন,—"কেয়া কেয়া কোরতে হবে, আর কেয়া কেয়া চাই, একবার এ দিকে আস্‌কে বাবুদের বোলকে দিন।"

পূজারী শুনিয়ে দিলেন,—"দু'খানা বকরা, দু'গাছা কাপড়া, দু' বোতল সরাব, আর পাঁচঠো টাকা চড়ালেই হোবে। সব আখও দেওয়া চাই। দেবতা বড় দয়াল আছে, ছিটে-ফোঁটা কি টুক্‌রা-টাকরার হাঙ্গামা নেই। আর কর্ত্তাবাবুর চাই কেবল মনমে মনমে অভীষ্টের প্রার্থনা, আউর একবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম আর সাথ-সাথ তিন পাক উলুটি-পালুটি (গড়াগড়ি);—বস্ সিদ্ধি।"

পূজারী ও আর আর সকলে যাতে পরিষ্কার বুঝতে পারে, এই অভিপ্রায়ে মাতঙ্গিনী হিন্দী ক'রেই বল্‌লেন, "এইমাত্র যে হয়ে যায়গা?

এর চেয়ে সহজ আর কেয়া হ'তে পারতা হায়! তোম্‌লোক্ সকলে কি বল গো? কথা কয়তা নেই কেনো?"

ভাদুড়ী-মশাই চোখ বুজেই রইলেন।

আচার্য্যই কথা কইলেন,—"আমি হেঁকে বল্‌ছি—এমন আর কোন দেবতাই নাই, যাঁর কাছে এত অল্পে এত বড় অভীষ্টলাভ হয়,—আর এত সহজেও। গেরোবাজদের একএকটা ফরমাজ শুন্‌লে রক্ত শুকিয়ে যায়; এখানে এক প্রণাম, আর তিন গড়াগড়িতেই ফতে! তুমি কি বল বাবাজি!"

নবনী কি ভাবছিল সেই জানে, যেন চটকা ভাঙ্গার মত অবস্থায় ব'লে ফেল্‌লে—"তা ঠিক।"

কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাক্ থাক্‌লে পাছে পূজারীর উৎসাহভঙ্গ হয়, তাই মাতঙ্গিনী ভাদুড়ী-মশাইকে উদ্দেশ ক'রে বল্‌লেন—"তুমি কি ঘুমিয়ে গিয়া গা?"

ভাদুড়ী চোখ না খুলেই বল্‌লেন—"ঘুমিয়ে কেন যায় গা,—তুমি ত বোলতা হায়, আমি কি ভিন্ন হায়।"

পূজারী উৎসাহের সহিত সোজা হয়ে বল্‌লেন—"বাবু বহুৎ ঠিক বাত কহা, লছমীকী পুৎ হায় কি না।" তারপরই বল্‌লেন—"আউর দেরী মত করো—সন্ধ্যা হোগা, তোমাদের পাস আলো নেই—অস্তরও নেহি আছে।"

নবনী চোম্‌কে উঠে জিজ্ঞেস করলে—"অস্তর কেনো?"

পূজারী বল্‌লেন—"সন্ধ্যার পর কভি কভি ভালু বাহার হয়; সাবধান থাকা ভালো আছে।"

এ কথা শুনেই সকলে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ভাদুড়ী-মশায়ের চোখ খুলে গেল—"অ্যাঁ—এ কোথায় আন্‌লে,—ধরো," ব'লেই

হাত বাড়িয়ে দিলেন, আর জিজ্ঞাসা করলেন—"বেরুবার আর কত দেরী ?"

পূজারী বল্‌লেন—"এখনও ঘণ্টাভর দেরী আছে, বাসায় পৌঁছতে আপনাদের কতক্ষণ লাগে জানি না ত, আর বাবুও ত ক্ষুর্ত্তিতে চল্‌তে পারবেন না।"

মাতঙ্গিনী শুনেই আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন, পূজারীকে বল্‌লেন—"বাবা, আপনি দয়া কোরকে আমাদের সঙ্গে আঁও, বড়ো ডর লাগছে।"

পূজারী হেসে বল্‌লেন—"কুছ ডর নেই, ও সব ত আমাদের শ্যাল-কুকুর আছে।" এই ব'লে ধনুর্ব্বাণ নিয়ে এসে বল্‌লেন—"চলো।"

ভাদুড়ী-মশাই খুবই ভড়কে গিছলেন; বাকী আধ কুঁজো টেনে—মত্ত হস্তীর মত চল্‌লেন। আচার্য্য সুবিধা বুঝে বল্‌লেন—"ভয় কি, আমি মহানির্ব্বাণের বাণগুলি আবৃত্তি কর্‌তে কর্‌তে যাচ্ছি—কার সাধ্য একশো গজের মধ্যে মাথা গলায়!"

সকলে নির্ব্বাক্ চল্‌লেন। আচার্য্য দু'হাতে দু'মুঠো ধুলো নিলেন; নবনী ভাবলে—বিনা যুদ্ধে জান দেবো না, সেও একখানা পো-খানেক পাথর কুড়িয়ে নিলে। মাতঙ্গিনীর একমাত্র ভরসা—বাঘই আসুক, আর ভাল্লুকই আসুক, একলা কেউই ভাদুড়ীকে চাগাতে পারবে না।

ঠিক সন্ধ্যার সময় সকলে বাসায় পৌঁছে হাঁপ্ ছাড়লেন। আচার্য্য ধুলোপড়ার শক্তি সম্বন্ধে মালসাঁট আরম্ভ করলেন,—এই ধুলোপড়ার জোরে আসামের জঙ্গল থেকে নবাবদের কত হাতী ধ'রে দিয়েছেন, ইত্যাদি। ভাদুড়ী সটান্ সোফা নিলেন। বারান্দায় ব'সে সান্ধ্য-শোভা উপভোগ কর্‌তে কারুর আর সাহস হ'ল না;—দেউড়ী বন্ধ হয়ে গেল।

৫

দেবস্থান দর্শনে যাবার সময় যে স্ফূর্ত্তি ছিল, এখন যেন ঠিক তার reaction (প্রতিক্রিয়া) দেখা দিয়েছে। কারুর মুখে কথাবার্ত্তা বা হাসি-খুসির আভাস মাত্র নেই, সকলের মুখেই ভয়ভাবনার ভাব। মাতঙ্গিনী মস্ত একটা সন্দেহে প'ড়ে গেছেন।

আচার্য্য ঠাওরালেন—এ ভাব ত ভাল নয়, এরা কলকেতার লোক, কেবল কেতার ওপর স্থিতি। এরা মোলেও 'গোড়ে' গলায় দিয়ে নিমতলায় যায়, এরা রঙ্গমঞ্চের বীর—চালের উপর পাল তুলে বেড়ায়,—সব কাযে কায়দা আর ফায়দা চাই। কথাটা বেশ মধুর ভাষায় কয়,—মনে জানে, কথা ত কেবল কইবার তরে,—রাখবার তরে নয়।

আধ গ্যালন্ চা নিঃশব্দে চ'লে গেল। আচার্য্য বুঝলেন, গতিক সুবিধের নয়, ভাল্লুকই ভড়্কে দিলে দেখেছি। তিনি নিজেই তখন আরম্ভ করলেন,—"জগতে লোক চেনা বড়ই কঠিন,—ক'দিন বাজিয়ে নিয়ে বুঝেছি, পূজারিটি একটি মস্ত বড় সাধক, সম্প্রতি নাগপাশ-সিদ্ধি অভ্যাস করছেন। শিবার প্রথম ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই আসনে বসতে হয়—তাই সকলকে সরিয়ে দিলেন,—ভাল্লুক-টাল্লুক কথার কথা মাত্র। ওরা ত ওঁর কাছে যোড়হাত। আমার কাছে দিগ্‌বন্ধন বীজটি আদায় করবার চেষ্টায় আছেন। বলেছি, মহাষ্টমীই প্রশস্ত দিন, আমাদের কাযটি হয়ে গেলেই ব'লে দেব। এখন বাছাধন আমার মুঠোর ভেতর।"

মাতঙ্গিনী নিরুল্লাস মুখেই বল্লেন,—"ওতে কি হয় ?"

আচার্য্য উত্তেজিত স্বরে বল্লেন,—"ওই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে যতদূর ঘুরে গণ্ডী দেওয়া হয়, তা'র মধ্যে একটি মাছিমশাও ঢুকতে

পারে না,—ভাল্লুকের বাবা জাম্বুবানেরও সাধ্য নেই সে বন্ধনের মধ্যে প্রবেশ করে,—সে যেন আগুনের বেড়া—ঘেঁষেছে কি মেড়াপোড়া। এ জানা না থাকলে কি সাঁচ্চা সাধুরা পাহাড়ে জঙ্গলে তপস্যা করতে পারতেন ?”

কথাটা নবনীর মনে লাগল,—সে সাড়া দিলে, বললে,—“এটা ঠিক বটে।”

কিন্তু এততেও মজ্‌লিস রোগমুক্ত হ’ল না,—উৎসাহ দেখা দিলেনা। কারণ, প্রকৃত রোগটি ছিল ভাদুড়ীমশায়ের শরীরে, আর তার জ্ঞানটা ছিল মাতঙ্গিনীর মনে,—সেটা ভাল্লুক নয়।

সকলেই ভাদুড়ী-মশায়ের মুখ চেয়ে ছিলেন ; শেষে তিনি বললেন,—“সব ত বুঝলুম,—সস্তাও বটে,—কিন্তু সুবিধে কই ? ভাল্লুকের ভাবনা মিটলেই ত মানুষের সব ভাবনা মেটে না। ওই যে বললেন—‘সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত,’ তা’র ম্যাও ধরবে কে ? তা’র মানে—মাটিতে প’ড়ে চৌচাপটে চ্যাপ্‌টা প্রণাম ! আমি ত কাগজে আঁকা পট নই যে, মাটিতে চেপ্টে দেবে ! মূল্য ধ’রে দিলে হয়ত বল,—তারিণী আছে।”

মাতঙ্গিনী এই ভয়টিই করছিলেন, তাই নীরব ছিলেন।

আচার্য্য বলতে যাচ্ছিলেন—“হবে না কেন, অসমর্থ পক্ষে সকল ব্যবস্থাই আছে।” কিন্তু মাতঙ্গিনী মাথা নেড়ে বললেন,—“সে চেষ্টা কি আমি পাইনি ? পূজারী বললেন—‘সে সব ছোটখাট মানতে চলে ! এত বড় অভীষ্ট লাভ করতে হ’লে এ কষ্টটুকু স্বীকার ওঁকে করতেই হবে ;—আমি ফাঁকির পয়সা নিয়ে দেবতার বদ্‌নাম কিনতে পারব না,—তা’তে তোমাদের কায হবে না।”

অত বড় ভাল্লুকের ভণিতা ভেসে যাওয়ায় আচার্য্য মুশ্‌ড়ে গিছলেন

এবার পূজারীর মুখ্‌খুমিতে একদম্‌ হতাশ হয়ে ভাবলেন—"সাঁওতালী যুধিষ্ঠির বেটা মাঝ-দরিয়ায় ডোবালে দেখছি! এ জাহাজী-যজমান বানচাল না হয়!"

মাতঙ্গিনী কাতরভাবে স্বামীর দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে সুরু করলেন,—"কষ্ট ত হবেই বুঝছি, তা একবারটি—"

ভাদুড়ী-মশাই মুখে একটু ম্লান হাসি এনে মাতঙ্গিনীকে বললেন,—"একবারটি কি,—ওই সাষ্টাঙ্গ? ওতে ত একবারেই আড়ষ্টাঙ্গ আর সাঙ্গ,—দুবারটির তরে আর পাচ্ছ কা'কে?"

মাতঙ্গিনী রোষভরে বললেন,—"তোমাকে ও-সব অলুক্ষুণে কথা মুখে আনতে হবে না ত'—তোমার কিছু ক'রে কায নেই।"

ভাদুড়ী বললেন,—"তুমি রাগ কচ্ছ কেন গো, পারলে আমার কি অসাধ? ওইখানেই ত শেষ নয়, আবার তিন "গড়ান্‌" ফাউ দিতে হবে!"

নবনী ভাবছিল, তার একটা কিছু বলা উচিত, তা-না-তো দিদিই বা কি মনে করবেন, কিন্তু পাছে সে হেসে ফেলে, তাই চুপ ক'রে ছিল। এবার কিছু না ভেবেচিন্তেই চট্‌ ক'রে ব'লে বস্‌ল,—"ওটা আর শক্ত কি?"

সঙ্গে সঙ্গেই ভাদুড়ী-মশাই ব'লে উঠলেন,—"হ্যাঁ রে শা— পাটের গাঁঠ পেয়েছ কি না—গড়ালেই হ'ল!—এ তোমার জ্যামিতির মেনে নেওয়া 'দত্ত গোলাকার' (given circle) নয়।"

তাঁ'র স্বরে আর সুরে রোষ বা বিরক্তিভাব ছিল না, বরং তা'তে একটু রহস্যের রেশই ছিল। তাই তাঁর কথাটাকে উপলক্ষ্য ক'রে সকলে হেসে বাঁচলো। এতক্ষণ 'নিরোধ' পীড়াটা সকলেই ভোগ করছিলেন।

বিষয়টা বস্তুতঃ খুবই করুণরসাত্মক ছিল, লোক কিন্তু পাত্র ও অবস্থাবিশেষে সেটাকে হাস্যরসপ্রধান ক'রে নিতেই ভালবাসে, কারণ, মানুষের স্বভাব আনন্দটাই চায়। মুখ টিপে গম্ভীর থাকবার প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও দেখা গেল, মাতঙ্গিনীর চক্ষুতে সলজ্জ হাস্যরেখা সুস্পষ্ট!

ভাদুড়ী-মশায়ের মেজাজটা মোলায়েম পেয়ে নবনীর উৎসাহ বেড়ে গেল, সে বল্‌লে "ক' বছর ত রুড়কিতে সুরকি ভেঙে আসিনি, পাহাড়ে পর্ব্বতে তোপ তোলবার পথ বানিয়ে এলুম—আর সাষ্টাঙ্গে প্রণামের সহজ উপায় ক'রে দিতে পারব না? ও-ভার আমার রইল। পাতালে কয়লার খনিতে বয়লার ফিট্ করে—এই ইঞ্জিনীয়াররাই। দু' মাইল লম্বা লোহার পোল একটিমাত্র থামের উপর বসালে কে?"

এই শুনে মাতঙ্গিনী যেন শতহস্তীর বল পেয়ে ব'লে উঠলেন,—"ও মা! তাই ত' ও-যে ইঞ্জিনীয়ার,—তবে আবার ভাবনা কি!"

ভাদুড়ী-মশাই বললেন,—"ও ইঞ্জিনীয়ার বটে, কিন্তু আমি ত লোহাও নই, পথও নই যে, যেখানটা বাদ দেবার দিলে, বেদরদ্ হাতুড়ি পিটলে, শেষ কুপিয়ে চেঁচে ছুলে টেনে হিঁচড়ে পেড়ে ফেল্‌লে;—বাহবা প'ড়ে গেল। এ যে জ্যান্ত জিনিস,—এতে কান্না প'ড়ে যাবে।"

মাতঙ্গিনী বললেন,—"তোমার কেবল ওই সব কথা,—ইচ্ছে নেই তাই বল। তা' ব'লে এত সুবিধে—এমন যোগাযোগ কারুর হয় না।"

ভাদুড়ীমশাই অগত্যা বললেন,—"তবে হোক্—ওহে নবনি, আগে আমার ঘশড়ার একটা খশড়া বানিয়ে আমায় দেখিও।"

নবনী বললে,—"কা'ল সকালেই পাবেন।"

এতক্ষণে আচার্য্যের একটু আশার সঞ্চার হ'ল, তিনি বললেন, "তা' দেখাবেন বই কি, উনি ত শুধু ইঞ্জিনীয়ার নন—আপনার পরম আত্মীয়। ওঁর ত আর কায সারা নয়—আপনার মঙ্গলটা আগে দেখা।

এত বড় কায উপায় থাকতে অবহেলায় ছাড়তে নেই। ওদিকে শাস্ত্রও বলছেন—পুত্র পিণ্ডপ্রয়োজনম্—তা হ'লে পুৎনামক নরক সম্বন্ধে একেবারে খোলসা, আহা—সে কি কম ভাগ্যের কথা!"

ভাদুড়ী-মশাই মিঠে সুরে বল্লেন,—"আজকাল সে আশা আর কই, ঠাকুর, তবে বাড়ী-ঘর ন্যাড়া ন্যাড়া দেখায়, তাই একটা আসবাব খোঁজা। ছেলেদের সব দেখেছেন ত, এখন ছেলে মানে—একজোড়া জুতো আর এক মাথা চুল,—বাকিটা পাঞ্জাবী-মোড়া পিপীলিভুক্! সে ছেলে আর আমার কোন্ কাযে আসবে! ভীম এসে ত জন্মাবেন না যে, এ জিনিসটিকে নরক থেকে টেনে তুলতে পারবেন! এ ত ওই নবনীবাবুর শরীর নয়—এ যে অবনীর আধখানা!"

এই রকম কথাবার্ত্তায় ভাদুড়ীমশাই-ই নিবস্ত আসরটাকে জীবন্ত ক'রে তুল্লেন। তিনি মাতঙ্গিনীকে হতাশ হ'তে দেখেই এই ভাব অবলম্বন করেছিলেন।

* * * *

ভাদুড়ী-মশাই বড় ক্লান্ত হয়েছিলেন, সে রাত্রিতে আর কিছু খেলেন না। মধুপুরের ঘোষের দুধের সের-খানেক আন্দাজ একইঞ্চি পুরু সর, মিছরির গুঁড়ো সংযোগে ভোগ লাগিয়ে, আধ কুঁজো জল টেনে শুয়ে পড়লেন।

আচার্য্য আর নবনী একই কামরায় শুতেন, শয্যা গ্রহণানন্তর আচার্য্য বল্লেন,—"বুঝলে বাবাজী, সাষ্টাঙ্গের সুবিধাটি তোমায় ক'রে দিতেই হবে। ভাল্লুকের ভার আমার রইল।"

নবনী বল্লে—"ছাঁচের আঁচ এর মধ্যেই আমার মাথায় এসে গেছে।"

আচার্য্য। "আসবে বই কি, বাবা, বিদ্যে শিখেছ!"

নবনী। "কেবল সকালে বেড়াতে বেরিয়ে একটা measuring tape (মাপবার ফিতে) কিনে আনা চাই! আনাড়ীর মত কায করতে পারব না ত ; খোঁচ খাঁচ সব ঠিক করা চাই।"

আচার্য্য। "চাই বই কি, বাবা, বিদ্যে রয়েছে যে,—তুমি কি তা পারো! বকল্যাণ্ড ষ্টীমারে দেখেছি—পাঁচ-সাতশো মোণ লোহার কল গায়ে গায়ে উঠছে নাম্‌ছে, ঘুর্‌ছে ফির্‌ছে, যেন মাখমের জিনিস—কোথাও একটি আঁচড় লাগে না। সে-ও ত ওই বিদ্যের জোরেই। নাও—এখন শুয়ে পড় বাবাজী,—কোন চিন্তা নেই,—আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি বানিয়ে ফেল্‌বে।"

মিনিট তিনেক পরে আচার্য্য ব'লে উঠলেন,—"খেলে কলা-পোড়া, নদী-নালা নেই, খাল-বিল নেই, শুক্‌নো ড্যাঙায় এত কোলা ব্যাঙ ডাকে কোথায়?"

নবনী হেসে বললে,—"বোধ হয়, ভাতুড়ীমশায়ের নাক ডাকছে।"

আচার্য্য একটুও অপ্রতিভ ভাব না দেখিয়ে ঝাঁ ক'রে বললেন—"ও আর কার না ডাকে, বাবাজী,—নাক থাকলেই ডাকে! আমাদেরই কি কম ডাকে! নিজেরটা শুনতে পাই না, তাই। এই শুনুন না—শহরের সুপ্রভাতবাবুর বাড়ী এক রাত্তির ব'সে কাটাই, তাঁ'র গড়নও একটু ভারি ছিল, মেয়েরা যা'কে গতর বলে গো! বলব কি বাবাজী, রাত এগারটার পর এমন গোঙানী সুরু হ'ল, ভাবলুম, এখনই ত কাঁধ দিতে হবে,—আর শোয়া কেন?—"

"—সে শ্বাসটান সারারাত সমান চল্‌লো ; কান্নাও উঠলো না, কারুর সাড়া-শব্দও পেলুম না। ছটা বাজতে গোঙানী থামল—বাবুও নীচে এলেন। ভাবলুম, বাড়িতে কাঁদবার লোক নেই, কেবল বাঁধবার লোক চাই। উদ্বেগের স্বরে প্রশ্ন করলুম—'কার অসুখ,

মশাই?' তিনি আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—'কারুর ত নয়, এ প্রশ্ন করলেন যে?' বললুম—'যাক, বাঁচলুম, সারারাত্রি তবে গোঙাচ্ছিল কে? পাশের বাড়ীতে বুঝি?' বাবু হেসে বললেন,—'ওটা অনেককেই বলতে শুনি, আমি নিজে কিন্তু টের পাই না,—যেমন বন্দুকে কি বজ্রপাতে যে মরে, তা'কে আওয়াজটা আর শুনতে হয় না, এও সেই কেলাশের জিনিস,—আগে ঘুম, তা'র পর শব্দকল্পদ্রুম!' শুনলে, বাবাজী! নাক শাঁক ও সব বাজবার জন্যেই; নাক ডাকবে না ত কি হাত-পা ডাকবে! আবার তাও বলি বাবাজী, পাহাড়ী পর্ব্বই আলাদা। ল্যাপচানীদের নাক যেন অধিত্যকার ছাঁচ।—কিন্তু হ'লে কি হয়, ডাকেতে পুষিয়ে নিয়েছে,—গর্জ্জায় যেন পাহাড়ী পাকোয়াজ! পাহাড়ে হঠযোগ সাধতে গিয়ে হ'টে আসতে হ'ল। বুঝলে বাবাজী—"

নবনীর তখন অর্দ্ধেক রাত। আচার্য্য মাড়ওয়ারী দরোয়ানের ঘোঁটা ভাঙ্ একটি লোটা টেনে বক্তার হয়েছিলেন। নবনী ঘুমিয়ে পড়েছে জেনে—"কোনও বেটা আপনার নয় রে!" ব'লে, মন-মরা হয়ে শুয়ে পড়লেন।

৬

হলঘরের টেবলের উপর একটুকরো কাগজ ও একটা পেন্সিল। নবনী measuring tape (ফিতে) হাতে ভাদুড়ী-মশায়ের দেহ জরীপ্ করছিল আর ওই কাগজে টুকছিল।

এইবার সে শক্ত জায়গায় এসে পড়েছে। নাভি থেকে নাকের ডগায় ফিতে ধ'রে ভাবছিল,—সতের ইঞ্চি না ঝুঁকলে নাভির

সমরেখায় নাক গিয়ে ঠেকে না; সুতরাং নাক থেকে নাভি পর্য্যন্ত গোড়েন-ভাবে ভারটা রাখা চাই,—এক সুতো ঝোঁকাঝুঁকি চলবে না। তা'র ইচ্ছা,—বেডৌল জিনিসের এমন একটি সুডৌল ছাঁচ বানানো—যা'তে angleএর খোঁচখাঁচের জঞ্জাল সাফ করতে higher mathematicsএও কুলুচ্ছিল না, সুবিধামত ভারকেন্দ্রও পাওয়া যাচ্ছিল না।

নবনীর বয়স কম, তায় সে রহস্যপ্রিয়। হঠাৎ তা'র মনে হ'ল—একেই বোধ হয় "অ্যাংগল্ অফ্ ভীষণ" বলে! সে নিজে নিজেই চাপা গলায় হেসে উঠল।

মাতঙ্গিনী ঘরে ঢুকে টেবলের উপর কাগজের টুকরোটা দেখছিলেন আর চটছিলেন। নাভি থেকে নাভি—পরিধি ৭৫ ইঞ্চি, ইত্যাদি। এই সময় নবনী হাসায় সহসা জ্ব'লে উঠে "তোর কাযের নিকুচি করেচে" বলতে বলতে তিনি ফিতেটা ধ'রে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। "এ কি তামাসা পেয়েছিস! কোমরের ঘের ৭৫ ইঞ্চি!"

নবনী বললে—"কম হ'ল কি দিদি?"

মাতঙ্গিনী কিছু বলিবার পূর্ব্বেই ভাদুড়ী-মশাই সহাস্যে বললেন—"ওর অপরাধটা কি, আমি ত কাঁচপোকাটি নই?"

"তুমি আমাকে ন্যাকা বুঝিও না, এমন একটা জীবের নাম কর ত দেখি, যার কোমর বুকের চেয়ে সরু নয়!"

ভাদুড়ী ধীরে ধীরে বললেন—"তা, আছে বই কি। এই দেখ না, শ্রীহরি বোধ হয় সখ করেই কূর্ম্ম অবতারে কোমর বাদ দিয়ে একসা হয়েছিলেন। প্রাণিতত্ত্ববিদরাই বলতে পারেন, ছারপোকার কোমর বুকের চেয়ে কতটা সরু। শুশুক সম্বন্ধেও আমার সন্দেহ আছে, মাতু।"

মাতঙ্গিনী রোষভরে দপ ক'রে জ্ব'লে উঠলেন, বললেন,—"তুমি

থাম থাম, তোমাদের কারুর কিছু ক'রে কাজ নেই,—শুশুক সম্বন্ধে ওঁর সন্দেহ হয়! তবে ত আমি কেতাথ হলুম! সব তামাসা দেখা!"

নবনী বুঝেছিল, প্রধানতঃ তা'র হাসিই এই অনর্থ বাধিয়েছে। সে তাই অপরাধীর মত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কথা কইলে ব্যাপারটা আরও ঘনীভূত হয়ে পড়বে, তাই সে চুপচাপ ছিল। হাসিটাও তার পেটের মধ্যে তখনও প্রবল, একটু ফাঁক পেলে ফ্যালাও হয়ে পড়বার ষোল আনা সম্ভাবনা।

এতক্ষণে সে একটু সামলে নিয়ে বললে,—"মাইরি বলছি, দিদি, একটা অন্য কথা মনে পড়ায় হেসেছিলুম, এ সবের সঙ্গে তার—"

মাতঙ্গিনী ফোঁস ক'রে বললেন—"ছাখ্ মিছে কথা কোস্ নি বলছি। আচ্ছা, বল্ তো শুনি কি এমন কথাটা?"

নবনী কিন্তু সাধুটির মত সহজভাবে আরম্ভ ক'রে দিলে,—"শুনেছি, পূজোর সময় স'বাজারের রাজাদের বাড়ী বড় বড় ইংরেজদের নিমন্ত্রণ হ'ত। একবার কম্যান্ডার-ইন্-চীফ এসে পড়েছিলেন। যার যা ব্যবসা,—তাঁ'র নজর পড়ল মা দুর্গার দশ হাতের দশখানি অস্ত্রের ওপর।—তিনি পছন্দ করলেন খাঁড়াখানি। তখন সত্যিকার একখানি মোষকাটা খাঁড়া এনে তাঁকে দেখান হ'ল। ডিরোজিও সাহেব আমাদের চণ্ডীখানা ইংরাজীতে সংক্ষেপে বর্ণনা ক'রে খাঁড়ার প্রচণ্ড শক্তি শুনিয়ে দিলেন,—শেষে বললেন—'এর আশ্চর্য্য প্রভাব এই যে, এ দিয়ে বড় বড় মোষ থেকে ছোট ছোট মাষকড়াই পর্য্যন্ত এক কোপে সমান সাবাড় হয়,—আবার নরবলিও চলে।' আর যায় কোথা, জঙ্গীলাটের মাথায় ঢুকল—এ-দেশী অস্ত্র এ-দেশের লোকরা যেমন চিনবে আর চালাবে, এমন আর কোন অস্ত্রই নয়; পল্টনে একে চালাতেই

হবে। পল্টনের ওপর তাঁর প্রবল প্রভাব,—পটাপট তলোয়ার ভেঙে খাঁড়া তয়ের হয়ে গেল। এইবার 'খাপ' চাই। মিলিটারি ইঞ্জিনীয়ার মাপ নিয়ে খাপের নক্‌সা করেছিলেন। সভ্য জাতের নিয়ম এই—সব সুডৌল হওয়া চাই—এক সুতো এদিক্ ওদিক্ হবে না—সব টাইট্ ফিট্। তা' করতে গিয়ে খাঁড়ার ওপর চামড়া মুড়ে খাপ সেলাই করতে হ'ল,—সে একদম "অমরকোষ" দাঁড়িয়ে গেল! তা'র পর কি একটা যুদ্ধে গিয়ে খাঁড়া আর খাপ থেকে বেরুল না,—সব দাঁড়িয়ে সাফ! হুলস্থূল প'ড়ে গেল, রয়েল-ইঞ্জিনীয়ারের কৈফিয়ৎ তলব হ'ল। তিনি লিখে দিলেন—'এমন কোনও আর্টিষ্ট নেই যে, আমার নক্‌সার নিন্দে করতে পারে, কিন্তু এ বেথাপ দেশে সুডৌল কোন কিছুই ফিট্ করবে না; ইংলণ্ড হ'লে—"

ভাদুড়ী-মশাই ব'লে উঠলেন,—"তুমি তো রয়েল্ নও—খাঁটি যণ্ডরে-বয়েল! আমার দেহটাও মানুষের দেহ—চাপ পড়লে চ্যাপ্টায়, সেটা ত জান। তুমি ভায়া—মাথা, পেট আর নাকের resting point (বিশ্রামস্থল) ছাড়া সব দিকে ফুটখানেক ক'রে ঢিলে রেখো, ডৌল-শুদ্ধু করবার দরকার নেই, আমি অভয় দিচ্ছি।"

মাতঙ্গিনী কল্পিত রোষে নবনীকে বললেন—"হ্যাঁরে অ হতভাগা, ওই কথায় তোমার অত হাসি এসেছিল! যা-ইচ্ছে কর্‌গে যা।" বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু স্পষ্টই দেখা গেল, তাঁর চোখে মুখে হাসি মাখান। মানুষ মানুষই—তা' সে যতই ঢেকে ঢুকে চলুক।

নবনী মাপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আচার্য্য মুকিয়েই ছিলেন, সঙ্গ নিলেন।

৭

দেবস্থানে নক্সা দেগে বেলা দশটা আন্দাজ দু'জনে সিগারেট ধরালেন, আচার্য্য সভক্তি পূজারীকেও একটি দিলেন। পূজারীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই তিনি প্রণয়বদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

নক্সার পাতনামা দেখে আচার্য্য উৎসাহের সহিত বল্‌লেন,—"শেখা বিদ্যে না হ'লে এমনটি হয় না—পাকা হাত বটে! এক-মেটেতেই এই—বাঃ—বাঃ! দিদি দেখলে ভারী খুসী হবেন।"

নবনী হাসতে হাসতে বল্‌লে,—"আপনি ভাল বল্‌লে আর ফল কি? আপনার মত খাঁটি সমঝদার দাতাকর্ণের ভেতর কেউ বেরিয়ে পড়েন—তবে না!"

আচার্য্য বল্‌লেন,—"কায-কর্ম্মের কথা বলছ? আরে রাম, চাকরীতে মারো ঝাড়ু। তোমার ভাবনা কি বাবাজী, যে হাত দেখছি, মধুপুরেই একটা পাহাড় পছন্দ ক'রে 'মধুগুহা' বানিয়ে ফেল,—অজন্তার আওয়াজ থেমে যাবে। মাসিক-সাহিত্যের dropsy department (সোথ বিভাগটা) চুপসে পাতলা হবে,—fill upএর (গতর বাড়ানোর) নূতন মেওয়া মিলবে। খাঁদা-বোঁচা, ল্যাংড়া-নুলো, কন্ধকাটা 'কলা' আর গিলতে পারা যায় না।"

নবনী বললে,—"উত্তম আজ্ঞা করেছেন, কিন্তু আমার ইচ্ছা, বাইরে দু'একটা খণ্ডপ্রলয় (ছুটো কায) ক'রে—গুহা-সমাধি গ্রহণ করি।"

আচার্য্য। "তা বেশ,—সে ত তোফা কথা। নক্সা দেখে পর্য্যন্ত ভাবছি,—ঠিক তোমার উপযুক্ত একটা কায সাম্‌নেই রয়েছে, বাবাজী! বাহাদুরী-কাঠ চ্যালা করতে পারবে ত?"

নবনী সহাস্যে বললে,—"তা পারব না কেন? সে আর শক্তটা কি?

আচার্য্য সোৎসাহে মাথা নেড়ে বললেন,—"বাস্,—মার দিয়া! কুড়ুলের মুখেই কর্ম্ম। ঢেঁকী বানাতে লেগে যাও। আর জগন্নাথদেব নবকলেবর ধারণ করেন—জান ত! আহা! দারুভূত মুরারি! দেখ বাবাজী, তোমার ওই শ্রী-sketch,—বাংলায় কি বোলব হে? ঐ বাঘা-দাগার এক আঁচড়েই বুঝে নিয়েছি—সম্প্রতি ও-কাযটির জন্যে তোমার চেয়ে উপযুক্ত কারিগর কেউ জন্মগ্রহণ করে নি। ঢেঁকী আর জগন্নাথ, আহা—রাজযোটক দাঁড়িয়ে যাবে। একেই বলে—রথ দেখা আর কলা বেচা। দেখে নিও, আমি ব'লে দিচ্ছি, বাবাজী, তুমি হাত লাগিয়েছ কি উতরে গেছে। পড়তে পাবে না, বাবাজী—পড়তে পাবে না। ও দু'টিই হিঁদুর ইহকাল-পরকালের জিনিস। জগন্নাথদেবের ত কথাই নেই,—বড়লোকের ঘরজামায়ের পাকা নমুনা,—কেয়া হাত গুটিয়ে ইয়া ভোগ লাগাচ্ছেন। শ্বশুরের ওপর দেবতার কৃপাও কম নয়—হীরের আংটি, কব্জী-ঘড়ি, দস্তানা, ভাইনৃষ্টিক বাদ দিয়েছেন! আর ঢেঁকী ত—'এক এব সুহৃদ্!' স্বর্গে গেলেও ধান ভেনে দেয়,—জান তো।"

নবনী আমোদপ্রিয় যুবা, সে এখানে এসে ভারি মুস্কিলে পড়েছিল। আজ আচার্য্যকে খাঁটি অবস্থায় পেয়ে—'দিনগুলো কাটবে ভাল' এই ভেবে মনে মনে ভারী খুসী হচ্ছিল। সে বল্লে—"আপনি একটু ঝেড়ে আশীর্ব্বাদ করুন, তা হলেই..."

আচার্য্য বললেন,—"সে বলতে হবে কেন বাবাজী—সে কি এখনও বাকি আছে?"

ইত্যাদি কথায় সিগারেট ভস্ম ক'রে দু'জনে উঠে পড়লেন। আচার্য্য বেশ আনন্দে ছিলেন, দেবস্থানে এলেই সোধন করা পাত্র পেতেন এবং নিতেন—বাসায় মাড়োয়ারী দারোয়ানের ভাঙের ঘাড় ভাংতেনও

ভরপুর। নবনীর সঙ্গেও বেশ বনিয়ে নিয়েছিলেন। পুত্রকামীদের চিন্তা ছিল স্বতন্ত্র,—এদের ফুর্ত্তিতে দিন কাটানো। দু'জনে নানা রহস্যালাপে বাসায় ফিরলেন।

নবনীর ছিল মালকোঁচা, লপেটা, পাঞ্জাবী আর সোনার চশমা। আচার্য্যের ছিল মটকা, নামাবলী, নাগরা—অধিকন্তু টিকি দাড়ী আর সিঁদুরের ফোঁটা। বনের বাইরে এসে বেশ স্বচ্ছন্দ-গলায় আচার্য্য সুরু করলেন—"গুপ্ত কাযের জায়গাই এই, আধ মাইলের মধ্যে মানুষের সাড়া-শব্দ নেই। আমাদের কাযটিও রাত আটটার সময়। কোন ব্যাটা জানতেও পারবে না, নির্ব্বিঘ্নে হয়ে যাবে। আর—যা কল বানিয়েছ, একবার করে-কর্ম্মে ফেলতে পারলেই ফতে। অনেক মাথা ঘামিয়েছ, বাবাজী, আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেল।"

নবনী বললে—"আমিও ঠিক এই ইচ্ছা করছিলুম।" এই ব'লে সে দাঁড়িয়ে গেল।

আচার্য্য বললেন,—"করবে বই কি বাবাজী,—বৃথা কথা কইবো কেন?"

উভয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখলেন, হাত ছয়েক পেছনে একটি বেশ পরিপক্ক যুবা আসছেন। তিনি কাছাকাছি হয়ে হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলেন,—"আপনারা এই পূজোর বন্ধে এসেছেন বুঝি? এখানে এক হপ্তার জন্যে এলেও উপকার পাওয়া যায়। আমার প্রাণের আশাই ছিল না, মাসখানেক হ'ল এসেছি—এই দেখছেন ত! তবে খুব বেড়ানো চাই, এই তিন মাইল ঘুরে আসছি, তা হ'লেই তিন দু'গুণে ছয় হ'ল। বাসাটা বড় দূরে, এই যা অসুবিধা,—পরের বাসায় থাকা কিনা!"

অনেক কথাই তিনি একটানে ব'লে গেলেন। খুব মিশুক

লোক, দু'মিনিটেই আলাপ-পরিচয় হ'য়ে গেল। কানে কম শোনেন, নাম মতিলাল বাগচী।

নবনী তাঁকেও একটি সিগারেট দিয়ে, তিন জনে আলাপ করতে করতে বাসায় ফিরলেন।

"আমি এই দিকেই বেড়াতে আসি, মনের মত লোক পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা মশাই। প্রাণের কথা না হ'লে প্রাণ বাঁচে কি? স্বাস্থ্যের জন্যে যেমন আলো চাই, বাতাস চাই, তেমনই প্রাণ খুলে কথা কবার আড্ডাও চাই। আশ্চর্য্য, 'হাইজিন' লেখকদের এত বড় দরকারী কথাটার দিকে হুঁস নেই! আপনাদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। বেলা না হ'লে চা খেতে যেতুম, আচ্ছা, কাল হবে," ইত্যাদি ব'লে বাগচী মশায় বিদায় নিলেন।

নবনী বললে,—"বাঃ, লোকটি কি মিশুক! এক মুহূর্ত্তে কত আপনার! চেহারাও বেশ, নিশ্চয়ই খুব ভদ্র বংশের।"

আচার্য্য বললেন,—"সুজলা সুফলা দেশের লোক—একদম মোলায়েম। ফলগুলোই দেখ না—ফল দেখেই তো বিচার—ফুটি, আতা, পেঁপে, কলা—আহা! দু'দিনেই সুজলা! পুরুতকে আর নৈবিদ্যি বাড়ী পর্য্যন্ত নে যেতে হয় না, পথেই পচ্ ধরে,—জল সরে! এক ভাগ মাটী, তিন ভাগ জল—সে আমাদেরই এই বাঙ্গলা দেশটিতেই পাবে, বাবাজী—দু'টি সেরা জিনিস।"

নবনী হাসছিল বটে, কিন্তু মনে মনে আচার্য্যের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হচ্ছিল।

এই ভাবে স্ফূর্ত্তিতে বেশ দিন কাটতে লাগল। বাগ্‌চী মশায়ের সঙ্গে আলাপটাও ঘন হয়ে দাঁড়াল। তিনি একদিন চা খেতে খেতে

শুনিয়ে দিলেন, "বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে কেবল আপনাদেরই পেয়েছি, এখানে রোজ একবার না এলে থাকতে পারি না।"

দু'দিন লুচি পাঁঠাও খেয়ে গেলেন;—বেশ খোলাখুলি আলাপ হ'য়ে গেল। লজ্জার খাতিরেই হোক বা যে কারণেই হোক্—পুত্র-কামনায়-সাষ্টাঙ্গ-কাঠামোর কথাটি কেবল বাদ থাকত।

৮

পাঁজিতে পূজা এসে গেল।

তারিণী সামন্ত 'কারণে'র কেস্, ভাদুড়ী-মশাইএর চেলীর জোড়, আচার্য্যের গরদের জোড়, মাতঙ্গিনী-মা'র পার্শী প্যাটার্ণের বেনারসী, "ব্লাউস্ পীস্" প্রভৃতি নিয়ে হাজির হ'য়ে গেল।

মধুপুরের রাস্তা হেসে উঠলো। পূজার পাট তুলে দিয়ে বাবুরা স'রে এলেও,—পোষাকের পাট,—পথে চাঁদের হাট সাজিয়ে দিলে। বিদ্বান্, মূর্খ, কর্ত্তা, সম্বন্ধী, সরকার—সব একাকার। পরিবার পরিচারিকায় প্রভেদ ঘুচে গেছে। ছেলেমেয়েরা নানা বেশে জনস্রোতে যেন ফুলের মত হেসে বেড়াচ্ছে।

বাবুরা কেউই কম নন, সকলেই বাঘ মারতে মারতে চলছেন;—কারুর মুখে ছোট কথা নেই। মোটর, মাইন, ফ্যান্, ফেল্লস্, পেলেটি, প্যালল্, হ্যামিল্টন্, হেমো-গ্লোবিন, বিলিয়ার্ড, টেনিস্, ডার্বি ইত্যাদি ইত্যাদি বড় চর্চ্চাই চলেছে। Comfort (আয়েস) ছাড়া কথা নেই,—থাকবার কথাও নয়।

কোন কথাটার মাথামুণ্ড নেই,—সবই ছিন্নমস্তা, কারণ, একের মুখ থেকে অন্যে ছোঁ মেরে নিচ্ছে। নিজের কথাটা শোনবার তরে

সকলেই ব্যস্ত। একজন বললেন,—"ফেল্পস্ ছাড়া কারও cut (কাট ছাঁট) আমি ব্যবহারই করি না। এই home spun (বিলেতে বোনা) উইণ্ডসার-গালফ্।"—তাঁ'র শ্রোতাকে টেনে অপর একজন নিজের হাতটা এগিয়ে ধ'রে আংটী দেখিয়ে বলছেন,—"বেটারা বলে স্বদেশী—স্বদেশী! হ্যামিল্টন্ ছাড়া এ রকম পালিস্ কেউ ক'রে দিকনা দেখি! এ তা'দের ম্যাকাডা-মাইজিং মেটিরিয়েল (রাস্তা মেরামতের মশলা) নয়।

"বুঝলে ধীরেন, আর এই লকেট্‌টা," ব'লে তিনি সেটা এগিয়ে ধ'রে কি বলতে যাচ্ছিলেন।

অপর একজন ব'লে উঠলেন,—"কাযের কথাটা শোন, বিজয়ার রাত্রে রায়-বাহাদুর গার্ডেন-পার্টি দিচ্ছেন। এ পক্কান্নো মারা পূজো নয়!—পেলেটিতে টেলিগ্রাম চ'লে গেল। মিস্ মলিনা গাইবেন,—কি গ্রাণ্ড গলা! 'মলয় আসিয়ে' একবার ধর্‌লে প্রলয় ক'রে ছাড়বেন।"

একজন বললেন,—"I propose—Three cheers in anticipation" সকলে তিন বার হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে ব'লে এক পাক ঘুরে দাঁড়ালেন।

সাঁওতাল মজুররা কাযে যাচ্ছিল, চম্‌কে থমকে—দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। মজুরণীরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে ঠেলে কি একটা হাসির কথা কয়ে গাইতে গাইতে চ'লে গেল।

মিহির বাবু বললেন, "আজ বার্ক্লেকে দেখতে পাচ্ছি না!"

ধীরেন বাবু বললেন, "রক্ষে কর, যতক্ষণ না আসেন ততক্ষণই ভাল;—আমার কথাটা শেষ হ'তে দিন—"

বিষ্ণু বাবু একটু পেছিয়ে পড়েছিলেন, হ্যাট-কোটই তাঁ'র পরিধেয়।

লম্বা লম্বা পা ফেলে, দলে পৌঁছেই বললেন, "হ্যালো, গুডমর্ণিং! মিষ্টার বার্ক্লে আজ—"

মিহির বাবু বললেন, "এই আপনার কথাই ভাবছিলুম! দেরী হ'ল যে?"

বিষ্ণু বাবু বললেন, "এই দেখুননা, মিষ্টার বার্ক্লে এক আরজেণ্ট্ টেলিগ্রাফ ক'রে বসেছেন! একটা রেস-হর্স (Race horse) কিনবেন, তা আমি না পছন্দ ক'রে দিলে হবে না। হাই-ফ্যামিলির (high familyর) ছেলে, নিজে ত কখনও কিছু করেনি! আমার কি কোথাও নড়বার যো আছে। সে দিন সেই বলছিলুম না—"

ধীরেন মিহিরকে গা টিপে বললে, "এই মাথা খেলে—থামাও দাদা!"

বিষ্টু ব'লে চললেন, "বার্ক্লেকে কি পোষাকে ভাল দেখায়, তাও আমাকে ব'লে দিতে হবে! মিসেস্ বার্ক্লে প্রায়ই প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর কাছে যান,—মস্ত connection (সম্পর্ক), ডিউক-অব্-মার্লবরোর মেয়ে কিনা। সে দিন হেসে বললেন—"

এই সময় আচার্য্যকে আসতে দেখে বিরক্তভাবে—unwelcome visitor (আপুদে আগন্তুক) ব'লে, তিনি ভুরু কুঁচকে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

রায়সাহেব কৈবল্য বাবু ব'লে উঠলেন, "ম্যাডাপুরে এ মূর্ত্তির আমদানী কোত্থেকে হ'ল! চাঁদা চাইবে নাকি!"

কে এক জন চুপি সুরে বললেন, "সেও ভাল—দু-একআনা দিতে রাজি আছি, বাবা,—বার্ক্লে থাম্লে যে বাঁচি!"

কথাটা রজনী বাবুর কানে পৌঁছয়নি, তিনি কৈবল্য বাবুর কথা শুনে বললেন—"ও সব চাল এখানে চলবে না!"

ইন্দু বাবু বললেন—"বেটা যে-ফোঁটা টেনেছে, এই বলে দেখ না—কন্যাদায়! রোজগার যেন ওই বেটাদের জন্যে।"

মুনসেফ্ বাবু বললেন—"দেখনা ভাগাচ্ছি—"

বিষ্ণু বাবু অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলেন, তিনি আরম্ভ ক'রে দিলেন—"খাঁটি ইংরেজ কি না, মিষ্টার বার্কে আজ এগারো বছরেও বিষ্টু উচ্চারণ করতে পারলেন না, লেখেনও Beast-you ডাকেনও Beast-you! ওঁর মুখে এমন মিঠে শোনায়,"—বলে, মুখখানায় হাসি ছড়িয়ে ফেললেন!

আচার্য্য এসে পড়ায় মুনসেফ্ বাবু একটু এগিয়ে নমস্কার ক'রে বললেন, "মশাইকে নতুন দেখছি, এখানে কেউ 'প্রিতিমে' এনেছেন না কি?"

আচার্য্য সহাস্যে উত্তর দিলেন—"এনেছেন ত অনেকেই দেখছি।"

সকলে অবাক হয়ে আচার্য্যের দিকে ফিরে চাইলেন। এমন অপ্রত্যাশিত retort (প্রতিঘাত) কেউ আশা করেননি।

মুনসেফ্ বাবু বললেন—"না—সে কথা নয়, তবে এ অঞ্চলে—"

আচার্য্য বক্তাকে অবসর না দিয়ে নিজেই বললেন—"লোকের ভুলচুক হওয়াটা ত আশ্চর্য্য নয়; তবে তাতে ডুবে শুদ্ধ্ হওয়া চলে।"

বিষ্ণু বাবু থাকতে পারছিলেন না—বললেন, "বুঝলেন, আমি এত দিন জানতুম না যে, মিষ্টার বার্কের বকিংহাম-প্যালেসের এক পাঁচীলে ঘর—"

অমৃত বাবু জনান্তিকে বল্লেন,—"জ্বালালে বাবা, যেন ভূতে পেয়েছে—"

আচার্য্য শুনতে পেয়ে হাসিমুখে বললেন—"ভয় কি, কর্ম্মনাশায় পিণ্ড দিন না,—গয়ার কায নয়!"

এক দরের লোক নয়,—তবু—অতটা মাথামাখিভাবে আচার্য্যের কথা কওয়াটা মুনসেফ্ বাবুর পছন্দ হচ্ছিল না। তিনি তাঁর কথায় কান না দিয়ে, জিজ্ঞাসা করলেন—"হাত দেখা আসে?"

"আসে বইকি,—জ্বর নাকি? ম্যাডাপুরে ত জ্বর হবার কথা নয়। জ্বর হ'লে ত এখানকার নামী-রোগটা দেবে যায়।"

মুনসেফ্ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—"নামী রোগটা?"

"স্থানটাকে আপনারাই Madi. পুর (ম্যাডাপুর) বললেন না?"

মুনসেফ্ বাবু আর কথা কইতে না পেরে থ হয়ে চেয়ে রইলেন।

বিষ্ণু বাবু ফাঁক পেতেই ধরলেন—"সে দিন কি মজাই হয়েছিল! একখানা সাত পাতা রিপোর্ট দেড় ঘণ্টায় লিখে দি, মিষ্টার বার্ক্লে ত দেখেই অবাক্।" তার পর পিট চাপড়ে বললেন—'এ সব তুমি না লিখলে কোন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানকে দিয়েও আমার বিশ্বাস হয় না। এর আরো দু'কাপি টাইপ্ করিয়ে আমাকে দিও, বুঝলে?' দেখি এই 'New year list এ' নব বর্ষের (হর্ষ) তালিকায়—বলেছেন তো—"

সতীশ বাবু নেপথ্যে—"পাগল না কি!"

আচার্য্য তাঁর দিকে ফিরে বললেন,—"ম্যাডাপুরে অন্য সব রোগ সারতে পারে—বৃদ্ধি পায় কেবল ওইটিই; সাহেবরা না দেখে আর Etymology ঠিক্ করে নি!—আচ্ছা, এখন নমস্কার স্যারেরা (Sirs)।"

বিষ্ণু বাবু সুরু করলেন—"দেখুন, সে দিন মিষ্টার বার্ক্লে—"

মোহিত বাবু আর সইতে না পেরে ব'লে ফেললেন—"কি পাপ!"

আচার্য্য একটু উঁচু গলায় ডাকলেন—"এস নবনী বাবু—ট্রেণ বোধ হয় এসে গেল। মোটরখানা আজ না এলে আমাকে কল্‌কেতায় ফিরতেই হবে। এ রকম ক'রে হেঁটে বেড়ানো আমার কর্ম্ম নয়। Comfort (আরাম) খোয়াতে আসা নয় তো!"

দু'পা তফাতে ছ'সাতটি উৎসাহী বাবু-সাহেব রাই-সহরের জমীদার পশুপতি বাবুকে ঘিরে তাঁর aimএর (লক্ষ্যের) প্রশংসা করছিলেন। তাঁর হ্যাফ্-প্যাণ্ট গেলা সার্টের উপর হ্যাট্ আর হাতে বন্দুক ছিল। তিনি এইমাত্র দু'টি ঘুঘু মেরে, বন্দুকের নল ধ'রে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, তাঁদের প্রশংসাবাণী উপভোগ করতে করতে—ফড়াৎ ক'রে পকেট থেকে সিল্কের সুগন্ধী রুমালখানা টেনে, কপালের ঘাম মুছলেন। সামনেই রক্তাক্ত ঘুঘু দু'টির ডানা তখনও থর্‌থর্ ক'রে কাঁপছিল।

মোটরের কথাটা কানে যাওয়ায়, সাঁ ক'রে ঘুরে আচার্য্যের দিকে ঝুঁকে প্রশ্ন করলেন—"কার মোটর মশাই ?"

আচার্য্য সে কথাটার জবাব মুলতুবী রেখে ব'লে উঠলেন—"এ কি ! আপনি মারলেন নাকি ? খুব সাফাই ত, ছটাকে-জিনিস মারাতেই ত হাতের সার্থকতা। বাস্তুগুলোর তবু গতর আছে,—এখানে দেখছি যথেষ্টও,—হাত লাগান না ! আচ্ছা, সে কথা পরে হবে,—মোটরের কথা বলছেন ? এখন সখের মধ্যে ঐ একটিমাত্র আছে !"

পশুপতি বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"ইংলিশ না কি ? মেকারটা কে ?"

আচার্য্য পশুপতি বাবুর দিকে চেয়ে খুব সহজভাবে বললেন—"বাইরের জন্যে মিনার্ভাখানাই খাটে,—অনেকেই জোটেন কিনা"—

ধীরেন। power ?

সুখেন্দু। Speed ?

প্রশ্নোত্তরে পাঁচ মিনিট কেটে গেল ! বোঝা গেল, আচার্য্য এতক্ষণে তাঁদের একজন ব'লে গৃহীত হয়েছেন ! সকলের দৃষ্টিই তাঁর ওপর !

কেবল বিষ্ণু বাবু ছট্‌ফট্ করছিলেন, মাঝখানেই শরৎ বাবুকে ঠেলে আরম্ভ করলেন, "মিষ্টার বার্ক্লে, বুঝলে—"

এবার আচার্য্য তাঁর কথাটা কেড়ে নিয়ে নিজেই সুরু ক'রে দিলেন, বললেন, "বুঝবো আর কি, বরাবর আপনার কথাতেই আমার একটা কান রেখেছি। আজ ইষ্টুপিড্ আশুটো মানুষ হয়ে যেতো,—তিনি সইতে পারলেন না! মিষ্টার বার্ক্লে, কত বড় ঘরোয়ানা—ডিভন-শায়ারের সম্বন্ধী! হাইডপার্কে ওঁর পূর্ব্বপুরুষের ষ্ট্যাচ্যু (মর্ম্মর মূর্ত্তি) রয়েছে, স্বর্ণাক্ষরে লেখা—'টেম্‌স্ নদীর পোল-প্রণেতার স্মরণার্থে।' ভাইটে বুঝলেনা,—গ্রাজুয়েটী গরম! খুব ভালবাসতেন, কিন্তু ওঁদের ধারামত "অ্যাস্-ইউ" (Ass-you) ব'লে ডাকতেন আর লিখতেনও। রাস্‌কেল বরদাস্ত করতে পারলে না। সকলের কি সুর-বোধ থাকে, ওর মিষ্টতা তাঁর উপলব্ধি হ'ল না। মরুক্ গে যাক্!"

বিষ্ণু বাবু প্রথমটা অবাক্ মেরে গিয়েছিলেন, ক্রমে তাঁর হুল্ ধরেছিল। বললেন, "আপনি ওঁদের চিনলেন কি ক'রে?"

"ওর ভগ্নীকে যে 'মেঘদূত' আর 'মুগ্ধবোধ' পড়াতুম!"

শরৎ বাবু বড় উকীল, আচার্য্যকে বললেন, "অভদ্রতা না হয় ত, এখন আপনার বিষয়কর্ম্ম—"

আচার্য্য সহাস্যে ও সহজভাবে উত্তর দিলেন—"এই সকলে যা ক'রে থাকেন, তাই; অর্থাৎটা না বলাই ভদ্রতা, তবে between brothers (ভাই ভায়ের মধ্যে)—অন্যের মাথায় হাত বুলিয়ে খাওয়া আর ঘুরে বেড়ানো,—সেটা অবশ্য আয়েস আর আরামের ঘুরুণী হওয়া চাই! তবে যদুপুরের রাজার সঙ্গে খুব intimacy (মাখামাখি) থাকায় (আমরা অভিন্ন বন্ধু কিনা) তাই যেখানেই থাকি,—এই আর কি! আচ্ছা,

আজ তবে চললুম—মোটরখানার জন্যে বড় অসুবিধে বোধ করছি ;—এসে না ষ্টেশনে প'ড়ে থাকে। এস নবনী—"

"ইনি ?"

"ইনি ইঞ্জিনীয়ার আবার রিসার্চস্কলারও (Research scholar)। এ বন্ধের পরেই রতনগড় Excavationএ (চষতে) লাগবার আদেশ পেয়েছেন। সেখানে নাকি আর্য্য সভ্যতার বিপুল সম্ভার মাটির নীচে মুখ লুকিয়ে আছে। উনি শুনেছেন—even ভীম নাগের সন্দেশের পাক পর্য্যন্ত তাঁরা নাকি প্রস্তরফলকে অবিনশ্বর ক'রে রেখে গেছেন। ওঁকে অনেক ক'রে এই ক'টা দিন আটকে রেখেছি।" এই ব'লে আচার্য্য হাসতেই সকলে যোগ দিলেন।

—"আচ্ছা, আর নয়, এসো হে।"

মুন্সেফ্ বাবু এতক্ষণ থ হয়ে ছিলেন, তাঁর jurisprudence (ব্যবহারবিদ্যা) জল হয়ে এসেছিল। বললেন—"একটা কথা—বিজয়ার দিন আমাদের পার্টী আছে, আপনার আপত্তি না থাকে ত—"

আচার্য্য উৎসাহের সুরে বললেন—"সে কি—কিছু না, কিছু না। এই ত চাই। এখানে আসা কি কেবল ঠাকুর-চচ্চড়ি চিবুতে! Bill of fareএর Shareটা (পাত খরচাটা) শুনতে পেলে—"

"আপনাদের মত লোক পাওয়াটাই মস্ত একটা acquisition—পরম লাভ! সে সব নয়, রায় বাহাদুর নিজে আমাদের host (ভোজরাজ)"।

"বেশ কথা, তবে by turn (এক এক করেই) চলুক না। আচ্ছা, তবে এখন চললুম, মোটরখানার জন্যে চঞ্চল হয়েছি। অভদ্রতা ক্ষমা করবেন, এসো হে, নমস্কার—নমস্কার।"

আচার্য্য আর নবনী ষ্টেশনের রাস্তা নিলেন।

বাবুদের মধ্যে এক জন বললেন, "বেশ লোক, কাটবে ভাল। কি স্ফূর্ত্তি দেখেছেন ?"

অপর এক জন বললেন,—"বেস্পতি বাঁধা যে।"

বিষ্ণু বাবু দ'মে গিয়েছিলেন, ফাঁক পেতেই মাথা নেড়ে আরম্ভ ক'রে দিলেন, "শুনলেন ত—ডিভনশায়ারের! তবে উনি আর—হুঁঃ! —মিষ্টার বার্ক্রের কতটুকুই বা—হুঁ।"

আরে শোনা গেল না।

নবনী এতক্ষণ অবাক্ হয়ে শুনছিল, এইবার আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করলে,—"ষ্টেশনে সত্যি যাবেন নাকি—কার মোটর ?"

আচার্য্য সহাস্যে বললেন—"পাগল নাকি,—মোটর আবার কার? ওরা দুনিয়ায় ওইগুলোকেই পরমার্থ ব'লে জানে; ওদের কাছে ওর মান—মা-বাপের চেয়ে ঢের বেশী। ও-নাম না করলে কি রক্ষে ছিল। 'পূজারী'—পরে—'হাত দেখা আসে ত' ব'লে শুরুই ত হ'য়েছিল! তার পর প্রশ্ন হ'ত—'রাঁধতে পার ?'—মোটর বল্‌তেই বুঝে নিলে—মানুষ! হাওয়া উলটো বইলো,—আওয়াজ থেমে গেল! বুঝলে বাবাজী!"

বিস্ময়বিমুগ্ধ নবনী সহাস্যে বললে,—"খুব মজা করেছেন ত, —আপনিও ত কম নন দেখছি।"

আচার্য্য সহজভাবে বললেন—"আমার ত কম হবার কথা নয়, বাবাজী! আমি যে গরীব দেশের দশ জন লোকের এক জন,—আমাকে যে আজন্ম দুঃখ-কষ্টের মধ্যে রাস্তা ক'রে পার হবার চেষ্টা করতে হয়েছে। তাই পোলাও-কালিয়াও খেতে পারি, আবার মুড়ি খেয়ে গামছা প'রে বেশ সহজভাবে দিন কাটাতেও পারি। কিন্তু ওদের থেকে টাকাটা বাদ দিলেই—সব বদ-রং!—কলকজা এলিয়ে যায়, কাটামোর খড়

বেরিয়ে পড়ে! তা ব'লে সবাই তা নয়, তবে অনেকেই ঘুঘুমারা সব্যসাচী আর বার্কেলে-বাতিকগ্রস্ত, তথা মোটর-মুগ্ধ! আমাদের গরীব দেশের ওরা কেউ নয়। যাক,—এইবার বাসার রাস্তা ধর—"

একটু নীরব থেকে কি ভেবে, আবার তিনি সুরু করলেন,—"দেখ বাবাজি—ইচ্ছে ত করি—pure nonsense নিয়ে (নিছক বাজে কথায়) দিন ক'টা কাটিয়ে দি; তার চেয়ে সুখ আর নেই—ঝঞ্ঝাট কমে। কিন্তু তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি, তাই দু'-একটা দরকারি কথাও বেরিয়ে পড়ে।"

৯

সাতটি বন্ধু সখ ক'রে মধুপুরে বেড়াতে এসে আজ আড়াই মাস রয়েছেন। নববর্ষ না এলে নড়বেন না, নূতন হ'য়ে ফিরবেন, এই সঙ্কল্প। কেবল এক জনের আর নীচু দিকে নাম্‌বার গা নেই—উঁচু দিকে এগোবারই ইচ্ছা। সকলেই সকর্ম্মা, কেউ নিষ্কর্ম্মা নন। তবে তাঁদের বিচিত্রকর্ম্মাও বলতে পারেন। আবার সমষ্টিভাবে বলতে গেলে বিশ্‌-কর্ম্মাও বলা চলে। আজকালের দিনে তাঁরা অস্বাভাবিক কিছু না হলেও, তাঁদের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার।

(১) অক্ষয় বাবু,—ইনি গুজরুটী গড়নের ঘন শ্যামবর্ণ লোক। হাত বুলাবার মত ভুঁড়ি দেখা দিয়েছে। পঁয়ত্রিশেই বেশ প্রবীণ। এক মুখ দাড়ি,—এক বুক চুল। মুরুব্বী ভাবাপন্ন। মাষ্টারী করতেন, অধুনা বেকার। খুব দ্রুত দুর্ব্বোধ প্রবন্ধ সৃষ্টি ক'রে মাসিকে দিয়ে থাকেন। সম্পাদক মহাশয়রা "শক্তের তিন কুল মুক্ত" এই প্রাচীন

বচনটির সম্মান রক্ষা ক'রে সেগুলিকে First place (প্রথম স্থান) দেন, —যাতে পাঠকরা সহজে টোপ্‌কে যেতে পারেন। লোকটি কর্ত্তা-ব্যক্তি।

(২) কোরক রায়,—বয়স বাইশ। তা' হলেও ইনি একজন প্রাচীন কবি, যেহেতু, স্কুলে যেতেন এবং বেতন দিতেন, কেবল কবিতা লেখবার জন্তে। পাছে মোটা হ'লে চেহারার পোইটি নষ্ট হয়, দুধ-ঘি খান না। সেই কারণে বা 'যাদৃশী' ভাবনার আতিশয্যে, দেহটা উর্দ্ধগতি লাভ ক'রে চামরশীর্ষ দেহদণ্ডে দাঁড়িয়ে গেছে। চাউনিটা ওর-চেয়ে স্থির হ'লে এবং কাঁদবার লোক থাকলে, কান্না প'ড়ে যায়। এক পায়ে লপেটা, অন্য পায়ে মাত্র প্রিজার্ভার (অবশ্য সে দিন আমরা যা দেখেছি)। সর্ব্বসাকুল্যে মানুষটি যেন একটি Lady's umbrella (মেমের ছাতা)। এঁকে দশ জনে দেশ-ছাড়া করেছে। যখন যে বিষয়টি লিখবেন ভেবেছেন, আশ্চর্য্য—কেউ না কেউ সেটি লিখে বসে! বাঙ্গলা দেশের কবিরা এমনই পরশ্রীকাতর যে, তাঁর নির্ব্বাচিত সাতান্নটি বিষয়ের একটিতেও তাঁকে হাত দিতে দেয়-নি! তিনি দীর্ঘ একটি তালিকা দেখিয়ে সুদীর্ঘশ্বাস ফেললেন,—সকল বিষয়গুলির বুকেই কালির কসি টান—লোকে মেরে নিয়েছে! তাই দেশ ছেড়ে সাঁওতাল পরগণায় এসেছেন। কাব্য-জগতে তাদের অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যের কিছু রেখে যাবেন। নোট্ (notes) সংগ্রহ চলেছে। একটু আধটু লেখাও আরম্ভ করেছেন।

(৩) বিমানশশী,—গল্প লেখেন। কোনটাই শেষ করেন না, পাঠকদের উপর ছেড়ে দেন। তাতে দেশের একটা খুব বড় কায করা হয়। পাঠকদের ভাবতে হয়, মাথা খোলে। আবার—একটি গল্প হাজারো রকমে শেষ হবার সম্ভাবনাও রাখে। তিনিও প্লটের

পিত্তেশে পরদেশী। জড় করেছেনও অনেক, এখন লিখে উঠতে পারলেই হয়। একটা এমন দিক দেখিয়ে দেবেন, যা আজও অজ্ঞাত। একসঙ্গে দু'টি ফেঁদেছেন; প্রাতে লেখেন—'পাহাড়ী ময়না', রাতে লেখেন—'মহুয়ার মধু।' যে সব কথা ব্যাস ছেড়ে গেছেন, ইনি তা উপন্যাসের মধ্যে পূরণ করতে বদ্ধ পরিকর।

(৪) অব্যক্তকুমার,—গবেষণা নিয়ে থাকেন। এইমাত্র বৈদ্যনাথ হ'তে এলেন। দধীচির আশ্রম যে বৈদ্যনাথেই ছিল, তার প্রমাণও ভাঁড়ে ক'রে ফিরেছেন। বৈদ্যনাথের প্রসিদ্ধ "দধিই" তাঁকে প্রথম ইঙ্গিত দেয়। এক্ষণে চিঁড়ায় কি চিনির মধ্যে দধীচির 'চি'টুকু আত্মগোপন ক'রে আছে, তাই মাত্র তাঁর প্রতিপাদ্য রয়ে গেছে। তাঁর পকেট থেকে ডজনখানেক ফাউণ্টেন্-পেন্ বেরুলো। সবগুলিই বে-কাম। চিন্তার চোটে অন্যমনস্কে চিবিয়ে ফেলেন। ওটা অভ্যাসদোষ কি মুদ্রাদোষ,—সে সম্বন্ধে তিনি আজও নিজেই নিঃসন্দেহ ন'ন।

(৫) বেলোয়ারী বাবু,—স্বরলিপিতে সিদ্ধহস্ত। সম্প্রতি তেলেগু গানের স্বরলিপি নিয়ে পড়েছেন। ক্লারিওনেট বাজান,—এসরাজ শেষ ক'রে বিলিয়ে দিয়েছেন। কেবল হারমোনিয়ম্ ছোঁন না,—মেয়েদের জন্যে উৎসর্গ করেছেন। রোগা, লম্বা। শারীরিক সেরা সম্পত্তির মধ্যে মাথায় সের দুই চুল। ডাক্তারদের শঙ্কা, গলাটা যে রকম কৃশ—আর কিছু কম ফুট-খানেক দীর্ঘ, কেশের ভারে নানা বিদ্যায় বোঝাই করা মাথাটা সহসা কোন্ দিন কেন্দ্রচ্যুত হ'তে পারে। টুটিটে সিগ্ন্যাল্ পোষ্টের পাখার মত ঠেলে বেরিয়ে আছে। মুখখানা ঘোড়ার আভাস দেয়। কেউ কেউ তাঁকে কিন্নর ভাবেন, কেউ বা হয়গ্রীব বলেন। সমুদ্রে জাহাজের মাস্তুল সর্ব্বাগ্রে দেখা যায়,

তাতে নাকি প্রমাণ হয়—পৃথিবী গোল। তেমনি বেলোয়ারী বাবুর টুঁটিটা আগে দেখা দেয়, তাতে ক'রে প্রমাণ হয়—তিনি আসছেন। শরীরটে সামলে নিতে মধুপুরে আসা।

(৬) আলেখ্য,—চিত্রশিল্পী। সে এক-আঁচড়ে সাঁওতাল পরগণার সজীব নির্জ্জীব ইস্তক মনোরাজ্য ফোটাবে, এই সঙ্কল্প নিয়ে বেরিয়েছে।

(৭) কিংশুক,—বড়লোকের ছেলে। কোষ্ঠীতে লেখা ছিল—যৌবনের পূর্ব্বেই পূর্ণ ভাগ্যোদয় হবে, তা হয়েছে। বাপ মারা গেছেন। কোম্পানীর কাগজের স্থদে আর বাড়ীভাড়ায় এখন তার বাৎসরিক আয় হাজার ষাটেক। কার্ত্তিকের মত চেহারা। হাসিটি কিন্তু ফিকে। B. Sc.র (বি, এস, সির) মাঝামাঝি—চৌদ্দ বৎসরের বাগ্‌দত্তা কস্তূরিকা মারা যাওয়ায় মোচ্‌কে গেছেন। গবাক্ষপথে সন্ধ্যার আবছায়ায় দু'দিন দেখেছিলেন, আর দু' কিস্তিতে সাড়ে সাত লাইন (নিক্ষিপ্ত) পত্রপ্রাপ্তি। এইতেই তাঁকে বৈরাগ্যের পাকে চড়িয়ে দিয়ে কস্তূরিকা চ'লে গেছেন। চুপ্‌ চাপ্‌ থাকেন, আর বৈরাগ্য মুখস্থ করেন। তবে থাকেন খুব ফিট্‌ফাট্‌। বৈরাগ্যের বেগ যেদিন প্রবল হয়, সে দিন শোকসঙ্গীত লিখে ফেলেন। একশো হলেই 'শোক-শতক' নামে প্রকাশ করবেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গুণ দু'টি—মাংস খুব ভাল রাঁধতে পারেন, আর গলাটি খুব মিষ্টি। বাগ্‌দত্তা-বিয়োগে গান বাঁধাটাও এসে গেছে,—এটা আকস্মিক স্ফুরণ। আজকাল মাংস রেঁধে খাওয়ান, নিজে আর খান না, নিরামিষ ডিমেই সেরে নেন। নাকে দীর্ঘনিশ্বাস, আর বুকে ভিজে টোয়ালে—এই নিয়ে থাকেন। গান গাওয়া বন্ধই করেছেন, কারণ, অক্ষয় বাবু বলেন,—"ভাই, পরিবার ছেলেপুলে ফেলে এসেছি, বাড়ীতে

বৃদ্ধা মা। তোমার করুণ কণ্ঠে বৈরাগ্যের ভাষা দিন দিন আমাদের উদাস ক'রে দিচ্ছে। মানুষের মন না মতি, কোন্‌দিন মরিয়া হয়ে, তাদের পথে বসিয়ে দিয়ে বদ্‌রিনারায়ণের পথ ধ'রে বেরিয়ে পড়বো; জ্ঞান থাকতে থাকতে তুমি থামো ত' এখনও উপায় হয়, ও ভিটে ওড়ানো ভৈরবী ভেঁজ না।" তাই তিনি বাসায় আর বড় একটা গান না। ক্রমে এখন তাঁর মনের ভাব দাঁড়িয়েছে—'এস্‌পার কি ওস্‌পার!' নয় ততোধিক লাভ (তাঁর ধারণা সেটা সম্ভবই নয়) না হয় ওপরপানে ঝুলে পড়া। তাই সাধু খুঁজতে বেরিয়েছেন, এক জনের পাত্তাও পেয়েছেন, যাতায়াতও চলেছে।

* * * * *

এঁরা যে বাংলাখানি নিয়েছেন, সেখানিকে মধুপুরের শোভা বলা চলে। সামনের বাগান ফুলে ফুলে হাসছে। ফটকে সাইনবোর্ডে আলেখ্যের নিজের তুলিতে লেখা—'সপ্তর্ষিমণ্ডল।' পোষ্ট আফিসে সেটা জানানো হয়েছে। ঐ ঠিকানায় পত্রাদি আসে।

প্রত্যেকেই এক একখানি ডায়েরি খুলেছেন। রোজ রাত্রে তাতে নিজের নিজের দৈনন্দিন সঞ্চয়টা সংক্ষেপে লিখে রাখেন। প্রভাতী চায়ের মজলিসে সে সব শোনাতে হয় এবং তা নিয়ে আলোচনাও চলে। সে আসরে অবগুণ্ঠন নেই, শিক্ষিতমাত্রেই যোগ দিতে পারেন।

অক্ষয় বাবুর ধারণা—একত্র এই নোটগুলি যখন—'সপ্তর্ষিমণ্ডল' নাম নিয়ে ছাপার অক্ষরে অ্যান্টিকে দেখা দেবে, তখন এর জন্যে জগতে একটা ভীষণ সাড়া প'ড়ে যাবে। ইতিমধ্যেই ভিতরে ভিতরে ইংরাজিতে তিনি তরজমা ক'রে চলেছেন। কারণ, এটা পাবার জন্যে বিলেতের লোকই বেশী ঝুঁকবে! যখন বিজ্ঞাপনে দেখবে, সাত জন শিক্ষিত লোকের বিভিন্ন শিল্পের সার এর মধ্যে রয়েছে, তখন সাত সমুদ্র পার থেকে

তারা হাত বাড়াবে! মরা পঞ্চমুণ্ডের আসনেরই কদর কত, চট্‌, সিদ্ধি দেয়। আর এই জ্যান্তো সাতটি মাথার তাজা নির্য্যাস সমাদর পাবেনা! থ্যাকারকে ছাপতে দিলেই সিদ্ধি।

* * * * *

ডেপুটী সুবর্ণকান্তি বাবু পূজার বন্ধে ভাগলপুর ছেড়ে মধুপুরে এসেছেন! 'সপ্তর্ষিমণ্ডলের' গায়েই তাঁর বাংলা। সঙ্গে স্ত্রী আর দুই কন্যা। মীরা ম্যাট্রিক পাস্‌ ক'রে I. Sc. (আই এস সি) পড়ছে, ইরাণী, এই বছর ম্যাট্রিক দেবে। মীরা স্বল্পভাষিণী, লজ্জাশীলা—শান্তদর্শনা সুন্দরী। ইরাণী হাস্যোজ্জ্বলা, রহস্যপ্রিয়া, দীপ্তিময়ী। দু'টি মেয়েই সুন্দরী, তবে ভিন্ন প্রকৃতির। এঁরা উন্নতমার্গের হিন্দু পরিবার।

শুনলাম, এঁরা সারতে এসেছেন। দেখলুম, কারুর চেহারার কোনখানটাই ত সারবার অপেক্ষা রাখে না, সকলেরই নিখুঁৎ স্বাস্থ্য।

সুবর্ণবাবু বাংলার বারান্দায় ব'সে স্টেটস্‌ম্যানখানা দেখ্‌ছিলেন। পাশের ঘরে পত্নী মন্দাকিনী মেয়েদের বলছিলেন—"অত ঘন ঘন যাওয়া আমি পছন্দ করি না,—তাতে লোকের আগ্রহ মিইয়ে আসে,—মামুলি আলাপের আলুপো জিনিস হয়ে পড়তে হয়। ভাবে—আস্‌বেই অখন। কারুর এ রকম ভাবাটা আমি অপমান ব'লে মনে করি।"

ইরাণী সহাস্যে বললে—"তুমি কি মা! এত কথা ভেবে লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা! আমরা যাই ওঁদের ডায়েরি শুনতে। মানুষ ত দুনিয়াময়, কিন্তু ও জিনিসটা ওই 'সপ্তর্ষিমণ্ডলে'ই মেলে। তুমি পাগলা-গারদ দেখতে যেতে না?"

মন্দাকিনী বলিলেন,—"এত পয়সা খরচ ক'রে মধুপুরে আসা ডায়েরি শুনতে!—পুরুষদের কাছে খেলো হ'তে! ওরা যদি বুঝে ফেলে, তোদের ডায়েরির নেশা ধরেছে, দেখবি—লেখা দিন দিন দৌড়ে

চলেছে, আর তাতে সাত-কুটি মিছে কথা ঢুকেছে। খবরদার, কিসে তোরা খুসী হোস—সেটা যেন কিছুতে না ধরা পড়ে। তোদের বাবা আজো তা—”

বারান্দায় First class Deputy (প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী) চম্‌কে উঠলেন।

ইরাণী চোখে মুখে টান ধরিয়ে বললে,—“তুমি বলো কি মা,—বাবার মত দেবতার সঙ্গে—”

মন্দাকিনী ধাঁ ক’রে বললেন,—“সীমা জানতে পারলে, দেবতার দেবত্বেও সীমা এসে যায়। ওঁর উন্নতির পথে বাধা দেই কেন।”

মীরার মুখে হাসির রেখাটা ভেতর পিঠেই ফুটলো।

সুবর্ণ বাবু হাসির ফিকে আভরণে গাঢ় বিষাদের আভাটা ঢাকতে পারলেন না। কাগজখানা কোল থেকে প’ড়ে গেল।

প্রগল্‌ভা ইরাণী হাসিমুখে ব’লে ফেল্‌লে—“উঃ, কি দয়া মা তোমার!” আরও কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মায়ের তীব্র কটাক্ষ তাকে থামিয়ে দিলে। তিনি কঠিন কণ্ঠে বললেন,—“গ্যাখ ইরা—আমি তোর পেট থেকে পড়িনি।”

ইরাণী গম্ভীর হয়ে বল্‌লে—“তুমি কি ক’রে জানলে, মা!”

শঙ্কিতা মীরা বল্‌লে—“শুনলে ত,—তুমি আবার ওর কথায় রাগ করচো। ওর কোন্ কথাটার মাথামুণ্ডু থাকে, মা?

উন্মুখ হাসিটা চেপে,—মা নরম হয়ে বল্‌লেন—“সেটা কি ভালো,—এখন আর ছেলেমানুষটি নয়। মেয়েমানুষের ‘রূপের’ পরেই ‘কথাবার্ত্তা’।”

এই সময় বাংলার সামনে দিয়ে একখানা বেশ বড় ঝক্‌মকে সুন্দর মোটর গুরুগম্ভীর রেশ ছাড়তে ছাড়তে মন্থর গতিতে ‘সপ্তর্ষিমণ্ডলে’ গিয়ে ঠেকলো।

দেখবার আগ্রহে, তিন মায়ে ঝিয়ে তাড়াতাড়ি দক্ষিণের বারান্দায় হাজির হলেন।

মোটর থেকে পয়লা নামলেন—আমাদের পরিচিত মাত বাবু। তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ আজ দ্রষ্টব্য।

ইরাণী মীরার কাঁধে এক টিপুনি দিয়ে কানের কাছে বল্‌লে,—"তোমার ফতি বাবু!"

—"পোড়ারমুখী।"

—"নাম করতে আছে না কি!"

"দেখ না মা"—

তার পর নাম্‌লেন—আমাদের নবনী।

মন্দাকিনী ব'লে উঠলেন—বাঃ—এ ফুটফুটে ছেলেটিকে ত দেখিনি। মতি বাবুরই কেউ হবে। ওদের বংশই দেখছি রূপবান্‌। পড়াশোনা কতদূর কে জানে!

এইবার বেরুলেন আমাদের আচার্য্য। তিনিই মোটর চালাচ্ছিলেন,—সোফার পাশেই ব'সে ছিল।

মন্দাকিনী—ও মা—ফোঁটাকাটা এ আবার কে?

মীরা—ঠাকুর টাকুর হবেন।

ইরাণী—ঠাকুর হবে কেন, (নীচু সুরে) একেবারে পুরুত সঙ্গে ক'রে এসেছেন।

মীরা মুখ ফিরিয়ে মায়ের ওপাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

মন্দাকিনী বললেন—তোরা ডায়েরি শুনতে যাবিনি?

মীরা বল্‌লে—আমি আজ আর যাব না মা।

মন্দাকিনী—সে কি! যাবে না কেন? যাও—সেই চাঁপা রংয়ের

কাপড়খানা প'রে নাও গে। আর আমার হার ছড়াটাও গলায় দিও।—তুমি কি পরবে ইরা ?

ইরাণী সহজভাবেই বল্‌লে—"আমি ত যাব না। রোজ রোজ যাওয়া আবার কি,—ও আমি পছন্দ করি না।"

মন্দাকিনী ইরাণীর মুখে একদৃষ্টে চেয়ে বললেন—"ধন্যি মেয়ে বাবা,—আমি বলেছি কি না—'পছন্দ করি না।' বজায় বাপের ধাতটি পেয়েছে—"

ইরাণী—অর্থাৎ মন্দ। তোমাকে বাপ তুলতে হবে না ত !

মন্দাকিনী দাঁও ফস্‌কাতে চান না, মোলায়েম মেরে বল্‌লেন—"ও মা, তুই যে ঝগড়া আরম্ভ করলি ! আমি কি কাউকে মন্দ বলিছি, মীরা ? যাবে বইকি—লক্ষ্মীটি, তুমি না গেলে কোন খবরই পাব না। তোর বাপকে বলিস্ না—মতি বাবুকে আর ওই ছেলেটিকে বেড়াতে আসতে বলেন।"

ইরাণী যাবার তরে প্রস্তুতই ছিল, তাই অল্প দু'চার কথায় মা'র সঙ্গে মিটমাট হ'য়ে গেল।

মা বললেন—"ঠিক যে বেড়াতে গিয়েছ—এটা জানতে দিও না। আমাদের শুভ্রা বেরালটাকে দু'দিন দেখতে পাচ্ছি না—তার খোঁজটাও ত নেওয়া দরকার।"

ইরা মা'র অলক্ষ্যে এমন কতকগুলা হাসির রেখা মুখে ফোটালে, যার অর্থ বাছাই ক'রে বলা কঠিন।

* * * *

দুই বোনে বেশ-ভূষাটা একটু সেরে নিচ্ছিলো। মীরার কোনও উৎসাহ না দেখে, আর তাকে নীরব দেখে, ইরা বললে—"কানে একটু কম শোনেন, এই ত ? তা ত শীগ্‌গিরই সেরে যাবে বলেছেন। আর

না সারলেও আমি ত কোনো ক্ষতিই ভাবি না। আমাদের শাস্ত্র বলছেন—বিবাহ হ'লেই দুই ঘুচে এক হয়। তবে আবার কতকগুলো নাক-কান নিয়ে কি হবে!"

মীরার কোন কথা শুনতে না পেয়ে ইরা তার দিকে চাইতেই দেখলে—তার পদ্মের মত চোখ দু'টি জলে ভাসছে। সে অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি—"ও কি দিদি—আমার কথায়"—বলতে বলতে নিজের আঁচল দিয়ে মীরার চক্ষু মুছিয়ে দিতে লাগলো। মীরা তার গলা জড়িয়ে বললে—"তোর কথায় কি আমি কখনও কিছু মনে করি, ইরা।" এই ব'লে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

ইরাণী সমবেদনা অনুভব ক'রে বললে—"মা'র যে কি পছন্দ—জানি না; আড়াইশো টাকা মাইনে, পাঁচশোর গ্রেড্, আর এই বয়সেই রায় বাহাদুর হবার আশা আছে শুনে উনি গ'লে গেছেন! মতি বাবু রূপবান্, তা অস্বীকার করছি না।"

মীরা বললে—"কিন্তু ওঁর চোখের মধ্যে একটা কি যে আছে, যা দেখে আমি শিউরে গেছি, ইরা। সে আমি কারুকে ত বোঝাতে পারবো না। আমায় কিন্তু—"

ইরাণী মীরাকে জড়িয়ে ধ'রে বললে—"না—না, সে হ'তে পারে না, যাকে বিশ্বাস করতে পারবে না, তাকে,—না না, সে হবে না। উনি নিজে কথাটা তুলেছেন বলেই মা'র এত আগ্রহ,—তার সঙ্গে কন্যা-গর্ব্বও ফুটেছে। যাক্, তুমি আর ভেব না দিদি,—ও আমি উল্‌টে দেবো অখন। বাবার কিন্তু সম্পূর্ণ মত নেই, সেটা আমি বুঝেছি।"

মীরা বললে—"ইরা, আমি বাপ-মা'র কাছে লজ্জাহীনা হ'তে পারব না, অবাধ্যও হ'তে পারব না, তাই আমার এত ভয়, বোন্।"

ইরা অভয় দিয়ে বললে—"তোমাকে কিছু করতে হবে না, সব

ভার আমার রইলো। চলো—ও-চিন্তা একেবারে মুছে ফেলে দাও। ওখানে কিন্তু আর মিছে সঙ্কোচ-টঙ্কোচ রেখ না, বেশ সহজভাবে থাকবে।"

১০

তারিণী সামন্তর যথাসর্ব্বস্ব ভাদুড়ী-মশাইর পাল্লায় ঝুলছে। তাঁকে সন্তুষ্ট করতে সে সাতসমুদ্রের জল এক ক'রে বেড়াচ্ছে। আচার্য্যের উপদেশমত কোথা থেকে একখানা নতুন মিনার্ভা মোটরও জোগাড় ক'রে দিয়েছে। বৈকালে ভাদুড়ী-মশাই সহ মাতঙ্গিনী হাওয়াগাড়ী চ'ড়ে হাওয়া খান।

আজ একটা নতুন জায়গায় বেড়াতে যাবার প্রস্তাব মতি বাবু আচার্য্যের কাছে করেই রেখেছিলেন। সর্ত্ত ছিল—ভেজাল না থাকে,—অর্থাৎ নবনী। কারণ, সে ছেলেমানুষ, কল-কব্জাই নেড়েছে, জ্যান্তো জিনিসের কদর এখনও শেখেনি। মহিলাদের সামনে আমাদের awkward positionএ (খয়ে বন্ধনে) ফেলে দিতে পারে। তাকে কোন কাযে পাঠিয়ে ওঁরা মোটরে বেরিয়ে পড়বেন, এইটে ছিল মতিবাবুর গড়াপেটা মতলব। আচার্য্যের গোয়েন্দি চালে সেটা গেল গুলিয়ে।

মাঝ পথে নবনী রথে উঠে পড়লো।

মোটর 'সপ্তর্ষিমণ্ডলে' সাড়া দিতেই ঋষিরা আসন ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে পড়লেন। চুলে, চশমায় আর পাঞ্জাবীতে যেন বায়স্কোপের একটা খাড়া-গুরুপ্ বেরিয়ে এলো। বেখাপ্ ছিলেন কেবল মাষ্টার অক্ষয় বাবু, এক-বুক চুলের ওপর ধপ্‌ধপে একখানা টার্কিশ টোয়ালে

ঝুলছে! তিনি আগুয়ান হতেই মতি বাবু পা বাড়িয়ে গিয়ে সঙ্গী সম্বন্ধে সংবাদ দিলেন। অক্ষয় বাবু সাদরে "আসুন, আসুন" ব'লে অভ্যর্থনা ক'রে আচার্য্য আর নবনীকে এগিয়ে নিলেন। ঋষিরা আপোষে হাসির রেখা টেনে সুমিষ্ট অমায়িক আওয়াজে,—দালানমুখো ট্যাড়চা হাত টেনে "আসুন" ব'লে তাঁদের ঘরে তুলে ফেললেন। হল-ঘর হেসে উঠলো।

লম্বা টেবলটার চারদিকের চেয়ারগুলো গা-নাড়া পেয়ে ঘড় ঘড়্ শব্দে সকলকে স্থান দিলে।

মতি বাবুর সর্ব্বত্রই গতায়াতের সুমতি থাকায় ঋষিদের সঙ্গেও আলাপ ছিল। তিনিই উভয়পক্ষের পরিচয় ক'রে দিতে লেগে গেলেন।

এই সময় সুবর্ণ বাবু সহ দুহিতাদ্বয়—মীরা ও ইরাণী, এসে উপস্থিত হতেই, পাড়াগাঁয়ের প্রাইমারী স্কুলে সহসা যেন ইনেস্পেক্টর ঢুকলেন। চেয়ার ছেড়ে, সব হুড়মুড় ক'রে দাঁড়িয়ে উঠলেন। মতি বাবু তড়াক্ ক'রে তফাৎ হয়ে সুবর্ণ বাবুর পায়ের ধুলো নিলেন। খিতুতে তিন মিনিট কেটে গেল। নবনীর চোখ দু'টো লক্ষ্যভেদের চাউনিতে মীরার মুখে স্থির হয়ে উর্দ্ধেই আটকে রয়েছে দেখে, মতি বাবুর মুখখানা হঠাৎ বদ্ রং মেরে গেল। তিনি চাপা গলায় চুপি চুপি আচার্য্যকে বললেন—"আমি কি সাধে বারণ করেছিলুম, দেখছেন একবার নবনী বাবুর ভদ্রতাটা,—ই-কি!"

আচার্য্য ভাবভঙ্গীতে জানালেন—"বড় ভুল হয়েছে, আপনি ঠিকই বলেছিলেন," সঙ্গে সঙ্গে নবনীর আস্তিনটায় একটু টান মেরে তাকে অবনীতে নামিয়ে আনলেন।

তখন মতিবাবু আবার তাঁর অসমাপ্ত পরিচয়ের পালা সুরু করলেন।

আচার্য্য amendment (সাধের গুছি) এগিয়ে দিতে লাগলেন। নবনী যে রুড়কির নম্বা পাশ করা এঞ্জিনিয়ার Medalist and Specialist (চাকৃতিধারী মাতব্বর) এবং একজন Research Scholar (ঢুণ্টু পন্থী) তাই টোঁড়াচুঁড়ির কাযে মোটা মাসোহারায় তাঁর সরকারী ডাক পড়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি, আচার্য্য বেশ বিজ্ঞাপনের ভাষায় বাতলে দিলেন। তাতে সকলের প্রচণ্ড প্রশংসা আর খর দৃষ্টি পড়ায় নবনী বেচারার গ'লে যাবার মত অবস্থা হ'ল।

আচার্য্য সেটা বুঝতে পেরে বললেন—"বাবাজীর দোষের মধ্যে বড় লাজুক আর তেমনি নম্র.—আজকালের তুবড়ি নয়।"

নবনীর গৌরবর্ণে গোলাপী চড়ছিল। সে চাপাগলায় আচার্য্যকে বললে—"কি করছেন!"

আচার্য্য তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন—"তোমার (middle-ম্যানি) ঘটকালী!"

"বাঃ বাঃ, এঁরাই দেশের দীপ্তি, বাঃ" ইত্যাদির মধ্যে সুবর্ণ বাবু বললেন—"আমাদের দেখেই আনন্দ।" অক্ষয় বাবু বললেন—"এখানে বড় একটা কারুর সঙ্গেই দেখাই হয় না, এক মতি বাবুই দয়া ক'রে আসেন। আজ আপনাদের পেয়ে পরম লাভ মনে হচ্ছে।"

বেলোয়ারী বাবু বললেন—"এও মতি বাবুরই কৃপায়। অতি সজ্জন লোক। ভগবানের কি বিচার, কানে শুনতে পান না, কথাবার্ত্তায় সুখ নেই। ক্লারিওনেটও পৌছায় না, এ কি কম আপশোস্! একটা কানাড়াও কানে ঢুকলোনা!"

আচার্য্য বললেন—"ঠিক কথা, কানে শুনতে পেলে ওঁর জোড়া মিলত না। যে রকম ভাল লোক, ও সেরে যাবে দেখবেন।"

ইরাণী মীরার দিকেই চাইলে। মীরার তখন প্রতি শিরা-

উপশিরা নবনীতে নিমজ্জিত! ইরা মনে মনে চম্‌কে গেল, বিবাহিত হওয়াও ত বিচিত্র নয়! নিমেষে তার উজ্জ্বল মুখশ্রী কে যেন মলিন মস্‌লিনে ঢেকে দিলে। সমুজ্জ্বল কক্ষে ল্যাম্পটার শিখা সহসা যেন কে এক প্যাঁচ কমিয়ে দিলে। দিদিকে সাবধান করবার জন্যে সে চুপি চুপি বললে—"ভদ্রলোকের বাছার ওপর বুঝি অমন ক'রে দিষ্টি দেয়।" মীরা কেবল ধীরভাবে চক্ষু নত করলে।

ইরাণী তার দিদিকে উদ্দেশ ক'রে বললে—"শুভ্রার খোঁজ নিতে এসে খুব খোঁজ করছি ত!" পরে অক্ষয় বাবুর দিকে চেয়ে বললে—"দিদির শুভ্রাকে এ বাসায় দেখেছেন কি? দু'দিন সে যে কোথায় গেছে, দেখতে পাচ্ছি না, দেখলে অনুগ্রহ ক'রে ধ'রে রাখবেন, না হয় আমাদের খবর দেবেন। তাকে খুঁজতেই এলুম।"

কিংশুক বললে—"সে কি—দু'দিন আসেনি! বলেননি কেন, আগে শুনলে আমরাই খুঁজতুম। আহা, কি সুন্দর দেখতে, তেমনই নম্র, আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।"

ইরাণী আধো-ফুটন্ত হাসিমুখে বললে—"দু'দিন হয়ে গেলে বুঝি আর খুঁজতে নেই?"

কিংশুক—"না, তা বলছি না। আচ্ছা, আলেখ্য বাবুর কামরাটা একবার দেখে আসছি; এ বাসায় উনিই দুগ্ধপোষ্য।"

সকলে হাসলেন।

কিংশুক সেই ফাঁকে উঠে গিয়ে ষ্টোভ জ্বেলে চায়ের জল চড়িয়ে এলেন।

সুবর্ণ বাবু শুভ্রার প্রসঙ্গ বাহাল রেখে বললেন—"তিনি যে যত্নে থাকেন, রোজ সাবান মেখে নাওয়া, গায়ে এসেন্স, আবার বর্ণানুযায়ী নামকরণও হয়েছে।"

মীরা বাপের উপর রোষ ও নিষেধ-মিশ্রিত আধখানি কটাক্ষে চাইতেই তিনি হেসে নীরব হলেন।

আচার্য্য সবিনয়ে প্রশ্ন করলেন—"তিনি মহিলা বুঝি ?"

সকলে অবাক্ হয়ে তাঁর দিকে চাইলেন। ইরা হাসি-চাপা চোখে বললে—"শুভ্রা আমাদের বেরাল !"

আচার্য্য সহজ স্বরেই বললেন—"তা ত বুঝেছি মা, তিনি মহিলা—তাই জিজ্ঞাসা করছি। দু'দিন সংবাদ নেই, সেটা খুবই চিন্তার কথা কিনা। সন্তান-সম্ভবা নন ত ? তায় আবার অবলা—"

সকলে হেসে উঠলেন। আচার্য্য মূঢ়ের মত চেয়ে রইলেন।

অক্ষয় বাবু আচার্য্যের কথার ভাব বুঝতে পেরে বললেন—"আপনি ভুল ঠাউরেছেন, ওঁরা সীতার বনবাসের পক্ষপাতী নন।"

আচার্য্য অতি গো-বেচারার মতই বললেন—"কি জানি মশাই, আমি ঠিক সেকেলেও নই, আবার একেলেও নই, অকেলে কি বিকেলে, তা বুঝতে পারি না ; আমার সময়টাও সুবিধের নয়, কোন্ রন্ধ্রে শনি পথ বানিয়ে বসবেন জানিনা তো—দেবভাষার দোহাই দেওয়াই ভালো—"

অব্যক্ত বাবু গবেষণার বিষয় খোঁজেন, তিনি ভ্রূদ্বয়ের মাঝখানটা দু' আঙ্গুলে টিপে ছেড়ে দিয়েই গম্ভীরভাবে বললেন—"এরূপ আশঙ্কার অবশ্যই কোন গভীর কারণ থাকতে পারে, সেটা চাইকি ভাবনার জিনিষ হ'তে পারে এবং তার মধ্যে কোন সমস্যা আত্মগোপন করেও থাকতে পারে—"

"ইস—চায়ের জল চড়িয়ে এসেছি যে," ব'লে কিংশুক উঠতেই সুবর্ণ বাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে, "এই যে এরা দু'জন রয়েছে, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, সেটা কি ভাল দেখায়," বলতেই—ইরাণী মীরার হাত ধরে তাকে তুলে নিয়ে পাশের ঘরে চ'লে গেল।

অব্যক্ত বাবুর বক্তব্য তখনও ফুরোয়নি, তিনি এই ব'লে সেটা শেষ করলেন—"যাক্, নবনী বাবুর রিসার্চে হাত দিতে চাই না, তাঁর এখন নবোদ্যম, সেটা খেলাবার খেই দেওয়াই ভাল।—তিনিই ভাবুন।"

আচার্য্য আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—"বাঃ, আপনার উদারতা দেখে মুগ্ধ হলাম। তাই ত চাই, দেশে এইটিরই অভাব। ঝাঁ ক'রে কেউ কেড়ে—ঠেলে আসন নিয়ে বসে। দেখুন না, কোন একজন লেখক কত ভাবনা, চিন্তা, দর্শন, গবেষণা, (আর লেখক যখন তখন 'অনশন' ত ছিলই) এই সব ক'রে কুমারীদের গণ্ডে কোন এক অবস্থায় রাঙ্গা রংয়ের আবিষ্কার করেন। কোন বিশেষ ভাবের কত ডিগ্রি সংঘর্ষে ঐ রংটা দেখা দেয়, চাই কি তিনি সেটা বার ক'রে ফেলতেন। তাতে ক'রে চাইকি কালে আমাদের 'কালা' নাম ঘুচে যেতে পারতো। কিন্তু মশাই, দেশটি তা নয়, হাজারো লেখক যেন হাঁ ক'রে ছিলেন; ভাবা নেই, চিন্তা নেই, প্রত্যেকের নায়িকা দেখবেন পাঁচ ছয় বার লাল হচ্ছেন! অত ঘন ঘন লালে যে কাল্‌চে মারে, সে দুর্ভাবনা কারও নেই। এতে এই হ'ল যে, আবিষ্কর্ত্তা আঘাত খেয়ে 'দূর কর' ব'লে ঝটিতি থেমে গেলেন, ক্ষতিটি হ'ল দেশের। কেবল পাঁচ জনে ফাঁকা তুরুপ মেরে কি ক্ষতিটে ক'রে দিলে বলুন দিকি! অবশ্য ভাষার দিক্ থেকে একটু লাভ হয়েছে, সেটা অস্বীকার করছি না। এত কাল কালিমাটাই ছিল, অধুনা "লালিমা" এসেছে। ভাষার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে ডালিমা কি অ্যাপ্‌লিমাতেও কারুর আপত্তি নেই, বরং প্রকাশের পথ সুগম হবে।"

অব্যক্ত বাবু হাঁ ক'রে শুনছিলেন। একটা নিশ্বাস ফেলে পকেট-বুকখানা বার ক'রে তাতে 'ডালিমা' কথাটা নোট ক'রে রাখলেন।

সকলে অবাক হয়ে আচার্য্যের কথা উপভোগ করছিলেন। তাঁর

অ-মানান মূর্ত্তিটা মণ্ডলের মধ্যে বেশ বে-মালুম মানিয়েও এসেছিল। নোটাস্তে অব্যক্ত বাবু মাথা তুলে বললেন—“উঃ, আপনি কি চিন্তাশীল!”

আচার্য্য সহাস্তে বললেন—“মা-বাপ চিন্তাটাই দিয়ে গেছেন—ওইতেই বেড়ে উঠেছি। ওটা আমাকে চেষ্টা ক’রে পেতে হয়নি।”

কিংশুক ‘আসছি’ ব’লে চায়ের চত্বরে ঢুকতে গিয়ে দেখেন, “দোনো বহিনই দ্বারের পাশে দাঁড়িয়ে!”

“বাঃ, বেশ চা পাকাচ্ছেন ত!”

“হয়ে গেছে। আপনার অপেক্ষাই করছিলুম। ক্ষমা করবেন, দুনিয়ায় আপনার ত আর নিজের জন্তে কিছু করবার নেই, আমাদের হয়ে কাপ আর পিরিচগুলো টেবলে সাজিয়ে দিয়ে যদি সাহায্য করেন। অত লোকের মাঝখানে দিদির হাত-পা আসবে না, সকলের মাথায় মাথায় না বসিয়ে আসেন।”

মীরা বললে—“ওর কথা শুনবেন না; সকলের পাশ দিয়ে হাত বাড়িয়ে ঘোরা আমার কম্ম নয়, দাদা।”

কিংশুক—ঠিকই ত, ভাগ্যিস আমি এলুম।

ইরাণী বললে—“তাও ঠিক, আবার আমিও যে খুঁজছিলুম, তাও ঠিক।”

“সেই মহিলাটিকে ত?”

মীরা মুখে আঁচল দিলে, ইরা সহাস্তে মীরার ঘাড়ে গিয়ে পড়লো।

“উনি কে দাদা, বেশ কথা কন ত!”

“সেটা আমিও ভাল জানি না। কথাবার্ত্তা বেশ, জানাশোনাও অনেক। চলুন, চা’-টা চ’লে গেলে গলা আরও খুলতে পারে।”

১১

সকলের চলা এক রকমের নয়,—চা চুমুকে চুমুকে চলতে লাগল।

সুবর্ণ বাবু আচার্য্যের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "মধুপুরে আরও দু' একবার আসা হয়েছে, একটু মুখ বদলে ফেরা হয়েছে, বড় জোর কিঞ্চিৎ রক্তমাংস সংগ্রহ ক'রে। দেখা হয়েছে শালগাছ, মউয়া গাছ আর বেড়ানো হয়েছে বেশীর ভাগ—ইষ্টেশনে—"

আচার্য্য বল্‌লেন, "আহা, অমন স্থান কি আর আছে, মর্ত্ত্যের বৈতরণী বললেই হয়। কড়ি ফেল্‌লেই পাস্ পাওয়া যায়, তা যেদিকে যাবেন। আর একটা সুবিধে—মাল সুদ্ধু। শাস্ত্রীয় বৈতরণীর বাবা, সেখানে সূচ গলে না, কেবল পাপটুকু সাফ সঙ্গ নেয়। এখানে সস্ত্রীক যেতে পারি—অস্থাবরের আটক নেই! কলির প্রধান তীর্থ, প্রায়ই দেব-দর্শন ঘটে, তেমন ভাগ্য হ'লে স্পর্শনও পাওয়া যায়। সেটা অবশ্য প্রকাশ করতে নেই। বেড়াতে যাবেন বৈকি। শ্রীক্ষেত্রে কেবল রাঁধা ভাত-ডাল মেলে। এখানে যা চাবেন,—'কেলে-নর' আছেন। যাবেন বৈ কি। মহা'মোহ'পাধ্যায়ও যান।

সকলে অবাক্ হয়ে শুনছিলেন, সুবর্ণ বাবু বিবর্ণ মারতে মারতে সামলে বল্‌লেন, "আপনি যা বল্‌লেন, সবই ঠিক, আর ততোধিক উপভোগ্য। তবে আমার বল্‌বার উদ্দেশ্য, এ বারে এঁদের পেয়ে পরম আনন্দে কাটাচ্ছি। একলা ঘুরে আর কতটুকু দেখতুম। এবার এঁদের দেখাগুলোও উপভোগ করছি। এঁরা সকলেই উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত আর প্রত্যেকেই এক এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। এঁদের ডায়ারিই এক অপূর্ব্ব বস্তু।"

"বলেন কি—ডায়ারী! ও যে ভারী দরকারী জিনিষ। ডায়ারী রাখাটি একটি অত্যাবশ্যকীয় অভ্যাস। ওইটি না থাকাতেই ত আমরা মাথা তুলতে পারলুম না—আমাদের প্রকৃত ইতিহাসই বেরুলো না। ভগীরথ কোন্ পথ দে কবে কি করে স্বর্গে উঠলেন আর কবে কোন্ পথ দে গঙ্গাকে নিয়ে নামলেন, তার ডায়ারী থাকলে আজ ভাবনা কি!—সায়েন্সের সপ্ততাল ভেদ হয়ে যেত। ভানুমতীর জন্মমৃত্যুর তারিখই মিললো না। মন্থরা বংশ রেখে গেছেন বটে, তা বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে, তাঁর মূল্যবান্ ব্যবসাও বজায় আছে কিন্তু তিনি যে কোন্ বস্তির বাস্তু ছিলেন, তার পাত্তা লাগে না। এই সে দিনের কথা—আশানন্দেরই কি ডায়ারী আছে! ছেলেগুলো ঢেঁকি ঘুরিয়ে বাঁচতো, 'স্থাণ্ডো' কি 'মুলার মুলার' ক'রে মরত না। দুর্ভাগ্য! ওঃ, ডায়ারী,—ভারী জিনিষ মশাই, ভারী জিনিষ। এঁরা রাখছেন নাকি? বাঃ, বেশ ত! রবিবাবুর আর 'ভারত কৈ?' বলবার জো-টি থাকবে না। কি ভুলই সব ক'রে গেছেন! হঁ্যা, বুদ্ধিমানদের আবার দু'কাপি রাখতে হয়—সদর মফঃস্বল আর কি—যেমন মহাজনী খাতা। ভারী কাজ দেয়।"

অক্ষয় বাবু বল্‌লেন, "আপনাকে যখন পাওয়া গেছে, একটু কষ্ট দেবো, এঁদের সকলেরই ইচ্ছে, আপনার কাছে শোনেন,—ডায়ারী লেখার ভাষা আর ভঙ্গী কি হ'লে বেশ smart হয়।"

আচার্য্য। অর্থাৎ flat (ভোঁতা) না হয়? প্রশ্ন বটে! একটু কষ্ট দেবো বলায় ভেবেছিলুম, আর এক কাপ চা খেতে বলবেন বুঝি! পাড়াগেঁয়ে লোক কি না, ভয় পেয়েছিলুম। যাক্, উত্তম প্রশ্নই করেছেন।

মীরা নিঃশব্দে উঠে গেলেন।

"কঠিন নয়। বিষয়গুলো ধাতের গুণে নিজেরাই ভাবাভঙ্গী যোগায়। যৌবনের সখ সীমা বোঝে না, প্রিয় কিছু পেলেই প্রতিমা বানায়। তাতে জন্মান মহাভারত, ডায়ারী হচ্ছে ঘট-প্রতিষ্ঠা। উচ্ছ্বাস বাদ দিলেই হবে। তবে বেগবানদের অর্থাৎ যাঁদের বেগ আসে, তাঁরা নিয়মের দাস নন—নিরঙ্কুশ।"

মীরা এক কাপ চা এনে দিলেন, আচার্য্য সহাস্যে দু'হাত বাড়িয়ে নেবার সময় বললেন, "এ দয়া ভুলবো না মা—তা দেখে নিও।"

সকলে হাসলেন।

মীরা লজ্জায় আধরাঙ্গা হয়ে চেয়ারে বসতে গিয়ে যেই চেয়েছে, নবনীর চোখ হাঁ ক'রে ছিল, তাতে ঠেকেই একদম লাল!

মতি বাবুর মুখের মামুলী হাসিটা কে যেন ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিলে।

আচার্য্য বক্তব্যটা বজায় রেখে বললেন, "বড় জিনিষকে ছোটোর মধ্যে বন্দী করা আর কি। তবে সমজদার চাই, তা না ত বিলকুল বেকাম! একটা উদাহরণ শুনলেই সাফ হয়ে যাবে—"

"এই অধমের প্রদাদা-মশাই রাজা রামমোহন রায়ের উর্দ্ধ একাদশ অহোরাত্রের অসম-সাময়িক হলেও, তাঁর মালগুজারির খাতায় এক তারিখে দেখতে পাই টোকা আছে—'অদ্য-রোজ বাড়ীতে ও হাঁড়িতে চাউল না থাকা নিবন্ধন—অরন্ধন এবং ব্রাহ্মণীর সবেগে পিত্রালয়গমন।' বাস—এইটুকু। সাধারণে এ থেকে এই বুঝবে—তিনি পেটের জ্বালায় জ্ব'লে পুড়ে, সরোষে বাপের বাড়ী পাড়ি মারলেন। কিন্তু তেমন তেমন মানুষের হাতে পড়লে অর্থাৎ বিশেষজ্ঞের হাতে পড়লে এর প্রকৃত অর্থ, কি না—ঐতিহাসিক সত্য, সড়্ সড়্ ক'রে বেরিয়ে আসবে। অতি সোজা, কেবল ডায়ারী লিখতে আর দেখতে জানা চাই।

ঐ যে দু'টি কথা—'সবেগে' আর 'গমন' বসানো হয়েছে, ঐতেই সব খোলসা হয়ে রয়েছে। 'সবেগে' না লিখে 'ধীরপদে' লিখলে সেটা হ'ত সাংঘাতিক আর 'গমন' না লিখে 'প্রস্থান' লিখলে ত চুকেই যেত। তা তিনি লেখেন নি। শব্দতত্ত্বের সাহায্যে ঐতিহাসিক ঝট বুঝে নেবেন—তখন বহু বিবাহ (অবশ্য পুরুষদের) প্রচলিত ছিল, তাই তাঁর ব্রাহ্মণী স্বামিঘর বজায় রাখবার জন্যে বাপের বাড়ী থেকে চাল আনতে ছুটেছিলেন। গজেন্দ্র-গমনে গেলে, মহেন্দ্রক্ষণ পেয়ে—নিকটস্থা অপরা ঝটিতি চাল এনে চুলো দখল ক'রে কুলো বাজিয়ে দিত। এই হ'ল বাঙ্গালার খাঁটি ইতিহাসের ধারা।"

—"অনুসন্ধানে জানা যায়—প্রদাদা-মশাইকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর চারি-ভিতে ষাটটি ব্রাহ্মণী তখনও বর্ত্তমান! হ'ল ত? লিখে রেখেছিলেন, তাই না! একে বলে ডায়ারীর ভাষা;—ফ্যালাও না হয়েও ফলপ্রসূ। তবে সমঝদার চাই। যাক্—আপনারা এই যে কাযটি নিয়েছেন, এই হ'ল আসল স্বদেশী। পরদা আছে কি?"

অক্ষয় বাবু ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক চাইতে আচার্য্য বললেন—"ব্যস্ত হবেন না, আপনারা কি ধরনে ডায়ারী লিখছেন—শুনতে বাধা আছে কি?"

"ওঃ—না, কিছু না। আপনাদের শোনার মধ্যেই ত ওর সার্থকতা, আমাদের লাভ—কত Intelligent suggestion (ক্ষুরধার ইঙ্গিত) পাওয়া যায়।"

সুবর্ণ বাবু এইটিই চাচ্ছিলেন,—বললেন—"তা ত বটেই।"

অব্যক্ত বাবু "one minute please" বলেই পকেটবুক বার ক'রে 'সবেগে' আর 'গমন' কথাদু'টি টুকে রাখলেন।

অক্ষয় বাবু কোরক বাবুকে বললেন, "তুমিই আরম্ভ কর—কালকের

টুকু শুনালেই হবে।" আমাদের দিকে চেয়ে বললেন,—"ইনি কবি,—দেখতে প্রাচীন না হলেও, অনেক দিনের—বোধোদয় থেকে। সতীর্থদের ব্যবহারে চিত্ত চ'টে যাওয়ায় নিভৃত-নিবাস নিয়েছেন! সাঁওতালদের আজও যা অস্পৃশ্য আছে, তার ওপরেই ওঁর একান্ত ঝোঁক্।"

কোরক বাবু সবিনয়ে ডায়ারীখানি খুলে বললেন,—"এখন কেবল নোটই নিচ্ছি, লিখ্‌তে সময় নেবে না!" পড়লেন—"প্রভাতটা ঘোলাটে গোধূলির মত। কোন কিছুরই নগ্ন সৌন্দর্য্য নিঃসন্দেহে লিপিবদ্ধ করা চলে না। ভাব আসছে, কিন্তু ভুল করতে চাই না। ভুল নিশ্চয়ই হয়ে যেতো, ফাউণ্টেন পেন চল্‌ল না—কালি নেই। বুঝলুম, বাণীর ইচ্ছা নয়। দিনটা কিন্তু ভাল—পঞ্চমী। যা দিনরাত আমার চোখে পড়ছে, মনে ঢুকছে, যে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ, তার পাঁচ লাইন পেতে রাখলুম।"

"কবিতায় পাঁচ লাইন! বাঃ, আপনি নতুন লাইন নিয়েছেন দেখছি! এই ত দরকার!"

"না, শেষ চরণটা—"

"অসদাচরণ করছে? ওকে মিলতেই হবে দেখবেন। আজকাল ওটি হবার জো নাই। পড়ুন দিকি।"

"লিখবো কি মশাই—সব এক চেহারা! ক'দিন ধ'রে ভাবছি, ঝি থেকে আরম্ভ করি, কিন্তু যাকে দেখি, সেই 'সুখিয়া!' তাই লিখছিলুম—

'মখমল মোড়া নিটোল, যেন কন্‌সার্টের ঢোল!
হেরিলে হাতের গুল—মনে পড়ে বৃত্র-শূল!
চিতে হেন অনুমানি—'

এইখানে এসে কাল আর এগুতে চাইলে না! আমিও laboured (টেনে বোনা) জিনিষ চাই না কিনা,—থেমে গেলুম।"

"বেশ করেছেন, এ ত আর ছেলে গরু নয় যে, এগুবার process (পদ্ধতি) এক হবে। 'অনুমানি' কথাটির উপযুক্ত মিল চাই ত। 'জ্ঞানী' লাগালে গাঁট প'ড়ে যায়, ব্রাহ্মণী, সর্ব্বাণী,—উঁহু, যতি সামলানো যায় না—পাল্লা ঝোঁকে। আচ্ছা,—চিতে হেন অনুমানি, ন্যাণ্ডো কি ভীমভবানী।

কেমন লাগে?"

"চমৎকার, উঃ একদম fitting (লাগসই), এক মিনিট,—নোটটা ক'রে নি।"

—"কবিতা এমন জিনিষ (প্রেমের বস্তু কিনা), একবার গোঁ ধরলে রোকা দায়! তা না ত কি, আড়াই সের তিন সের ওজনের মহাকাব্য জন্মাতো। ঠেল্ মেরে হুড়মুড় ক'রে আসে।"

"বলুন না—বলুন না।"

"লিখুন,—বার্ণ কোম্পানীর ঘড়া—এক ছাঁচে সব গড়া।"

কোরক। উঃ, আপনার ত,—আপনি এখন আছেন ত—

আচার্য্য। যদি থাকতে দেন।

সকলে হাসলেন।

আচার্য্য। যা আরম্ভ দেখছি, এ যদি চাগিয়ে শেষ করতে পারেন, একটা স্থাবর সম্পত্তি দাঁড়িয়ে যাবে। পারবেন নাই বা কেন? তবে ঐ আটপিটে ছন্দটা কিছু প্রাচীন—এই যা। আজকাল 'মেরেকেটে' ছন্দটারই রেওয়াজ বেশী, 'ত্রেকেটে'ও চলেছে।"

"একটু hint (আভাস) যদি—"

আচার্য্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপত্তি কি। ওতে মিলটা যেখানে সেখানে সুবিধামত ঘ'টে যায়। যেমন,—

শুনিছ কি তুমি, বোসেদের ভূমি, হবে নিতে।
আর,—এই নব বর্ষে—তাতে,—বুনতে হবে সর্ষে—
মকর সংক্রান্তিতে।
এ যদি না পারো,—তবে
আমার হীনতা, আমার দীনতা, রবে—
বিশ্ব জোড়া।
মুখ পোড়া, যত—যে যেখানে আছে
দুনিয়ার মাঝে,—হাবাতে—
হাসিবে,—সাঁঝে কি সকালে
উপু হয়ে ব'সে—দাবাতে।
গুড়ুক—খেতে খেতে ভুড়ুক্ ভুড়ুক্।

কোরক বাবু শুনে এক দম লাড্ডু বনে গেলেন। "ভারী উপকার করলেন। এরূপ help কারুর কাছে পাই নি, কেউ ছন্দ ছাড়ে না মশাই! আপনি লেখেন না কেন?"

"সে অনেক কথা,—এর পর জানতে পারবেন।"

অক্ষয়বাবু বল্লেন, "এই আমাদের আলেখ্য বাবু। ইনি চিত্র-শিল্পে অল্পে তুষ্ট নন, তুলির এক টানে সমগ্র সাঁওতাল পরগণা ফুটিয়ে তুলতে চান। কোথা থেকে টানটি ধরবেন, সেই খুঁটটি খুঁজছেন। খাটুনিটে মাথার মধ্যেই চলছে, হাতে নামছে না। ওঁর ডায়রী তাই কোরাই রয়েছে, ফিরে গিয়ে ফেরৎ দিতে পারেন। বড়ই মনমরা হয়ে আছেন। বলছেন, পায়ে পায়ে চীন পেরিয়ে জাপানটা হয়ে আসি, তারা নাকি তুলির এক আঁচড়ে অনন্ত পর্য্যন্ত পৌঁছে যায়।"

আচার্য্য। বেশ, ইচ্ছা যখন এসেছে, বাধা দেওয়া উচিত নয়। বিদ্যার্জ্জন করতে লোক পরলোক পর্য্যন্ত গিয়েছে, অর্জ্জুনও ধাওয়া করেছিলেন, জাত যায় নি। তবে টান্‌টার সঙ্কেত শিখতে চীনই নাকি প্রশস্ত, ওস্তাদ খুঁজতে হয় না,—প্রায় সকলেই। চিত্রবিদ্যা সঙ্কেতমুখী। একটানে সাঁওতালভূমির পরিচয় প্রস্ফুট করবার সহজ উপায় কিংশুক বাবু ত অনেকক্ষণ ব'লে দিয়েছেন,—অবশ্য ইসারায়। অথচ উনি চিত্র-শিল্পী ব'লে ধরা দেন নি! আমি অবাক হয়ে গেছি।

শুনে কিংশুক বাবু 'মূঢ়ের মত' চেয়ে বল্‌লেন, "কৈ, আমি ত কিছু—"

"না, আমরাও ত 'অপরাধ' বলছি না। তবে আপনিই না সেই মহিলাটির, I mean শ্রীমতী শুভ্রার অবস্থিতি—আলেখ্য বাবুর কক্ষে সন্দেহ করলেন! ওর চেয়ে আর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত কি হ'তে পারে। এক আঁচড়ে সাঁওতাল-ভূমির পরিচয়—শ্রীমতীটিকে বা তাঁর চরণ চারখানি আঁকলেই এসে যাবে না কি? তাঁর গতিবিধি ঘরে ঘরে, বনে বনে; তাঁর দর্শন ষড়দর্শনের ওপর; কোনও কোনও থিওজফিষ্ট বলেন, ওঁদের তৃতীয় চক্ষুও আছে। তিনি ধনুর্বিদ্যা না জানলেও শিকারপটু; তাঁর আঁচড় সাঁওতাল-ভূমির সর্ব্বাঙ্গে। আপনার এক আঁচড়ে সবগুলিই এসে যাবে। তার পর চিত্র-পরিচয় দিলেই সাফ্‌। নবনী কি বলো?"

নবনী চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে হাসিমুখে চাইতে গিয়ে মীরার মুখে চেয়ে ফেল্‌লে। সে চাউনী মীরার মুখে যেন ফাগ ছড়িয়ে দিলে! আবার লাল!

আলেখ্য। আপনি আমাকে বাঁচালেন।

আচার্য্য। ও কি কথা,—যাক্‌! up to date চান ত রবি বাবুর যে-কোনও কবিতা থেকে নীচে দু'চার লাইন লাগিয়ে দেবেন। যেমন—

"গ্রামে গ্রামে সেই বার্ত্তা রটি' গেল ক্রমে,
মৈত্র মহাশয় যাবে সাগরসঙ্গমে।"

বসু। চিত্র এক দম জল হয়ে যাবে।—উপায় থাকতে ভাবেন কেনো!

অক্ষয় বাবু বল্‌লেন, "এই আমাদের বেলোয়ারী বাবু, খুব শক্ত বিষয় নিয়ে রয়েছেন। সব বাজনা বাজিয়ে ফেলে এখন তেলেগু গানের স্বরলিপি বানাচ্চেন। মোজার্ট কি বিটোভানের ধারা উল্‌টে দিতে চান। কালকের progressটা শুনলেই বুঝতে পারবেন।"

"বাঃ বেশ ত, এক একটি রত্ন বল্‌লেই হয়। খুব এসে পড়েছি ত। মতি বাবুকে শত ধন্যবাদ।"

মতি বাবু চুপ-চাপ,—কানে শোনেন না।

আচার্য্য ব'লে চললেন—"বিষয়টি খুব কদরের, এর সাড়া অনেক দুর পৌছুবে! একটু শুনবো যে।"

বেলোয়ারী বাবু একটু গলা সাফ ক'রে সুরু করলেন,—"আমাদের ভারতবর্ষটি একটি রকমারী জাতের জোট-পাকানো ভয়ঙ্কর জটিল জায়গা। রং থেকে নিয়ে ভাষা, স্বর, টানটোন্ সবই বিভিন্ন। একমাত্র সঙ্গীতের সুরই একতা রক্ষা ক'রে আসছে। দেশ বেজায় বেইমান, তাই এই একমাত্র গৌরবের জিনিষের দিকে দৃষ্টি নেই। এটা বোঝে না, এই সঙ্গীতবিদ্যাই এদের মধ্যে একতা এনে দিতে সমর্থ, নান্যঃ পন্থা। যেদিন সব শিয়ালের এক ডাক্ হবে—সেদিন,—যাক,—আমার সুর নিয়ে কথা। যত দুর পারি, তাকে খাঁটি রাখবার উপায় উদ্ভাবন করাই আমার ব্রত! এ জিনিষটির জন্ম দাক্ষিণাত্যে। বহু প্রাচীন,—সেই ত্রেতার কথা। এর উদ্ভব বিজয়ানন্দে। সীতাকে এ-পারে পৌছে দিয়ে আনন্দের উত্তেজনায়,—উল্লাসের যে সব শব্দ, সুর, টানটোন, গিট্‌কিরি বেরিয়ে পড়েছিল, রামচন্দ্রকে সেগুলি মিষ্টি লাগায় 'সৃষ্টি'

ব'লে থেকে গেল। আবার অগ্নি-পরীক্ষার সময় বিষাদের সুর বেরিয়ে এল। শ্রীহনুমান সে সব অযোধ্যায় বা আর্য্যাবর্ত্তে পৌঁছে দেন।

—"ফল কথা, দাক্ষিণাত্যেই এ জিনিষ জন্মায়। তেলেগুতে এর উৎকর্ষ। সেই সব বস্তুর মৌলিক আস্বাদ গুণী আর গুণগ্রাহীদের দেবার জন্যেই এই স্বরলিপি নিয়ে পড়েছি।"

—"এখানে বলা আবশ্যক,—তেলেগু ভয়ঙ্কর গিট্‌কিরি-প্রধান। সকলের সহজ-বোধ্য করবার জন্যে, অনেক চিন্তার পর গিট্‌কিরির স্থানে চিহ্নরূপে এক একখানি 'করাত' বসিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু 'বিলোম' বোঝাই কি ক'রে?"

আচার্য্য। কেন, যে উমদা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, যথাস্থানে এক একটি 'নেড়া-মাথা' বসিয়ে যান। কোন্ মূর্খ না বুঝবে!

বেলোয়ারীলাল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে 'মার দিয়া' ব'লে উঠলেন। তার পর—"কিন্তু আর একটা প্রধান জিনিষ বোঝাবার পথ যে পাচ্ছি না, সেটি না হ'লে সব মাটি। এক একটি পদ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বার-বার ভাঁজতে হয়, তাতে ভারী জ'মে ওঠে, একদম গুড় ক'রে ছেড়ে দেয়। কিন্তু সে পদগুলি বারবার লিখে বলতে গেলে স্বরলিপি বেজায় বেড়ে যায়। একটা সহজ উপায়—"

আচার্য্য। আছে বই কি। আপনি অতিরিক্ত ভাবছেন কিনা, তাই মাথায় ঢোকবার পথ পাচ্ছে না। আর—পায়ের জিনিষ মাথায় আসেই বা কি ক'রে। যেমন করাত বসিয়েছেন, তেমনই স্থানবিশেষে এক এক পাটি 'লপেটা' লাগিয়ে দিন।

বেলোয়ারী। উঃ—আপনার কি clear brain!

আচার্য্য। 'ধপ্‌ধপে' বলছেন? 'সন্‌-লাইট্' ব্যবহার করি যে! রোদে জলে সাফ্ হয়ে গেছে।

সকলে প্রশংসা ক'রে হাসলেন।

নবনীর হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু মীরার চক্ষুতে পড়তেই,—ফের লাল! মীরা জড়সড়।

মতি বাবু অর্দ্ধসমাপ্ত চায়ের কাপ রেখে হঠাৎ উঠে পড়লেন। কারণ,—একটা জরুরি কায ঝাঁ ক'রে মনে প'ড়ে গেছে।

অক্ষয় বাবু ভীত হয়ে বললেন—"উঃ, মুখের চেহারা একদম বদলে গেছে; বোধ হয়, বাসায় কারো শক্ত ব্যায়রাম। এতক্ষণ বাইরে রয়েছেন, হঠাৎ মনে প'ড়ে গেছে। অতি ভাল লোক; তেমনই মিশুক, বাড়ী বয়ে এসে আলাপ করেন। উনিই আমাদের প্রথম দিনের বন্ধু। সেই এসেছি মাত্র,—লগেজ্ খোলা হয় নি,—এসে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনাদের এক জন হয়ে পড়লেন। বললেন, এতটা পথ-কষ্টের পর একটু বিশ্রাম করুন, ও সব আমি খুলছি। আমাদের হাত দিতে দিলেন না, নিজেই সব খুলে ফেললেন। শক্তি, সহৃদয়তা দুই সমান। এসেই—বিদেশে ওরূপ লোক লাভ করা ভাগ্যের কথা। ওঁর কাছে আত্মপর নাই। সেই দিন থেকে নিত্য খোঁজ নেন, দু'দণ্ড না ব'সে যান না। মাটির মানুষ!"

কবি কোরক রায় বললেন—"বড় দুঃখ হয়, কানে শুনতে পান না। অমন লোকের জন্মটা বৃথা হয়ে গেল; ভ্রমর-গুঞ্জন কি কোকিলের ডাক কানে গেল না!"

আচার্য্য গম্ভীরভাবে বললেন,—"কষ্টের কথা বটে। এর চেয়ে আর দুঃখ কি আছে; কানে কোনো বোলই নিলেন না, সেরেফ্ খেলেই র[illegible]লেন আমার ত বোধ হয়, অমন লোকের এমনটা বেশী দিন থাকতে পারে না।"

ইরাণী আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না, বললেন—"ওঁর নিজেরও দৃঢ় বিশ্বাস তাই।"

"বটে! নিষ্পাপ অন্তরাত্মা সেটা যে ব'লে দেয় মা। ও কি ভুল হবার জো আছে!"

পরে নবনীর দিকে চেয়ে—"আমরা একসঙ্গে এসেছি, আমরাও তা হ'লে"—

সুবর্ণ বাবু। সে কি কথা, এখনও বেলা হয় নি।

অক্ষয় বাবু—"দেখুন, আপনাদের পেয়ে আজ সকলে যে শুধু পরম আনন্দই উপভোগ করছেন, তাই নয়, উপকৃতও হচ্ছেন। আমাদের কিংশুক বাবুর বিষয়টি বড়ই ক্রিটিকেল্, আপনারা থাকলে আর ওঁর ডায়ারী শুনলে, আশা করি, সেটির কোনও উপায় বেরিয়ে আসতে পারে।"

সুবর্ণ বাবুর অনুরোধ এসে পড়ায়, আচার্য্য একবার সকলের মুখে চোখ বুলিয়ে, তাঁদের সমর্থনের আভাস পেয়ে বসতে বাধ্য হলেন।

মীরা আর ইরার নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ্তি সমুজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

ঠিক এই সময়—এক পরাৎ সিঙাড়া, নিমকি আর সন্দেশ নিয়ে সুবর্ণ বাবুর চাকর উপস্থিত হ'ল।

"এ কি!"

"মা পাঠিয়ে দিলেন।"

আচার্য্য। মায়েরা চিরদিনই অন্তর্যামী। ঠিক এইটিই আশা করছিলুম। মিষ্টিমুখ যে করতে হয়। দাও ত মা, আমাদের।

মীরা মাথা হেঁট ক'রে শুয়ে রইল।

সুবর্ণ বাবু ইরাণীকেই ভারটা দিলেন।

অক্ষয় বাবু বললেন—"ইস—এ যে প্রচুর!"

আচার্য্য। আমরাও কোন্ দু' একটি। টেবলে তেরো জন থাকলে পাছে অনর্থ ঘটে, তাই মতি বাবু উঠে গেছেন। ভালো লোক অজান্তেও ভালো ক'রে থাকেন।

"আহা, তিনি এ সময়"—

ইরাণী প্রত্যেকের সামনে ডিস্ সাজিয়ে দিতে লাগলো। কিংশুককে দেবার সময় আচার্য্য ব'লে উঠলেন—"ওখানে ডবল্ দেওয়া চাই, মা, উনি সকলের ছোটো, তায় ওঁর বিষয়টিও না কি সকলের চেয়ে জড়োয়া।"

ইরাণী হাসতে গিয়ে, একেবারে "মেরি রেডি!"

আচার্য্য। নবনীও ছেলেমানুষ, মা।

ইরাণীর হাত থেকে দু'তিনটে বাড়তি সিঙাড়া আর সন্দেশ ত কিংশুকের ডিসের উপর পড়েই গিয়েছিল, কিন্তু তার রাগটার ভাগ নবনীর ডিসেই ভর করলে!

পাকস্পর্শটা হাসি মুখে চললো।

১২

কিংশুক বাবু ডায়ারীখানি খুলে সবিনয়ে বললেন,—"আমার আর ডায়ারী কেন, কিসের জন্তেই বা ডায়ারী! লিখবই বা কি,—বিষয়ই নেই।"

• 'খুঁক্' ক'রে একটু মিহি আওয়াজ হ'ল।

বোঝা গেল, ইরাণীদেবী হাসি সামলাচ্ছেন। কিংশুক চাইতেই সে সলজ্জ—রক্তবর্ণ।

কিংশুক বাবু একটু দ'মে গেলেন, বললেন,—"এতে কতকগুলো

এলোমেলো নোট আছে মাত্র। আমার এখানে আসবার উদ্দেশ্য, অক্ষয় বাবু কষ্ট স্বীকার ক'রে ঝিকে পর্য্যন্ত বুঝিয়ে দিয়েছেন। তা থেকে অনুমান ক'রে নেওয়া বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, আপনাদেরও তিনি বলেছেন। কোন ভাল সাধু-সন্ন্যাসী, অর্থাৎ সিদ্ধ মহাপুরুষ লাভ ক'রে এই জাম্‌ড়ো-পড়া জীবনটাকে পরমার্থপথে মোড় ফিরিয়ে ফেলবো, অধুনা এই সঙ্কল্প নিয়েই আছি। তার পর এস্‌পার কি ওস্‌পার—যা ঘ'টে যায়।"

আচার্য্য বললেন,—"বাঃ মনুষ্যজন্মের সেরা সঙ্কল্পই খুব সকাল সকাল আপনার মাথায় চ'ড়ে বসেছে দেখছি! পূর্ব্ব-সংস্কারের কি অপূর্ব্ব প্রভাব! ভাববেন না,—এস্‌পারই ঘটবে। যেহেতু, যা শুনলাম, সন্ধ্যালোকে বাগ্‌দত্তার আবছায়ামাত্র দর্শনে এতটা বৈরাগ্যের নজীর ভবে কি নভে—দুষ্প্রাপ্য। বাঃ, এই বেলা সাধনা সুরু ক'রে দিলে কি জিনিষই দাঁড়াবেন! আমাদের পোড়া বরাত, কোন দিকেই বাড়লুম না।"

"এমন কথা বলবেন না, আমার দ্বারা কতটুকুই বা সম্ভব! বড় কঠিন পথ।"

"না না, দ্বিধা রাখবেন না। অদৃষ্ট অনুকূল থাকলে,—রয়েছেই ত,—দিক্‌শূলও ভোঁতা মেরে যায়।"

"একটু আলো যদি দেখতে পাই—"

"ভাবছেন কি, সম্মুখেই অরুণোদয়—"

কিংশুক বাবু মুখ তুলে চাইতেই ইরাণীদেবীর হাসি-ঢাকা মুখ—সুরুখ্‌!

—"অর্থাৎ সন্নিকটেই। একটু সাধনা-সাপেক্ষ। বুঝলেন? কিছু কিছু বুঝি ত।"

"নিশ্চয়ই, আপনারা আর বোঝেন না ! তা এই কয়েক দিন কিছু কিছু যা আরম্ভ ক'রে ফেলেছি, সেটা লিখেও রেখেছি। একেবারে ত সম্ভব নয়।"

"পড়ুন পড়ুন, ও সব শুনলেও পুণ্য আছে—জ্ঞানের মাত্রা বাড়ে।"

"এখন কেবল এই ছ' দফা নিয়ে পড়েছি—

(১) গোড়াগুড়ি পুরোপুরি গৈরিক গ্রহণ করাটা শাস্ত্রসম্মত নয়, তাই যোগীয়া রংয়ের একখানি সিল্কের রুমাল পাঁচ-সিকে দে কিনে ব্যবহার করছি।"

আচার্য্য—"এইখানেই ত সৌভাগ্যের সোপান সুরু হয়ে গেছে। এক টাকাও নয়, আঠার আনাও নয়, ঠিক পাঁচ সিকে ! এই খানেই ত জ্ঞানে হোক্, অজ্ঞানে হোক্—দেবতার গণ্ডীতে টেনে নে' গেছে। আপনি ঠিক মেরে দেবেন। পড়ুন—পড়ুন—"

(২) "স'পাঁচ টাকার সিল্কের চাদর খানার—"

"এখানেও লক্ষ্য করবেন, স'পাঁচ টাকার! এ কি মানুষের খেলা ! বলুন।"

—"আধখানা নিয়ে এক দিন কৌপীন পরিধান ক'রে শয়ন করি ; শ্বাস-প্রশ্বাসের সমতা রক্ষার জন্যে চিত হয়েই শুই। কিন্তু পেছনে কৌপীনের পেল্লেয়ে গাঁট দু'টো থাকায়, সারারাত অস্বস্তিতে আর অনিদ্রায় কাটলো। তাই ওটা বন্ধ ক'রে দিয়ে, কাছায় এখন গিনি বেঁধে শুয়ে—সইয়ে নিচ্ছি। সয়ে গেলেই কৌপীন চড়াবো।"

"হুঁয়াঃ—একেই বলে 'যোগ-ক্ষেম' অর্থাৎ অলব্ধ লাভ আর লব্ধের রক্ষণ। গিনির পরেই গাঁট, এইটাই সনাতন রীতি—মহাপুরুষরা বরাবরই তাই ক'রে আসছেন।"

(৩) "মুক্ত-কচ্ছ হতেই হবে,—তাই এখন সকাল থেকে বাড়ীতে

যতক্ষণ থাকি—কাছাটা দিচ্ছি না। এ মতিটা আমার অনেক দিনের।"

"বলেন কি! আপনি ত মেরে দেছেন দেখছি। মূলাধার বন্ধন-মুক্ত হয়ে আসচে। ওটা খুব সুলক্ষণ। দেখেছেন ত—যখন রাগের মাত্রাধিক্যে—এই মারি ত এই মারি—এইরূপ রাজসিক অবস্থা, তখন ঘন ঘন মুক্ত-কচ্ছ হাওয়ায়, ক্রমে সাত্ত্বিক ভাবের স্ফুরণ দেখা দিয়ে—'যা বেটা বেঁচে গেলি, তা না ত আজ'—ইত্যাদি বলিয়ে বাড়ী ফিরিয়ে দেয়। কাছা না খুললে এ ক্ষমা, এ শান্ত ভাব আসে না। যাঁর অহোরাত্র খোলা, তিনি ত—আহা! বাঙ্গালীর ওই এক ভরসা! বলুন, যা শুনছি, সবই মধুর!"

(৪) "অগ্নিস্পর্শ ত্যাগ করেছি, স্পিরিটে—কুকারে রাঁধছি। বুদ্ধ-গয়ার বিশুদ্ধ কষ্টিপাথরের পাইপে সিগারেট টানি—অনেকটা ব্যবধানে।"

আচার্য্য—"উঃ—অত্যন্ত কঠোরে গিয়ে পড়েছেন। আচ্ছা, যিনি সামলাবার, তিনি এগিয়ে আসছেন। চিন্তা নেই।"

(৫) "মাছ-মাংস ত্যাগ ক'রে ডিমেই নির্ব্বাহ করছি।"

এতক্ষণে অক্ষয় বাবু বললেন,—"ষোলটি।"

আচার্য্য বললেন,—"পারমার্থিক পথে ভুল হবার যো কি! ষোড়শোপচার শাস্ত্রবচন। যাঁর হবার হয়, ঘাটে ঘাটে মিলে যায়।"

(৬) "টাকা-কড়ি সব গুণে ব্যাঙ্কে ফেলে দিয়েছি। চুলোয় যাক্—আর কেন? কোন স্বার্থ-ই রাখিনি। একদম লিখে দিয়েছি—আমার বিনা দস্তখতে যেন সিকি পয়সাও না আমাকে দেওয়া হয়। ব্যস্—"

আচার্য্য—"তাই ত, এটা যে সবসে কঠোর ক'রে বসেছেন দেখছি! শুনেছি, কুবেরের কৃপায় বার্ষিক আমদানী হাজার ষাটেক।"

কিংশুক বাবু বাধা দিয়ে বললেন—"আর কি হবে মশাই, সবই যখন গেল—যেতে দিন।"

"এ সাধু সঙ্কল্পে বাধা দিতে নেই বটে, তবে—"

"না মশাই, আর লোভের দিকে—"

"ঠিক,—যখন পূর্ব্বসংস্কার নিয়ে পাকা হয়ে এসেছেন, আপনাকে রোখে কে? এত দিন যে কোথায় আটকে ছিলেন—সেইটাই দেখছিলুম। সাধনা ত আরম্ভই ক'রে ফেলেছেন;—যে 'ছয় দফা' শোনালেন, ঐতেই ষট্‌চক্রভেদ এগিয়ে আসবে। তবে উপলক্ষ হিসেবে একটি সন্ন্যাসী গুরু জুটলেই যেন ভাল হয়।"

"তাও মিলেছিল মশাই।"

আচার্য্য সবিস্ময়ে বললেন—"'ছিল' মানে?—কি হ'ল,—দেহ রাখলেন না কি?"

"আজ্ঞে না,—সেই কথাটাই ডায়ারীতে লিখে রেখেছি,—কেনই বা!"

"সে কি কথা! আমাদের ধর্ম্মের ঝোঁকই পরলোকের দিকে। 'পরলোক' মানে আর কি,—এই আমরা—ইতরে জনা—আর—"

অক্ষয় বাবু অবাক্ হয়ে চেয়ে, মাথাটা দ্রুত চুলকে,—চুল টেনে বললেন—"কি ধাঁধায়ই বানিয়ে গেছে, সোজা কথাগুলো বোঝার বুদ্ধি বিগড়ে দিয়েছে!"

"হ্যাঁ—তা দিয়েছে বই কি। সে অনেক কথা, আর এক দিন হবে। এখন সাধুসম্বাদ শোনা যাক্।"

কিংশুক বাবু ডায়ারী খুললেন—

—"মধুপুরে আসা পর্য্যন্ত সাধুর সন্ধানে সকাল-সন্ধ্যা—ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেণের ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ীখানি দেখা, আর বড়লোকদের বাংলার ধারে

ঘোরা ছিল আমার কায। মানসিক বৈরাগ্যে বেহুঁস্ থাকতুম। এক এক দিন আনকোরা এক এক টিন 'Three castle'এর একটিও বাসায় ফিরত না—বেমালুম ভস্ম।—"

—"আন্তরিকতার ফল আছেই। এক দিন দেখি, একটি ভস্মমাখা হাস্তমুখ বলিষ্ঠ যুবা-সাধু রায়-সাহেবের বাংলোয় ঢুকলেন। আর যাবে কোথায়! দাঁড়া-হুড়ো দিয়ে খাড়া রইলুম।—"

—"আধ ঘণ্টা পরে প্রত্যাবর্ত্তন,—হাতে একটি নূতন হাঁড়ি। করযোড়ে পৌছে পাকড়াও করলুম। প্রসন্নমুখে কথা কইলেন—'আমি সিদ্ধমহাত্মার চেলা, বহু ভাগ্‌সে এই সাত বরিষ তাঁর সঙ্গলাভ ক'রে ধন্য হয়েছি। কুছু প্রার্থনা থাকে ত—আশ্রমে গিয়ে সাক্ষাৎ কোরো,—কৃপা করতে পারেন। বাধক-আধক থাকে ত সোভি আচ্ছা ক'রে দেবেন। রিক্তহস্তে সাধুদর্শন নিষিদ্ধ—কিছু ঘিউ নিয়ে যেও,—কম্‌সে কম্ এক পউয়া। তোমারে কুল্‌কুত্তার বড়া বড়া ভুঁকিল ভি আসে। এই দেখিয়েনা রায়-সাহেব পাঁন-সের গেইয়াকে ঘিউ ভেজিয়ে দিলে। মহাত্মা সব-কুছ করতে পারেন,—মনোবাঞ্ছা পূরে যাবে। সারি রাত হুমন্ করেন, কুছ খায়েন না,—ঘিউ-রস পিয়ে থাকেন। ভীষম্‌দেবকা সহপাঠী,—ইচ্ছামৃত্যু।"

—"নাম শুনলুম—টোঁড়া বাবা। চেলার নাম পট্টিলাল। আশ্রম দেড় মাইল দচ্ছিণ্ মে।

—"প্রণাম ক'রে এক-বুক আনন্দ নিয়ে বাসায় ফিরলুম।"

—"পরদিনই দু'টাকার ঘি নিয়ে গিয়ে হাজির। পথে দু'খানা মোটর-বোঝাই মেয়ে-পুরুষ ফিরে চলেছে দেখলুম। গিয়ে দেখি, সেখানেও বহুৎ ভক্ত গরুড়-মেরে ব'সে রয়েছে। পট্টিলাল ঘি তাংড়াচ্চে,—ক্যানেস্তারা ভ'রে উঠলো!"

—"মন একটা পাপ ক'রে ফেললে,—মহাপুরুষের মূর্ত্তিদর্শনে ঠাওরালে—সেদ্ধো হলে কি সিদ্ধ হয়, অথবা মানুষ পোচে দেবতা হয়! ঠিক্ কাশীর রামনগরের একটি আস্তো বেগুন সেদ্ধো! বোধ হয়, নরের আয়ু ফুরিয়ে ফেলে বেঁচে থাকলে—মানুষ জ্যান্তেই পোচতে থাকে, এঁর বোধ হয় সেই বিবর্ত্তনের অবস্থা, এখন না-মানুষ না-দেবতা। দেবতার পাকে চড়েছেন, খোলোস ছাড়ছেন। এখন নিশ্চয়ই দেব-বীজে দাঁড়িছেন। বীজের বহিরাবরণ পোচে গাছ বেরয়, এঁ থেকে দেবতা দেখা দেবেন।"

—"ঘিয়ের হাঁড়ি সাম্‌নে রেখে প্রণাম করলুম। একটু হাসি মাখিয়ে বললেন—'বাঙ্গালী! বাঙ্গালী হামার বড়া প্রিয় আসে (আছে, এত্‌না ভক্তি কোই জাতের নেহি। বিচ্‌বিচ্‌মে আও।'

—"চেহারা যতই দেখতে নাগলুম, ততই মন ফিরতে লাগলো, শেষ দাঁড়ালেন—'খাঁটি জিনিষ'। কারণ, এ ত সাধারণ মানুষের চেহারা নয়, একদম নির্লোম মাংসপিণ্ড! চুল, চোখের পাতা, ভ্রূ ঝ'রে গেছে বা পচের মুখে দিয়েছেন। দুই কসে মাত্র দু'টি বহির্মুখী গজদন্ত। প্রথম দর্শনে চারুপাঠের সেই সুশিল্পীর আঁকা সিন্ধুঘোটকই মনে পড়েছিল। বস্তুতঃ তা নয়, mammoth (মান্ধাতার) যুগের মানুষ হবেন। কৃপা ক'রে আমাদের জন্যে এখনও যুঝছেন, দেহ দোরস্ত রেখেছেন। মনে মনে ক্ষমা চেয়ে, কৃতার্থ হয়ে ফিরলুম।

—"ফেরবার পথে দেখি—বাবুদের একটি ছেলের তড়কার মত হয়েছে, দাসী সামলাতে পাচ্ছে না। আমাকে দেখে বললে—'ঐ কি সাধুর মূর্ত্তি গা! তা হ'লে আমাদের নফর সামন্ত কি দোষ করেছে? তাকে দেখলেও ত বড় বড় বীর হনুমান্ পালায়!—এখন ছেলে বাঁচলে

হয়! এরা আঙুর খায়—আপেল-খেগো গোপাল, এদের কি বনমানুষ দেখাতে আনে!'

"বললুম—চুপ চুপ, অমন কথা মুখে আনতে নেই।"

"সে আমার দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে বললে—'ও:, তোমারও 'স্মৃতিকে' বুঝি! ও-মিন্‌ষে ওর ওষুধটিই ভালো জানে, একেবারে ধন্বন্তরি'।"

ইরাণী হাঁটুর উপর উপুড় হয়ে মুখে আঁচল গুঁজে হাসি সামলাতে লাগলো।

আচার্য্য বললেন—"সাধুর কৃপায় কি না হয় মা, ভাগ্যে থাকলে সব হয়। শাস্ত্র খুঁজতে হবে কেন, ভক্তিভরে খবরের কাগজ দেখলেই সন্দেহ মিটে যাবে। হ্যাঁ—তার পর?"

—"হাবাতে কপাল কি না,—রাত্রে স্বপ্নে দর্শন পেয়েও—মওকা মাটী হয়ে গেল! আঁৎকে চেঁচিয়ে উঠলুম, গা ছম্‌ছম করতে লাগলো।"

আচার্য্য বললেন—"দুঃখু করবেন না, পার্থই পারেন নি,—মুখ শুকিয়ে আম্‌সি, এক জালা জলের তেষ্টা! সে তবু দিনের বেলায়। যা শুনছি, অন্য কেউ হ'লে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। ভাববেন না—আপনার হবে। বলুন—"

—"দ্বিতীয় দিন ঘি নিয়ে যেতেই প্রসন্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'কুছ দেখা'?"

আচার্য্য বললেন—"উনি নিজের প্রভাব জানেন ত।"

—"আমি ত মশাই শুনে অবাক্ হয়ে গেলুম। তবে ত ঠিক,'স্বপ্ন নয়—স্বয়ং! পদানত হয়ে বললুম—'অজ্ঞান আমি—বুঝতে পারিনি বাবা,—চেঁচিয়ে মাটী করেছি। ক্ষমা করুন।' বললেন—'ডরো মত—হো যায় গা! চৌসেরা চড়াও!'

—"বললুম—'যাতে মনটি স্থির হয়, এমন ক'রে দিন বাবা, বড় ব্যথা বেজেছে !'

—"বললেন—'আরে, বিন দুখ্ না মিলে নন্দলালা, কস্তূরীকা দস্তবই হায় মরকে ভি সুগন্ধ রখ্ যাতা। দরদ ভি মর যায় গা—আনন্দ মিল্ যায় গা। দেখেঁ—রংছোড়জী প্রসন্ন হোয়ে তো—মন থির হোনেকা ক্রিয়া বতা দেঙ্গে।'

—"এই ব'লে চোখ বুজতে বললেন—তার পর ঘাড়ে আট আঙুলের ঠেকো আর দু'চোখে দুই বুড়ো আঙুলের মোক্ষম চাপ,—পোঁটা বেরোয় আর কি ! নড়বার যো নেই—ত্রাহি ত্রাহি !

"একটু আলগা দিয়ে বললেন—'রংছোড়জীকা জ্যোৎ কুছ দেখাই দেতা ?'

—"বেদনা ভুলে গেলুম ; সত্যিই ত নানা রং দেখছি—লাল, নীল, হরিৎ, হলদে—একেবারে বিদ্যেসাগরের বোধোদয় ! আনন্দ আর ধরে না। রংছোড়জী যান আর আসেন !"

আচার্য্য—"আবার ঘুরতে ঘুরতে ?"

"এই যে আপনার তা হ'লে—"

"থাক্, পরে হবে। গুহ্য কথা গুরুভাই ভিন্ন—"

—"ওঃ, তা বটে। বাবা খুসী হয়ে বললেন—'তুম্ তো পুরা তাপস হায়, দশ রোজ-মে বস্। চৌসেরা পুরা কর্ লে বেটা। পহলে হুমন, তব চারি ধাম ভ্রমণ, পিছে গদ্দি লেকে ঋদ্ধি আওর সিদ্ধি সেবন।' কিছু উপদেশও দিলেন।—

—"পট্টিলালকে জিজ্ঞাসা করলুম—'চৌসেরাটা কি ?' সে বললে—'হুমনকা জন্তি চার সের করকে ঘিউ। তুমি ত ভেইয়া বড়া ভাগ্‌বান আছে, দশ দিনমে পরমার্থ পৌঁছতে হামি কোউকে দেখে

নি। কলকুত্তার গুজ্ (ঘোষ) সাহেব তিন মাহিনা চৌসেরা চড়াচ্ছেন। মুরগীর আণ্ডা ছোড়তে পারে না। বাবা গঙ্গাজলমে উবালকে খেতে কইয়েছেন, সব দোখ (দোষ) ধুলাই হয়ে যাবে। থোড়া বাকী। প্রভু সব কুছ শোধন ক'রে দেন,—'

—"যাক, কিন্তু কি আশ্চর্য্য মশাই—কস্তূরীকা পর্য্যন্ত—আর তার সুগন্ধ পর্য্যন্ত—অ্যাঃ! 'অনির্ব্বচনীয়' কথাটা চারুপাঠে পড়াই ছিল, সেই দিন তার মানে বুঝলুম। সে যে কত বড় একটা আশার আস্বাদ—একদম অনির্ব্বচনীয়! ঐরাবতের বল এসে গেল, বোধ হয়, পাহাড়গুলো এক ফুঁয়ে তূলোর মত উড়ে যায়! এক এক টানে এক একটা আস্তো সিগারেট ছাই হয়ে যায়!"

আচার্য্য বললেন—"যোগবল—যোগবল। সর্প মহাযোগী, অনাহারে ছ' মাস সমাধিস্থ থাকেন—সেরেফ কুম্ভকের জোরে। ঢোঁড়া আবার সবার ওপর, জলে-স্থলে সাধন-ভোজন। তাঁর কৃপায় আপনার তখন ঐশী শক্তি এসে গেছে কিনা।"

"কিন্তু চোখ টন্-টন্ করছে—ধোঁ দেখছি।"

"তা হয়, চক্ষু স্থির না হ'লে ত মন স্থির হয় না।"

—"ওঃ—তাই বোধ হয়। তা না হ'লে আর—চোখ বুজলেই, আহা—সেই রংছোড়! কভু সুবর্ণ জ্যোতি, কভু নীলাভ দ্যুতি, কভু নবঘনশ্যাম। কিন্তু ঘুমুতে পারি না—ষ্টোভ জ্বালি, চা খাই আর সেঁক্ চালাই।

—"একটু সামলে উঠে মাটীর নতুন হাঁড়ি কিনে—চৌসেরা নিয়ে যেতে সুরু ক'রে দিলুম। সাম্‌নে রেখে স'রে বসি, নাগালের বাইরে থাকি, পাছে বাগিয়ে ধ'রে আবার রংছোড় দেখান।—চোখ তখনও পাকা ফোড়া—অম্নিই রং বেরং ছাড়ছে।"

আচার্য্য বললেন—"মহাপুরুষের মক্ষম স্পর্শ, প্রভাব পাকা হয়ে ধরেছে। তায় আপনার পূর্ব্বসাধনাও ছিল কি না।"

—"তা হবে। ছ'দিন গেল। পট্টলালকে বল্লেন—যোগ্য পাত্র,—তুরন্ত (সত্বর)—

—"শুনে মনটা আশায় উৎফুল্ল হয়ে নাচতে লাগলো। ফেরবার পথে ডেপুটী ফকির বাবু বল্লেন—'আপনাকে দেখলেও পুণ্য আছে, না—পায়ের ধূলো দিতেই হবে। চেহারা ভারী চিজ মশাই, আপনার হবে না ত কার হবে? আমার পরিবারেরও ঐ কি না। তাঁর জন্যে ঘি বইছি, এক মটুকি গেছে। তাঁর হ'লে সেই পুণ্যে আমার হওয়া কাছিয়ে আসবে বলেছেন। তিনিও রংছোড়জীর দর্শনলাভ করেছেন। তাঁর হবে না কেন, মস্ত বনেদী বংশের মেয়ে। এখনও ঘরের মেঝেয়, দেলের গায়ে, পুকুরে মড়ার মাথা পাওয়া যায়, সবাই সাধক ছিলেন।'

বললুম—"তিনি আসেন নি?"

"তিনি আসবেন কি ক'রে? মেডিকেল কলেজের ইন্‌ডোর পেশেণ্ট হয়ে Eye-Infirmaryতে (চক্ষুদান বিভাগে) বহুৎ হেফাজতে আছেন। চক্ষু সর্ব্বক্ষণই সেই ঘনশ্যাম দর্শন করছে। বলেন—'কি আনন্দ' বাবা বলেছেন—'রূপ লাগ গেই নয়নে তুহারি। চৌসেরা চালাতে যাও, প্রকট হোতেহি—ছুট্ যায়গা।' আমার মশাই এ বেডৌল মূর্ত্তি আর বদরং দেখলে কুকুর-বেড়াল কাছে ঘেঁসে না—ঠাকুর-দর্শন দুরাশা! দিন, পায়ের ধূলো দিন। এখন শুধু ঐ আর শ্রীমতী কুরুবক গড়গড়াই ভরসা।'

—"ব্যারিষ্টার মিষ্টার রে দেখা হলেই টুপী খোলেন। আশায়—আনন্দে টন্‌টনানি ভুলে যাই।"

আচার্য্য বললেন—"ও ভুলতেই হবে,—ধর্ম্মে টেনেছে যে—"

"—তৃতীয় দিন তিন-চেরে-বারো সেরে ঘা দিলে। ভিড় জমায়েতের আগেই গিছি। দেখি প্রলয়কাণ্ড! পটলাল টেনে ছুটছে—পড়ে ত মরে। পশ্চাতে এক পোড়াকাঠ হাতে টোঁড়া বাবা ধাবমান! কি বীভৎস দৃশ্য। আমাকে দেখে—রুদ্রহাসি হেসে ফিরলেন। ধুঁকছেন আর গজরাচ্ছেন! বললেন—'শালা সাত বরিষমে হঠযোগে হুঁসিয়ার হ'ল না, বদনামী করনে আয়া! শাসন না করলে আসন ঠিক হবে না। শরণ ষর্ব লিয়া, উপায় তো করনে হোগা'।"

আচার্য্য বললেন, "দুর্লভ জিনিস, সেকালের কিনা! দেহ রাখলে—ও-ডিপার্টমেণ্টটি ডুবে যাবে। অনেক পোষ্ট আপিস উঠে যাবে।"

স্বর্ণবাবু সবিস্ময়ে বললেন "পোষ্ট আপিস উঠে যাবে!"

আচার্য্য বললেন, "তা যাবে বই কি। গুরু ভাই ভিন্ন যে—আচ্ছা, কিংশুক বাবুই শোনাবেন।"

স্বর্ণ বাবু। ওঁকে আর পাব কোথায়?

আচার্য্য। খুব নিকটেই।

কিংশুক বাবু ব'লে চললেন, "তার পর নিকটস্থ ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রায় দেড় কাঠা করোগেট ঘেরা হুমন-ছেত্র (হোম-ক্ষেত্র), বাইরে থেকে দেখালেন। বললেন, 'ইসকা মধ্যে রাতমে হুমন হোতা। স্বয়ং ব্রহ্মাজী আতা, কভি কভি বিষ্ণুজী ভি আ-যাতা।'

—"জিজ্ঞাসা করলুম,—"শিব আসেন না?" হেসে বললেন,—'শিউজী ত হি য়াহি হায় বেটা!'

"আমি একেবারে গড়িয়ে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিলুম। বললুম—'এক দিন তবে আসবো বাবা।'

বললেন—'খবরদার বেটা, শিউজীকা বাঘ বাহারমে রহতা, মার দেগা! পহলে অধ্‌কারী হো লেও,—ঘবড়াও মত,—বনা দেঙ্গে।'

—"বিদায় নিয়ে ভাবতে ভাবতে ফিরলুম—এ সৌভাগ্যের কথা কা'কে ক'ব—আজ যদি—

—"উঃ—চোখ যে যায়, কোন্ দিক সামলাই, Infirmaryতেই যাব না কি? না,—বোধ হয়, দিব্য-দৃষ্টি হবার পূর্ব্বলক্ষণ!

—"যা হয় হবে, বাঘ থাকে ত সামনের দিকে; হুমন ছেত্রে গমন করবই। পেছন দিকে ছোট্টো একটা ফুটো দেখে এসেছি। একবার একটু দর্শন পেলেই মার দিয়া— হাতটা, পাটা, আঙ্গুলটা যা হয়। দেবতার তো বটে—

—"ক'দিন জোর সাধনা চালালুম, 'ডেভিলো' নয়, ডিমও নয়। চক্ষু করমচা। আচ্ছা,—দর্শন পেলেই সাফ হয়ে যাবে।—"

—"জোচ্ছনা অনেকক্ষণ আছে, কিন্তু ভাল্লুকের রাজ্যি, রিভলভারটা সঙ্গে নিলুম। দু'-কাপ চা চড়িয়ে রাত দশটার পর দুর্গা বল্‌লুম। দেব-দর্শন, গা ছম্-ছম্ কর্‌তে লাগলো।"

আচার্য্য বল্‌লেন, "তন্ত্রে একেই বলে বীর-সাধক। সিদ্ধি এঁদের ঘরে বসেই মেলে,—মিলবেও, তা দেখে নেবেন।"

—"ফোঁকোরে চোখ দিয়েই চম্‌কে গেলুম, আলোয় কুরকুট্টি! গা কেঁপে উঠলো! সামনে দেখলুম, প্রকাণ্ড চুলি জ্বলছে, বিপুল কটাহ! ঋষিরা তা'তে ক্যানেস্তারা ক্যানেস্তারা হব্যাদি নিক্ষেপ কর্‌ছেন। টোঁড়া বাবা আর একজন, বোধ হয় ব্রহ্মাই হবেন,—কর্ণে কুণ্ডল, গলায় হার, 'স্বাহা-স্বাহা' বলছেন। ধোঁয়ে ধোঁয়াক্কার। তাই বোধ করি, ঋষিদের জটা দেখা যাচ্ছিল না, দাড়ি বেশ প্রমাণ। ব্রহ্মা কিন্তু চতুর্ম্মুখ নন।"

আচার্য্য বললেন, "ওটাও সেই 'পরলোকের' মত ঘুলিয়ে আছে ; চতুর্মুখ অর্থাৎ চতুর-মুখ,—তা নয় কি ?"

অক্ষয়বাবু মাথা চুল্‌কে বললেন, "জন্মটা বৃথা হয়ে গেছে, এই সব সোজা কথাগুলো কি জোট পাকিয়েই দিয়েছে ! পুরাণগুলো আগাগোড়া ঢেলে সাজা চাই।"

আচার্য্য বললেন, "ভাববেন না, লোক জন্মে গেছে ; মাসিকপত্র দেখেন না বুঝি ?"

কিংশুকবাবু বললেন, "হ্যাঁ, বেশ ধারালো মুখ বটে, চোখ যেন কথা কচ্ছে, রজর্-মেকার্ টাইপ্ আর কি !"

আচার্য্য—"তা হবেবই কি—দেবতা যে,—ওয়ারল্ড্-মেকার কি না !"

—"তা হোক, কিন্তু দুর্গন্ধে দাঁড়ানো দায়। ভাবলুম, দেখে ত নিয়েছি, ব্যস্, স'রে পড়ি।—"

—"মাথা ঘুরতে লাগলো, অন্যমনস্কে একেবারে বাঘের লাইনে ! সঙ্গে সঙ্গেই বিকট গর্জ্জন। চমকে রিভলভার বার করতেই—'হাম্-হাম্' বলতে বলতে বাঘের মুখের ভেতর থেকে পটলালের মাথা বেরিয়ে পড়লো ! গর্জ্জন শুনতে পেয়ে ঢোঁড়া বাবাও ছুটে এলেন।—

"কাছে এসে বললেন,—'আমি জানতে না পারলে এখনই ত গিয়েছিলে ! ওকে পটলালে রূপান্তরিত করতে করতে ছুটে এসেছি, তাই বেঁচে গেলে। কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছিলে বল দিকি ! খবরদার, আর কখনও এ কায কোরো না। হুমনে (হোমে) বিঘ্ন দিলে দেব-রোষে প'ড়ে যাবে। আজ যেন আমি সামলে নেব, শিষ্য হামারা সন্তান। চলো, এগিয়ে দি।'

—"তার পর অনেক আশ্চর্য্য কথা আর আশার কথা শোনালেন।

সন্দেহ মিটে গেল, ক্ষমা চাইলুম। বাসায় এসে চা খেয়ে শুয়ে পড়লুম। চাপা আনন্দোচ্ছ্বাসের ধাক্কায় ঘুম হবে কেন!

—"ভোরেই উঠে পড়লুম। বাগানে বেড়াতে গিয়ে দেখি, ফটকের বাইরে বিমর্ষবদন, কাতরদৃষ্টি পটলাল! 'কি খবর?'

—"বেচারা কেঁদে ফেললে। কাঠের চেলা মেরে তার সর্ব্বাঙ্গ ফালা ফালা ক'রে দিয়েছে। বললে, 'আমাকে আধমারা ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে,—শিব, ব্রহ্মা, দু'জনেরই বিশ্বাস, আমি আপনাকে সব ব'লে দিয়েছি। এখন আমাকে দয়া ক'রে ঘর ভেজিয়ে দিন।' পা জড়িয়ে কান্না।

—"বলে, 'শয়তানদের সঙ্গে আর থাকব না। যা শিখেছি, ক'রে খেতে পারবো। কুছ না হোয়ে, মহিনামে দো-শো রূপেয়া হোই যায়গা। রাম চাহে ত, আরাম সে পানশো ভি আ শকৃতা।'

"বলে কি!

—"তার কান্না আর দুর্গতি দেখে ভারী কষ্ট হচ্ছিল, আহা, এতটা এগিয়ে—"

আচার্য্য বললেন, "না, সে ভাববেন না, গীতায় খাস ভগবানের শ্রীমুখের আশ্বাস দেওয়া আছে। আপনিও কম এগিয়ে রইলেন না। ব্রহ্মা কি শিবের তরে ত আর জিব ওলটাতে হবে না, এখন বিষ্ণুই এক বাকি। একটু সহিষ্ণু হলেই সাক্ষাৎ।"

কিংশুকবাবু ব'লে চললেন, "বাসার কেউ আবার বেরিয়ে পড়বেন, তাই চট পটলালকে সরিয়ে নিয়ে বাজারের রাস্তা ধরলুম। ভয় অব্যক্ত বাবুকে, ধরলে বক্তব্যের খোঁচায় রক্ত বার ক'রে ছাড়বেন। অক্ষয় বাবুও প্রবন্ধের জন্য ছোঁক্ ছোঁক্ ক'রে বেড়ান। Subject বার করা তাঁর রোগ!"

—"সে আধ সের সন্দেশ আর তিন ছিলিম গাঁজা খেয়ে মানুষের মত হ'ল। তার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়ে বললুম, 'ভেইয়া, তোমার সঙ্গেই আমার প্রথম দোস্তি, তুমি সদয় না হ'লে মহাপুরুষের পাত্তাই পেতুম না। তুমি যতটুকু আধ্যাত্মিক রহস্য মালুম করতে পেরেছ, আমাকে বাৎলে যাও ভাই।'

—"সে তখন ওদের ওপর জ্ব'লে ছিল, বোধ হয়, ফেরবার পথও ছিল না। বেশ উত্তেজিত স্বরেই বললে—'ছোঁড়া সেই সে দিন আমাকে তাড়া করেছিল কেন, জানেন? আপনি নতুন হাঁড়ি ক'রে ঘি নিয়ে যান, তাতে সে আমার দিকে চেয়ে বলে, 'যোগ্য পাত্র, তুরন্ত!' ওটা সঙ্কেত বাক্য, অর্থাৎ শীগ্‌গির ক্যানেস্তারায় ঢালো, নতুন হাঁড়ি, ঘি শুষবে আমি নানা কাযে, সেটা ভুলে যাই। তাই, এই পিঠ দেখুন না; 'পাওভর বরবাদ কিয়া' বলে, পাওভর খুন্ লে লিয়া। বলে, "ঘিউ জীউ,"—ওর জান্। রোজ প্রায় দু'শো দেহাতী গরীব আসে, পাওভর না আনলে কথা কয় না। সকলেই আনে, আপনারা ত 'চৌসেরা,'—অমন দশ বিশ জন হররোজ আসেন। নূতন ঘৃতভাণ্ড ভেঙ্গে তার খোলামকুচি জলে সিদ্ধ ক'রে 'ঘিউ-রস' বার করতে হয়, এক ফোঁটা না বরবাদ যায়।'

—"জিজ্ঞাসা করলুম, 'তাতেও কি হুমন্ হয়?'

—"সে হেসে বললে, উসকা মুড্ হয়—ওই কঞ্জুস্ ঘিউরস পিতা হায়! হামি ত যাচ্ছে, আপনি সব শুনেন। ওর নাম ঠক্কনলাল, আর ঐ ব্রহ্মার নাম চোট্টামল, দোনো দোস্ত। আগে রেড়ির দালালী করতো, বেশী কিছু হ'ত না। এক সাগরযাত্রী ভাল সাধুকে পাকড়ায়, তিনি সোনা বানাতে জানতেন! তাঁকে খুব তোয়াজ ক'রে, সাগর দেখিয়ে খুস্ ক'রে আন্‌লে। তিনি কঠিন কঠিন রোগের ওষুধও

জানতেন, সেই সব মেরে নেবার মতলব। তিনি কিছু কিছু ঔষধ বলে দেন, পয়সা নিতে মানা করেন ; কিন্তু সোনা বানাবার হিকমৎ বললেন না, বললেন—'এ কাম সংসারীর নয়, লোভকে রুক্‌তে পারবিনি !'

"এরা অনেক চেষ্টা করলে, সাধু বনতে চাইলে ; তিনি হাস্‌লেন,—দিলেন না।

—"এরা দেখলে—আর রাখা বেফায়দা। তিনি ছিলেন সাঁচ্চা সাধু, তাঁর কাছে আরও দশ জন চেলা জুটলো। তখন এই সয়তান দু'বেটা তাদের বললে—'চলুন প্রভু, কামাচ্ছামাই দর্শন করিয়ে আনি, চন্দ্রনাথ ভি হো যায়গা।'

—"একজন পাকা আড়কাটির সঙ্গে এদের আলাপ ছিল, এরাও বিচবিচমে ও কাযও করত। সেই আড়কাটিও হ'ল সঙ্গী, 'সেতো'র কায করবে। এরা সবাইকে শিয়ালদার গাড়িতে বসিয়ে দিলে, দুই দোস্ত—উঠ্‌ছি উঠ্‌ছি ক'রে উঠলো না, গাড়ি ছেড়ে দিলে। তারা আড়কাটির সঙ্গে চা-বাগিচায় রওনা হয়ে গেল। এরা সাধু পিছু দেড়শো টাকা ক'রে আগাম নিয়ে রেখেছিল।

—"সেই সাধু-বিক্রীর টাকায় এই 'হুসন্‌-ছেত্র'—ঘিউর কারবার চলছে। চোট্টামল কলকাত্তায় থাকে—রাত্রে আসে, ভোরে চালান নিয়ে যায়। এটা চর্ব্বির কারখানা বাবুজী। ঠক্কন্‌লাল সাধুগিরী করে, দাওয়াই দেয়, ঘিউ কামায়, চর্ব্বি চালায়। রোজ মুনিওডার ভি করিব্ করিব্ দেড়শো রুপেয়ার আসে। সাত বরিষমে চার লাখের উপর কামিয়েছে।

—"শিষ্যসেবকরা ওই হুসেনী-হুমনের প্রসাদ কলকত্তায় দু'টাকা সের প্রণামী দিয়ে নেয়,—জাতভি সাঁচ্চা থাকে, ধরমভি কাচ্চা না পড়ে,

করমভি আচ্ছা হোয়। এখানে যে দোকান থেকে ঘিউ আনেন, সেওভি ঠক্কনলাল চোট্টামল কোম্পানীকা।

—"খুব হুঁসিয়ার রইবেন বাবুজী,—আপনাকেও আড়কাটির হাতে ঝেড়ে দিতে পারে। ইতি—

—"তাকে গয়ার টিকিট কিনে গাড়িতে বসিয়ে দিয়েছি,—সে রওনা হয়ে গেছে। যাক্—চোখ দু'টো যে যায়নি—"

আচার্য্য বললেন—"হ্যাঁ, এখন এস্পার চলবে, সে পথটা আছে। কিন্তু যা শোনালেন, এ যে একদম 'কাশীরাম দাস কহে'—। ইচ্ছা ছিল দিগ্বিজয়ে বেরুবো, আমায় যে দমিয়ে দিলেন! সাধু-বিক্রী—বাঃ, এমন সেরা জিনিষটা মাথায় আসেনি। আহা, তা'বড় তা'বড় ওস্তাদ সব রয়েছেন! কাল চলুন একবার পায়ের ধুলো নিয়ে আসি—যতটা এগুনো যায়।"

সকলে অবাক্ হয়ে শুনছিলেন, এইবার সশব্দে হাসলেন।

ইরাণী দেবী বললেন—"না, সেখানে আর যাওয়া হবে না।"

কথাটায় যেন সরকারী সুর বাজলো। আচার্য্য সুরজ্ঞ লোক, তিনি বললেন—"কিংশুক বাবুকে আমি ফিরিয়ে দিয়ে যাব মা—সে ভার আমার—"

ইরাণী—টক্‌টকে।

মীরা বললেন—"না না, আপনাদেরও গিয়ে কায নেই।"

আচার্য্য মুরুব্বীয়ানা ভাবে বললেন, "নবনী ছেলেমানুষ, ও এর মধ্যে সাধু দেখবে কি! ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি না।"

মীরা—জবাকুসুম!

"আচ্ছা, আজ তবে ওঠা যাক, বেলাও হয়েছে। সুধীসঙ্গে ভারী আনন্দ পেয়ে যাচ্ছি, আবার আসবার লোভ বোধ হয় সামলাতে পারব

না। আসতে ত হবেই, সব শোনাও হয়নি। কিংশুক বাবুকে অনেক কথা বলবারও রইল।"

সকলে একবাক্যে বললেন, "আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আপনাদের পেয়েছি। আমাদের অনেক কথা জানবার আর জিজ্ঞাসা করবার রয়েছে, অনুগ্রহ করে আসা চাই-ই। এখানে এসে এমন আনন্দ কোনদিন পাই নি, এমন লাভও কোনদিন ঘটে নি। মতিবাবু খুবই অনুগ্রহ করেন বটে, কিন্তু তাঁকে ভগবান মেরেছেন, সুখ হয় না।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আচার্য্য বললেন, "তিনি আমাদের সকলেরই সমান আত্মীয়, তফাৎ পাবেন না। ভাল হয়ে যাবেন, ভাল হয়ে যাবেন।"

"আহা তাই হোন।"

ইরাণী সে কথায় কান না দিয়ে বললেন, "কিন্তু ঐ টোঁড়া পোড়ার-মুখোর ও-দিকে যেন যাবেন না।"

আচার্য্য বললেন, "না মা, আমিও যাব না, কারুকে যেতেও দেব না। ওর কাছে আমার আর নূতন কিছু শেখবার নেই মা।" (হাসলেন)

সকলে তাঁকে প্রণাম করলেন।

বাগান পার হয়ে সুবর্ণবাবু বললেন, "ঐ পাশেই বাসা, একবার পায়ের ধূলোটা দিয়ে যাবেন না?"

"আজ যে বেলা করে ফেলা গেছে,' নবনীর কষ্ট হবে বোধ হয়।"

নবনী তাড়াতাড়ি বললেন, "আমার আর—"

"ওঃ—তবে চলুন।"

১৩

মন্দাকিনী-দেবী ঘরবার করছিলেন আর নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিচ্ছিলেন,—"এমন অদৃষ্টও মানুষের হয়,—ছি ছি! কত ঝি-চাকর মানুষ হয়ে গেল, এঁর কি কিছু হ'তে নেই?—কেবল বয়সে বাড়লেন! মানুষ ইসারা বুঝবে না। চোখ দু'টো ট্যারা ক'রে ফেললুম—"

হঠাৎ কি মনে পড়ায় দ্রুত ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে আরসিতে মুখ দেখে এলেন,—বিক্ষিপ্ত চুলগুলোও সংক্ষিপ্ত হস্তস্পর্শ পেলে।—"বড় জোর সাতাশ!—চল্লিশ ত চলেছে, বলুক না কেউ চল্লিশ!—"

—"ঢের পুরুষ দেখলুম—কালা আবার নয় কে? আমাদের কোন্ কথাটা ওদের কানে যায়? কথায় বলে—চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। যত দোষ—ওই মতির! ভালো মানুষ কি না! পাঠালুম এক কাযে,—মারছেন ব'সে আড্ডা! হি হি ক'রে সব হাসি, ওর তা ভাল লাগবে কেনো? একটু হাসি দেখবার জন্যে লোক হাঁ ক'রে থাকবে না!—তাকে বলি হাসি। হুঁঃ—মরেছি তবু মর্য্যাদা হারাইনি, —বলুক না কে বলবে?"

সজনী ঝি বাদাম আর পেস্তা কুঁচুচ্ছিলো,—মুখ তুলে বল্‌লে, "সত্যি কয়েছ মা, মোদেরই তোমায় দেখে ভয় লাগে।"

"বল্—তোরাই বল্, হাসিরও হিসেব আছে,—হাসিটে ফ্যালনা না কি?"

"মোদের জাতে ওটা লেগেই আছে মা,—না হাসলে বাঁচেক না।"

"তোদের জাত আর আমাদের জাত!—ওগুনো হয়েছে?—দে।"

পাকশালায় গিয়ে ঢুকলেন। ইরাণী হাফ-ছুটে হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির—"মা কোথায় রে সজনি?"

মা মুকিয়েই ছিলেন—"এই যে—ডায়ারি শোনা শেষ হ'ল—না খানিকটে জিয়িয়ে রেখে এলে ? ধন্যি মেয়ে সব !"

"ও বাবা ! তুমি যে ফণা ধ'রে ব'সে আছ ! এলুম একটা সুখবর নিয়ে"—

শেষ কথাটা—অবস্থাটা সামলে দিলে।

মা হাসিচাপা চোখে—"মতিকে ধ'রে আনলি বুঝি। আহা, বেশ করেছিস—আমি সেই পর্য্যন্ত ভেবে মরছি।"

"মতি নয়—মতি নয়—মাণিক এনেছি, দেখবে এসো।"

মীরাও এসে গেল।

"পোড়ারমুখো মেয়ের মুখে একটা কথা যদি বোঝবার জো আছে ! তুই বল ত মীরা, কে এসেছে ?"

"তবেই খুব বুঝবে'খন,—খুব লোক ধরেছো। ওঁর নাম করতে নেই গো নাম করতে নেই। করবে নাকি দিদি ?" ব'লে মীরার দিকে জিজ্ঞাসু-বিস্ময়ে চাইলে।

মীরা বিরক্তিমিশ্রিত উত্তেজিত কণ্ঠে বললে—"করব না কেনো ?"

পরে মায়ের দিকে ফিরে বললে—"জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে মা।"

"আচ্ছা, আগে বল ত মা, কে এলো,—মতি ?"

"না—ঐ যাঁরা মোটরে,—নাম কি ক'রে জানবো ?"

ইরাণী বিস্ফারিত ওষ্ঠে, স্থির নেত্রে তর্জ্জনীস্পর্শে বাঁ-গালটায় টোল্ খাইয়ে, বিস্ময়-মিশ্রিত বিদ্রূপের স্বরে বললে—"তাই ত ! ও মা, কি হবে মা, নাম জানেন না ! ফতিবাবু বলতে আছে ত ?"

"দেখ না মা ! আমি—"

মীরা দ্রুত গিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লো।

—"বাস্-রে !"

মন্দাকিনীর মাথায় মতি বাবুই ঘুরছিলেন। তিনি আসেননি শুনে মন্দাকিনী দেবী মনমরা হয়ে পড়ছিলেন, আবার মেয়েদের কথার মাথা-মুণ্ডু না পেয়ে রাগে বিরক্তিতে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে বললেন—"যা—বেরো সব আমার সমুখ থেকে।"

"আমিও নাকি" বলতে বলতে হাসিমুখে স্নুবর্ণবাবু এসে পড়লেন। —একটু নীচু স্বরে,—"দু'জন ভদ্রলোককে নিয়ে এলুম।"

"মা যে রকম ঝেঁজে রয়েছেন, একটু সমঝে বাবা,—" ইরাণী নিম্নকণ্ঠে জানিয়ে দিয়েই স'রে গেল।

মন্দাকিনী সরোষে—"এই সব মেয়ে থাকতে এ বাড়ীতে আবার ভদ্রলোক আনা কেনো? এক জনকে ত সেখান থেকেই তাড়িয়ে এসেছেন; সে চোখ ছল্-ছলিয়ে চ'লে গেল। আবার বাড়ীতে অপমান করতে কি ভদ্রলোক আনা?"

স্নুবর্ণবাবু আচমকা যেন আগ্নেয়গিরির সম্মুখীন! বললেন—"কৈ, আমি ত এ সব কিছুই জানি না, আর মেয়েরা ত আমার সঙ্গেই ছিলো —একটি কথাও ত কেউ কয়নি।"

"কথা না কয়েও কামড়ানো যায়,—সেই কামড়ই সাংঘাতিক। তা ত নিজেই বেশ জানো!"

"সেটা আর না বলি কি ক'রে? শপথ করেও বলতে পারি।"

"তবে? সে ভাল মানুষটি ব'লে তার বুঝি কিছু লাগে না? পাঁচ জনের কাছে মেয়েদের হিহি ক'রে হাসি,—যারা আপনার ভাবে, তারা সইতে পারে? আর কতখানি আপনার হলে তবে অতখানি লাগে! সে তুমি বুঝলে আর—"

"তুমি কি মতি বাবুর কথা কইছো? তিনি ত হঠাৎ একটা জরুরি

কায মনে পড়ায়, চঞ্চলভাবে চ'লে গেলেন,—চা পর্য্যন্ত আধ-খাওয়া রয়ে গেল।"

"যাদের মানসম্ভ্রম জ্ঞান আছে, তাদের নিজের মান রক্ষাটা বুঝি জরুরি কায নয়?"

ডেপুটি বাবু বহুৎ বাঘা-ভালকো উকীলের জেরা শুনেছেন, কিন্তু আজ যা শুনলেন, তা একদম নূতন। বুঝলেন, মতি এখানে রিপোর্ট ফাইল্ করে গিয়েছে—মামলা তাই ওপর আদালত পর্য্যন্ত পৌঁচেছে।

সুবর্ণ বাবু সুর বদলাতে বাধ্য হলেন। কাতরভাবে বললেন,—"তুমি না ব'লে দিলে এ ভুল থেকেই যেতো। যাক্ আমি আজই মতি বাবুকে ধ'রে আনছি,—সে তেমন ছেলেই নয়। কিংশুকের করুণ কাহিনী আমাদের একেবারে,—আহা, এমন ছেলে। যেমন রূপ—যেন সোনার গড়ন; তেমনই ঐশ্বর্য্য, বছরে ষাট হাজার টাকা আয়, কলকেতায় সাতখানা বাড়ী,—কিছুই চায় না, উদাসভাবে থাকে, নিরিমিষ খায়, বে-থা করে নি।"

"কেনো?"

"কে বিয়ে দেবে,—মা নেই! একটি মনের মত মেয়ে পেলে বোধ হয়···।—তার কথাই ভাবছিলুম, কোথাও একটু মায়ের যত্ন পেলে, ছেলেটি সংসারী হয়ে সুখী হ'তে পারতো। দেখ না,—কিছুরই অভাব নেই, একটু স্নেহ-যত্নের অভাবেই ভেসে বেড়াচ্ছে। এ কি কম দুঃখের কথা! খুঁজলে বোধ হয় পরিচয় বেরিয়ে পড়ে।"

"নিয়ে এসেছ?"

"না,—তোমাকে না জিজ্ঞেস ক'রে—"

"এ আবার জিজ্ঞেস করা-করি কি? তুমি আমায় পাগল করবে।

হাকিমী করো না আমার মাথা করো! আহা অমন ছেলে, স্নেহ-যত্ন পায়না শুনলে যে—”

“রাঁধতে গেলো কি না,—স্বপাক খায়—”

“আহা কি কষ্ট গা। দেখবার তরে যে প্রাণটা”

“তা বল ত আনবো'খন।”

“আবার ‘বল ত’ কি গো! তোমার বুদ্ধি যে কি হয়ে যাচ্ছে!”

“সেটা সত্যি, মতির কথাটা শুনে পর্য্যন্ত সেই কথাই ভাবছি,—বুদ্ধির দোষেই ত? কোথাও ত বেরুই না—এজলাস আর বাড়ী। দুয়ের কোথাও নিজের বুদ্ধির এতটুকু ত খরচ নেই,—সেখানে উকীল আছেন, এখানে তুমি রয়েছ। এই আরামের আওতায় প'ড়ে আমার বুদ্ধি দেখছি একদম আউতে গেছে।”

“সেটা বুঝলে যে বাঁচি। আচ্ছা, ঐ ছেলেটির ঐ যে বললে বাট হাজার, ওটা কি বছর বছর?”

“হাঁ গো—বাৎসরিক আয়—ফি বছর বৈ কি।”

“ও পাঁচ-ভূতেই খাবে দেখছি! বাড়ীভাড়াগুলো আদায় করে,—না পড়েই থাকছে? ছেলেমানুষ পেয়ে পোড়ারমুখোরা দেবে নাকি ভাবছো,—দিলে! সব ফাঁকি দেবে! হ্যাঁগো, মা-বাপ নেই ব'লে একটা ছেলে ভেসে যাবে,—তোমরা ত ডিপুটী,—তোমরা ত পারো,—তোমরাও দেখবে না?”

“জানি কি? তাই ত অত মন দিয়ে শুনছিলুম। কানে যখন এলো—দেখাই ত উচিত।”

“কানে ছাই এসেছে,—ক'টা কথাই বা শুনেছ। ও সব ভাল ক'রে শুনতে হয়—অনেক কথা আছে। নেমন্তন্ন করলেই হ'তো,—সঙ্গে ক'রে আনতে হয়। পয়সা আছে, কে কখন্ কি কুবুদ্ধি দিয়ে

বসবে, এটা আর তোমার ঘটে আসে নি? আমি আর পারি না। ছি ছি! পরের দুখ্যু-কষ্টের কথা আমাকে যেন পেয়ে বসে, আর তুমি অনায়াসে বললে কি না—'দেখাই ত উচিত।' ওই কি তোমার ডেপুটীর মত কথা হ'ল? উচিত আবার কি,—এ ত দেখাই চাই। শুনছো?"

"বলছি ত—আনবো'খন—"

"বলছো আমার মাথা,—ইচ্ছে করছে, ছুটে গিয়ে আনি। অমন ছেলে, দেখবার কেউ নেই ব'লে সাত-নয়-ছয় হয়ে যাবে!"

"বল ত আজই আনবো গে।"

"আবার বল ত!"

"এখন যাঁরা এসেছেন, আগে"—

"হ্যাঁ—এই বুদ্ধি দেখ না! এরা আবার কারা এলো? কোন্ মাসীর মার কুটুম? যত হাবাতে জুটিয়ে এনেছো ত? বলে—সোনা বাইরে—আঁচলে গেরো! এমন ত ছিলে না!"

"তেমনটি থাকবার যে জো নেই গো! এর মধ্যে আমার বলতে একটুকু নেই। যাঁরা এসেছেন, সব তোমারই পূজোর বাজার। তোমার অনুরোধ জানিয়েই আনতে পেরেছি। এখন চল,—দেরী হয়ে গেল।"

"কি যে বল, বুঝতে পারি না,—মেয়ে দু'টোও হয়েছে—তাই, একটাও যদি সোজা কথা কইতে জানে! একজনও কি আমার মত হ'তে নেই? আমি আর পারি না। কে এসেছে বল না?"

"ছেলেটির নাম নবনী,—রূপে, রঙে, কি কথায় নবনীই বটে, এমন ছেলে দেখিনি, একেবারে কন্দর্প—"

"পড়ছে বুঝি?"

"না, এইবার বড় ইঞ্জিনিয়ারী পাস্ করেছে,—গেজেটে নাম বেরিয়ে গেছে। পাঁচশো থেকে ওদের সুরু,—হাজার-বারোশো হ'তে দেরী লাগে না।"

"অ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ার? ওরে বাপ রে, ওরা কি মাইনের তক্কা রাখে? উপ্‌রী কতো! কাকা ঐ ছিলেন কিনা, বলতেন—ইসারায় ইঁটের পাঁজাগুলোর পা বেরোয়,—গুড় গুড় ক'রে এসে সিন্দুকে ঢোকে। বাহাদুরী কাঠ বুকে হাঁটে! বলতেন, চুণের বস্তাগুলো যেন পোষা গরু, ঘুরে ফিরে সেই বেলেঘাটার গুদোমেই গিয়ে ঢোকে! আহা, তাই হোক, ছেলেটির লেখাপড়া সার্থক হ'ক। আর একটি যে বললে—"

"তিনি নবনী বাবুদের শুভাকাঙ্ক্ষী, গুরুর মতই। নবনীর ভগ্নীপতি বড় এটর্ণী—সস্ত্রীক এখানে বেড়াতে এসেছেন। তাঁদের অনুরোধেই উনি সঙ্গে এসেছেন। নিজেও সম্পন্ন লোক, তেমনই পণ্ডিত,—সকল বিষয়েই অভিজ্ঞ, আবার কথাবার্ত্তাতেও তেমন মজলিসী। বড় চৌকোস মানুষ। এখন নাও—তাঁদের বসিয়ে এসেছি। বেশবিন্যাসে আর দরকার নেই, ঐতেই ঢের হবে, চুলটোয় একবার হাত দিতে হয় ত চট্।"

মন্দাকিনী-দেবী একটি সুমিষ্ট কোপ-কটাক্ষে—"এখন ত ঢের হবেই!" ব'লে সুদক্ষ অসি-চালকের ক্ষিপ্রতা, রেখা-রসিক শিল্পীর নৈপুণ্য, বিজলীর সহাস ব্যঞ্জনা সহ—উত্তর হ'তে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত বিজয়মেখলা টেনে দিয়ে চ'লে গেলেন।

সুবর্ণ বাবু সহসা জগৎটাকে সৌন্দর্য্যময় দেখলেন, অসাড়ে অনুভব করলেন, "আমি ধন্য।"

এত বড় কাণ্ডটা পাঁচ সাত মিনিটের বেশী নেয়নি।

১৪

মন্দাকিনী-দেবীর তয়ের হ'তে বিলম্ব হ'ল না। তাঁর অনুমানগুলো কথনও ভুল হয় না; তিনি আজ আগে থেকেই একটু ঝরঝরে হয়েছিলেন, হাত দু'খানিতে কেবল ভিনোলিয়া বুলিয়ে আঙুলে হীরের আংটীটা গলিয়ে দিলেন।

"কোথা গো সোনা-দানারা! খুব মেয়ে ত তোরা,—ভদ্দোর লোকদের ডেকে এনে আর যে খোঁজখবর নেওয়া নেই, চল্ চল্—আমি চায়ের জলটা চড়িয়ে দিয়ে এলুম কিনা।"

ইরাণীই কথা কইলে।—"তুমি যে এত শীগ্‌গির সামলে উঠেছো মা—এই ঢের! যে তেতে ছিলে—ওরা ত আর আগুন পোয়াতে আসেন নি।"

"হতভাগা মেয়ের কথা শোনো! এখন চলো দয়াময়ি,—কৈ পার্শিখানা পরলিনি কেন?"

"জরির থতি দেওয়া ভেলভেট পাড়ের শাড়ী পরেই দিদি দিগ্বিজয় করতে পারে। আমিই ত ঐখানা পরিয়েছি। ভালো হয় নি?"

"আমি ত ভালই দেখছি। আর তোমার এ কি!"

মীরা বললে—"এতো বলছি, শুনবে না মা, আমি তা হ'লে কিন্তু—"

"ইস্, তাই নাকি! আমার কি মন্দটা আছে?"

"না না—সে কি হয়—লক্ষ্মীটি,—পার্শিখানা প'রে নে মা।"

মীরার দিকে চেয়ে ঈষৎ হাস্যে—"আচ্ছা, তাই হবে গো, যখন চা নিয়ে যাব, দেখো। এখন বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে—চলো।" "শিবাস্তে পন্থা" বলেই ইরাণী এগিয়ে পড়লো।

"ওর সঙ্গে পারবে না মা, থাক্।

"থাক্ কি বল্—ওরই ত—"

মীরা নীরব।

* * * * *

"বিশিষ্ট অভ্যাগত বাড়ীতে এলে—তাঁদের ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে হয়। নচেৎ অভদ্রতা হয়, তাঁদের অসম্মান করা হয়।" এ কথাটা ইরাণী মীরাকে অনবরত জপাচ্ছিলো। মীরা তাতে রাজি নয়, বলে—"সে আমি পারবো না।"

"বেশ, পেরো না,—ভালো কথা শুনবে কেন!"

সুবর্ণ বাবু আচার্য্য-মশার কথা একমনে শুনছিলেন, নবনী বাবু দেলের গায়ে টাঙ্গানো একখানি ছবি একদৃষ্টে দেখছিলেন।—একটি তরুণীর বিব্রতাবস্থা—একটি ভ্রমর কেবলই তার মুখে বস্তে আসছে, তরুণী বাম হস্তের বাঁ পিঠ দিয়ে তাড়াচ্ছে। নীচে লেখা—"কি জ্বালা গা!"

এমন সময় তিন মায়ে ঝিয়ে মন্দাকিনী দেবীর সসম্ভ্রমে প্রবেশ।

সকলে উঠে দাঁড়ালেন।

মন্দাকিনী-দেবী ধীরে ঈষৎ নত গ্রীবায় যুক্ত হস্ত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার নিবেদন ক'রে, সুমিষ্ট কণ্ঠে—বিব্রতার মত আচার্য্যকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—"আপনি আমায় লজ্জা দেবেন না—বসুন।"

পরে মাথার কাপড়টা যাতে না সরে, এমন শিক্ষিত-পটুতার সহিত হীরের আংটী পরা আঙ্গুলটির সাহায্যে—একটু টানতে টানতে বললেন,—"আমাদের আজ বড় সৌভাগ্য যে, আপনাদের দেখতে পেলুম। এখানে এসে পর্য্যন্ত"—

আচার্য্য বাধা দিয়ে বল্লেন—"সৌভাগ্যটা কার মা,—আমি যে

দেখছি, স্বয়ং ভগবতী তাঁর লক্ষ্মী-সরস্বতী নিয়ে দর্শন দিলেন,—এটা মৌখিকতা বা লৌকিকতা ভাববেন না!"

কথায় ব্যাঘাত হ'ল। ইরাণী চাপা গলায় গ্রীবার এক টানে মীরাকে সহজ ইঙ্গিতে—"এস দিদি" বলেই এগিয়ে গিয়ে আচার্য্যকে প্রণাম করলে। পরেই নবনীর পদপ্রান্তে একদম নত! উঠেই মীরার দিকে চেয়ে বাঁ দিকের ওষ্ঠ ও বাঁ-চোখের কোণ দিয়ে এক ছলক্ দুষ্ট হাসি গোপনে গড়িয়ে দিয়ে, ভালো মানুষটির মত মায়ের পাশে এসে দাঁড়ালো।

মীরার আর গত্যন্তর রইল না;—দুষ্টবুদ্ধি ইরার জয় হ'ল। মীরা প্রণাম সেরে লজ্জায় যেন মুখে আবীর মেখে ফিরলো।

আচার্য্য উভয়কেই আশীর্ব্বাদ করলেন,—'অভীষ্ট লাভ ক'রে সুখী হও!' পরে নবনীর দিকে চকিতে একটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে সুবর্ণ বাবুকে বললেন, "এখন সত্যই মনে হচ্ছে, আপনার আহ্বানে এসেছি কি সৌভাগ্য আমাদের টেনে এনেছে, তা বলতে পারি না। এ দেখে প্রাণ স্বতই প্রার্থনা ক'রে ওঠে—কন্যা দু'টি উপযুক্ত পাত্রে প'ড়ে—মণি-কাঞ্চনযোগ কথাটি সার্থক করুক। ভগবান নিশ্চয়ই তা করবেন।"

মন্দাকিনী-দেবী বললেন—"তাই বলুন বাবা, আমরা ত বড়—"

"সে কি কথা,—আমার মা-লক্ষ্মীদের যে ওতে খাটো করা হয়। ওঁদের জন্যে আপনাদের ভাবতে হবে না। সে ভার ওঁরা ভাগ্যবানদের ওপর দিয়ে এসেছেন,—আপনি তা দেখে নেবেন।"

এই সময় নবনী মন্দাকিনী-দেবীকে বেশ একটি বিনীত প্রণাম নিবেদন করলে।

'সুখী হোন্—সকলের বরেণ্য হোন্'—বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি চাপা নিশ্বাসও ফেললেন।

আচার্য্য বললেন,—"আপনারা মহাশক্তির অংশ, আপনাদের আন্তরিক ইচ্ছা কখনও বিফল হবে না।"

ইরাণী বিদ্যুদ্‌গতিতে উঠেই—"চা আন্‌তে হবে না বুঝি"—ব'লে মীরার আঁচলটায় একটা টান মেরে—টেনে নিয়ে যেতে যেতে—"ওঠবার যে নামটি নেই! দেখি দেখি, এ কি—রগটা যে রাঙা হয়ে উঠেছে!—আহা, অমন ক'রে ঢিপ্‌ ক'রে প্রণাম করে? ঘর শুদ্ধু যে কেঁপে উঠেছিল,—তুমি কি দিদি!"

"আমি যদি আর তোর সঙ্গে—"

ইরা সে কথায় কান না দিয়ে—"তবে কি মৌমাছি কামড়ালো দিদি,—খুব জ্বলছে বুঝি—!"

* * * * *

মন্দাকিনী-দেবীর—গোড়া থেকেই সব যেন কেমন গোলমেলে ঠেক্‌ছিল। এ কি উলটো কাণ্ড! যার তরে ভাবছি, তার ত বেশ সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব,—কোথাও একটু বাধছে না। এতটা ত ভালো নয়—হতভাগী ঠাউরেছে কি? এঁরাই বা ভাববেন কি!—

—"নবনী ত নবনী—একেবারে দেবকুমার, ঠাকুর, ইরাকে সুমতি দাও।" গোপনে একটি নিশ্বাস পড়লো।—

—"মীরার লক্ষণগুলোও ত বড় ভালো নয়। আমরা ত আর কচি-খুকী নই, সব বুঝি ত,—ও অমন হয় কেন?—"

—"মতির ত কোনও দোষ নেই,—সে ত অভিমান করতেই পারে। মেয়ে দু'টোই আমায় পাগল করলে! উনি যেখানে যাবেন, একটা উল্টো ছিরি ঘটাবেন কি না! ছ্যা-ছ্যা!"

প্রকাশ্যে,—"ইরার দিদি-অন্ত প্রাণ, মীরা শান্ত কি না, উনি ওকে সামলে বেড়ান,—যেন কত বড় গিন্নী! বলতে নেই,—বুদ্ধি বিবেচনায় কি কাজ কর্ম্মেও তেমনি।"

আচার্য্য বললেন, "তা আপনাকে বলতে হবে কেন মা, আমি ত বলেছি—মেয়ে দু'টি একেবারে সত্যিকার লক্ষ্মী-সরস্বতী"—

"এসোনা দিদি,—ওটা যে আগে দিতে হয়"—বলতে বলতে দু'-কাপ 'চা' হাতে ক'রে ইরা ঘরে ঢুকলো। সত্বর দু'জনের সামনে রেখে, "কৈ" বলেই দু-পা এগিয়ে গিয়ে চাঁপা-রংয়ের পোর্সিলেনের বাটিটি মীরার হাত থেকে নিয়ে—"এসো" বলেই বাটিটি এনে আচার্য্য-মশার সামনে ধ'রে দিলে। মীরাকে অগত্যা গোলাপী-রংয়ের বাটিটি কম্পিত হস্তে নবনীকেই দিতে হ'ল। তাতে গোলাপী-রংয়ের ছোপটা কিন্তু নিজের মুখে এসে গেল।

অন্যের অলক্ষ্যে মন্দাকিনী-দেবী সেটা লক্ষ্য করলেন—এবং মীরাকে নবনীর ড্রপ্-ডোজে সপ্রেম দেখে নেওয়াটাও।

আচার্য্য বললেন—"এ কি করেছেন,—করলেনই বা কখন্?"

মন্দাকিনী,—"ঐ মেয়েরাই" ব'লে কি বলতে যাচ্ছিলেন, ইরাণী, ব'লে ফেললে,—"দিদির কাণ্ড"।

"সাধে কি লক্ষ্মী বলেছি,—বাঃ, তোফা হয়েছে মা। এই যে ওখানে অত পাঠিয়ে দিছলেন,—আবার—"

"সে কিছুই নয়; মেয়েদের সখ, ওদের হাতের একটু কিছু—ঐ ছানার পায়সের মতই—মাথামুণ্ডু কি করেছেন, ওঁরাই জানেন।"

"আহা! এমন জিনিষ কিংশুক বাবু খেতে পেলেন না।"

ইরাণী, "জল আনি" ব'লে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

মন্দাকিনী-দেবী নিজের বিমূঢ় বুদ্ধি নিয়ে মনে মনে বড়ই বিব্রত

বোধ করছিলেন, এখন ইরাণীর চ'লে যাওয়াটার দিকে আহতের মত চেয়ে রইলেন। ভিতরে রোষটা কেবলই সুবর্ণ বাবুর উপর ফোঁশ ফোঁশ করতে লাগলো।

প্রকাশ্যে বললেন,—"সত্যি—সে ছেলেটিকেও যদি আনতেন,—বেলা না হ'লে···! এঁদের দ্বারা যে—"

"বেশ ত, এ আর বড় কথা কি, আপনি বলুন না। আমরাই আনবো'খন। আজ বেলা হয়েছে বটে—"

"না, আজ আর বলতে পারি না। আবার কিন্তু আসা চাই,—নবনী বাবুকেও সঙ্গে আনবেন—কি সুন্দর···"

নবনী লজ্জামাখা মুখে বললে,—"আপনি আমাকে 'বাবু' বলবেন না,—নাম ধ'রে ডাকবেন।"

আচার্য্য। এই ত চাই।

পর্দ্দার পরপারে খুঁক্ ক'রে একটু শব্দ হ'ল।

"—আচ্ছা আমি তাই ডাকবো,—তুমি আসবে বলো।"

নবনী আচার্য্যের দিকে একবার চেয়ে—ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

আচার্য্য বললেন, "ও আসবে বৈ কি মা, আমাকে লুকিয়ে না আসে! মা লক্ষ্মী যে লোভ দেখালেন, মধুপুরের বাইরেও তা টেনে নিয়ে যাবে দেখছি। আচ্ছা, আজ তবে উঠি মা।"

"কি বোলবো আর,—বেলা হয়ে গেছে। তা এটা ত সকলেরই বিদেশ,—এইখানেই যা হয়—"

"কোন আপত্তিই ছিল না মা, তবে নবনীর দিদি নিশ্চয়ই রেঁধে-বেড়ে ব'সে থাকবেন।"

"ও মা, সত্যিই ত!—আমি যে তাঁকে দেখতে যাবো।"

"যাবেন বৈ কি,—সে ত যেতেই হবে।"

ইত্যাদি কথার পর নমস্কার-বিনিময়ান্তে সকলে উঠলেন।

ইরাণী ছুটে এসে—"আমি আপনাদের জন্যে যে ফুল তুলছিলুম" ব'লে কয়েকটি গোলাপ আচার্য্য-মশাইকে দিয়ে নমস্কার করলে। পরে একটি আধ-ফোটা মার্শেল-নীল নবনীর ডান হাতে দিয়ে—আর "এই মেরি-রেডিটি দিদির" ব'লে মীরার দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে, তাঁর বাঁ হাতে দিয়ে, মাথা নোয়ালে।

নবনীর কথা যোগালো না। সর্ব্বাঙ্গে একটা উল্লাস-স্পর্শ অনুভব করলে।

ফাঁকে ফাঁকে আচার্য্য-মশায়ের সঙ্গে স্ুবর্ণ-বাবু দু-একটি কথা কয়েছিলেন মাত্র, কথার সব ভারটাই মহিলাদের ছিল। বিদায় বেলায় কেবল বললেন—"বড়-কষ্ট দিলুম, এত দেরী হবে ভাবিনি,—আমার দোষেই—"

আচার্য্য বলিলেন—"এইবার দোষের পালাটা আমাদের রইলো।"

মোটর শঙ্খধ্বনি করতে করতে চললো!

* * * *

মন্দাকিনী-দেবী এতক্ষণ—দু'দিকে চেন দিয়ে বাঁধা বিপুল 'বয়ার' মত অস্বচ্ছন্দ গতি নিয়ে ঢেউ কাটিয়ে ভাসছিলেন,—দু'পক্ষের টাকা-খাওয়া উকীলের দশায় প'ড়ে তাঁর মাথাভারি বুদ্ধিটা লাট খেয়ে মরছিলো।

সুবর্ণ-বাবু সহাসমুখে যেই বলেছেন—"কেমন ছেলে দেখলে বল?" তিনি একদম বোমার মত আওয়াজ দিয়ে সুবর্ণ-বাবুকে—তিন পা পিছনে ঠেলে দিলেন।

মীরা নির্লিপ্তভাবে বাড়ী ঢুকে তাড়াতাড়ি কাপড়খানা ছেড়ে অপরাধীর মত ঘরের মাঝখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

ইরাণী বুঝলে—প্রলয় আসন্ন, বাবার খাবার সময়ও হয়েছে। সে বাবাকে ঝড়ের মুখে ফেলে চ'লে যেতে পারলে না, একটু তফাতে কি খুঁজ্‌তে লাগলো।

সজনী-ঝিকে দেখতে পেয়ে বললে—"আমার সঙ্গে একটু খোঁজ ত সজনি, দিদির আংটীটে কোথায় প'ড়ে গেছে।"—"আংটীটে" আর "প'ড়ে গেছে,"—এই দু'টো কথার ওপর বেশ একটু জোর দিয়ে মন্দাকিনী-দেবীর কান পর্য্যন্ত পৌঁছেও দিলে।

"সেই ষাট টাকার সেইটে! হারাবার দশাই পড়েছে কি না!—মতি গেল, আবার কিনা সোনা হারানো। মাথামুড় খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে হচ্ছে। যাক্—আমার আর ও-সব দেখা কেন, যাদের সংসার, তারা দেখুক-গে।"

বলতে বলতে হেঁট হয়ে দু'চোখ দিয়ে ধরণীর গাত্র মার্জ্জনা করতে করতে এগিয়ে গেলেন।

এ অবস্থায় সুবর্ণ-বাবুর নিশ্চিন্ত থাকা যে কত বড় অমার্জ্জনীয় অপরাধের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়তে পারে, আইনজ্ঞ ডেপুটীবাবু তা বুঝে এবং আংটী হিসাবে না হলেও অর্থ হিসাবে দণ্ডটাও যে তাঁকেই বহন করতে হবে, তা ভেবে, অপরাধ ও কর্ত্তব্য সামলাতে তিনিও মাটির দিকে ঝুঁকলেন।

"অনেক বেলা হয়েছে, তুমি স্নান কর গে বাবা, আমরা খুঁজ্‌ছি। এইটুকুর মধ্যেই পড়েছে, এখুনি পাওয়া যাবে!" বলেই বাপের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই ইরাণী ইসারায় "হারায়নি, মিথ্যা কথা"—এইটে জানিয়ে দিয়ে খোঁজায় মন দিলে।

সুবর্ণ-বাবু কতকটা নিশ্চিন্ত হলেও খোঁজাটা একেবারে খতম করতে পারলেন না,—একটু বাহাল রাখতেই হ'ল।

সময় আগ্নেয়-গিরিকেও ঠাণ্ডা ক'রে দেয়, মন্দাকিনী-দেবীর উষ্ণতাও মন্দা প'ড়ে এল। যেটুকু বাকি রইল, তা ঐ ষাট টাকার আংটীর অন্যায় অন্তর্দ্ধানজনিত আপ্‌শোষ।

"ক্ষিদেয় যে ম'রে গেলুম মা।"

মন্দাকিনী দৃষ্টি ভূমিসংলগ্ন রেখে গম্ভীরভাবে বললেন, "যাও না, কেউ ত ধ'রে রাখেনি—এখন ত সব মানুষ হয়েছ!"

"বাবা ত সে অপরাধ করেন নি, তুমিই ত বল—উনি এ জন্মে আর—"

"থাম তর্করত্ন। অমন আংটীটে—"

"পেয়েছি গো পেয়েছি, এই নাও তোমার আংটী। এখন বাবাকে দু'টি খেতে দেবে চলো। আমরা ত মানুষ হয়েছি। আমাদের আর—"

মন্দাকিনী একদম ঠাণ্ডা।—"চল গো চল, একটু বেলা হয়েছে ত,—সেই পর্য্যন্ত কেবল বাবা আর বাবা, আমিই যেন খেয়ে ব'সে আছি।"

মন্দাকিনী-দেবী বাড়ীমুখো হলেন। ইরাণী এগিয়ে চ'লে গেল। সুবর্ণ-বাবু পশ্চাৎ হ'তে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"আমি যেতে পারি কি?"

এতক্ষণে মন্দাকিনীও মেঘমুক্ত হলেন—ঈষৎ হাস্যে বললেন, "আর অত আনুগত্যে কায নেই, এসো। সব কথাই বাকি রয়েছে, শুনতে হবে। ষাট হাজার বললে না?"

"চারটি খেতে দিয়ে শুনো।"

"বাপ রে বাপ, এক দিন একটু,—আচ্ছা, মতি কি তা হ'লে ভেসে যাবে—"

"ওটা যাদের কায, তাদের উপর ছেড়ে দাও না—মেয়ে বড় ক'রে রাখলে তাদের—"

"তুমি কি বল গো!—ওরা কি বোঝে?"

"আমাদের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশী। এই তুমি যেমন কিছু বুঝতে না,—আমাকে ভাসতে দিলে কি? একদম ত—"

হাসি মুখে, "আচ্ছা, ঐ সঙ্গে যিনি এসেছিলেন, আহা, কি কথাবার্ত্তা! ওঁকে ধর দিকি—ওঁকে ধরলেই,—তোমাকে দিয়ে যে কিছু হবার যো নেই,—মিছে মনিষ্যি, ছ্যা!"

"তুমি না বললে—"

"থামো থামো,—ঘটে এলে ত! অমন ছেলে—তপিস্যের জিনিষ, —দেখে পর্য্যন্ত যে ওই শয়তানীর জন্যে—বাপসোহাগী গেলেন কোথায়?—অমন রূপে গুণে, কিন্তু এখন যে—" কথাটা মনের মধ্যে নিশ্বাস চাপা পড়লো।

"ভাগ্যিস্ বের আগে…!"

মন্দাকিনী-দেবী গ্রীবা বক্র ক'রে হাস্য-মধুর রোষ-কটাক্ষ হেনে, —"ক্ষিদেয় মানুষের মাথার ঠিক্ থাকে না বুঝি" ব'লে, ঘরে ঢুকে পড়লেন।

যাক্—ওষুধ ধরেছে, যে চেহারা—ব্রাণ্ডির বাবা যে! এই কথাটা মনে মনে উপভোগ করতে করতে সুবর্ণ-বাবু অনুসরণ করলেন। ভবিতব্য ব'লে কথাটাও একবার কোথায় একটু আঁচড়ে—ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়েও দিলে।

১৫

মধুপুরের জল-হাওয়া ভাদুড়ী-মশায়ের দেহে কায করছে কি না, সেটা বাহিরের লোকের বোঝবার উপায় ছিল না। শরীরের বাড়তি কমতিটা ডাক্তারি মতে পাউণ্ড হিসাবেই হয়—এ ক্ষেত্রে এক আধ পাউণ্ডের পাত্তা পাওয়া শক্ত।

কিন্তু পা দু'টো তুলতে ফেলতে কেমন যেন বাধছিল—ভেরে গেলে যেমন হয়। একটু চলা-ফেরা বোধ হয় দরকার।

শালকাঠের নিরেট চৌকীখানায় বসেই মুখ-হাত ধুতেন। আজ আর অতটা যেতে গা বইল না, সাম্‌নের বারান্দায় উপু হয়ে ব'সে কাজ সারলেন। ওঠবার সময় কৃষ্ণনগরী আড়াইসেরী গাড়ুটায় দেহের চাপটা বাঁ হাতের মারফত চাপায়, তার পাঁচ ইঞ্চি গলাটা হঠাৎ গাড়ুর পেটের মধ্যে পৌঁছে গিয়ে সেটাকে বদ্‌না বানিয়ে দিলে।

মাতঙ্গিনী সর্ব্বদাই সতর্ক থাকতেন, আওয়াজ পেয়ে ছুটে এসে তাঁর বাপের দেওয়া দান-সামগ্রীর দুর্দ্দশা দেখে ব'লে উঠলেন,—"কি ক'রে এমন করলে? বাবা যে অনেক ঘুরে তোমার মাফিকসই জিনিষ এনেছিলেন। এ জিনিষ কি আর জন্মায়!"

"তখনকার মাফিকসই ত ছিল,—ওকে যে মধুপুরের মওড়া নিতে হবে, তা ত জানতেন না। যাক্, আবার জন্মাবে—জন্মাবে মাতু, সে দুঃখু কোরো না, লোক জন্মালেই জন্মাবে। এখন ধরো—উঠি।"

সে দৃশ্য টিকিট কিনে দেখতে হয়,—হরপে ফোটে না।

"বুঝলে মাতু, শরীরটে ভার্ ভার বোধ করছি।"

"অতো জল খেলে আর ঠাণ্ডা লাগবে না। তেষ্টা পেলে দুধ খেলেই হয়—"

"সে ভার নয়,—ওজনে—"

"তোমার বরাবর ঐ এক কথা! কিসে ভারটা বাড়বে শুনি! সে দিকে যেন আমার নজর নেই,—সবই ত নিজের ওপর নিচ্ছি—ফেলতে ত আর পারি না—"

"না মাতু, দিন থাকতে ফেলা একটু অভ্যেস কর! দিন আর আছে বলেও ত মনে হয় না।"

"সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি যেন নিজের শরীর বুঝি না! তোমার ওটা কাহিলের দরুণ হচ্ছে, তা-না-ত মানুষ ব'সে উঠ্‌তে পারে না! তারিণী ঠিক্ বলেছে, তুমি একটু একটু 'পোর্ট্' খাও দিকি,—ভালো কথা ত শুনবে না। আরও কি যে বললে—একটু একটু এক্‌সেরসাইজ। সেটা কি গা?"

"ঐ Xএর মত,—ঢ্যারাকাটা আর কি, কখনও পায়ে পায়ে, কখনও হাতে হাতে ঢ্যারাকাটা। পোর্ট্ খেলে তা আপনিই হয়।"

"তবে আর কি! তোমাকে ত আর কষ্ট ক'রে করতে হবে না। হ্যাঁ, আর একটা কথা, সন্ধ্যা থেকে এই দু'বার দেখলুম—নবনী হল্‌ঘরে ওঠ-বোস্ করছে আর মাঝে মাঝে বুক ফুলিয়ে আর্‌সিতে মুখ দেখছে,—কত রকম করে'।—জিজ্ঞেস করায় বললে—ওকে বলে বৈঠক্ করা, ওতে শরীর হাল্‌কা হয়, যা খাও হজম হয়, পেট বাড়ে না,—বল বাড়ে, জড়তা যায়, শরীরে রক্ত-চলাচল হয়, আরও কত কি। সেই পর্য্যন্ত ভাবছি তোমাকে বোলব। তুমি ওই কর না কেন—ও ত আর শক্ত নয়।"

ভাদুড়ী-মশাই মাতঙ্গিনীর মুখে নিষ্পলক হাঁ ক'রে চেয়ে শুনছিলেন। পরে চোখ বুজে একটা ঢোঁক গিলে বললেন, "হ্যাঁ, সহজ বই কি, করলেই হয়। তবে কি জানো, ওঠোক্ আর বৈঠক্

দু'টো কায একসঙ্গে করতে যাওয়া ঠিক হবে কি? একটা একটা ক'রে অভ্যাস ক'রে নেওয়াই ভালো,—তার পর। এখন দিন কতক বৈঠক্‌টাই চালাই, কি বল? ওটা সড়গড় হলেই—ওঠোক্।"

মাতঙ্গিনী এক চোখে হাসি ও এক চোখে রোষাভাস ফলিয়ে বললেন—"বৈঠক ত বরাবরই ক'রে আসছ, আজন্ম চল্‌বে না কি?"

"না, এত দিন ত তেমন মন লাগিয়ে করিনি। ওকে কাযে লাগাতে হ'লে,—শোনো শোনো—যেও না।"

মাতঙ্গিনী গম্ভীর মুখে ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন, "আর কেন?"

"বলি, তোমার ভাইটির মাথা খারাপ হয়েছে কি না, সেটা আগে দেখ। আমি ভাবছি, হঠাৎ তার এতটা ফুর্ত্তি এলো যে বড়! সে অত লাফায় কেন? না—না, তুমি—"

* * * * *

আচার্য্য আর নবনীকে আসতে দেখে মাতঙ্গিনী স'রে গেলেন।

নবনী সহাস মুখে জিজ্ঞাসা করলে, "গাড়ুটো হঠাৎ অমন বামন অবতার ধরলেন কেন?"

নবনীর মুখটা লক্ষ্য করবার মত। সে ভাদুড়ী-মশার সামনে যথাসম্ভব সমীহ রক্ষা করেই কথা কইতো। আজ সামলাতে পারেনি।

আচার্য্য-মশাই ক্রমেই বাড়ীর এক জন হয়ে পড়ছিলেন। সব কথাতেই যোগ দিতেন,—বাধা কেটে গিয়েছিল। বললেন,—"সুন্দর হয়েছে, আপনার মাথা থেকে বেরিয়েছে বুঝি? আমরা টো টো ক'রে ঘুরেই বেড়াই, আপনি ব'সে ব'সে brain work ত কম করেন না। ওতে নলচে বসিয়ে দিলে একদম পারসিয়ান গড়গড়া!—পেটেণ্ট নেওয়া চাই কিন্তু। খাসা হবে দেখবেন, Lord familyরা লুফে নেবে!'

নবনীর দিকে চেয়ে বললেন—"আর্ট্ আর কাকে বলে,—ভাঙ্গা-গড়ার নামই আর্ট। মালমশলা ত দুনিয়ায় পড়েই রয়েছে, কেবল মাথা চাই!"

ভাদুড়ী-মশাই অবাক হয়ে শুনে যাচ্ছিলেন, আর নবনীর চোখে মুখে পরিবর্ত্তনের ভাব লক্ষ্য করছিলেন, যেন কেমন একটা বসন্তাভাস। মধুপুরের কি জল-হাওয়া!

হাসি-মুখে বললেন, "পেটেণ্টের জন্যে তাড়াতাড়ি নেই। ওর এখন অনেক বাকি,—ভাববেন না—ও কায শুধু মাথার জোরে হয় না, সার্ বোসও মেরে নিতে পারবেন না—রায়ও পারবেন না।"

আচার্য্য বললেন, "আমারও ধারণা তাই। আপনি সাহায্য করেন ত নবনী একটা সুরকির কারখানা—"

"আপত্তি কি? শুনলুম, ও ত উপায় বার ক'রে ফেলেছে—"

কথাটা বাধা পেলে। তারিণীর কি একটু জরুরী কথা আছে, সে দেখা করতে চায়।

তারিণীর সঙ্গেই ভাদুড়ী-মশার কাযের কথা বেশী। যেহেতু, তা—মক্কেল, মামলা আর টাকা। সুতরাং সেটা জরুরীও।

আচার্য্য-মশাই।—শুভাংসি বহু বিঘ্নানি লেগেই আছে, ওবেলা হবে, ব'লে, উভয়ে বেরিয়ে গেলেন।

তারিণী আধ ঘণ্টা কাযের কথা কইলে। চেৎলোপটীর কে এক জন চাঁদ-সদাগরের শালীপোর গুদোম আগুন লেগে একদম ভস্ম। তিন লাখ টাকার বীমা করা ছিল।—বিলিতী-কোম্পানী বিশ্বাস করে না; বলে এটা তার নিজের কায। বেচারা আগুনের ভয়ে তামাক পর্য্যন্ত খায় না, প্রদীপ জ্বালে না, কায-কর্ম্ম সব অন্ধকারে! ওজন ক'রে পাঁচপো তুলসীর মালা পরে। মহা কৃষ্ণভক্ত, চাল তার কাছে লক্ষ্মী।

এতেও সায়েব কোম্পানীর সন্দেহ! ইত্যাদি। তার পর পাঁচশো টাকার নোট আগাম।

"নম্বোরী নয় তো?"

"আমাকে তেমনি পেয়েছেন," ব'লে পঞ্চাশখানা দশ টাকার নোট গুণে সামনে ধ'রে দিয়ে গেল।

ভাদুড়ী-মশাই "মাতু" বললেন কি হারমোনিয়মের গোড়ার পর্দ্দা টিপলেন, বোঝা গেল না। সঙ্গে সঙ্গে মাতঙ্গিনী-দেবীর যেন ভুঁই ফুঁড়ে আবির্ভাব!

নোট ক'খানা দু'বার গুণে বললেন, "পাঁচশো"!

ভাদুড়ী হাস্তোজ্জ্বল নয়নে—"ওটা পাতনামার পাঁচশো, অমন অনেক পাঁচশো ভস্ম থেকে বেরুবে।"

"আসছি" ব'লে মাতঙ্গিনী দেবী নোট ক'খানি মাথায় ঠেকিয়ে সিন্দুকে তুলে, পোর্সিলেনের একটা আধসেরি জগ্ হাতে ক'রে এসে বললেন—"এই ক্ষীরটুকু খেয়ে ফেলো, আর পিত্তি প'ড়িও না, খেতে এখনও ঘণ্টাখানেক। আমি দেখি গে।—এখুনি আমার মাথামুণ্ডু ক'রে রাখবে। আমার জন্তে যেন রেখো না,—আছে।"

"পিত্তি আর পড়াব কোথায়, মাতু—পড়ারও ত একটা জায়গা দরকার করে, সব নীরেট যে!"

"থামো—থামো!"

ভাদুড়ী-মশাই প্রায় তিন ভাগ মাতুর পিত্তি রক্ষার্থে-ই রাখলেন।

* * * *

মাতঙ্গিনী-দেবী মহা বন্ধনে প'ড়ে গিয়েছিলেন,—রন্ধনের দিকে ঝোঁক ছিল না। আচার্য্য-মশায়ের মুখে ডিপুটী স্নুবর্ণবাবুর বাড়ীর কথায় তাঁর প্রাণ পড়েছিল। তারিণীর কথাও ত্যাগের জিনিষ নয়,—

দু'দিক রক্ষায় ছুটোছুটি চলছিল। বিশেষ আচার্য্যমশার কথায় বিচার্য্য বিষয় এসে পড়েছিল!

মন্দাকিনী-দেবীর, বিশেষ মেয়ে দু'টির রূপগুণের কথা আচার্য্য এমন মহিমা ও মাধুর্য্য মাখিয়ে পেস্ করলেন, শুনে মাতঙ্গিনী দেবীর অন্তরটা মুসড়ে গেল। মুখে বললেন, "বাঃ, বেশ মেয়ে দু'টি ত। বয়স কত?"

"এই ষোলো থেকে আঠারো উনিশ হবে।"

"ও মা, এখনও বে হয় নি! বেম্মো কি খৃষ্টান বলুন?"

"ও ত মা এখন ঘর ঘর, ও দু' থাকের ত এক একটা নাম আছে, বাকি যে সব 'বেনামী',—তারা যে ওদের ওপর যায়, জননি!—বয়সটা শুনতেই বেশী, দেখতে কিন্তু একেবারেই তা নয়, দেখতে যেন দু'টি টাট্‌কা ফুল। তাদের বয়সটার কথা যেমন কারুর মনেও আসে না, এদেরও তাই। একটি শুখতারা, একটি সন্ধ্যামণি—বয়সের দিকে নজর দেবার অবকাশই দেয় না, জেরা করবার জিনিষ নয় যে।"

আচার্য্য কথার ঝোঁকে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন, সুন্দরীর কাছে অপর মেয়েদের রূপের বাড়াবাড়ি ব্যাখ্যা যে কত বড় অমার্জ্জনীয় অপরাধ, রন্ধনের সুখ্যাতিতে অসাবধানতা যে কতবড় অপমানকর আঘাত, সেটা ভুলে গিয়েছিলেন। চট্ সামলে নিয়ে বললেন—"আপনারা মায়ের জাত, আপনাদের কখনো ছোট করে' দেখতে যেন না হয়। আপনাদের কথা যতই বলি—আমার আর তৃপ্তি হয় না—যেন সবই বাকি থেকে যায়। আপনার কথা বলবার সময়ও আমার ঠিক তাই ঘটেছিল। শেষ তাঁদের থামাতে পারি না, তখনি সব আপনার কাছে আসতে প্রস্তুত। কিন্তু আপনার সম্বন্ধে তাঁদের একটি কথাও বেশী বলিনি।"

আচার্য্যও বাঁচলেন, মাতঙ্গিনীও বাঁচলেন। নজরের বাইরে যে

মেঘ জমেছিল, আচার্যের এক ফুঁয়ে তা উড়ে গেল, তিনি সহাস্য বদনে বললেন, "সে আমি জানি, আপনি আর কবে কাকে মন্দ বলেন, তা না ত আর আমার সুখ্যাত ক'রে বেড়ান—যার না আছে—"

"না না, ও কথা বললে ঝগড়া বাধবে, খাবার আগে সে কাযটিতে আমার অভ্যাস নেই।"

মাতঙ্গিনী তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন,—"আচ্ছা, এখন আর সেটা কায নেই। তবে তাঁদের এখন আনবেন না। আমি একা মানুষ, খাতির-যত্ন ইচ্ছে মত হয়ে উঠবে না। আগে আমিই তাঁদের দেখে আসি। একবার দেখা-শোনার পর মানিয়ে নিতে পারব। দেখতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে, এসে পর্য্যন্ত কারুর মুখ দেখতে পাই না।"

"এতটা তাঁরা আশা করতে পারবেন না,—আমিই কি বলতে পারি, মা। বেরিয়ে এলুম, নতুন যা দেখে আসি, যা ভালো লাগে, আপনাকে না ব'লে থাকতে পারি না, তাই এমনিই বলছিলুম। যাক, সে যা ভালো হয়, কর্ত্তার সঙ্গে কথা ক'য়ে করলেই হবে।"

"আচ্ছা, সে হবে'খন, এখন সব নেয়ে খেয়ে নিন তো"—বলতে বলতে মাতঙ্গিনী-দেবী চ'লে গেলেন।

তাঁর মনটা থেকে কিন্তু স্বস্তি স'রে গেল। "যখন তারা আঠার উনিশ বলেছে, তখন দু'এক বছর হাতে আছেই। দু'টো পাস্ দেবে— তায় অত রূপ, ডিপুটির মেয়ে—সব দিকেই এদের স্বঘর দেখছি,—কিছু বিশ্বাস নেই!—

—"ছেলে কি সবারই হয়! পুষ্যি-পুত্তুর নিতে ত কেউ বারণ করেনি।

—"ওঁর কাছে কথাটা এঁরা বলেই থাকবেন—তা আর বলেননি? সব কথা শুনিই বা কখন্, পাঁচটা ত হ'তে পারি না! নিশ্চয়

শুনেছেন।" (মাথাটা যেন ঘুরে গেল।) "কোথাকার পাপ কোথায় এসে জোটে দেখ দিকি। না, একাই যাব। কদ্দিনের জন্যে এসেছে, কে জানে। এত পাপও আছে! কোথাও স্বস্তি আছে কি?

—"পুরুষমানুষে মেয়েমানুষের রূপের কি বোঝে—ছাই বোঝে! ও সব কথাই নয়। ঠাকুর সাদাসিদে লোক, যা দেখেন, তাই ভাল। জাতটাই ঐ রকম। তাই ত ভয় করে।—বলেন—শুকতারা। ক'দিন—তাও জানি! ঢের শুকতারা দেখলুম।"

টেবলের দাঁড়া-আরসির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, নানা ভঙ্গীতে নিজেকে ভাল ক'রে দেখে ঠোঁটে হাসি টেনে, "ইস, ঢের দেখেছি,—ও কথাই নয়,—কক্ষনো নয়—কক্ষনো নয়।"

মানুষের মনই সব সে একটা অবলম্বন ধ'রে কায করে। মাতঙ্গিনী-দেবী দর্পণের মারফত সাময়িক শক্তি-সঞ্চয় ক'রে কাযে মন দিলেন।

১৬

সেদিন ভাদুড়ী-ভবনে চায়ের বৈকালী-বৈঠকে আমাদের শ্রীযুত মতিলাল বাগচীও উপস্থিত ছিলেন। ঠিক সেই আগেকারই সরল, সহাস মতিবাবু। মন্দাকিনী-দেবীর আশঙ্কার কোন চিহ্নই না মুখে না কথাবার্ত্তায়। স্ত্রীলোকদের কেমন সন্দেহ করা স্বভাব! বরং বললেন, "আপনাদের সঙ্গের লোভে অনেক দূর থেকে আসি,—চায়ের লোভেও বটে, এমন তারটি কোথাও পাই না। একটু ঝুঁকতি দিতে হবে,—এক কাপে হবে না।"—হাসলেন।

আচার্য্য বল্লেন, "প্রেমে, রণে, পলিটিক্সে—আর এই চা'য়ে কুণ্ঠার কারবার করতে নেই। সামনে পেলেই কাপ টেনে নিয়ে সাফ্ করতে হয়। আদালত নালিস নেয় না!"

"ঠিক্ বলেছেন, তবে দুঃখু এই—বাঙ্গালী চা খেতেই শিখেছে, সরঞ্জামও খুব রাখে, কিন্তু চা বানাতে জানে না, চা'র নামটাই খায়—চা খায় না। অনেক যায়গায়ই খাই, এমনটি পাই না, নিজের বাসাতেও না।"

"আমি ত সেটা ভালই বলি। খেতে ত হবেই, কবে কি পাব, তার ঠিকও নেই, ওর ঐ নামের স্বাদটাই ভাল। ঠাকুরদের বেলাও ত তাই—ঐ নাম-মাহাত্ম্য। মনে আছে ত—বড যুদ্ধটার সময় ওর ডাঁটা, ছাল যা মুড়ে দিয়েছে, তাই উড়ে গেছে,—না বলেছি কি? আমাদের ভক্তিটে ওরা বুঝেছে ত! ঠাকুরদের চরণ থাকুক না থাকুক—চরণামৃত খাই না? একেও ভাবতে হয়,—প্ল্যান্টার ঠাকুরদের,—কি বলেন? ও জিনিষের স্বাদগন্ধ খুঁজতে নেই, বাঙ্গালী ধর্ম্ম-ভয় রাখে,—সে জানে, মন্দ বল্তে নেই। বাল্যকাল থেকেই গোপাল,—যাহা পায় তাহা খায়।"

কতটা মতিবাবুর কানে গেল কে জানে, তিনি হেসেই সেরে নিলেন। মাত্র বল্লেন, "আপনি পণ্ডিত-লোক—"

"ও অপবাদ দেবেন না, অন্ন জুটবে না, বিদ্রূপটা তো ফাউ আছেই।"

বুঝতে না পারলেও, সেয়ানা লোক যেমন হাসে, ঠকে না—সেই হাসি।

সহৃদয় নবনীর বড় লাগে, আচার্য্যের দিকে চেয়ে বলে, "এর কি কোন প্রতীকার নেই? কলকেতার মত 'চাকা-চষা' সহরে এঁর থাকা উচিত নয়, কোন্ দিন অপঘাত আছে।"

"সে ভয় নেই, বাবাজী! ভগবান্‌ও পাপের ভয় রাখেন—নিজেকে

বাঁচিয়ে কায করেন। ওঁকে চারদিক দেখবার মত চোখ দিয়ে রেখেছেন। চোখের কল-কব্জার লাইট-হাউস পেছনে—সেটা জানো ত? ও বিদ্যেটা ঘাঁটোনি বুঝি? ভগবানের কাজে ভুল ধরতে যেও না, বাবাজী।"

মতি-বাবু কানে খুব কম শোনেন, তাই সকল কথাই বেশ অবাধে চলছিল—কারুর কোনও সঙ্কোচ সাবধানতার আবশ্যক ছিল না।

নিমকিখানা নিঃশেষ ক'রে, এক চুমুক চা চালিয়ে আচার্য্য বল্লেন, "তোমার তরেই দিনটা পেছিয়ে কালীপুজোর রাতে ফেলেছি—সেটাও ক্রমে এগিয়ে এলো। আর ইতস্ততঃ কোরো না। এখন জগদম্বার কৃপায় কাযটি নির্ব্বিঘ্নে শেষ করতে পারলে বুঝতে পারি। আসাম অঞ্চলে বড় বড় জঙলী-মহিষ বলিদানেও এত ইন্তেজারি করতে হয় না। ইনি দেখছি বাইসনের বাবা! তা বাবাজী, তুমি যা হাঁড়িকাঠ বানিয়েছ, একবার যো-সো ক'রে ফেল্‌তে আর জয়-মা বল্‌তে পারলেই সাফ। তার পরের অঙ্ক দেখছি—ছত্রভঙ্গ। আমাকে লম্বা দৌড় মারতেই হবে,—সিংহলই ভাল। এক-কালের জয়করা জিনিষ, একটু দাবীও ত আছে।"

নবনী বল্লে, "অত ভাবছেন কেন, আপনি সাহস দিলেই হবে। তা না ত ঐ কাণ্ডের পর আমারই কি রক্ষে আছে, গা-ঢাকা দিতেই হবে।"

"কোন চিন্তা নেই বাবাজী, মা'র কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে এ সব কায তিন-কান হলেই মাটী, সোর-গোল না হয়! তোমরা বিশ্বাস কর না, সে-দিন মন্ত্রবলটা মালুম করিয়ে দেব। দেখবে, নিজে ইচ্ছে ক'রে মাথা নীচু ক'রে দেবেন।—

একটু নিম্নকণ্ঠে—"সময় যখন ঘনিয়ে আসে, তখন কারুকে বেগ

পেতে হয় না, বাবাজী। বৃষকেতু স্ব-ইচ্ছায় মাথা বাড়িয়ে দিয়েছিল। নাম বাজালেন কর্ণ। এও তোমারি কাম, বাবাজী!"

বাগচী-মশাই বেশ একমনে চা চালাচ্ছিলেন, দুনিয়ার কোন ঝঞ্ঝাটেই থাকেন না। হঠাৎ আচার্য্য-মশাইকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ঠাকুর-মশাই, গরুড়াসনটা কি রকম—ব'লে দিন না।"

উদ্গত হাসিটা ঢোঁক গিলে ফেলে নবনী বল্লে, "অন্ধ কি বধির হ'লে দুনিয়ার পনের-আনা বাদ প'ড়ে যায়। ওটা সাধন-ভজনে খুব সাহায্য করে বোধ হয়। ইনি দেখছি তাই নিয়েই আছেন। আমাদের অভিসন্ধি আর দুশ্চিন্তা এক—আর এঁর চিন্তা দেখুন!"

আচার্য্য নবনীর কথায় কান না দিয়ে বাগচীকে উচ্চকণ্ঠে বল্লেন, "আপনি অনেকখানি এগিয়ে পড়েছেন ত, ওটা যে অনেক ওপরের ধাপ, বাঃ! গরুড়াসনটা ভারতের পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ আসন হলেও য়ুরোপ কি আমেরিকার লোকের আসে না, এমনি বিষ্ণু-মায়া। ওটাতে গর্ভ থেকে আমরা পাকা হয়ে ভূমিষ্ঠ হই। গর্ভেও আমাদের ঐ ভাবেই পাবেন। সাধনায় তুষ্ট হয়ে অন্তর্যামী ঐ আসনটি আমাদের জন্য আলাদা আর বিঘ্নশূন্য ক'রে দিয়েছেন। তাঁর কৃপায় আমরা—দাঁড়িয়ে, শুয়ে, ব'সে, যে ভাবে যে অবস্থায় থাকি না কেন, জানবেন গরুড়াসনে আছি। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন তা জানেন। তাই চট্ সিদ্ধি লাভ করবার অমন আসন আর নাই। সকল দেবতাই সহজে তুষ্ট হন। সবই তাঁর কৃপা।"

পরে নবনীর দিকে চেয়ে সহজ মৃদু আওয়াজে বললেন—"তাই না দিল্লীর দাপটী-দরবারে বড় বড় ভক্তরা পরীক্ষায় অনায়াসে পাস হয়ে বেরুতে পেরেছিলেন। ত্রিভুবন অবাক্! উটি যে জগতে আর কোনো জাত পারে না।" শুনে নবনীও নির্ব্বাক্।

ঐ সম্বন্ধে আরও দু'চার কথার পর বাগ্‌চীমশাই বললেন, "বড় উপকার করলেন। আজ তবে উঠি। বোধ হয়, এর মধ্যে আর দেখা হবে না—কালীপূজার সময়টা কালীঘাটেই কাটাবার—"

"বাঃ, বড় খুসী হলুম, এই ত চাই। বাঃ, ভারতে—তায় বাঙ্গালা দেশে জন্মেছেন, হ'তেই হবে—ধাতে রয়েছে যে! যা ক'রে নিতে পারেন, এই সময়। তার পরে আর ভাবতে হবেনা,—উন্নতি আপ্‌সে চলবে। জানেন ত, বংশে একজন গরুড়াসনসিদ্ধ হ'লে সাতপুরুষ সে পুণ্যের জের চলে।"

বাগচী বিদায় নিলেন, নবনী পরম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে হাঁ ক'রে তাঁকে দেখছিল, বললে,—কি ভদ্রলোক! আবার—"

আচার্য্য আর বেশী শোনবার আগেই বললেন—"হ্যাঁ, তোমরা যাকে—gentleman বল!"

"কেন,—আপনি তবে কি বলেন?"

"ঐ ত বললুম,—তার বেশী আর কি বলবো? কি জানি, মন এমনই বদ্‌ জিনিষ, সে অকারণেও কারু কারুকে তার বেশী দিতে চায় না।"

"এটা আপনার অবিচারের কথা।"

"তা হ'তে পারে। কিন্তু মনটার সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়। একটু আপোষ ক'রে চলতে হয়। তার কথাটা না শোনা চলতে পারে, কিন্তু সেটাকে অস্বীকার করা ত চলে না।"

নবনীকে ক্ষুণ্ণ হ'তে দেখে আচার্য্য হেসে বললেন—"অমন লোককে সব কিছু বলা যায়, ওঁকে কিছুতে কম পাবে না। কোন দিক ভোলেন না। দেখলে না—এরই মধ্যে গরুড়াসন পর্য্যন্ত পৌঁছে গেছেন। আর তোমাদের আসনের সঙ্গে সম্পর্ক শুধু ভোজনের বেলা। এখন চল, একটু ক্ষিদে বাড়িয়ে আসি।"

১৭

অবিশ্রাম বিশ্রামে ভাদুড়ীমশাই ভটকে উঠছিলেন। বললেন,—"শুয়ে শুয়ে টোল্ খেয়ে যাচ্ছি ; চল না মাতু, ডেপুটীর সঙ্গে আলাপ ক'রে আসি ; বাইরের হাওয়াটাও গায়ে লাগান হবে,—আর···"

"আর কি শুনি ?"

সহাস্যে বললেন, "মধুপুর নামটাই শোনা হয়েছে, সেটার,—এই আর কি !"

"ওঃ" মাত্র ব'লে মাতঙ্গিনী-দেবী এমন একটি কড়া-কটাক্ষ হানলেন—যেটি সহজও নয়, অর্থহীনও নয়,—একদম্ দিক্‌শূলের সিম্বল্।

ভাদুড়ী-মশাই রহস্যের সুর বাহাল রেখেই বললেন, "নজর লাগবার ভয় পাচ্ছ ! তা একটা কাজলের টিপ,—না সেও ত এ বাড়ীতে···"

এই পর্য্যন্ত বলেই ভাদুড়ী-মশাই সামলে সব্‌ট্রাক্‌শন্ সুরু করতে বাধ্য হলেন।

"তুমি কি পাগল হয়েচ মাতু,—আমি যাব কোথায় ? আমার আবার সেই উল্টো রথে ওঠা ! আমার মত আর একটি মাত্র ব্রিস্ক্ জেণ্টেল্‌ম্যান্ আছেন শ্রীক্ষেত্রে।"

এই ব'লে হাসবার চেষ্টা পেলেন, কিন্তু মাতঙ্গিনীর মুখ দেখে সেটা তেমন ফুটল না।

"কাজল"টা তখন যথাস্থানে পৌঁছে কায সুরু ক'রে দিয়েছিল। সন্দেহ-নিঃসন্দেহের কোঠায় ঢুকে সত্যের পোষাক পরছিল।

তাতে মাতঙ্গিনী-দেবীর ডেপুটি-বাড়ী যাবার সঙ্কল্পটাকে দৃঢ় করেই দিলে। মুখে বল্‌লেন—"বেশ ত, যাও না,—আমি যাচ্ছি না।"

"আমার যাওয়া আসা স্বপ্নে,—এই চল্লুম," বলেই ভাদুড়ী সটান্ শুয়ে পড়লেন।

মাতঙ্গিনী-দেবী মিনিটখানেক চুপ্‌চাপ্‌ দাঁড়িয়ে থেকে শেষে "আমারই যেন মাথাব্যথা" ব'লে দ্রুত কক্ষান্তরে চ'লে গেলেন।

ভাদুড়ী-মশায়ের চাপা হাসির ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দও তাঁর কানে গেল। তিনিও গিয়ে সশব্দে শয্যা নিলেন,—অবশ্য পা দু'খানি পালঙ্কের বাইরেই প্রলম্ব রইল।

আধ ঘণ্টা এইভাবেই কাটল, ঘুম ঘেঁস্‌তে পেলে না। তার ওপর স্বামীর নিশ্চিন্ত নিদ্রার সাড়া যেন বিদ্রূপের মত বিঁধতে লাগল। রোষে, অভিমানে—অশ্রু মুছলেন।—

—"সেটাও কি আমার দোষ, আমি কি করেছি যে, এ সব আমাকে সইতে হবে। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মালেই কি সব দোষ তার! করুন গে না পঁচিশটা বে, কে মানা করতে যাচ্ছে! কাজলের···"

আরও কিছুক্ষণ কাট্‌লো। সহসা—"যাবো, তার আবার ভয়টা কিসের—যাবোই ত" ব'লে ধড়মড় ক'রে উঠে নবনীকে গাড়ীর কথা ব'লে এসে নিজের প্রসাধনে মন দিলেন!

"দেরী হবে না—মিনিট পাঁচেক" ব'লে এসেছিলেন। চট্ তিন কোয়ার্টারে সেরে নিলেন। দু'বার বিনুনী ক'রে খুলে ফেল্‌লেন।—"নাঃ, এলো-খোঁপাই ভাল—"

সীঁথেটা বাঁকাই কাটলেন—"তাতে হয়েছে কি, কে না কাটে; এই ত জজ-সাহেবের ধুম্‌সী—সাত ছেলের মা,—মরণ আর কি,—কাটেন না! তাঁদের বুঝি টাকায় ঢাকা পড়ে!"

দু'হাতের চেটো দিয়ে দু-রগের দু'পাশ চেপে, নেড়ে, একটু কাঁপিয়ে নিলেন।

"আবার টিপ কেন !"

শেষ "টেবল-আরশির" সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দেখেন,—কখন্ সেটা প'রে ফেলেছেন !—"বেশ করেছি—থাক্ গে। পোড়ারমুখো হার দু'ছড়া জ্বালিয়ে মারলে, যেমনটি রাখতে চাই—থাকে না—স'রে স'রে মরেন। মরুক গে—আর পারি না—। ঘামেই আমায় খেয়েছে ! পাউডার কি রুজ্ কোন দিনই কাযে এল না। দরকারই বা কি,—এই রঙেরই দাম দেয় কে !" আরশির সামনে চোখ ঘুরিয়ে একটু হাসলেন।

সৌন্দর্য্যে, সুগন্ধে, মনের আবহাওয়া মদির হয়ে উঠেছিল,—বেশ একটু স্ফূর্ত্তি এনে পূর্ব্বভাবটা কাটিয়ে দিয়েছিল।

এত পরিশ্রমের ফল, স্বামীকে দেখাতে বা তাঁকে জানিয়ে যাওয়া উচিত বিবেচনায়,—ঠিক বলা কঠিন,—মাতঙ্গিনী-দেবী হাসি-ঢাকা গম্ভীর মুখে ভাদুড়ী-মশায়ের ঘরে ঢুকেই বললেন—"যাবে তো চলো।"

তিনি তখন মুন্সীগঞ্জের মক্কেলের আক্কেল সম্বন্ধে দুশ্চিন্তামগ্ন ছিলেন। কক্ষমধ্যে সহসা বসন্তাগমন লক্ষ্য ক'রে সবিস্ময়ে বল্‌লেন, "এ কি,—কোথায়—?"

"আহা,—আর নেকা সাজতে হবে না, মধুপুর নামটাই শুধু শোনা থাকবে কেন..."

রহস্য রি-ওপন্ (re-open) করবার (ওস্‌কাবার) সাহস তাঁর আর ছিল না। বললেন, "শাস্ত্রমতে আমরা উভয়ে ভিন্ন ত নই, তবে দেহ দু'টো এক ক'রে দিলে,—অন্ততঃ তোমার আমার—Jack ছাড়া নড়ার উপায় থাকত না ! আটেও আটকাতো, সম্ভবতঃ গগন-বাবুর চিত্রভবন চিড় খেতো ! ভগবান্ সে ভুল করবেন কেন ? তুমি গেলেই আমার যাওয়া হবে, শাস্ত্রের সম্মান রাখাও হবে।"

"ইস্—অ্যাতো ! বাঁচব না দেখছি !"

"অন্যের বাঁচবার কথাও ত একটু ভাবতে হয়, যদি দাঁড়িয়ে থাকতুম, এখুনি ত নির্ঘাত অপঘাত ছিল। একটু সতর্ক হ'তে বলাও ত উচিত ছিল, ভাগ্যিস শুয়ে ছিলুম।"

"কেন—ঘুরে পড়তে না কি?"

ইত্যাদি কথার পর শেষ মাতঙ্গিনী-দেবীই নবনীর সঙ্গে যাত্রা করলেন। ইচ্ছাটাও ছিল তাই।

মাতঙ্গিনী-দেবীর নানা বিরুদ্ধ ভাবনা সত্ত্বেও তিনি ভাদুড়ীমশায়ের ভেতরটা আনন্দস্পর্শে দুলিয়ে দিয়ে গেলেন। ভাদুড়ী প'ড়ে প'ড়ে দোল খেতে লাগলেন। মাতুর রূপের বৈশিষ্ট্য যে কোথায়, সেটাও আবিষ্কার ক'রে ফেললেন,—বয়সের সঙ্গে সেটা নাকি বেড়ে চলেছে!

১৮

সারা বৈকালটা এই মধুর কল্পলোকেই তাঁর কাট্‌তো, কিন্তু হতভাগা তারিণীর সময় অসময় নেই। সে ফাঁক পেয়েই এসে উপস্থিত।

সে বেচারাকেও দোষ দেওয়া যায় না। তার যথাসর্ব্বস্ব ঐ এটর্ণীর পাল্লায়। তাই সর্ব্বদাই সে নানা উপায়ে সেবা-তৎপর। নিজের ত আছেই, আবার বাইরের লোকও জোটায়। রত্ন থাকে নাকি অকূল সমুদ্রের অতল স্পর্শে—সেইটে স্পর্শ করবার হর্ষ নিয়ে লোক আসে যায়।

ভাদুড়ী-মশাই যে বড় এটর্ণী—যার ওজনস্থান আছে, তাকে আর বোঝাতে হয় না।

তারিণী সিরাজগঞ্জের এক শাঁসমলকে ফাঁস-কলে ফেলেছে। সেই প্রসঙ্গ পাড়তেই সে এসেছিল।

ঢুকেই হাসিমুখে বললে, "হুজুরের সুনাম মুখে মুখে দুনিয়ার সব দিক দখল ক'রে বসেছে—পাঞ্জাব পর্য্যন্ত পৌঁছে গেছে। আজ সিরাজগঞ্জ থেকে এক যজমান হাজির।"

বাধাজনিত বিরক্তিটা চেপে ভাদুড়ী-মশাই বললেন—"তোমার কি আর-কোনও চিন্তা নেই তারিণী,—ভগবান্‌কে ডাকোটাকো কি ?"

"আজ্ঞে আপনিই আমার ভগবান, সর্ব্বক্ষণই যে মনটা জুড়ে উপ্‌চে আছেন। তাঁকেও ভাবি বৈ কি হুজুর। তাঁর কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা,—আপনার একটি পুত্র-সন্তান হয়! এই দেখুন না, যে লোকটি পাকড়েছি—তার এগারটি ছেলে—অবশ্য তিন পক্ষের রোজগার।"

"চুপ চুপ! তুমি ত ওঁর কাছেও সব কথা কও। ওই পক্ষ তিনটে বাদ দিয়ে বোলো।"

"আজ্ঞে, সে আর আমাকে বলতে হবে না। কিন্তু আপনার ওপর ভগবানের দয়া দেখুন,—প্রথম দু'টির পাঁচ পাঁচ আর হালেরটির একটি।"

"এতে দয়ার কি পেলে ?"

"আজ্ঞে, এই আপনার প্রতি···এই বুঝেই দেখুন না···"

ভাদুড়ী হাসিমুখে তারিণীকে দেখ্‌তে লাগলেন আর মাঝে মাঝে ভাবতে লাগলেন—"দুনিয়ার বোকা-লোক আর জন্মায় না, একেবারে পাকা হয়েই ভূমিষ্ঠ হয়।"

"এখন শাঁসমল চায় ছোটর ছেলেটিকে অর্দ্ধেক আর বাকি দশটিকে দিতে অর্দ্ধেক—"

"ছোট-গিন্নী চান বলো।"

"আজ্ঞে, তা ত বটেই। সেই মর্ম্মেই উইল। এখন সেই উইল নিয়েই হুইল ঘুরতে সুরু হয়েছে।"

"তাই ত, ছেলেগুলোর তরে যে দুঃখু হয়।"

"আহা,—ছেলেদের দিকে টান আপনার হবে না ত কার হবে ?"

"হবে না !—ওরা না জন্মালে কি হাইকোর্ট থাকতো, না হরিণবাড়ী থাকতো, না আমরা থাকতুম—। আহা, বেঁচে থাকুক ;—সংখ্যাটা এগার বল্‌লে না— ! বাঃ, এইবার শাঁসমলের মাসফলটার নজর রাখতেও যেও।—ইস্‌, বেলা গেল যে। ধর ত উঠি। চলো, বারান্দায় গিয়ে বসা-যাক। পাটের মহাজন বুঝি ? গাঁট খুলতে হবে, খোলা হাওয়া দরকার।"

* * * *

দরওয়ান চাতুরী সিংয়ের ছ' বছরের ছেলে মথুরা, বারান্দায় তার ছাগলছানাটির সঙ্গে আনন্দে ছুটোছুটি করছিল।

তারিণী সামন্ত—"এই—ক্যা করছিস্‌" বলায় সে চমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। পশ্চাতে মুক্তকচ্ছ কতলু-খাঁর মত ভাদুড়ী-মশাই ছিলেন, সেটা সে দেখ্‌তে পায় নি। ছাগলছানাটাকে কোলে তুলে পালাবে, এমন সময় সহসা ভাদুড়ী-মশাই একটি বিরাট হাঁচি ছাড়ায় বারান্দাটা কেঁপে উঠল। কতকগুলো চামচিকে তীরবেগে বেরিয়ে পালাতে গিয়ে মথুরার মাথায় গচ্চা মেরে গেল। বালক ভয়ে 'আরে বাপ্পা রে' ব'লে লাফ্‌ মারতেই ছাগল সমেত প'ড়ে চোট খেয়ে ছুট দিলে ; ছাগলটা চীৎকার ক'রে উঠল।

বারান্দার এক প্রান্তের একটা ছোট কুঠুরী থেকে এক পায় চটী আচার্য্য-মশাই কাপড় সামলাতে সামলাতে বেরিয়ে পড়লেন।

"ব্যাপার কি ?"

ভাদুড়ী-মশাই বেশ সহজ সহাস্যভাবেই বললেন—"সারাদিন কি একা পড়ে থাকা যায়, বেরিয়ে বারান্দায় একটু বসতে এলুম।"

"এতেই এই খণ্ডপ্রলয়" ব'লে আচার্য্য হাসলেন।

"কৈ, আপনি যাননি ?—তা জান্‌লে ত কাটতো বেশ। এই দেখুন না—সামন্ত আবার কাকে জুটিয়েছে ; এখানেও স্বস্তি নেই, দশ-জনে আমাকে খেলে দেখছি।"

"সাধ্য কি—সে আশঙ্কা রাখবেন না,—দশবিশের—"

ভাদুড়ী-মশাই সমজদার লোক, উপভোগের হাসি হেসে বললেন—"তা হ'লে অভয় দিচ্ছেন!—হ্যাঁ,—এঁরা ত অনেকক্ষণ গেছেন। সে কত দূর ?"

"মোটরে মিনিট দশেকেরও কম।"

"তবে ?"

"নবনী-বাবু সঙ্গে আছেন কি না, তিনি ত তাড়া দেবেন না।"

"তাই নাকি,—তার মানে ?"

আচার্য্য হেসে বললেন, "আপনারা লয়ের (Lawএর) লোক, জেরা করলে পারব কেন ? সব কথার কি মানে থাকে ? নবনী শিক্ষিত যুবক। সেখানে দু'টি শিক্ষিতা এবং অপরিণীতা মেয়ে,—সম্ভ্রম রক্ষা ক'রে আসা চাই ত। আপনাদের নজর রাখতে হয়—কেস্ (case) না কাঁচে। নবনী আবার এঞ্জিনীয়ার, গড়নের দিকেই তাঁর লক্ষ্য থাকবে ত!"

তারিণী কখন্ স'রে গেছে।

ভাদুড়ী-মশাই অবাক্-বিস্ময়ে আচার্য্য মশায়ের কথা শুনছিলেন, বল্‌লেন, "কিছু বুঝলুম না ঠাকুর।"

"সহজ বলেই বুঝতে পারেন নি,—এটা ভদ্রতা রাখবার ভোগ,—তাঁদের অনুরোধ এড়িয়ে আসতে পাচ্ছেন না। সেটা ভালও দেখায় না,—প্রথম দিন কি না।"

"ওঃ—তা হলেই বা দেরী। তার জন্যে নয়। আমার ভাবনা

নবনীর জন্যে। সেই ইট, কাঠ আর লোহার আস্বাদ পেয়েছে, দুনিয়ায় তাদেরই চেনে। মোলায়েমের মর্ম্মজ্ঞান আজও হয় নি। তার মিষ্টতায় না শিষ্টতার বাড়াবাড়ি ক'রে বসে। বলছিলেন না, দু'টি শিক্ষিতা কন্যা মজুত।"

"তাতে হয়েছে কি ?"

"না, হবে আর কি; মোলায়েম বজ্রও সঙ্গে আছেন।"

"আপনি যখন এতদূর গিয়ে পড়েছেন, তখন আমিও না হয় একটা কথা বলি। সুবর্ণ-বাবুর বড় মেয়ে—সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয়া, যদি কোথাও না বাধে ত—

"এমন না কি! কিন্তু নবনীর সহোদরাটির ধনুকভাঙা পণ জানেন না ত! নবনীর নিজের রোজগার চল্লিশ হাজার আর মেয়ের বাপের কাছে নজরানা পাওনা দশ হাজার, এই পঞ্চাশ হাজারের বনিয়াদের উপর তাঁর ভায়ের বিবাহের ভিৎ খাড়া হবে। অর্থাৎ এখন সাত বছর নয়। আমি তাঁকে ভালমতেই চিনি—"

"রামঃ, মা'র এরূপ শুভ আর সমীচীন সঙ্কল্পের ওপর কথা কইতে নেই। আমাদের দেশের মেয়েদের এরূপ সুবুদ্ধি এলে দেশের শ্রী ফিরতে ক'দিন লাগে! যে দেশে সব কাযের চেয়ে বিবাহ করাটাই সহজ, সে দেশের কথা ভেবে হতাশ হয়েছিলুম। আবার ঐ যে বললেন, 'আমি ওঁকে ভালমতেই চিনি,' এমন কথা বড় বড় বিদ্যাসাগরও বলতে পারে পারেন না, স্বয়ং বিষ্ণুও নন। ওঁরা মহামায়ার জাত, ওকথা বললে ওঁদের অপমান করা হয় বলেই আমার বিশ্বাস। ওঁদের এত খাট করবেন না।"

তারিণীকে আসতে দেখে আচার্য্য উঠে পড়লেন।

"চা খাবেন না ?"

"সন্ধ্যাহ্নিকটে চট ক'রে সেরেই আসছি।"

চ'লে গেলেন।

* * * *

চতুরীর ডেরায় আজ ভাববৈলক্ষণ্য। ছেলেটার হাতে ভিজে ন্যাকড়া জড়ান, হাঁটুতে রেড়ির-তেলের পট্টী। ছাগল-ছানাটারও পায়ে আকন্দপাতা বাঁধা। চতুরীর পরিবার রাম-দেইয়ার বেজার-বেজার মুখ। চতুরী উদাসভাসে ব'সে।

অন্য দিনের মত আচার্য্য-মশাই আজ আর সহাস আহ্বান পেলেন না, নিজেই কথা কইলেন,—"কি রে, আজ যে সব চুপচাপ,—মথুবার হাতে কি হ'ল—দেখি দেখি।"

মথুরা কাছে এসে হাত দেখিয়ে বললে—"টুট্ গিয়া।"

তিনি একটু ধূলো মন্ত্রপূত ক'রে তিনটি ফুঁ মেরে দিয়ে বললেন—"ব্যস, আচ্ছা হো যায়গা।"

রামদৈয়া রাগে ফুলছিল, বল্‌লে—"কাঁহা কে দৈত্ আয়া, লেডকা কো মার ডালা, বকরীকে বাচ্চাকো পটক্ দিয়া"—ইত্যাদি ;—অর্থাৎ এমন নোকরীতে কায নেই।

আচার্য্য-মশাই বললেন, "আরে, না না—ছেলেকে কেউ মারধোর করেনি। ছেলেমানুষ ওঁদের দেখে ভয় পেয়ে পালাতে গিয়ে চোট খেয়েছে। ছেলেকে মারবে কেন, আমি নিজে দেখেছি।"

ছেলেটাকে পাঁচ জনে প'ড়ে আধমরা ক'রে ছেড়েছে শুনলে রামদৈয়া যে তৃপ্তিটা পেতো, আচার্য্য-মশায়ের ও-কথায় তা একটুও পেলে না।

চতুরী বোধ করি বুঝলে, সে বললে,—"মথুরা ওঁকে দেখলেই ভয়ে ছুটে ঘরে এসে লুকায়, তা আমি জানি। জন্মে পর্য্যন্ত 'ওয়েসা

মুরত' আর কারুর দেখেনি! ওর আর আগেকার মত খেলা-ধুলো নেই, আনন্দ নেই, স্ফূর্ত্তি নেই, সে চেহারা নেই, সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক চায়। এখানে থাকলে ও বাঁচবে না।

আচার্য্য অভয় দিয়ে বললেন—"ভেবনা চতুরী,—বাবু আর বড় জোর দশ-পনের দিন থাকবেন। ওঁরা কি বেশী দিন কোথাও থাকতে পারেন—দিন তিন হাজার টাকা কামাই।"

"আঁ, তিন হাজ্জার!—দারোগা হোঙ্গে!"

স্ত্রী-পুরুষের মনের হাওয়া যেন হুস্ ক'রে বদলে গেল। চতুরী স্বীকার করলে—"মথুরা-শালা আস্‌লি শয়তান হ্যায়। হামারি জান্ খানে আয়া। বাচ্চা হ্যায়, আপনি ওকে মাপ দিলিয়ে দেবেন।"

আচার্য্য-মশাই বললেন, "ওঁরা ছেলেদের কোনও দোষ নেন না, বড় ভালবাসেন,—নিজেদের ছেলে নেই কি না।"

"আঁ—লেড়কা নেই! আউর দুনিয়াকা জেতনা চোট্টা আকে মরণকে লিয়ে এই দরিদ্দিরকে ঘরমে ঘুস্‌তা হ্যায়!"

আচার্য্য দু'চার কথায় তাদের ভবিষ্যৎ খুশ ক'রে মুখে হাসি এনে দিলেন।

ভাং প্রস্তুতই ছিল, চতুরী সভক্তি এনে সম্প্রদান করলে। আচার্য্য চক্ষু বুজে—কপালে একটি ফোঁটা টেনে 'জয় ঝাড়খণ্ডীবাবা' ব'লে চড়িয়ে ফেললেন।

"বড় বঢ়িয়া বানিয়েছ মিশ্‌রিজী! বদনে গেল যেন বেদানার রস।" এই ব'লে তারিফ ক'রে,—চায়ের চাবুক চালাতে চললেন।

এটি ছিল তাঁর নিত্যকর্ম্ম—সন্ধ্যাহ্নিক। তবে কোন কোন দিন তারিণীকে নিয়ে জঙ্গলের সেই সাধনক্ষেত্রেও গিয়ে পড়েন। তান্ত্রিক-পূজারী খুবই খবর নেয়। সে দিন হয় তাঁর—(mail-day) মেল্-ডে।

১৯

আহারান্তে তখনও বিশ্রামের ঘোর কাটেনি। সুবর্ণবাবু সংবাদ-পত্রখানা হাতে ক'রে বারান্দায় এসে ইজি-চেয়ারে বসলেও, যা' পড়ছেন, তা চোখেই জড়িয়ে থাকছে—ভেতরে পৌঁচচ্ছে না।—

"গোরা পুলিস যা মাইনে পায়, তার চেয়ে অনেক বেশী কায ক'রে,—এই সত্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত বাঙ্গলার বাপ-মা'র নেই। ছেলে মানুষ করা বাপ-মা'র কায, তাঁরা তা পর্য্যন্ত পারেন না, পুলিসকে সে ভারও নিতে হচ্ছে—অথচ বেতনের বেলা সবাই বেহুঁস! কলেজের কর্ত্তাদের এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকা আর ভালো দেখায় না। বাপ-মা যেমন তাঁদের তাঁবে ছেলেদের ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁদেরও তেমনি উচিত—যাঁদের দ্বারা তাদের সায়েস্তা কল্লে সুফল পান, তাদের—" ইত্যাদি।

"কি—কি হলো—বুঝলুম না ;—এটা যে বড় দরকারি কথা।"

আবার গোড়া থেকে আরম্ভ করলেন। তিন লাইনের পরই নাকটা কাগজে ঠেকে—ছড়ানো হরপগুলো খুঁটতে লাগলো!

ভিতরে মীরা আর ইরাণী এক-একখানা বই নিয়ে খাটে শুয়ে। মীরার চোখের পাতা ভিজে ভিজে, বুকের ওপর 'অরক্ষণীয়া'খানা উপুড় হয়ে প'ড়ে। ইরা ওপাশ ফিরে 'পরিণীতা' পড়ছে।

মন্দাকিনী-দেবী একটু গড়িয়ে উঠে, চোখে মুখে জল দিয়ে একটা পান মুখে দিতে দিতে ডাকলেন—"কোথায় গো সব, পাঁপর তয়ের করা দেখ্‌বি ত আয়।"

"যাই,—তুমি যেন মা আরম্ভ ক'রে দিও না—"বল্‌তে বল্‌তে মীরা উঠে আরসির কাছে গিয়ে ঢিলে খোঁপাটা খুলে একটু এঁটে নিয়ে, কাপড় ঠিক ক'রে—"আয় ইরা"—ব'লে, বেরিয়ে এলো।

"চলো—আমার এই—এই প্যারাটা।"

মা একটা মোড়ায় ব'সে। সামনে—মশলা, ডাল-বাটা—জলের-ঘটী।

মীরা জিজ্ঞাসা করছে,—"হ্যা মা—বাঁ চোখ নাচলে কি হয়?"

মা কিছু বলবার আগেই—"ভয় নেই,—শুভদৃষ্টি হয় গো, শুভদৃষ্টি হয়!" বল্‌তে বল্‌তে ইরা এসে পড়লো।

"দেখলে মা,—এসেছে আর"—

"কেন গো—কি করলুম?"

"আমার সঙ্গে কথা কইতে হবে না।"

"ও—মা। তবে কি বলবো—'হোঁচট্ খেয়ে পড়ে নাক থে'ঁতো হয়'।"

"তোমায় কিছু বলতে হবে না।"

মন্দাকিনী-দেবী ইরাকে শাসনের স্বরে কিছু বলতে গিয়ে হেসে ফেল্‌লেন।—"ওর কথায় কান দিস কেন, মীরা।"

"কোথায় একটা পান দেবেন, না—। দাও না দিদি, আলিস্যি ছাড়ছে না।"

"আগে একটা কুলুকুচোই কর।"

পান খাওয়ার মধ্যে দুই ভগিনীর মিটমাট হয়ে গেল।

ইরাণী একটা পান এনে মায়ের মুখে দিতে গেল। তিনি বললেন,—"আমি খেয়েছি।"

"তা হোক—খাও খাও, বাড়ীর গিন্নী—খেলে ত কেউ হিসেব চাইবে না," বল্‌তে বল্‌তে মা'র মুখে গুঁজে দিলে।

"মেয়ের কথা শুনলি!—তোরা খেলে আমি হিসেব নি বুঝি!"

"আসছি" ব'লে ইরা বাইরে যাচ্ছিল; মন্দাকিনী-দেবী বললেন—"তিনি নাক দিয়ে পড়তে অভ্যেস করছেন।"

"তোমার মত চোখ বুজে যে পারেন না!"—ব'লে চ'লে গেল।

"পোড়ারমুখী!—বাপকে একবার না দেখে এলে ওর স্বস্তি আছে! শীগ্‌গির আসিস।"

মীরা বললে—"ও না থাক্‌লে আবার ভালোও লাগে না। দস্যি কিন্তু বড় জ্বালাতন করে, মা!"

মন্দাকিনী-দেবী মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। এই বিভিন্ন প্রকৃতির মেয়ে দু'টির চলা-ফেরা, কথা-বার্ত্তা, ঝগড়া-মিলন, হাসিকান্না—সবগুলির মধ্যেই, মাতৃগর্ব্বমিশ্রিত আনন্দ তিনি সর্ব্বক্ষণই উপভোগ ক'রে থাকেন। তাই মধ্যে মধ্যে তাঁর মনে হয়—ভগবান্ এত সুখ দিয়েছেন, কেবল স্বামীকে যদি একটু বুদ্ধি দিতেন!—অন্ততঃ তাঁর বুদ্ধি নিয়ে যদি চলেন—

ইরাণী এক মুখ হাসি নিয়ে ছুটতে ছুটতে,—"ওসব সরিয়ে ফ্যালো সরিয়ে ফ্যালো—শীগ্‌গির," বল্‌তে বল্‌তে উপস্থিত।

"কি লো কি! সরাবো কেনো?"

"আসছেন,—(মীরার প্রতি)—ননদিনী সাথে!"

"কে আসছেন,—কি?"

"আসবেন না? বাঁ চোখ নাচিয়েছেন—(মীরার দিকে ফিরে)—মেয়েটি কেমন!"

"পোড়ারমুখো মেয়ে কি বলে যে—বুঝবার জো নেই।"

মোটর এসে লাগবার শব্দ পেয়ে—

"সত্যিই ত—ও মা, কি হবে! আমার যে"—

"তোমার আবার কি,—তুমি ত মা, বেশ নেড়ু-গিন্নী ব'নে ব'সে আছ।"

"হতভাগা মেয়ে!—যা যা, সব ঠিক হয়ে নে।"

মন্দাকিনী-দেবী লাল টক্‌টকে রেশম-পেড়ে মাদ্রাজি শাড়ী পরেছিলেন—জরির একটু আঁচ দেওয়া আঁচলা। দু'বোনের জয়পুরী ফুল-ছাপের সাধারণ শাড়ী,—মূল্যবান্ না হলেও সারা বাড়ীটাকে শ্রীদান করছিল।

"এগিয়ে যাও না দিদি,—বাবা সঙ্গে ক'রে আনবেন না কি?" বলেই, ইরা বাইরের দিকে গেল,—মন্দাকিনী-দেবী মন্দগতিতে অনুসরণ করলেন।

মীরা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো, কিছু না ঠিক করতে পেরে—দ্রুত ঘরে গিয়ে ঢুকে ধূপছায়া মারতে লাগলো। বাঁ চোখটাও ঘন ঘন নাচে!

বাম বাহুপাশে বদ্ধ ইরাণীকে নিয়ে সহসা সপ্রতিভ নেত্রে মাতঙ্গিনী দেবী—"বাড়ীতে অতিথ এলো গো—" ব'লে, উঠানে পা বাড়াতেই দিনের যৌবন-দীপ্তিটা যেন বেড়ে গেলো!

মন্দাকিনী-দেবী চমকিত নেত্রে মুহূর্ত্তমাত্র চেয়ে—দু'পা এগিয়ে—"আসুন, আসুন" ব'লে হাত ধ'রে—

"আমি কি বলবো, কথা খুঁজে পাচ্ছি না, এত বড় সৌভাগ্য" ইত্যাদি বল্‌তে বল্‌তে তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে ঢুকলেন।

ইরাণী নিজেকে বন্ধনমুক্ত ক'রে,—মাতঙ্গিনী-দেবীকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো মাথায় নিলে। তিনি চিবুক ছুঁয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌লেন, "—তুমি ত আমার বন্ধু।—বাঃ, যেমন সুন্দরী—তেমনই সুন্দর স্বভাব!"

তিনি ভাবলেন, এইটির কথাই ঠাকুর বলেছিলেন। নাঃ, এর জন্যে ভাবনা নেই, সুন্দরী বটে, কিন্তু এ ত মেয়ের বয়সী।—তাঁর বেশ একটু স্বস্তি স্ফুর্ত্তি এল। বল্‌লেন, "ঠাকুরের কাছে আর নবনীর কাছে শুনেই ত থাক্‌তে পারলুম না। ছুটে দেখতে এলুম।"

মন্দাকিনী-দেবী বল্‌লেন,—"ঠাকুর ত সাধু-পুরুষ, আর নবনী ত ঘরের ছেলের মত—ওঁরা সকলকেই ভাল দেখেন। আপনার আসাটাই আমাদের ভাগ্যের কথা।"

ইরাণী তাড়াতাড়ি গাল্‌চে পাতছিল।

মাতঙ্গিনী-দেবী হাসতে হাসতে বল্‌লেন,—"ও আর পাততে হবে না মা—ও সুখে আমি বঞ্চিত। দেখছ না, কেমন রোগা পাতলা মানুষটি, ওঠ-বোস্‌ কর্‌তে কষ্ট হয়, আমি খাটেই বস্‌ছি। তোমার মা'র পায়ের ধূলো মনে মনে নিলুম।" এই ব'লে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার কর্‌লেন।

মন্দাকিনী-দেবী হাসিমুখে বলিলেন,—তাই ত বলি—এক ধাত না হ'লে আর দয়া ক'রে আমাকে দেখা দিতে এসেছেন,—আমারও যে ঐ রোগ! ঐ দেখুন না, আর কিছু না-থাক, উঠোনে ঘরে মোড়া না হয় চৌকী পাবেন—ও না হ'লে এক দণ্ড চলে না। দু'খানা লুচি ভাজতেও মোড়া চাই, বড়ী দিতেও মোড়া চাই—পান সাজতেও ঐ।"

দু'জনেই হাসলেন।

—"ইরাণী বলে—বাড়ীর গিন্নীদের বুঝি ও রকম না হ'লে মানায় না,—ভাঁড়ার হাতে কি না! ও তাই গিন্নী হ'তে চায় না।" এই ব'লে ইরার দিকে চাইলেন।

"ও মা, কি হবে! এত বড় বদনাম। হ্যাঁ, বন্ধু! আচ্ছা দেখবো।"

মন্দাকিনীর দিকে ফিরে—"আমার বন্ধুর নাম বুঝি ইরাণী? শুনেছিলুম দু'টি মেয়ে না—আর একটি কোথায়?"

ইরা উঠে গেল। মন্দাকিনী-দেবী বল্‌লেন,—"বোধ হয় কাযেকর্মে আছে, জানতে পারেনি। তার আবার যেমন ঠাণ্ডা স্বভাব, তেমনি সে লাজুক।"

ইরাণীর সঙ্গে মীরা পায়ে পায়ে জড়াতে জড়াতে আড়ষ্টের মত এসে মাতঙ্গিনী দেবীকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিলে। তিনি চিবুকে হাত দিয়ে—আলো করা মুখশ্রীর ওপর আয়ত চক্ষু দু'টি দেখে, অন্তরে চমকে মুহূর্ত্তেক আবিষ্টের মত থেকে বল্‌লেন,—"বাঃ দু'টি বোন্‌ লক্ষ্মী সরস্বতীই বটে!"

তাঁর মনটা ভিতরে বেশ একটু দ'মে গেল।—এইটেই ত বড, এর কথাই ত ঠাকুর বিশেষ ক'রে বলেছিলেন। নিঃশব্দে একটা নিশ্বাসও পড়লো। "কর্ত্তা বুঝি মেয়েদের বে' দিয়ে পরের বাডী পাঠাতে চান না। তা সত্যি—এত আদরের আনন্দের জিনিষ ছেড়ে থাকার কথা ভাবতেও কষ্ট হয়,—বাড়ীর শোভাই চ'লে যায়! মেয়ে জন্মটাই—"

মন্দাকিনী-দেবী অঞ্চলে চোখ মুছে বল্‌লেন,—"ঠিক বলেছেন। উনি বড্ডই ভালবাসেন, তাই বোধ হয় ও-সম্বন্ধে এত উদাসীন। ও-কথা পাড়তেই দেন না। বলেন—তাড়াতাড়ি কি, সময় হলেই হবে। তুমি ওদের বিদেয় করবার জন্যে এত ব্যস্ত হও কেন?

—"আবার মেয়ে দু'টিও তেমনই। কে এক বড় জ্যোতিষী হাত দেখে ব'লে গিয়েছিলেন,—মীরার দু'টি ছেলে, একটি মেয়ে হবে। তাই ওর বিবাহে ভয়; বলে, সে সব আমি সামলাতে পারবো না! শুনেছেন কথা!" এই ব'লে হাসলেন।

মাতঙ্গিনী-দেবীর কানে যেন মেঘ ডেকে প্রাণের ভিতর ঝড় প্রবেশ করলে। ছেলে-পুলের কথা ওঠে কেনো! ঠাকুর নিশ্চয়ই শুনে গেছেন! আজ আবার একা বাড়ীতেই আছেন!

তিনি মীরার গায়ে হাত বুলিয়ে সাম্‌লে হেসে বললেন,—"সে আবার কি কথা মা, ও-কথা বল্‌তে নেই। মেয়েদের সব চেয়ে বড় সৌভাগ্যই ত মা হওয়া,—কোলে একটি পেলেই বুঝতে পার্‌বে।"

মীরার মুখ রাঙা হয়ে উঠলো।

মাতঙ্গিনীর মনে নানা তোলাপাড়া—নানা সন্দেহ চলছিলো, —"বেটাছেলেরা কি ভেবে-চিন্তে কথা কইতে জানে,—হুঁ—ঠাকুর তাঁকে শুনিয়েই থাকবেন—"

তার পর উভয় পক্ষের বাপের বাড়ীর কথা আরম্ভ হ'ল। সে সব ওঁরা পরস্পরই ভালো বোঝেন;—কিছু কিছু রাজতরঙ্গিণীতে মেলে। যথা—বাবা মস্ত বড জমীদার; দেশে রাজা বলেই ডাক্। জেলার ম্যাজিষ্টার সাহেব বাড়ীতে এসে কলাপাতা পেতে ভাত খেয়ে যায়! সায়েব মুসুর-ডাল আর চিংড়ি মাছ দিয়ে পুঁইশাক চড়চড়ি খেতে এতো ভালবাসে—ছিবড়ে ফেলতেই চায় না! যায় কি? আমাদের বাড়ীতে ব'সে বাবাকে রায় বাহাদুর ক'রে দিয়ে তবে উঠলো।—

—আমার হাত আর ছাড়ে না, কেবল উলটে পালটে দেখে বলে—এমন রং তোমাদের কি ক'রে হয়! আমাদের দেশে হ'লে এ মেয়ে কাউণ্টেস্ হত! সে আবার কি ছাই জানি না!

ইত্যাদি চল্‌তে লাগলো। উভয়েরই ঝোঁক—পাল্লায় ঝুঁকতি পাবার।

ইরাণীর চুপ ক'রে থাকা অসহ্য বোধ হচ্ছিল, মুখ চুলকুচ্ছিল। হাসিমাখা মুখে সবই গিল্‌তে হচ্ছিল। মীরা স্থির হয়ে শুনছিল।

—সংসার, স্বামীর রোজগার, মধুপুরে বেড়াতে আসা—প্রভৃতি পর্য্যায়ক্রমে চলতে লাগলো!—

—"বছরে পাঁচ সাতটা ফাঁসী বাঁচিয়ে দেন, একটু কড়া হ'তে পারলে আজ ভাবনা কি!"—ইত্যাদি।

"সব শুনতে কি পাই ছাই—ক'টাই বা বলেন! ভাল মানুষ হবার যায়গা কি নেই—বলুন ত? বাড়ী ত রয়েছে। বুদ্ধির দোষেই

খেয়েছে! সব ভালো—বুদ্ধিটি সেই কাঁচাই রইলো! আমরা থাক্‌তে —আর পাকবে না! নিজেরটা যদি বুঝতেন!"

মাতঙ্গিনী ঔজান ধরলেন—"ও কথা আর কাকে শুনাচ্ছেন, কাযের বেলা ওঁরা সব দিদি! এক, সব এক! বেশ ভালো মানুষটির মত সব শুনবেন,—কাযের বেলা উল্টোটী! লোকে সেলাম করলে—বিল্‌ (bill) পাঠাতে ভুলে যান—আর কি বলবো!"

"সে আবার কি?"

—"ও মা, জানেন না! এই—রাস্তার লোক সেলাম করলে, বিল্‌ পাঠালেই টাকা—টোর্নী যে, সে অনেক কথা,—ওঁকে জিজ্ঞেস করবেন।"

"দেখছো—কিছু বলেন কি, এঁকে তো রাস্তার দু'ধারের লোকে সেলাম করে—হাকিম যে! সাধে কি বলে সব ভালো, কিন্তু বুদ্ধি তেমন নয়! আচ্ছা বলুন ত—আমার কাছে লুকোনো কেনো?—আমি কি"—

"দিদি—এসো না একবার"—ব'লে ইরাণী মীরাকে ডেকে বেরিয়ে গেলো। আর শুনতে পারলে না।

"বাপ-সোহাগী মেয়ে বাপকে একটু কিছু বললে গায়ে সয় না"—ব'লে, মন্দাকিনী-দেবী মৃদু হাসলেন।

"ও—তাই বুঝি বন্ধু উঠে গেলো"—ব'লে মাতঙ্গিনী-দেবীও হাসলেন।—"খাসা মেয়ে।"

ইরাণী একটি রূপোর ডিসে ক'রে—পান-মসলা, জরদা এনে মাতঙ্গিনী-দেবীর হাতে দিলে।

"বন্ধু কি সাধে বলেছি" ব'লে, তিনি আদর ক'রে নিলেন।

"আসছি" বলে, ইরাণী মীরাকে নিয়ে চলে গেলো।

ঘরের বার হয়েই—"মিষ্টিমুখ করাতে হবে না? সুখিয়াকে দিয়ে ফুলকপি আনিয়েছি—ওর যা হয় তুমি কর দিদি,—লুচি হালুয়া পাঁপর আমার ভার। রাজার মেয়েরা ব'সে বসে বুদ্ধি খেলান আর বাঘ মারুন!"

* * * *

মাতঙ্গিনী-দেবী বললেন—"যেন ছবি দু'খানি! আবার সাদাসিদে ছাপের-কাপড় দু'খানিতে কি মানিয়েছে! যেন—এক জোড়া ঝুমকো লতা!"

"এখন ভালো হাতে পড়েন—তবেই।"

"এ সব মেয়ের জন্য ভাবনা দিদি! তবে অতি বড় আদরের জিনিষ হ'লেও মেয়ে,—নিশ্চিন্ত থাকলেও ত' চলবে না।"

"তা কি চলে, না থাকা যায়। ওঁকে ত রোজই বলছি, মেয়ে মানুষ—আর কি করতে পারি! ওঁরও ছুটি-ছাটা নেই, দিন-রাত কায—তায় বিদেশে বিদেশে।"

"তা ত ঠিকই দিদি—আমরা আর কি পারি, কেবল ভাবতেই পারি। আচ্ছা, আমার ত দেখাই হ'ল—ঠাকুরও দেখেছেন, নবনীও বোধ হয় দেখে থাকবে।"...

মন্দাকিনী-দেবী চঞ্চলভাবে ব'লে উঠলেন—"ভালো কথা, নবনী বাইরে রইলেন কেনো? তাঁকে ত একদিনেই ঘরের ছেলের মত পেয়েছি। আহা, কি রূপ, তেমনি স্বভাব।"

—"সুখিয়া—সুখিয়া—"—বলে ডেকে নবনীকে ভেতরে আনতে ব'লে দিলেন।

মাতঙ্গিনী ভ্রাতার সুখ্যাতির সুযোগ পেলেন!

—"ওর কথা বলবেন না—এখনো সেই বারো বছরেরটিই আছে!

ওযে চার পাঁচশো টাকার চাকরি কি ক'রে করবে, আমার সেই ভাবনা! সায়েবরাও ছাড়বে না—ডাকের ওপর ডাক"—ইত্যাদি।

"ভাবনা কি, পুরুষমানুষ—জন্ম জন্ম চাকরি করুক, দেখবে তখন,—ও ছেলে আবার"—

২০

নবনী আনত-মস্তকে উপস্থিত হয়ে, অভিবাদনান্তে আসন নিলে।

"মীরাকে দেখেছিস ত?"

আচমকা দিদির এই আধখানা কথায় তার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ চমকে গেল, আর তার আভাটা চকিতে তার চোখে মুখে ছড়িয়েই মিলিয়ে গেল। নবনী বুঝতেই পারলে না, তাকে ডেকে এনে এ প্রশ্ন কেন! স্বীকার করতেও আটকায় অস্বীকারেরও উপায় নেই। সঙ্কোচের মধ্যে শব্দ বাদ পড়েই রইলো।

দিদি কথাটা সবিস্তারে বুঝিয়ে—বলে' চললেন,—মেয়েটির রূপ, গুণ, মাধুর্য্য, স্বভাব—সবই অসামান্য এবং তদনুরূপ পাত্র নবনীর পরিচিতের মধ্যে আছে কি না! যেহেতু, তাদের এই প্রীতি-মিলনের স্বার্থকতা ও স্মৃতির সুখানুভূতিকল্পে—এ চেষ্টা পাওয়া তাঁদের একান্ত কর্ত্তব্য, ইত্যাদি।—

—"তোর জানাশোনা যোগ্য পাত্র আছে কি?"

হঠাৎ এ সব কথা কেন! দিদিকে এঁরা চেনেন না! এ নিশ্চয়ই তাঁর কোন একটা লক্ষ্যের মৃত্যুবাণ। অথবা আমাকে দিয়েই আমার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা।

দিদির সুমধুর সৌজন্যের সবটা শোনবার মত অবস্থা সে হারিয়ে

ফেলেছিল। তাঁর তাৎপর্য্যই তার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এই অপ্রত্যাশিত ব্যাঘাতের আঘাত তাকে অপ্রতিভ আর অন্যমনস্কই ক'রে দিলে। ইতিমধ্যে সে যে কতবার রং বদলেছে—সে তা জানতেই পারে নি।

"ভেবে দেখিস ত, ভাই।"

মতিবাবুর কথা মুখে এসেও সেটা বলতে নবনীর আটকালো। বেরুলো কেবল—"দেখবো দিদি।"

মন্দাকিনী-দেবী তেমন উৎসাহের সহিত যোগ না দেওয়ায় কথা তেমন বাড়ছিল না। তিনি সুযোগমত নবনীর প্রশংসা নিয়েই রইলেন।

ইরাণী দু'খানা আসন হাতে ক'রে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে, ঠাঁই করতে লাগলো।

মাতঙ্গিনী-দেবী হাসতে হাসতে বললেন—"এ আবার কি বন্ধু—"!

—"বেলা গেল যে, এখনও সব চা' খাওয়াও হয় নি,—দিদি রাগ করছেন। একটু ছুতো পেলে তাঁর আর"···, এই বলে ইরাণী মা'র দিকে চেয়ে—রাজহংসীর মত গলা বেঁকিয়ে, এক চোখে পাতলা-হাসি হেসে চলে গেল।

"শুনলেন!"

মাতঙ্গিনী-দেবী হেসে বললেন "ঠিকই ত, বাঃ, আমার বড়ো ভালো লাগে, যেন দোলন-চাঁপার দোলা!"

মন্দাকিনী-দেবী একটু সন্তপ্ত নেপথ্য সুরে,—"আহা, ছেলেপুলে হয় নি—ছেলেপুলে দেখলে—ভগবানের কি,"—কথাটা মাতঙ্গিনীকে উপহাসের মত বাজে। এ আত্মীয়তা কেন! বারবার ও-কথাটা শোনানোই বা কেন!

শুনলেই তাঁর মনটা কোন্ এক ঠিকানায় গিয়ে ঠেকে! তাঁকে কেমন ক'রে দেয়! অন্তের মুখ থেকে এ দয়ার আঘাত—বিষের মত বাজে!

দুই ভগ্নীর হাতেই "ট্রে,"—জলখাবারের ডিস,—চায়ের পট্,—গোলাপী কাপ্।

"—তাঁকে আবার ডেকে আনতে হবে!—ঠাণ্ডা হয়ে না যায়," বলতে বলতে ইরাণী আগেই ঘরে ঢুকে মাতঙ্গিনী-দেবীর সামনে সাজাতে বসলো।

মীরা চৌকাঠ পেরিয়ে চেয়েই কাঠ! নবনীর চোখে ধাক্কা খেয়ে—তরুণ-অরুণ-কান্তি!

নবনীর চোখের ওপর-পাতা যেন কিসের প্রাপ্তি ভারে নিমেষে নুয়ে পড়লো। আচ্ছাদনের অন্তরালে 'তারা' দু'টির অবস্থা অন্ততঃ স্বভাব-সহজ রইল না।

মীরা আশা করেছিল, ইরা তাকে সাহায্য করবে।

মন্দাকিনী-দেবী ডাকলেন—"মীরা—দিয়ে যাও না, মা।"

অগত্যা তাকেই সে কায করতে হ'ল। চা ঢাল্‌তে হাতের ঠিক থাকছিল না দেখে নবনী বললে—"দিন—যতটা আমার দরকার, আমি ঢেলে নিচ্ছি।"

ইরার দুষ্ট-হাসি যেন ভাষায় ব্যক্ত হয়ে বলছিল—"কেমন হয়েছে!"

মাতঙ্গিনী-দেবী হাসি মুখে এ সব লক্ষ্য করলেও—উপভোগ করছিলেন কি না বলা কঠিন।

মন্দাকিনী-দেবী মীরার অসম আড়ষ্ট ভাবটিকে সহজের সামিল ক'রে নেবার জন্যে লজ্জার পর্য্যায়ে ফেলে বললেন—"ওর এই লজ্জা-সঙ্কোচের মেয়েলি ভাবটি রয়েই গেল। উটি আমার সেকেলে মেয়ে।" এই ব'লে মৃদু হাসলেন।

নবনী জলযোগে মনোযোগ দিয়ে আত্মরক্ষার অন্তরাল পেলে।

"সত্যি—সন্ধ্যে হয় রে নবনী"—ব'লে, মাতঙ্গিনী-দেবীও চায়ের বাটি টেনে নিলেন।

"—এত সব করা কেন,—এই সময়ের মধ্যে করলেই বা কি ক'রে! আমার সাধ্যি হত' না, দিদি।"

"আমাকে বলা কেন ভাই—ওরাই জানে—"

ইরাণী বললে—"'ওরা' ব'ল না মা, দিদিই করেছেন;—আমি কেবল চায়ের জলটা ফুটিয়ে দিয়েছি।"

"ওঃ, তবে আবার কি—ওইটেই ত শক্ত কায ছিল, বন্ধু",—ব'লে মাতঙ্গিনী-দেবী হাসতে লাগলেন।

ইরা হাসিমুখে নিম্নকণ্ঠে তাঁকে বললে—"তা হ'লে সবার চেয়ে শক্ত কাযটা মা'ই করেছেন বলুন! মোড়াটা চেপ্‌টে মোলো" !···

মাতঙ্গিনীর মুখের চা সুমুখে পড়তে পড়তে সামলে গেল!

—"আমার নিন্দে হচ্ছে বুঝি!"

মাতঙ্গিনী হাসতে হাসতে—বন্ধুকে জলযোগের সাথী ক'রে নিলেন। মীরার হাত ধ'রে একটি মিষ্টি দিয়ে বললেন—"এটি তোমাকে খেতে হবে, মা,—খেতে হয়"—

অন্যের শ্রবণ এড়িয়ে মীরা তাঁকে মৃদু মধুর কণ্ঠে জানালে—"আপনি দিয়েছেন—আমি খাব বই কি।" এই ব'লে হাতে ক'রে রইল।

* * * *

মোটর যখন ছাড়লো—তখন সন্ধ্যা। স্ত্রী-পুরুষের আকর্ষণ-বিকর্ষণ শাস্ত্রের বা সাইকলজির অলিখিত সার্টিফিকেট্‌ মাতঙ্গিনীদেবী রাখতেন। তাঁর চক্ষুও সার্চলাইটের কায করতো।

মীরার আবির্ভাব পর্য্যন্ত নবনীর মুখের রেখায় ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে এবং

মীরার রক্তাভ মাধুর্য্যের মধ্যে তিনি ও-শাস্ত্রের শেষ অক্ষরটি পর্য্যন্ত প'ড়ে নিয়ে স্বাক্ষর ডেলে ফেলেছিলেন।

তাঁর অজ্ঞাতে এত বড ব্যাপারটার জন্ম,—তাঁকে ভিতরে ভিতরে অপমান ক'রে পীড়া দিচ্ছিল। "—এর মধ্যে নবনী এত বড় হয়ে গেল,—আমি কেউ নই!" তাঁর অন্তরটা অভিমানের আঘাতে বিদ্রোহ ক'রে উঠছিল।

"মন্দাকিনীর আস্পর্দ্ধা ত কম নয়! হাকিম্‌নী ফলানো! ওলো, আমিও মাতঙ্গিনী, এটর্ণীর পরিবার। উনি কেবল কেবল আমার কানে—ছেলে হয়নি এইটে শোনাতে চান। আ—মর্! আমার হয়নি ত তোর এত ভাবনা কেন। গণকারে বলেছে, ওঁর মেয়ের দু'দু ছেলে হবে। তার মানে—তা হ'লে আমি একটিকে পুষ্যি-পুত্তুর নিতে পারবো! হুঁ—সব বুঝি, এতো ন্যাকা পাওনি! আচ্ছা—হওয়াচ্ছি!"

দিদিকে গম্ভীর আর নীরব দেখে নবনী অপরাধীর মত ব'সে রইলো, কথা কইতে সাহস পেলে না।

এই ভাবে প্রায় ক' মিনিট কাটলো,—নীরবে হলেও—নিরুদ্বেগে নয়।

কথায় বলে—"বোবার শত্রু নেই।" এর সত্য মিথ্যা নবনীই অনুভব করছিল। মৌনতারও একটা তীব্রতা আছে—সেটাও নিরঙ্কুশ নয়।

অশব্দ-মাতঙ্গিনী তাকে স্তব্ধ ক'রে রেখেছিল। মোটরের গতি যে তাকে কোন্ দুর্গতির মধ্যে চলেছে, সে তার ঠিকানা পাচ্ছিল না।

যেন সন্ধ্যাপূজার আসন্ন সন্ধিক্ষণে সহসা দক্ষিণা বাতাস বইলো! মাতঙ্গিনী মোলায়েম সুরে কথা কইলেন, "মীরা মেয়েটির যেমন রূপ, তেমনই মিষ্টি স্বভাব—না? তোর কেমন লাগলো?"

নবনী শিউরে উঠলো। মাথা মন দুই ঘুলিয়ে গেল। সে যেন ফাঁসীর আগে পাদরী সায়েবের কল্‌মা শুন্‌ছে! কথা ফুট্‌ল না।

"নাঃ, ও-মেয়ে আনতেই হবে ভাই—কি বলিস?"

নবনী জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মীরাকে ভালোবেসেছে, কি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, এ সব ভেবেও দেখেনি। ভাল লাগার টান্‌টা সে অনুভব করেছে বটে। কিন্তু ভালো লাগলেই যে আপন করা যায়, এমন কথা ত তার বিশ্বাসের মধ্যে কখনও পথ পায়নি!

বরং তার জানা বাধাগুলির মধ্যে যেটি সব চেয়ে সঙ্গিন, যা তাকে ও-বিষয় ভাববার ভরসা পর্য্যন্ত দেয় না, সেই দিক্ থেকেই এ কি প্রস্তাব! সে কিছু বুঝতে পারলে না। বল্‌লে, "ও-সব কথা এখন কেন দিদি—আমার এখন—"

"ও আবার এখন তখন কি! তোর কায ত পাকাই হয়ে রয়েছে। না হয় কাযে বসবার পরেই হবে, কিন্তু অমন মেয়ে হাতছাড়া কর্‌তে পার্‌ব না। তোর পছন্দ হয় না?"

"সে ত যখনি হবে—তোমার পছন্দ হলেই হবে, দিদি।"

মাতঙ্গিনী-দেবীর ভ্রাতৃ-গর্ব্বটা আজ খাটো হয়ে তাঁর মনটাকে অনেকখানি নীচে নামিয়ে রেখেছিল। শব্দের কি শক্তি!

নবনীর কথায় পলকে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেলেন, মনটা তাঁর যথাস্থানে পৌঁছে গেল, কোয়াসা এক ফুঁয়ে কেটে গেল! এ সব এমন সহজে আর অজ্ঞাতে ঘটে—যা মানুষের লক্ষ্যের বাইরে!

তিনি স্নেহ-মধুর স্বরে বল্‌লেন,—"আমি কথা এক রকম দিয়েই এসেছি, ভাই।"

মোটর পৌঁছে গেল।

২১

কিংশুকের কিনারা না ক'রে মন্দাকিনী-দেবীর নিদ্রা ছিল না। রোগটি ছোঁয়াচে, সুতরাং সুবর্ণ-বাবুকে দিনের বেলা বারান্দায় ব'সে ঢুলতে হতো—কখন্ পাকড়ান!

দেবীর দুর্ভাবনা—"কেউ দেখবার নেই ব'লে একটি অসহায় ছেলে স্নেহ-যত্নের অভাবে ভেসে যাবে!"

ইরাণী আর সইতে পারলে না, বল্লে—"ওগো, ভাসবে না, ভাসবে না,—ভেব না। পেছনে সোনার নোঙর আছে…"

"তেমনি পাঁচ হাঙ্গরেও হাঁ ক'রে আছে, কেটে হাল্কা করতে কতক্ষণ! ঐ ত হাবা ছেলে—"

"হাবা-কালাদের জন্যেই কি তোমার যত মাথাব্যথা মা! শেষ কি একটা হাবা-কালার আশ্রম বানাবে না কি! তায় বাবার আবার বুদ্ধি কম! তাড়ালে দেখছি!"

ইরাণী বলে,—মীরা মৃদু হাসে। মায়ের দয়ার শরীর—দুর্ভাবনা ত্যাগ হয় না। তিনি ভাবেন, আর সুবর্ণ-বাবুকে বলেন—

"কিংশুকের বেড়াতে আসা বই ত নয়—কোথায় কবে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, মনের ত ঠিক নেই! কালই যেতে পারে,—বাঁধন ত নেই। যদি আজ রাতের ট্রেণেই—"

আর বলতে পারেন না, চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

—"পোড়ারমুখোরা ত তাই চায়। আমি নিয্যস্ বলতে পারি,—ওর ক'খানা বাড়ী আছে, ও তাই জানে না। ওর বাড়ী-ভাড়ার ত ভারি খোঁজ!—

—"মাথা খেলে, ব্যাঙ্কের বই কিংশুকের নিজের কাছে আছে ত? হ্যাঁ গা, কথা কও না কেন,—আমি কি—"

সুবর্ণ-বাবুর আহারে আর সুখ নেই—উঠতে পারলে বাঁচেন!

এই বাঁধা-মার আর সহ্য করতে না পেরে, কিংশুককে হাজির ক'রে দিয়ে তিনি পরিত্রাণ পেলেন।

মন্দাকিনীর মৃদু মধুর কলস্বনে, আর একটি দিনের স্নেহ-যত্নেই কিংশুকের স্নেহ-পিপাসী হৃদয় সত্যই যেন ঈপ্সিত বস্তুর আস্বাদ পেলে। এই অভাবটাই তাকে সুখের সন্ধানে অসুখী ক'রে রেখেছিল।

তার বেশ মিষ্টি লাগলো।

দেবী বৃথাই বিয়াল্লিশ বছর ব্যয় করেন নি। পুরুষ-সাইকলজির সিনিয়ার গ্রেডে পৌছে গিয়েছিলেন, আর—সেইটিই ছিল তাঁর সবার বড় গর্ব্ব। সুবর্ণ-বাবুকে তাই খুব সমঝে চলতে হতো,—অনেক কসরতে মুখখানাতে পাথরে-কোঁদা জিনিষে পরিণত করতে হয়েছিল। ফালতু টান্‌টোন্‌ বা রেখাপাতে অনর্থপাতের শঙ্কায়—আড়ষ্ট হয়ে থাকতেন।

কিংশুকের ব্যথার স্থানটি বুঝে নিতে দেবীর বিলম্ব হয় নি। তার অব্যর্থ প্রলেপও তাঁর জানা ছিল। কিংশুকের উদাস ভাবটাকে সহজেই আশার বাতাসে বেমালুম উড়িয়ে দিলেন।

—"আমার ছেলে নেই, ভগবান্‌ যদি দিলেন, যে-ক'দিন পাই, আমি ছাড়চি না কিংশু। রোজ একবার দেখা দিতেই হবে,—আমার মাথার দিব্যি রইল। তোমার মা বললে ত না বলতে পারতে না! আমিই না হয়"—

কিংশুক সলজ্জ বিনয়ে বাধা দিলে, বললে—"'না-হয়' বলছেন কেন মা,"—ইত্যাদি।

কিংশুক কি যেন নেশায় টলতে টলতে বাসায় ফিরলো। সন্ধ্যা

হয়ে এসেছিল। যারা গাইতে জানে—তাদের কণ্ঠে নাকি অসম্বিতে ইমন-কল্যাণ সুর আসে, তাই—"তোমারি রাগিণী হৃদয়-কুঞ্জে," বাসা পর্য্যন্ত ধাওয়া করলে!

* * * *

"এমন রূপ তো দেখিনি"......

"মতির চেয়েও?......

মন্দাকিনী-দেবী বিরক্তভাবে বললেন—"যা বলছি, শোন না;—তোমাকে আর কি বলবো! এই ছেলের কিনা এই অবস্থা! আর—"

"আর কি করতে বলো?"

"ওই কথা বলবে জানি।—ছন্নছাড়া হয়ে বেড়াক, আর তোমরা ভাখো। যার ধন তার নয়—এই বুঝি আইন! পটলডাঙ্গার মণি-পিসী তোমাদের চেয়ে ঢের বোঝেন। সেখানে কারো চালাকি চলে না,—একবার যাও দিকি তাঁর কাছে।—ছেলে উকীল,—আমার নাম কোরো, এক পয়সা লাগবে না। পিসীর কোনো তীর্থি-ধৰ্ম্ম বাকি নেই—পাণ্ডারা সব জোড়হাত। সোনাবাঁধানো রুদ্রাক্ষী,—মটকা প'রে মাছ কোটেন। তাঁর জলপড়া—ডাক্ শোনে, একবার যাও দিকি।"

ইরাণী বাপের জন্যে পান এনে দাঁড়িয়ে ছিল, বললে—"তোমারও মাথা খারাপ হ'ল নাকি, মা! এত বড় কাযে বাবাকে বিশ্বাস করছ যে বড়? উনি আমাদের কলকেতায় বায়স্কোপ দেখাতে নিয়ে যাবেন বলেছেন, সেই সুযোগে তোমার 'কোপ'গুলোও সেরে এসো।—আজ রাতে আর ট্রেণ নেই মা, খেতে ত দিলেই না, বাবাকে একটু শুতে দেবে না কি?"

"তুই যা ত এখান থেকে! হ্যাঁ গা—সত্যি খাওয়া হয় নি?" সে দিন এর বেশী আর বাড়ল না,—এইখানেই শেষ হ'ল।

* * * *

তৃতীয় দিনে মন্দাকিনী-দেবী কিংশুকের জলযোগে চারটি মিঠে পোলাও যোগ করলেন।—"দেখ ত কিংশু—কি করলে,—ইরাণী এই সবই করতে পারে ভালো; শরীর ভালো নয়—তেমন হয় নি বোধ হয়।"

—"হ্যাঁ, সে দিন কি নাম বললে, কামিখ্যে মণ্ডল না? তার ওপরেই বুঝি সব ভার? উনি বলেন পয়সা বড় পাজি জিনিষ, ওর লোভ সামলাতে কা'কেও দেখলুম না। কলকেতা ত অট্টালিকার আড়োৎ—ইট-কাঠের হাট;—কোন্‌টা কার বাড়ী—কেউ কি বলতে পারে? আর বললেই ত নিজের হয় না—প্রমাণ করতে হয়। সবারই ত মশলা—ইট কাঠ চুণ সুরকি।

"এ সব কথনো ভাবিনি, সত্যিই ত। শুনে সারারাত ঘুম হ'ল না। বাপ-মা নেই,—কার মনে কি আছে! কামিখ্যের হাতে রক্ষে পেলে হয়। টেক্সোগুলো কার নামে জমা দিচ্ছে,—রসিদ কার নামে নিচ্ছে, দেখতেও ত হয়, কিংশু। না ব'লে যে থাকতে পারি না।"

ইত্যাদি কথার পর অক্ষয়বাবুর প্রারব্ধ বৃষোৎসর্গের ব্যাখ্যার প্রসঙ্গ পেড়ে মন্দাকিনী-দেবী সহাস্যেই বললেন—"ইরাণী ওঁকে বলছিল—'ও সব সমাজের তৃপ্তির জন্যে বাইরের ব্যাপার মাত্র—ভোজ বাজি।' শুনে আমি অবাক্! আমার গুরুদেব সিদ্ধ-পুরুষ (উদ্দেশে প্রণাম ক'রে) তিনিও বলেন—বাপ-মায়ের তৃপ্তি আর কিসে? স্বর্গে গেলে তাঁদের আত্মা আর চান কি? ছেলের আত্মার মধ্যে মিশিয়ে থেকে—

তার সুখ, সম্পদ, আনন্দ, ঐশ্বর্য্য তাঁরা ভোগ করেন। তাঁদের আকাঙ্ক্ষা তাই,—তৃপ্তি তাইতে'।"

এই বলে—মুখে মুখে বালিগঞ্জের খালি জায়গায় হাল্ ফ্যাসনের বাড়ী-বাগান ফেঁদে ঘর-দোর ফার্ণিচারে ফিট্ ক'রে সাজিয়ে, ফটকে—ষ্টার্ট দেওয়া প্রতীক্ষাপন্ন মোটর সমেত—এক রঙিন্ ছবি কিংশুকের চক্ষুর সামনে খাড়া ক'রে দিয়ে বললেন—"ছেলে ত তাঁদেরি আত্মা,—এতেই তাঁদের আত্মা সুখী হয়। শুনেছি, বংশ-লোপ হ'লে তাঁদের কষ্টের সীমা থাকে না—আশ্রয়হীন হয়ে ঘুরে বেড়ান! তাই পুত্র আর তার যোগ্য একটি সাজন্ত পুত্রবধূকে সুখের সংসার পেতে, আনন্দে ঐশ্বর্য্য ভোগ করতে দেখলেই তাঁদের তৃপ্তি।"—

পরে সহাস্যে বললেন—"অক্ষয়বাবু ঐ বৃষোৎসর্গের প্রবন্ধটা রয়েছে মাথায় কি না, তাই গুরুদেবের কথাগুলো ব'কে চলেছি,—আমার ওই রোগ। মিছে খরচ যে সে সইতে পারিনা—"

কিংশুক বললে—"সিদ্ধ পুরুষের কথা, আমার খুব ভাল লাগছে মা!"

"আমার আর কোন্ কাযে লাগবে, কিংশু! তবে যদি কারুর ————আচ্ছা কিংশুক, তুমি কেন এমন করে বেড়াবে? তোমার কিসের অভাব, তাঁরা যা রেখে গেছেন———

"যাক্ তোমার মনের ভাব না জেনে-শুনে ও-সব কথা শুনিয়ে তো ভাল করলুম না,—অশান্তি আসতে পারে—থাক্।"

"আপনি অত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন,—মন্দ ত কিছু বলেন নি, মা।"

"তবে তুমি কেন অমন ক'রে বেড়াও কিংশুক, তোমার কিসের অভাব তাঁরা রেখে গেছেন,—দেখলে যে প্রাণে বড় লাগে, ধর্ম্মের দিকে তোমার যখন অতটা টান রয়েছে,—তখন সংসার-ধর্ম্ম না ক'রে এগুবার

ত তোমার পথ নেই। তা না ত বাপ-মায়ের ঋণ যে শোধ হয় না—এ যে আমার গুরু-বাক্য।" (উদ্দেশে নমস্কার)—

"আবার আচার্য্য-মশাইও বলছিলেন,—'ছেড়ে যাওয়া ঐশ্বর্য্যের পুরোপুরি উপভোগ করার নামই বাপ-মার শ্রাদ্ধ করা,—আত্মার মধ্যে বসে' তাঁরাই সেটা ভোগ করেন।—পণ্ডিত লোকদের একই কথা, কিংশুক।"

ইত্যাদি ধর্ম্মকথার ফাঁকে মন্দাকিনী-দেবী ডাকলেন—"ইরা, পান নিয়ে আয় ত মা, আর কাশীর জরদার কৌটোটা।"

দুই ভগিনী ঘরের বারান্দাতেই ছিলেন।

"দিতে হয় তুমি দাও গে দিদি,—আমি কারো ধর্ম্ম নষ্ট করতে পারব না। ওঁরা সাধু-ঘেঁষা মানুষ, কতটা এগিয়েছেন শুনেছ ত? চোখের মধ্যে রংছোড় ঘুরছেন,—পান-জরদা—বাপ রে।"

ইরাণীর কথাগুলো কিংশুকের কান পর্য্যন্ত ধাওয়া করে তার মুখে সলজ্জ নিঃশব্দ হাসির আঁকা-বাঁকা রেখা টান্‌ছিল। চোখে উপভোগের আভাস উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল।

মন্দাকিনী-দেবী অলক্ষ্যে সবটুকুই লক্ষ্য করছিলেন। বললেন—

"ওর কথায় কান দিও না, কিংশু! যেমন কাযে-কর্ম্মে, তেমনি বুদ্ধি-বিবেচনায়। কারুর ভাবনা-চিন্তা, দুঃখ কষ্ট দেখতে পারে না,—সময়-অসময় নেই, হাসি-খুসী আনন্দ ওর চাই। কাকেও বিষণ্ণ থাকতে দেবে না,—এ দোষ ওর গেল না। গুরুদেব বলেন—'ভাগ্যবান্ ভিন্ন এ লক্ষ্মীলাভ কেউ করতে পারবে না।'—ভগবান্‌ই জানেন।"

একটু অন্যমনস্ক থেকে, নিশ্বাস ফেলে বললেন—"ওর একটুতে লাগে কি না,—ওর কাছেই ত তোমার কথা শুনলুম। 'সংসারে আর কেউ নেই' বলতে ওর চোখ ছলছলিয়ে এলো। মা নেই—শুনেই

না—না ডাকিয়ে থাকতে পারিনি কিংশুক। দু'দিনের তরে এসে—এখন—"

কিংশুক ব্যগ্রভাবে ব'লে উঠলো—"শীগ্‌গির চলে যাচ্ছেন নাকি ?"

"ওঁর ছুটি ফুরুলেই ত যেতে হবে। তার ওপর মেয়ে দু'টির দুর্ভাবনাও ত মাথার ওপর ঝুলছে। ভগবান্ যদি দয়া করেন, সে সময় যেন দেখতে পাই, কিংশু। তোমাকে যে কি চোখে দেখেছি,··· তোমার ভাল দেখে যেন যেতে পারি।" সুর একদম করুণ।

কিংশুক আর্দ্র। কথা যোগাল না। মাত্র—"আবার আসবো মা" ব'লে, পা ঘষতে ঘষতে, নতনেত্রে বিদায় নিলে।

ভাবতে ভাবতে ফিরলো,—জগতে আর চাই কি ? বাকি যা—তা ত বাবা রেখেই গেছেন।—কি রেখে গেছেন, কামিখ্যেই জানে, যা ভিক্ষে দেয়, তাই পাই। পুরনো লোক, তার স্নেহই দেহ জুড়িয়ে দেয়, —উদিকে কতটা উড়িয়ে দেয় কে জানে। দোল-দুর্গোৎসব আর বৃদ্ধ পিতামহ-পিতামহী থেকে মাসী-পিসীর শ্রাদ্ধ বারমাসই চলেছে! তার কাছে তিথি তারিখ লিপিবদ্ধ ; বাবা নাকি তার কাছে ফর্দ্দ সোপর্দ্দ ক'রে গেছেন—সবই আগু-শ্রাদ্ধের অনুপাতে !—

—"কামিখ্যে বলে—আর যা কর না কর,' পুণ্যকর্ম্মে কুণ্ঠা কোর না, —তাতে বাড়ে বই কমে না।"

—"মা ঠিক্ ধরেছেন, শুনে বললেন—'কামিখ্যে মিছে বলেনি, বাড়ে ঠিক্, কিন্তু তোমার ঘরে নয়—ঐ কামিখ্যের ঘরে!' এখন বাড়ী ক'খানা কোন্ দিকে বাড়লো, খোঁজ নিতে হয়েছে······"

কিংশুক চঞ্চল হয়ে উঠলো, সর্ব্বনাশ করেছে দেখছি! যদি——

সে আর ভাবতে পারলে না,—মাথা ঘোরে। "এদের বে'র সময় যেন দেখা পাই,'—তবে কি,—না—এখনো—"

কিংশুক ব'সে পড়লো। চিন্তা যে দিকে ঝোঁকে—চোট খায়!

—"ইরা-দেবীকে আমি নিজেই জানাবো। আমার বেদনা তাঁর মত কেউ বোঝেনি দেখছি। তিনি যদি না,—তা হ'লে,—চুলোয় যাক বিষয়।"

কিংশুক বাতি জেলে পত্র লিখতে বসলো।

২২

সকালে শয্যা ত্যাগ করেই—বাগানে একবার ঘুরে, নব-প্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌন্দর্য্য উপভোগ ইরাণীর করা চাই। এটি তার নিত্যকর্ম্ম। প্রভাতবায়ু আর ফুলের সুবাস তার স্বভাব-সরস চিত্তকে সারাদিনের বিত্ত দান করে।

আজ তার চোখে অন্য দিনের আনন্দ-চঞ্চল তরঙ্গ-লীলা ছিল না। একটু গম্ভীর, একটু অন্যমনস্ক।

সুবর্ণবাবু কার্ত্তিক মাসের 'প্রবাসী'খানা হাতে ক'রে বারান্দায় এসে বসতেই, ইরাণী সপল্লব একটি আধ-ফোটা মার্শেল-নীল তুলে, ছুটে এসে বাপের হাতে দিয়ে বললে—"এর চেয়ে ভালো আর কিছুই নয়।"

সুবর্ণবাবু প্রফুল্ল মুখে বললেন—"ঠিক্ তোমার মত।"

ইরা মৃদু হাস্যে বললে—"একটু টক্ রস আছে,—না বাবা?—তাই বুঝি বললে?"

"অম্ল-মধুরকেই ত সুমধুর বলে, সেই ত স্বাদু। লোকে মধু কতটুকু আর কতক্ষণই বা উপভোগ করে।"

ইরাণী কথাটা চাপা দিয়ে বললে,—"এ মাসে রবিবাবুর কবিতা আছে বাবা? দেখি—"

প্রবাসী খুলেই—"এই যে।"

"শোনাও ত মা।"

ইরাণী চেয়ার টেনে ব'সে পড়তে লাগলো।

সাড়ে সাত লাইনে পৌঁছুতেই,—সাক্ষাৎ-ছন্দ-নিপাতন-মূর্ত্তি আমাদের প্রবন্ধশার্দ্দূল অক্ষয়বাবু দেখা দিলেন।—রংয়ের রিলিফ্ হিসাবে ধপধপে একখানি টোয়ালে কাঁধে,—এক তাড়া কাগজ হাতে।

—"একটু কষ্ট দিতে এলুম। না না, তুমি যেও না মা,—তোমার শোনা চাই। ওঃ, 'প্রবাসী' পড়ছিলে? আর সে প্রবাসী নেই। বেদান্তবাগীশ-মশার লেখা আর বড় দেখতে পাই না—"

অকস্মাৎ আচার্য্য-মশাইকে আসতে দেখে "আসুন—আসুন" প'ড়ে গেল।

ইরাণী প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিলে।

—"এ দেনা কি ক'রে শুধবো মা!"

অক্ষয়বাবু বললেন—"বড় সময়েই আপনাকে পেয়েছি—"

"সাক্ষী হ'তে হবে বুঝি,—হাতে ত দলিল দেখছি,—এই আপনাদের 'মণ্ডল' হয়ে এলুম। ঋষিরা এখনো প্রলম্বাসনে। কেবল কিংশুক-ব্রহ্মচারী কাঁচি-কালাপেড়ে পরে, সোয়েটার চড়িয়ে শুচি হয়ে, ঔব্যাসনে চা চাক্‌ছিলেন।"

—"মুখের দুরবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করলুম—আরশোলা চিবুলে না কি?

"—প্রণাম ক'রে মৃদু-হাস্যে বললে,—মাটী ক'রে ফেলেছি মশাই, কাশীর-চিনি ভেবে আটা দিয়ে ফেলেছি;—দানা নেই কি না, নানা গোল—"

ইরাণীর অঞ্চল চঞ্চল হয়ে মুখে পৌঁছুল।

"বললুম—তাতে কি হয়েছে,—ওটা নারায়ণের ইচ্ছা। তোমার মতি-গতিটা সাত্ত্বিক কিনা। বেশ, এইবার চিনি দিলেই কাঁচাসিন্নি,—দুটো কলা চটকে দিতে পারলেই তোফা নারায়ণকে নিবেদনটা চলে,—নেই? অধুনা ওইটাই যে তাঁর প্রিয় প্রাপ্য। পুণ্য ও প্রসাদ দুই এসে যাবে,—ফেলো না।

"বললে—না মশাই, জিহ্বা-জয় এখনো সম্পূর্ণ হয় নি,—আমি পারলেও আর কেউ পারবেন না,—আবার চড়াতেই হবে। আপনি একটু বসুন। তার পর—

"হ্যাঁ মশাই, স্বদেশী আলপিন্ কোথায় পাই বলুন দিকি?"

"বললুম—কেন—বাবলা গাছে যথেষ্ট। আমাদের সামর্থ্য বুঝে ভগবান্ গাছ বসিয়ে দিয়েছেন—ডাঁটায় ডাঁটায় কাঁটা। অভাব কি,—কেবল রুচি আর সভ্যতায় না ফুটলেই হ'ল।

—"কিংশুক আবার চা চড়িয়েছে। অমন সরল প্রকৃতির সুন্দর প্রিয়-দর্শন ছেলে দেখিনি! না ভালবেসে থাকবার যো নেই। ভাগ্যে টোঁড়ায় ধরেছিল, তাই রক্ষে।"

ইরাণীর প্রতি,—"শুভ্রার কুশল ত মা! সিন্নিটে ফেলা যাবে—"

ইরাণীর মুখে তখন ফিকে গোলাপীর আর চোখে হাসির আমেজ দিয়েছে। মৃদু কণ্ঠে বললে—"সে এবার মরবে।"

"কেনো মা, পীড়িতা?"

"চা শুঁকেই চ'লে যায়—মুখে করে না। ও আবার ঐ সিন্নি খাবে! 'লিপটন্' না হ'লে রোচে না,—এক ঢোক্ গিলে দেখুক, তাও না। দিদি বলেন—স্বদেশী করতে গিয়ে জীবহত্যে করা কেন? মা'ও তাঁর তরফে।"

"ইস্—সংসারে বড় অশান্তি যাচ্ছে বলো—"

স্বর্ণবাবুর প্রতি,—"আপনি কোন্ দিকে ?"

তিনি বললেন—"সরকারের চাকরি,—blend (ব্লেণ্ড) ক'রে দু'দিক্ বজায় করতে হচ্ছে। লিপটনের পোড়ো-বাড়ীতে (খালি টিনে) 'ভট্টাচার্য্য' ঢুকেছেন।"

"হাকিম কি না,—ধর্ম্ম রক্ষার ধারা ঠিক্ রেখেছেন—বাঃ। ভগবানের বাক্য—স্বধর্ম্মে নিধনং বি আচ্ছা।"

* * * *

অক্ষয়বাবু অতিষ্ঠ,—হালকা কথা সইতে পারেন না। বলেন—দেশের দুর্দ্দশার জড়ই ওইখানে। ভারী জিনিষ ভাঁজতে না পারলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার! ব্রেন্‌কে 'ক্রেন্' করা চাই···তবে না ভার সইবে।

তিনি ঘন ঘন ভ্রূ কুঁচকে—কাগজের তাড়াটা নাড়াচাড়া করছিলেন।

আচার্য্য-মশাই বললেন—"ওটা কি? নথিপত্র না কি? তবে আমরা এখন—"

"না—ও একটা ঔর্দ্ধদৈহিক ব্যবস্থা-বিষয়ক গবেষণামূলক প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ,—অধুনা বিরল,—সৎ-সাহিত্য।"

"হাকিম্-বাড়ী ?"

"এঁরাই 'জষ্টিস্' করতে পারবেন,—সকলেই উচ্চশিক্ষিত। ভাগ্যক্রমে আপনিও এসে গেছেন"—

সহাস্যে,—জানলে কি আসতুম! শুনেছি, কিছু শোনার প্রস্তাব মাত্রেই শরৎ-বাবুর স্বেদকম্প দেখা দেয়—জ্বর হয়।"

"তিনি যে ঔপন্যাসিক—কাঁহিল মানুষ, হাল্‌কা কল্পনা নিয়ে কারবার। শাস্ত্র-প্রমাণের ফ্যাঁসাদ নেই। এ বাহাদুরী কাঠ ভাঁজতে হ'লে বুঝতেন।

"বত্রিশ নাড়ীতে টান্ ধরে—এক একটা নাম স্মরণেই স্বেদ ক্ষরণ

হয়। মনের মত একটা যা তা নাম বসিয়ে দিলে ত চলবে না—কি ভীষণ ভাবতে হয়,—এই দেখুন না, নামটা মনেই আসছে না। না এলেও ত আপনারা ছাড়বেন না! প্রাচীন নামকরণ,—সুরেন সুরেশ পারিজাত নয় ত, যুগ-যুগান্ত পেছু হটে পাত্তা পেতে হবে—

—"ঐ যে যিনি দেবতাদের স্বর্গোদ্ধারকল্পে অস্থি উৎসর্গ ক'রে দেহত্যাগ ক'রেছিলেন। আহা—ঋষি না মুনি ছিলেন গো,—আসছে আসছে আসছে না,—মরীচি"—

"বাঃ, এই ত কাছিয়ে পড়েছেন?"

"কি বলুন দিকি?"

"মাঝে কত জন্ম গেছে—তবুও যে সূত্র ঠিক আছে,—আশ্চর্য্য! বোধ করি দধীচিকে খুঁজছেন?"

"Exactly, উঃ—আমি কি ক'রে,—এখন বলুন দিকি,—এ আদর্শ এই ভারত ছাড়া আর কুত্রাপি পাবেন কি? সাধে ভুলে যেতে হয়!"

"ভোলবার কারণই তাই। তবে মাপ করবেন—ওটা বহুৎ প্রাচীনকালের কথা, তখন দুর্লভ হলেও অধুনা খুবই সুলভ। এখন স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে—ও-কায পশু-পক্ষীতেও করছে। মানুষের রসনার তৃপ্তি আর রক্তবৃদ্ধির জন্যে তারা দেহত্যাগ ক'রে—হাড় মাস রক্ত তিনই দিচ্ছে,—সকল দেশেই। এই ত্যাগের চোটে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের দুধ জুটছে না।"

সামলাইয়া,—"আজ আপনার ঐ অতবড় উচ্চাঙ্গের আত্মত্যাগের প্রাতঃস্মরণীয় আদর্শ, সাধারণে বুঝবে আর কি ক'রে বলুন। আমরা গেলেই—খতম্। যিনি এই আপৎকালে আমাদের ওই কীর্ত্তিস্তম্ভটি অক্ষরে গেঁথে অক্ষয় ক'রে রেখে যাবেন, তিনিই ভারতমাতার প্রকৃত

grand-son,—তবে ও মহত্ত্বের মার নেই অক্ষয়বাবু, উটি স্বয়ংসিদ্ধ,—প্রতি বজ্রনির্ঘোষ স্মরণ করিয়ে দেবে।"

অক্ষয়বাবু ভয়ঙ্কর ভড়কে গিয়েছিলেন,—যেন বিশ হাত জল ফুঁড়ে ভেসে উঠলেন।

—"তাই ত বলি! এই হ'ল বলার কায়দা, পণ্ডিতরা সব কথাই 'মধুরেণ' সমাপ্ত করেন কি না।"

—"যাক্, ভগবান্ আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন; ওটা ছিল একটা আদর্শবাদ, কিন্তু আমি এসেছি বিচারপ্রার্থী হয়ে। মাও আছেন সুবর্ণবাবুও রয়েছেন, এমন সুযোগ আর পাব না।"

ইরাণী তাড়াতাড়ি "চা নিয়ে আসি বাবা" বলেই উঠে পড়লো।

আচার্য্য-মশাই বললেন,—"হাঁ মা—সেই ভালো,—নিতান্ত আবশ্যকও। কাযটি দেখছি ঠাণ্ডা মাথার। বাড়িতে কাশীর চিনি চলছে না ত!"

ইরাণী মুখময় সহাস অরুণাভাস নিয়ে দ্রুত চ'লে গেল!

* * * * *

চা-পানান্তে আচার্য্য-মশাই ইরাণীকে বললেন—"তুমিও চট্ ক'রে সেরে এস মা,—শুনতে হবে।—হ্যাঁ, বিষয়টা কি?"

"বৃষোৎসর্গ।"

"বাঃ একদম সাময়িক। কার শ্রাদ্ধে, বঙ্গ-মাতার!—যদিও তা-বড় তা-বড়গুলি নির্ব্বাচিত হয়ে বেহাত হয়ে গেছে, তা হলেও বহুত পাবেন, ধর্ম্মকর্ম্মে অভাব হবে না। পড়ুন—পড়ুন—"

"না, আমার উদ্দেশ্য সেই প্রাচীন যুগের এই ব্যবস্থাটির মধ্যে বিজ্ঞানের কি সূক্ষ্ম সম্পর্ক রয়েছে, সেইটি উদ্ধার ক'রে দেশকে দেখিয়ে দেওয়া।"

"হ্যাঁ—আবার আবশ্যক হয়েছে বটে ;—খুব সাধু উদ্দেশ্য—একেই বলে দেশের কায। অতি-বৃদ্ধ যুগেও মনীষীরা ওটা বুঝে ছিলেন। তখন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হ'ত না, তাঁরা কেবল দেগে ছেড়ে দিতেন, উদ্দেশ্য—চিনে রাখো,—দশ হস্তেন বাঁচিয়ে চলো ;—দেবতার প্রিয়বাহন —বাপ রে! তবে, তখনকার দশ হস্তেন, এ progressive (বাড়ন্ত) যুগে কতটায় দাঁড়িয়েছে—তা বুঝেছেন ত ? ওইটে একটু খুলে লিখে দেবেন।"

অক্ষয়বাবু বললেন,—"আমার কথাটা হচ্ছে,—প্রবন্ধ-গৌরব 'নব্যভারতের,' এই প্রবন্ধটা তাতেই পাঠাই। কি ব'লে ফেরৎ দিয়েছেন জানেন ?—'একটু সরল সহজ ও সুখপাঠ্য ক'রে দেবেন, বিষয়টি বড় দরকারি, কিন্তু সমাসবাহুল্যে আজকালকার দুর্ব্বল পাঠকদের শ্বাসরোধক। তাঁদের পক্ষে 'খুনে' বলা চলে।' তাঁরা— 'বণিক্-বধূকে' 'বেণে-বউ' দেখতে চান।—

—"শুনলেন! বিষয়োপযোগী ভাষা চান না। 'মেঘনাদবধ' শুনতে চান 'বিদ্যাসুন্দরের' ভাষায়!"

"আপনি একটু শোনান ত।"

অক্ষয়বাবু দু'তিনবার গলা শানিয়ে গুরুগর্জ্জনে আরম্ভ করলেন—

"যুগান্তব্যাপী অবিশ্রান্ত সাধন-মন্থনের আলোড়ন-বিলোড়নে মস্তিষ্কগুহা-বিনিষ্ক্রান্ত, ভূর্জ্জপত্রে ছত্রে ছত্রে সংরক্ষিত বৈদূর্য্যরাজি অদ্যাপি যে মার্ত্তণ্ডজ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে, তাহা প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের ঈক্ষণ ধাঁধিয়া বাক্‌রোধ করিয়া দেয়। বৈদগ্ধ সমাজ সম্ভ্রমসন্নত হয়। আজ সেই রত্নবহুল জলধিগর্ভ নিমজ্জিত, একটিমাত্র সুদুষ্প্রাপ্য রত্ন, বাসনার প্রবল-বেগবিতাড়নে আপনাদের উপহার দিবার সৌভাগ্যলিপ্সু হইয়াছি।"

আচার্য্য বললেন—"বাঃ, এ ত মহিম্নস্তবের মতই সরল সুললিত ঠেকছে! তার পর?"

"বৃষ—ধূর্জ্জটির প্রিয় ধূর্দ্ধর। ধনদানুজ নৈকষেয়, পিতৃশ্রাদ্ধে কামধেনু নিষিদ্ধ নিবন্ধন,—কাম-ষণ্ড উৎসর্গ করিয়া পূর্ণকাম হইয়াছিলেন। সে সুধা-বিস্রংসী গুহ্যতত্ত্ব প্রসঞ্জনে ধূমদর্শী বয়োবৃদ্ধ ঘৃতকৌশিক ঋষিদেরও জিহ্বাস্তম্ভ ঘটে। আজ সেই সুদুর্লভ দুষ্প্রবর্ষ বৃষোৎসর্গের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক সুস্বাদ আপনাদের উপভোগ-সুলভ করিবার প্রয়াস পাইতেছি।"

পরে মুখ তুলে, "কেমন? এর চেয়ে আর কি সরল হবে মশাই।"

আচার্য্য বললেন—"আমি ত অবাক্ হয়ে যাচ্ছি! আমাদের মাতৃভাষা যে এত সহজ আর মধুর, সেটা কোন দিন ভাবিনি। বরং ভাবতুম—দেশের ছেলেরা বাঙ্গলা পরীক্ষায় এত ফেল্ হয় কেন,—লজ্জাও পেতুম। এটা আমার চিন্তার বিষয়ও ছিল। আজ আমার সে সন্দেহ আপনি সাফ্ ক'রে দিলেন। অত বড় কঠিন বিষয়টিকে এমন কায়দার মধ্যে এনে যেন কীচক-বধ করলেন। দেখিয়ে দিলেন,—এতে সব রকম গড়ন চলে এবং তা অবাধেও। আপনি মিথ্যা ক্ষুণ্ণ হবেন না। ডিপুটী-বাবুও ত শুনলেন, ওঁরা বিচারের বিসূচিকা বললে হয়—রক্ত জল ক'রে দেন—"

সুবর্ণ-বাবু বললেন—"শোনাই আমাদের কায বটে, তবে কদাচ এমনটি শোনা যায়। সতের বছর সার্ভিসের মধ্যে এর জোড়া—মাত্র একটিবার মিলেছিল। আমি তন্ময় হয়ে যেন সেই জবানবন্দী শুনছিলুম। বগুড়ার এক বাচস্পতি-মশায়ের টোলে আগুন লাগে। সেই পাড়ায় একটি দুরন্ত ষাড় থাকতো,—বাচস্পতির সন্দেহ তারই ওপর!—'এ তারই কায।' আবার তাঁর সন্দেহের ওপর

গ্রামের কারো সন্দেহের কারণ ছিল না। সুতরাং তাঁর কথাই আমাকে মেনে নিতে হয়েছিল।—সন্দেহের হেতুকল্পে তিনি যে শাস্ত্রীয় বর্ণনা দিয়েছিলেন, অক্ষয়-বাবুর রচনার সঙ্গে তার আশ্চর্য্য মিল পাচ্ছিলুম।"

ইরাণী বাপকে বললে—"ওঁর সঙ্গে সম্পাদকের সাক্ষাৎ পরিচয় নেই বুঝি, তা থাকলে আর অমন—"

অক্ষয়বাবু সোৎসাহে বললেন—"ঠিক বলেছ মা,—লেখার চেয়ে দেখার মূল্যই বেশী। 'বিভীষিকা' প্রবন্ধটি নিজে নিয়ে যাই; দেবী-বাবু কত আদর ক'রে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন—লেখার মধ্যে লেখককে দেখতে পাওয়া যায়।—

—"তবে সেই কথাই ভাল মা, নিজেই নিয়ে যাব।"

অক্ষয়বাবু প্রবন্ধ গুটুলেন। সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

আচার্য্য-মশার অন্দরে ডাক পড়লো। অক্ষয়-বাবু উঠলেন।

সুবর্ণ-বাবু একা ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলেন,—এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়!

মন্দাকিনী-দেবীর 'আন চিন্তা'-আচার্য্য-মশাইকে বললেন—"তা বাবা, বাপ-মা নেই ব'লে কি—"

"আপনার দয়ার শরীর, তাই এত ভাবছেন—কে ভাবে মা? কি করবো, মস্ত বিষয়ের মালিক, লোকে সন্দেহ করবে যে মা। ওঁর গোমস্তা অমন সস্তা মালিককে সহজে হাতছাড়া করবে না। এক হাকিমে হাত দিতে পারেন। তা উনি ত—"

"ওঁর কথা আর কবেন না। তাই যদি হবে, তবে আর—"

"আমি ভাবছি অন্য কথা, বিষয় ত এখন বিশ হাতে,—বেচারা না চট্ নজরে প'ড়ে যায়। বাঘে ছুঁলে—"

"অমন ছেলে কার না নজরে পড়ে, বাবা।"

নজরে পড়বার কথা মুখ থেকে বার করেই দেবী অন্তরে শিউরে উঠলেন। যদি কেউ—

সুবর্ণ-বাবুর নিশ্চেষ্ট নিরুদ্বেগ ভাব তাঁর উদ্বেগ প্রবল ক'রে তুললে।

—"তা বাঘের কথা কেন বাবা,—এক কামিখ্যে ত রয়েইছে।"

"একে বি-এস-সি পড়েছে, তায় যুবা—আবার অবিবাহিত! এ তিনটি একত্র হ'লে নাকি নানা অনর্থের সম্ভাবনা থাকে,—তার ওপর যদি সাধু-সঙ্গে ঝোঁক্ থাকে,—সে যে শিবের অসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়! সোঁদা ছেলের ওপর খর দৃষ্টিটে থাকে মা। বিবাহটি হয়ে গেলে আর ভয়-ভাবনা থাকে না। ওইটিই যে বাঙ্গালীর ছেলেদের নৃসিংহ-কবচ। আগেকার বাপ-মায়েরা সেটি বুঝতেন।"

"ও বাবা, আমি আর বলছি কি! কিংশুকের যে বাপ-মা-ই নেই। বে'টি হ'লে বিষয়েও মন প'ড়বে। কি ক'রে তা হবে, বাবা?"

"হাকিমকে দিয়ে—"

"উনি মানুষ হ'লে আর এত ধড়ফড় ক'রে মরছি কেন!"

"তা বটে। তা আপনি এত দিন,—আপনি যে একেবারে সেকেলে ধাতের! সুবর্ণ-বাবু অমন সদাশিব, তবু কিছু করতে পারেন নি মা! যাতে এক জনের ভাল হয়—জেনে শুনে তা না করাও যে পাপ।"

"তা ত বুঝি বাবা,—পারচি কই! পড়তেন তেমন তেমন মানুষের—তা হলেই ঠিক হ'ত।"

"আচ্ছা মা—আমাকে একবার নবনীর সঙ্গে পরামর্শ করতে দিন। তারো ত ঐ একই বিপদ! বুদ্ধিটা তার ধীর, তার ওপর এঞ্জিনিয়ার কি না,—রাস্তা বানাতে সিদ্ধহস্ত।"

"নবনীকে আনলেন না কেন বাবা। আপনি আছেন ব'লে—আমি

নিশ্চিন্ত রয়েছি,—তার জন্যে যেমন ভাবছেন, এ ছেলেটির ভারও আপনাকেই নিতে হবে বাবা। নবনীকে দু'দিন না দেখলে যে—"

"কিংশুক তাকে চা খাওয়াচ্ছে মা,—ছাড়লে না। দু'জনে যে ভারি ভাব!"

দোরের ওপিঠ থেকে ফিকে আওয়াজ এলো—"বাঁচলুম—সিন্নিটের উপায় হ'ল!"

"তুমি ভাববে বই কি মা—পয়সার জিনিষ,—অপচো হ'তে দেবে কেন! এই ত চাই,—লক্ষ্মীর জাত।"

আচার্য্য-মশাই মীরার বিনম্র হাসিমুখ দেখতে পেলেন, ইরাণীর রাঙা রংটা দেখা হ'ল না।

শুনতে পেলেন—"আমার কি!"

"তা ব'ল না মা,—তোমরা কি অপচো দেখতে পারো।"

মন্দাকিনী-দেবী বললেন—"ঠিক্ বলেছেন···আমার ত গা কর্‌কর্‌ করে।"

"করবেই ত—কমলা কি ফেলা-ছড়া সইতে পারেন!

"দেখুন, কিংশুককে উদাস দেখে আমার বড় লাগতো, আজ নবনীকে পেয়ে তার আনন্দ দেখে তেমনি খুসি হয়েছি। দু'জনে যে এত ভাব কখন কি ক'রে হ'ল জানি না! দাদা দাদা আর ভায়া ভায়া ছাড়া কথা নেই। তাই তাদের ভায়া আর ভায়ায় বাধা না দিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। ব'লে এলুম—দেখি—ও-বাসায় যদি বাবলা কাঁটা পাই।"

নীরব হাসিতে মন্দাকিনী-দেবীর মুখ-চোখ ভেসে উঠলো। পরে তিনি ফিস্‌ফিস্ কণ্ঠে ঠাকুরকে অনেক কিছু বললেন আর অঞ্চলে চক্ষু মুছলেন। শোনা গেল না, কেবল বোঝা গেল,—বাছারা না ভেসে যায়,—মন্দাকিনীর কূলে এসে ঠ্যাকে!

আচার্য্য-মশাই সহসা ব'লে উঠলেন—"ইস্, করছি কি! এতক্ষণ বোধ হয় অক্ষয়বাবু সেখানে তাঁর সেই ঘুঁতস্তে বৃষোৎসর্গ আরম্ভ ক'রে তাদের আনন্দ-স্বর্গ তছনছ করছেন।"

ইরাণীর তখনো মুখের বাড়তি রংটা মেলায় নি, সে বললে—"ওটা তিনি নিজে নিয়ে গেলে সমাস-বাহুল্যের কারণটাও বুঝতে সম্পাদকের বিলম্ব হবে না।"

"আচ্ছা, তাঁকে বলব মা—ইরাণীদেবী বলেছেন।"

"আমি কিন্তু বলিনি বলছি।"

"তাও বলবো"—বলতে বলতে আচার্য্য-মশাই হাসিমুখে বেরিয়ে পড়লেন।

২৩

সপ্তর্ষিমণ্ডলের কেউই মধুপুরের প্রভাবটা হাতছাড়া করতে চান না। কেউ রেখা-রসিক, কেউ কঠোর প্রাবন্ধিক, কেউ ভাব-কুশলী কাব্যিক, কেউ গবেষক, কেউ আবিষ্কারক, কেউ সঙ্গীত-কলালোচক, কেউ বৈরাগ্য-সাধক এবং সকলেই আকণ্ঠ জল-হাওয়া-সেবক। প্রভাতটা সকলেরই প্রিয়, যে হেতু সকলেরই ঠাণ্ডা মাথার কায। স্ব স্ব কার্য্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে অসীম শ্রদ্ধা থাকায়, সকলেই প্রভাত সম্বন্ধে বেশ সজাগ। পাখীরা বাসা ছাড়বার পূর্ব্বেই,—কেউ ভাব, কেউ বিষয়, কেউ তত্ত্ব সংগ্রহে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন। কেবল সর্ব্বকনিষ্ঠ কিংশুক আজ ক'দিন—'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি' সে আমার—কি আমার নয়, ঠিক করতে না পেরে গা ঢেলে দিয়েছে। বাসার সংলগ্ন বাগানটির নিভৃত করবী-কুঞ্জে একখানি চেয়ার নিয়ে চুপটি ক'রে ব'সে থাকে আর দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়ে।

পাশের বাসায় জলযোগের নামে ঘন ঘন ঘৃত-যোগ চালায়, শুভ্রার সঙ্গে তার বেশ পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। শুভ্রা আজ প্রাতেই এসে উপস্থিত—বোধ হয় শরতের শুভ্র 'মেঘ-দূত' হয়ে। রক্ত ও শ্বেত-করবী-কলিকার মালা গেঁথে তার গলায় পরিয়ে কিংশুক আদর করছিল।

একখানা মোটর সাম্‌নের রাস্তা দিয়ে সবেগে বেরিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি কানে আসায় কিংশুক ছুটে গিয়ে দেখে, স্ত্রীলোকটি প'ড়ে গেছে,—কনুই কেটে রক্ত পড়ছে।

স্ত্রীলোকটি যুবতী, কিংশুক আবার ব্রহ্মচারী! সে অসহায়ের মত চারদিক্ চাইতেই দেখে,—পাশের বাগান থেকে ইরাণী ছুটে আসছে।

"তুলুন না—দেখছেন না—ও উঠতে পারছে না! ও যে আমাদের সুকিয়া," বলতে বলতে এসেই সুকিয়ার দু'বগলে হাত দিয়ে তুলে বসালে।—"মোটর কি ওপর দিয়ে চ'লে গেল নাকি! কোথায় চোট পেয়েছিস?"

গাড়ীখানা বিষম বেগে আচমকা গা ঘেঁষে যাওয়ায় সুকিয়া ভয়েই প'ড়ে গিয়েছিল। হাঁটু আর কনুয়ে খুব লেগেছে, কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে।

"আপনি খুব ত!"

কিংশুক অপ্রতিভভাবে বললে—"স্ত্রীলোক—যুবতী..."

ধূলো মুছে দিতে দিতে ইরাণী সুকিয়ার উদ্দেশে বললে,—"আ-মর ছুঁড়ী,—স্ত্রীলোক আবার যুবতী দুই হয়ে মরেছ, বুড়ী হ'তে পার নি! মরবে যে কোন্ দিন!"

কিংশুকের প্রতি,—"এখন কি করবেন—বড় রক্ত পড়ছে যে। আপনাদের ত ছুঁতে নিষেধ, বাবাকে ডাকি!"

"না একলা কি না,—আপনি এসেছেন, এখন আর..."

"বুঝেছি, এখন জল কোথায় আছে বলুন ত—এঁরা সব কোথায় ?"

"এঁরা কেউ নেই—সব বেড়াতে গেছেন। জল বারান্দাতেই আছে—আমি আনছি।"

জল এনে কিংশুক নিজেই ক্ষতস্থানগুলি ধুতে ব'সে গেল। সুকিয়া তখনও কাঁদছে! সে হাঁটু ধুতে দেবে না।

"দে বহিন্—ওতে দোষ নেই,—এর পর সাধুজীকে প্রণাম করলেই হবে। ব্রত ভঙ্গ করাচ্ছি, আমারও অপরাধ হচ্ছে।"

"আপনি আমাকে আর লজ্জা দেবেন না;—ইস্—ক্ষতস্থানগুলো যে ধুলোয় ভ'রে গেছে—! পথের ধুলো ক্ষতের পক্ষে বড dangerous—একটু টিন্‌চার আইডিন…"

"সে এখন কোথায়…"

"আমার ট্রাঙ্ক খুললেই ওষুধের বাক্সটা ওপরেই পাবেন, দয়া ক'রে সেটা যদি"…বলেই চাবিটা ইরাণীর দিকে ফেলে দিলেন।

"ট্রাঙ্কে আপনার…"

"দয়া ক'রে ও সব আর বলবেন না…জগতে আমার নিজের বলতে কিছুই নেই…"

কথাগুলি বলতে কিংশুকের মুখের ও কণ্ঠের সুস্পষ্ট দীনতা ইরাণীর রহস্যপ্রিয় স্বভাবটাকে সহসা যেন আঘাত ক'রে থামিয়ে দিলে। সে ব্যথিত-নেত্রে একবার কিংশুকের দিকে চেয়ে তার অনুরোধ রক্ষা করতে দ্রুত চ'লে গেল। সমবেদনায় তরুণীর তরল-হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, বারান্দা পার হয়েই চোখ মুছে ফেললে, সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ নিশ্বাসও পড়লো।

ট্রাঙ্ক খুলতেই চোখের সামনে একটা অগোছের স্তূপ বেরিয়ে পড়লো—যেন ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ি! যখন যা দরকার, টেনে হিঁচড়ে

বার করা হয়েছে, আবার যেখানে সেখানে কোন প্রকারে গুঁজে রাখা হয়েছে,—কাপড়, জামা, এসেন্স, ক্রুস, সোনার বোতাম—সবই। এক কোণে কতকগুলো নোটেরও সেই অবস্থা—যেন বেণের দোকান থেকে সুপুরি কি খয়ের মুড়ে আনা হয়েছিল।

সে দিকে আর না চেয়ে, ওষুধের বাক্সটা ওপরেই ছিল, সেটি বার ক'রে নিয়ে মেঝেয় রেখে ট্রাঙ্কে চাবি দেবার পর, বাক্সটি তুলে নিতে গিয়ে দেখে—তার ওপরে একখানা চিঠি ছিল তাড়াতাড়িতে লক্ষ্য করা হয়নি, সেখানাও বেরিয়ে এসেছে।

"থাক্ গে, আবার ট্রাঙ্ক খুলে তার মধ্যে রাখ্‌তে গেলে দেরী হ'য়ে যাবে, এখন ট্রাঙ্কের উপরেই থাক,—বাক্স রাখ্‌বার সময় ট্রাঙ্কের ভেতরে রাখ্‌লেই হবে।"

হঠাৎ নজরে প'ড়ে গেল, খামের ওপর—"শ্রীমতী ইরাণী দেবী" লেখা!

ইরাণী চম্‌কে গেল, শিউরেও উঠলো। ভাববার সময় ছিল না। সে-চিঠি বাইরে রাখাও চলে না। খামও বন্ধ করা নয়।

"আমারই নাম ত" বলে' বাম-হস্তে খামখানি সাবধানে গোপনে রেখে ডান্ হাতে বাক্সটা নিয়ে এসে, "এই নিন্" ব'লে কিংশুকের সামনে ধ'রে দিলে,—ট্রাঙ্কের চাবিটিও ফিরিয়ে দিলে।

ট্রাঙ্কের ভেতরটার অবস্থা দেখে ইরাণীর ভেতরটায় যে ব্যথা বেজেছিল, নিজের নাম লেখা খাম দেখে সে-কথা আর মনে রইল না। সুকিয়ার আঘাত সম্বন্ধেও সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

সুবর্ণবাবু প্রাত্যহিক অভ্যাসমত বাইরে এসে ইরাণীকে বাগানে দেখ্‌তে না পেয়ে ভাব্‌লেন—"আজ কি এখনও ওঠেনি,—অসুখ করল না কি!" বারান্দায় না ব'সে বাগানে বেড়াতে লাগলেন।

দু'টি মেয়েকেই সমান ভালবাসেন, দু'টিই তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। কিন্তু ইরাণী যেন তাঁর রক্ষক, সে সর্ব্বদাই বাপের পাশে থাকে। বাপের মৃদু স্বভাব যেখানে তাঁকে অনিচ্ছায় নীরবে কিছু সহ্য করায়,—সে অত্যাচার তার সহ্য হয় না। বাপ যেটা হেসে হজম করেন, তার ব্যথা সেখানে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

এই সব কারণে তাকে বাপের অনেকখানি বলা চলে। মীরা পাঁচ দিন সামনে না এলে কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন বোধ হয় না, কিন্তু ইরাকে পাঁচ-ঘণ্টার মধ্যে একবারও দেখ্‌তে না পেলে, সুবর্ণবাবু চাঞ্চল্য গোপন করতে পারেন না। সুবর্ণবাবুর হৃদয়-কক্ষ থেকে ভালবাসাটা অসমভাবে তাঁর অজ্ঞাতে ইরা যদি একটু বেশী সরিয়ে নিয়ে থাকে, তার জন্য সুবর্ণবাবুকে অপরাধী করা যায় না।

তিনি বাগানে বেড়িয়ে যে ফুলের শোভা সুগন্ধ উপভোগ করছিলেন—এমন বোধ হয় না, দৃষ্টি তাঁব ভূমিসংলগ্ন। তিনি ইরার কথাই ভাবছিলেন।—পাত্র-নির্ব্বাচনে মা-বাপের দায়িত্ব যে নেই তা নয়,—কিন্তু শিক্ষিতা তরুণীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্যও ত' কম নয়—

মীরার মৃদুকণ্ঠ তাঁকে সচকিত করে' দিলে,—"ইরা গেল কোথায় বাবা? দেখ না, শুভ্রার গলায় মালা গেঁথে পরিয়ে দিয়েছে, কেমন মানিয়েছে! কত সকালে যে ওঠে!"

অন্য কোন কথাই তাঁর কানে পৌছোয় নি, কেবল ব্যস্তভাবে বল্‌লেন—"সে বাড়ী নেই!"

—"ঐ যে ওই রাস্তার ধারে না?"

"ওখানে কেনো!"

উভয়েই সেই দিকে চললেন।

ইরাণী মাঝে মাঝে নিজেদের বাসার দিকে লক্ষ্য রেখেছিল।

বাপকে আস্‌তে দেখে বল্‌লে,—"বাবা, দিদি দু'জনেই আস্‌ছেন। ওঁরা এলেই আমি যাবো। একটা অপরাধ করেছি, ব'লে রাখি। ওষুধের বাক্সের ওপর আমার নামে একখানা চিঠি ছিলো—"

কিংশুকের মুখ শুকিয়ে গেল।—"সেখানা···"

"হ্যাঁ, আপনিই এসে গেছে, আমার হাতে রয়েছে।"

কাতরভাবে কিংশুক বল্‌লে,—"ওখানা আমায় দিন, না হয় এখুনি ছিঁড়ে ফেলুন। আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন।—আমার আপনার কেউ নেই, তাই আপনাকে···" আর বল্‌তে পারলে না।

সে কাতরকণ্ঠ ইরাণীকে খুবই ব্যথা দিচ্ছিলো। সে একটু কম্পিত রোষে বল্‌লে,—"ও অপরাধ যেন আর কর্‌বেন না। আমার চিঠি আমি নিয়ে চল্লুম কিন্তু···"

"আমি বড অসহায় ব'লে আপনার···"

"বাবা ত রয়েছেন···"

মায়ের উল্লেখটা আর এলো না,—আর কিছু বলাও হ'ল না। সুবর্ণবাবু ও মীরা এসে গেলেন।

সুকিয়ার ব্যবস্থা দেখে ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্যাপার কি?"

সুকিয়া ধীরে ধীরে উঠে পড়লো।

যতটুকু আবশ্যক, ইরাণী সব শুনিয়ে দিয়ে বললে,—"কান্না শুনে আমি বাগান থেকে ছুটে এসেছিলুম, ভাগ্যে উনিও ছুটে আসেন, তাই, তা না ত"···ইত্যাদি।—

—"আমি অনেকক্ষণ এসেছি, যাই, চা করি গে। আপনারা সুকিয়াকে নিয়ে আসুন, বোধ হয় এখন নিজেই আসতে পারবে, ওরও চা খাওয়া দরকার।"

২৪

ইরাণী দ্রুতপদে নিজের ঘরে ঢুকে পড়লো। কিংশুকের পত্রখানা তাকে নানা আশঙ্কায় ফেলে দিয়েছিল, কারণটা অজানা থাকলেও বুকটা দুর-দুর করছিল, অথচ দেখবার আগ্রহও দমন করতে পারছিল না। কম্পিত হস্তে খুলে ফেললে: কয়েক লাইন মাত্র, আবার প্রতি লাইনে দু' একটা কথা ঘন ক'রে কাটা। লেখা বেশ স্পষ্ট, কিন্তু মনের প্রবল আবেগে চোখে অস্পষ্ট ঠেকছিল। সবটা ভাল ক'রে বুঝ্তে পারলে না। দেখ্তে আরম্ভ ক'রে মুখে হাসির ভাব ফুটতে ফুটতে সহসা ম্লান হয়ে গেল, চোখে জল এসে সবটাই ঝাপ্সা ক'রে দিল। তখন দ্বিতীয়বার আর দেখবার সাহস হ'ল না। তাড়াতাড়ি মুড়ে লুকিয়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হ'তে চাইলে। মন তা হ'তে দিলে না। মুহূর্ত্ত পরেই মুখ রক্তাভ—আর মাঝে মাঝে ধূপছায়া।

এঁরা সুকিয়াকে নিয়ে এসে গেলেন। ইরাণীর খোঁজ পড়লো—"মা, এই আর্ণিকার শিশিটে রাখো,—সুকিয়াকে এখন এক ফোঁটা আর সন্ধ্যে বেলায় এক ফোঁটা খাইও। দু' আউন্স জলে পাঁচ সাত ফোঁটা ঢেলে, ফর্শা নেকড়া তাইতে ভিজিয়ে ওর হাতে পায়ে বেঁধে দিও—এক দিনেই ব্যথা ম'রে যাবে।"

ইরা শিশি নিয়ে সুকিয়ার কাছে স'রে গেল।

মন্দাকিনী-দেবী সব শুনে সর্ব্বাগ্রে মটরওলাদের,—"পোড়ারমুখোরা পয়সার গরমে চোখে দেখ্তে পায় না," ইত্যাদি সত্যভাষণে অভিনন্দিত ক'রে, কিংশুকের বিদ্যা, বুদ্ধি, দয়া ও মনুষ্যত্বের তারিফ নিয়ে পড়লেন,—"অ্যাঁ, আবার ডাক্তারীও জানেন,—আহা, এমন ছেলেকে দেখ্বার কেউ নেই! যাদের ক্ষ্যামতা আছে, তারাও দেখবে না,

কাকে আর কি বোলবো। তাকে আনলে না কেনো, কেবল নিজেদেরটিই বোঝো, সে বুঝি চা খেতে জানে না," ইত্যাদি চলতে লাগলো।

সুবর্ণবাবু বললেন, "আমি বলেছিলুম গো……"

"তুমি বলেছিলে! এ তো কানে শুনলেও বিশ্বাস হয় না। তা হ'লে আর আসত না!"

"বাসায় যে কেউ নেই, সব বেড়াতে বেরিয়েছেন, কি ক'রে আসবে?"

"কেনো, ওঁরই বুঝি বাসা চৌকি দেওয়া কায, আর বাবুরা সব হাওয়া খেয়ে বেড়াবেন! তোমাদের জাতের ধর্ম্মই ওই,—ভালো মানুষকে পেলে পিষে ফ্যালো! ছেলেটির কি কোনো উপায় হবে না!"

ইরাণী ও-দালানে পেছন ফিরে ব'সে সুকিয়ার হাতে ভিজে ন্যাকড়া জড়িয়ে দিচ্ছিল। পেছন ফিরেই বললে,—"চায়ের সঙ্গে বুঝি আর কিছু খেতে হয় বাবা, জুটচেও মন্দ নয়! বাইরে গিয়ে একটু ব'স না বাবা। খবরের কাগজ দেখ্‌বে কখন্?"

মন্দাকিনী-দেবী মীরাকে বললেন,—"ঠাকরুণ এখনও চা খাননি বুঝি! ওঁকে ওইখানেই দিয়ে আয় ত মা,—বড় খাটচেন।"

ইরা ও-কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললে,—"সুকিয়ারও চাই।"

সে ইচ্ছা করেই বিলম্ব করছিল, সুকিয়ার সঙ্গে মৃদু আলাপে মনটাকে ধাতে আনবার প্রয়াস পাচ্ছিল।

সাঁওতাল মেয়েরা স্বাভাবিকই রহস্যপ্রিয়—হাসি-তামাসা ভালবাসে। ইরাণী তাকে বলছিল,—"খুব মেয়ে তুই, পডবার বুঝি আর জায়গা ছিল না! বাবুর ঠিক ফটকের সামনেই বুঝি পড়তে হয়!"

ভাবটা বুঝ্‌তে সুকিয়ার বিলম্ব হ'ল না, সে হাসি-চোখে বললে—"প'ড়ে আর কি লাভটা হ'ল দিদি,—গরীবদের যা হয়, শুধু হাত পা কেটেই মলুম। এ ত তোমাদের পড়া নয়! আমি কি আগে জানতুম……"

"কি জানতিস্ নি?"

"তুমি ছুটে আসবে, তা কি জানি……"

"তাতে কমিটে কি হয়েছে? মন উঠেনি বুঝি……"

"কসুর মাপ কর্ বহিন্, তোকে এত লাগবে, তা জানতুম না।"

"দূর পোড়ারমুখী—আমায় লাগবে কেনো! ইত্যাদি।"

* * * * *

ইরাণী জোর করেই আজ সুকিয়ার ভার নিলে, তাকে কিছু করতে দিলে না। কায-কর্ম্মে ব্যস্ত থাকাটা তার দরকারও ছিল।

সংযম অভ্যাস কোন দিন তার আবশ্যকই হয়নি,—ধাতেও ছিল না! উদ্বেল-হৃদয় পত্রখানা ভাল ক'রে দেখ্‌বার আর বোঝ্‌বার জন্যে তাকে কেবলই ঠেলছিল।

আহারান্তে সকলেই একটু বিশ্রাম করেন—কেউ একখানা মাসিক নিয়ে, কেউ বা উপন্যাস—যেহেতু, উহাই নিদ্রার অনুপান, পাতা না ওলটাতেই চোখের পাতা মুড়ে আসে।

'প্রবাসীর' মধ্যে সাবধানে পত্রখানি নিয়ে ইরাণীও, শয্যা নিলেন। পাঠিকাদের তন্দ্রাবেশ ক্রমে বইগুলিতে সংক্রামিত হতেই, তারাও ঢুলে—কেউ বুকে—কেউ পাশে পড়লো। কম্পিত বেগ-বিক্ষুব্ধ-হৃদয়ে ইরাণীও সন্তর্পণে পত্রের মর্ম্মোদ্ধারে মন দিলে।

না আছে শ্রীদুর্গা না আছে ওঁ, না আছে স্থান, মাস, তারিখ। সরাসরি—

সবিনয়-নিবেদন,

আমার বিশ্বাস, আপনি আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন, জানি ভারি অপরাধ করছি, কিন্তু অনেক ইতস্ততঃ করেও আপনাকে আমার অবস্থা না জানিয়ে থাকতে পারছি না। আপনাকেই জানাবার জন্যে মন এত চাইছে কেনো? আমার দৃঢ় ধারণা—আপনি আমার মনের অবস্থা না জেনেও যেন বুঝেছেন। আপনাকে অল্পই দেখেছি, আপনার কথা অল্পই শুনেছি, রহস্যের আবরণ তার মধ্যে থাকলেও—উপেক্ষা নেই। সুরে সমবেদনাই পেয়েছি। এমনটি আর কারো কাছে পাইনি।

আমি আপন-জন পাবার কাঙাল,—তা আমার নেই। কেউ আপন বল্‌তে না থাক্‌লে কেমন কোরে থাকি? শুনেছি, ভগবান্ নাকি আপন, তাই তাঁকে পাবার পথ খুঁজছিলুম। আপনার মধ্য দিয়ে তাঁর সাড়া এলো, আমি আপন-জনের আস্বাদ পেলুম—যা কোনো দিন পাই নি, যা আমার অজানা ছিল। সে দিনের সে তুচ্ছ কথাটি বোধ হয় আপনার নিজেরই স্মরণ নেই; কিন্তু আমার সে যে অতি বড় দুর্ল্লভ প্রাপ্তি—আপনাকে সে কথা কি কোরে আজ বোঝাব।

আমার সামনে এখন দু'টি পথ—সংসার, নয় সন্ন্যাস। বন্ধুহীন অসহায়ের সংসার—বিড়ম্বনা। আপনার হাতে আমি সম্পূর্ণ নির্ভর কর্‌ছি, আপনি আমার পথ নির্দ্দেশ ক'রে দিন, আমি আজ অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত। শরণ নিলাম।

আমার আর কেউ থাকলে আপনাকে এ কষ্ট দিতাম না, এ অপরাধও করতাম না।"

তার পর তিন লাইন এমন ভাবে কাটা যে পড়া যায় না। পরে—

অসহায় কিংশুক—

ইরাণীর হাত কাঁপছিল, তার অজ্ঞাতেই চোখের জল দু-ধার দিয়ে গড়িয়ে বালিস ভেজাচ্ছিল। বুকের মধ্যে একটা ব্যথা গুমরে গুমরে উঠছিল—সেটা বোধ হয় অন্যের দুঃখে দরদ। "কিন্তু—কেনো—আমাকে জানিয়ে এ কষ্ট দেওয়া কেনো, আমি কি করতে পারি!"

সে সত্যই কেঁদে ফেললে। তার পর মুখটা সহসা গর্ব্বোজ্জ্বল হয়েই রাঙা হয়ে উঠলো। পাশ ফিরে উপুড় হয়ে ক্ষণেক শুয়ে রইলো।

উপভোগ না বেদনাভোগ, অনুমান করা কঠিন। বেদনা হ'লেও, সে বেদনার মধ্যেও যে উপভোগ্য অনুকরণ থাক্‌তে পারে, সেটা অনুমান করা কঠিন নয়।

শুয়ে থেকেও স্বস্তি নেই। ধীরে ধীরে উঠে চোখে মুখে জল দিয়ে, মিনিট খানেক নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে, সহসা পত্রসহ 'প্রবাসী'খানা তুলে নিয়ে দ্রুত বাইরের ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়লো।

সুবর্ণবাবু শুয়ে শুয়ে ইরাণীর কথাই ভাব্‌ছিলেন। কারণ, আহারের সময় মন্দাকিনী-দেবী যথা-নিয়ম অতিষ্ঠ কর্‌তে ভোলেন নি।—"কোন্ দিন কিংশুক হঠাৎ চ'লে যাবে, এই সহজ কথাটা তোমার মাথায় ঢোকে না? কি কর্‌লে ঢুকবে, তাই নয় আমাকে বলো!"

তিনি বলেন,—"তুমি অত ব্যস্ত হয়েছ কেন, বছর দুই থাক্ না। ভগবানের হাতে একটু ছাড়ো না, তাঁকে একদম বাদ দিচ্ছ কেনো?"

"বটে! জুট্‌বে একটা বাঞ্ছারাম! যাক্, আমি যদি আর কথা কই..."

ইত্যাদি সদালাপের তাড়স সুবর্ণবাবু শুয়ে শুয়ে ভোগ কর্‌ছিলেন।

অসময়ে ইরাণী আসায় উঠে পড়লেন। বল্‌লেন,—"আজ শোওনি বুঝি, একটা ভাল কিছু আছে শুনতে হবে—না?"

পরে মুখের দিকে নজর পড়ায় ব্যস্ত হয়ে বললেন,—"কি মা, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে যে?"

"একটা ভারি অন্যায় ছেলেমানুষী ক'রে ফেলেছি বাবা! তখন তার ভালমন্দ বোঝবার সময়ও ছিল না কিন্তু।"

"বুড়োমানুষী ত করনি, তা হ'লেই অন্যায় হ'ত।"

বাধা দিয়ে ম্লান হাসির সঙ্গে ইরাণী বললে,—"না বাবা, অন্যায় হয়ে গেছে, তুমি সবটা শুন্‌লে আমাকেই দুষবে।"

এই ব'লে ঘটনাটা বাপকে শুনিয়ে পত্রখানা পড়তে দিলে।

সুবর্ণবাবুকে ইতস্ততঃ করতে দেখে বল্‌লে,—"তোমার যে দেখা চাই বাবা।"

"কেনো? নাই বা দেখলুম" ব'লে তিনি হাসলেন।

ইরাণীর রগে রং ধ'রে এলো, সে তাড়াতাড়ি বললে,—"না দেখ্‌লে তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না,—আমি যে বুঝিনি!"

সুবর্ণবাবু পত্রখানি দু'বার দেখ্‌লেন।

ফিকে হাসির পশ্চাতে চক্ষু যেন করুণায় কোমল হয়ে এল। একটি নিশ্বাস ফেলে,—"পাগল ছেলে" ব'লে পত্রখানি ফিরিয়ে দিলেন।

"আমি কি করবো?"

"জবাব দেবে।"

ইরাণী নতমুখে বললে,—"সে আমি পারব না বাবা!"

"সে কি মা, কিংশুকের মনের অবস্থাটা বুঝ্‌ছ না! ও অবস্থায় সে যে নিজের মস্ত অনিষ্ট ক'রে বস্‌তে পারে।"

"তা আমি কি করবো, আমাকে লেখা কেনো? যা ভালো হয়, তুমিই বুঝিয়ে দাও বাবা।"

"তা হয় না ইরা, সে তোমার কথাই চায়।"

"তবে কি লিখতে হবে, তুমি আমাকে লিখে দাও।"

"সেটা যে আমার কথা হবে এবং অন্যায়ও হবে। সে ত কোন পণ্ডিতের উপদেশ খোঁজেনি। আমি বলছি—তুমি ঠিকটি বল্‌তে পারবে, আর সেইটিই সে চেয়েছে।"

"তা হ'লে তোমাকে কিন্তু দেখে দিতে হবে।"

"না।"

"আমাকেই সকলে এ মুস্কিলে ফেলছো কেনো?"

"তুমি সকলের চেয়ে ভালো পারবে বোলে।"

"ছাই পারবো! এর পর যেনো……"

ইরাণী চ'লে যেতে যেতে ফিরে এসে বললে,—"মাকে দিদিকে।……"

"না, কারুকে নয়।"

ইরাণী চ'লে গেল।

সুবর্ণবাবু হাত দু'টি যোড় করে ভগবানের উদ্দেশে নমস্কার করলেন। আর শুতে পারলেন না, বারান্দায় বেরিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন! যেন একটু চঞ্চল, মাঝে মাঝে স্থির হয়ে দাঁড়ান—দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

ইরাণী পাঁচখানা পত্র লিখলে, ছিঁড়লে—পছন্দ হ'ল না। প্রকৃতিকে জয় করা কঠিন—পত্রেও তা ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পায় এবং বেড়েই চলে। পাঠান্তে দেখে—যা বলবার কথা, তা বলা হয়নি। কিন্তু তা কি বলা যায়! অথচ সেইটাই ত বহন ক'রে তার প্রত্যেক রক্তবিন্দু আঙুলের ডগায় ছুটে আসছে! শেষ লিখলে—

"শ্রীচরণেষু

বোধ করি চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ভুল-চুকে কা'র খামে কা'র পত্র রেখে থাকবেন। আপনি ব্রহ্মচারী, ডায়ারিতে আপনার কঠোর

সাধনার যে কয় দফা শুনেছি, তাতেই আমি গলবস্ত্র ও নত। আপনাকে সাধারণভাবে ভাবতে পারি না—শ্রদ্ধায় স্বামীজী সম্বোধনই এসেছিল।

একে স্ত্রীলোক, তায় ভাগ্যদোষে বৃদ্ধা নই। সুতরাং আমার সাহায্য বা সেবা গ্রহণ আপনার সম্ভবই নয়, বরং আপনার ধর্ম্মের অন্তরায়।

যাকেই লিখে থাকুন, পত্র পাঠান্তে আমার প্রাণ অসহ্য বেদনায় কাতর ও ব্যাকুল হয়ে উঠলো। এত বড় কঠিন আঘাত পূর্ব্বে কখনও সে পায়নি।

আপনার ভুল হ'তে পারে, কিন্তু অদৃষ্টের হেরফেরে দেখুন, যে ভুল করেনি, সংসারই যার আশ্রয়, আপনি সাধু হয়ে কোন্ অপরাধে তার জীবনটা নষ্ট ক'রে দিলেন! আপনার ত দু'টো পথ রয়েছে, দু'টোই সুপথ, একটা ধ'রে অন্যটায় যাওয়াই সহজ, বোধ হয় বিধানও তাই; কিন্তু আমার যে কোন পথই রইল না!

ব্যথিতার অপরাধ ক্ষমা ক'রে নমস্কার গ্রহণ করবেন।

কাতরা—

ইরাণী"

২৫

আজ সকালটা যেন মুখ-ভার ক'রে দেখা দিয়েছে,—মাথার ওপর মেঘ গুম্ হয়ে রয়েছে। অনেক সময় এরও একটা উপভোগ্য সৌন্দর্য্য থাকে। কিন্তু মাতঙ্গিনী আজ রোদ ওঠেনি দেখে কেবলি আশ মিটিয়ে পাশ ফিরে ফিরে—বেলা ক'রে ফেলেছেন। দেহের ভারটা দিন দিন

দুষমনীই করছিল—তাই সমতল শয্যায় থাকাটায় আরামও বোধ করতেন। ঘড়িতে টং টং ক'রে আটটা বাজায়, "গোবিন্দ গোবিন্দ" ব'লে, পাশবালিসটায় দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে বসবার সময় পটাস ক'রে একটা শব্দ হল—

—"ফাট্‌লো বুঝি! ফাট্‌বে না! ভাদ্দোর মাসে করালেই ওই! ওঁর অমন লোহার খাটখানারই দু'দুটো পাত্ সেদিন পাশ ফিরতেই পট্-পট্ ছিঁড়ে গেলো। এত বলি—মাড়োয়ারীর মরচে ধরা মাল—একটু সাবধান হয়ে পাশ ফিরো…"

—দুর্গা-দুর্গা,—সকাল-বেলা এ কি দুঃস্বপ্ন,—গোবিন্দ গোবিন্দ! নন্দা কি মরবে না!—স্বপ্নেও জ্বালাচ্ছে! তোর কি রে উনুন-মুখো? বিষয়-সম্পত্তির কি হবে না হবে, সে আমি বুঝবো।"

চক্ষু বুজেই এই সব স্বগতোক্তি চল্‌ছিল। এ ত ভাল স্বপ্ন নয়—তায় সকালে দেখা! চোখ খুলে শুভ-সূচক কিছু দেখা দরকার।

বাগানের দিকের জানালার মাথায় মাড়োয়ারীর এক মাকোসার জালে পড়া গঁড়েশজী রাখা ছিল।—

মাতঙ্গিনী করযোড়ে তাঁকে উদ্দেশ ক'রে ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠে—"দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে দাও প্রভু!" ব'লে জান্‌লা লক্ষ্য ক'রে চাইতেই নজরে পড়লো,—বারদিক থেকে একটা গাধা, জানলায় ঘটীর মুখে-রাখা স্থলপদ্ম দু'টো, তিন-পো জিব বার ক'রে টেনে নিচ্ছে!

—"দুর্গা-দুর্গা!"—মাথা ঘুরে গেল।

তার পর থপ্ ক'রে নেমে, রাগে-ক্ষোভে-হতাশায় চীৎকার ক'রে, ঝি, চাকর, মালী জড় ক'রে ফেল্‌লেন।

—"বাবু কোথায়?—এখনও পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছেন বুঝি! শরীরে ঘুণ না ধরিয়ে আর ছাড়বেন না! মা-মাগী নিজ্জস গদীর ওপর

বিইয়েছিলো।—যা, তুলে দি গে যা। ওঁর মাড়োয়ারী মক্কেলের মাথায় মারি ঝাড়ু,—চার পয়সানে এক চড্ডুকে গণেশ রেখেছে থিলেনের খোপে—সিঁড়ি লাগিয়ে শুঁড় দেখতে হয়!"

মাতঙ্গিনীর মন মাথা দুই upset (ওলোটপালট)—হবারই কথা। একে দুঃস্বপ্ন—তায় দেবতার এই বদিয়াতী! একেবারে গণেশের বদলে গাধা! এতে মাথার ঠিক রাখা, বেস্পতিরও অসাধ্য,—পাদরীতে পারে না।

—"দিন-রাত প'ড়ে থাকলে শাল কাঠেও থোতো ধরে।—উঠেছেন?"—বলেই মাঝের দোরটা খুলে ফেল্‌লেন।

এ কি, শয্যা শূন্য! তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে বিছানা টিপে বালিসের আশে-পাশে উঁকি মেরে—আলমারির পেছন, শেষ নর্দ্দমার ফোঁকর পর্য্যন্ত দেখে, কর্কশ কণ্ঠে চাঁদনীকে (ঝি) বল্‌লেন—"মুইতে পার না—খেয়ে খেয়ে কেবল মোটাচ্চ—খাটের নীচেটা একবার দেখ না।"

"কি খোয়া গেছে মা? চাবী?"

"তোমার মাথা—বাবু কোথায়?"

সে তাড়াতাড়ি খাটের নীচে ঢুকে, দোয়ানী খোঁজার মত হাত বুলিয়ে, খানিকটা হেসে নিলে।

মালী সভয়ে বল্‌লে—"বাবুকে তো লে গিয়া।"

"লে গিয়া! কে—কাঁহা?"—

"একঠো—আধা-বাবু"।

—"আধা বাবু! কি রকম দেখতে—মাথায় টাক আছে?"

সে মা-জীর মন রাখ্‌তে দু'দিক্ বজায় রেখে বললো,—"হাঁ মা-জী, ওয়েসাই লাগে......"

চাঁদনী বললে,—"বাবুর কথা? হাঁ গো মা—ভাবচিস কেন, খুব

জানপছানের লোক—'দাদাভাই' ডাকে। কোথাকে চা-পিতে আর পদ্দফুল দেখাতে লি-গিছে।"

"মাথা খেয়েছে—মড়া এখানেও এসে জুটল! এ নন্দা ছাড়া আর কেউ নয়।—সকালের স্বপ্ন……আমাকে ব'লে গেল না পর্য্যন্ত!"

"এসেছিলো, তুই যে ঘুমিয়েছিলি। সে বাবুও বললে—পেন্নাম করা হ'ল না।"

"তারও মুখে আগুন—তার পেন্নামেরও মুখে আগুন!"

মাতঙ্গিনী অগাধ জলে প'ড়ে গেলেন!

"আজ কি মরে ঘুমিয়েছিলুম! 'পদ্দফুল দেখাতে'—সে আবার কি? এই সময় নবনী আবার কলকেতায় গেলেন, তাঁর চুল ছাঁটানো চাই, জামা জুতো না হ'লে নয়! বাড়ীতে তাকে রেখেই নন্দা পোড়ারমুখো বেরিয়ে পড়ছে দেখছি।—

—"এদের সঙ্গে ঠাকুরও গেছেন নাকি! সবাই মিলে কি একটা করছে না ত!"

মাতঙ্গিনীর মাথায় যেন আগুন ধ'রে গেলো। "যা—তোরা বেরো" ব'লে চাকর-দাসীকে বিদায় ক'রে, রোষে অভিমানে আবার গিয়ে বালিসে মুখ গুঁজে শয্যা নিলেন।

* * * *

কলকেতায় থাকতে মাতঙ্গিনী কলুটোলার ধনঞ্জয় গণকারকে গোপনে ডাকিয়ে এনে ঠিকুজি দেখিয়েছিলেন। তাতে তিনি বহু আশার কথা শোনান। শেষ মাথা চুলকে বলেন, "সবই ভালো, কেবল তুমি একটু সতর্ক থেকো মা। টাকা-কড়ি, বিষয়-সম্পত্তি, নিজের হাতে রাখতে পারলে, যিনিই আসুন, তোমার হাত-তোলায় থাকবেন। শুক্র কিছু বক্র দেখছি, কিন্তু কেতু তোমার বশে, তোমাকে পায় কে!

কুঁদের মুখে কারো বাঁক থাকবে না। তিনি এগুচ্ছেন, উভয়ে দর্শনে, গ্রহে গ্রহে ঘর্ষণে, ও-খোঁচটুকু ছুলে সাফ্ ক'রে দেবেন, কিছু ভেব না মা, সব ঠিক ক'রে দেবে। আর ত কেটে এসেছে, এই বছরটাই বখেড়ার বছর, আর ক'টা মাসই বা! আচ্ছা দাও ত মা, বারটা টাকা, দেখি ধনঞ্জয় আচার্য্য গ্রহের গুমোর ভাঙ্গতে পারে কি না।"

এই ব'লে তিনি মাত্র বারটি টাকা নিয়ে আর মোটা প্রণামির আশ্বাস নিয়ে বিদায় হন।

মাতঙ্গিনী ঐ সব ভালো-মন্দে মিশিয়ে মনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনতে পারতেন, যদি না দেখতে পেতেন—নন্দা পা টিপে টিপে ধনঞ্জয়ের পেছু নিয়েছে।—

"ও অলুক্ষুণে আবার যায় কেন?"

সেই দিন থেকেই নন্দার উপর তাঁর সন্দেহ। পরে স্পষ্টা-স্পষ্টি বিষদৃষ্টিতে দাঁড়ায়।

প্রভাতের স্বপ্নটা তারিরই রিহার্সেল্ ছিল। অধিকন্তু—বাবুকে মেয়ে দেখতে নিয়ে যাবার জন্যে নন্দা নাছোড়বান্দা—

তার ওপর আবার চাঁদনীর মুখে শোনা "পদ্মফুল" তাঁকে ব্যাকুল ক'রে দিয়েছে। একে স্ত্রীলোক, তায় নিজেরই বুদ্ধিদোষে বাপের বাড়ীর একটি পাকা পিসী মাসী—কাকেও কাছে রাখেন নি!—তাই আজ এই বিদেশে একান্ত অসহায়ার মত হাত-পা ছেড়ে গদির ওপর গা ঢেলে দিয়েছেন। মনের কিন্তু কামাই নেই—তার বেগ আজ প্রবল।

—"এই যে হবেনা হবেনা ক'রে লাহিড়ী মাসী ত বিয়াল্লিশ পেরিয়ে 'বেন' ধরলেন,—সাতান্নয় বিধবা হয়ে তবে না থামেন। বিধাতা বাদ্ না সাধলে—

"নন্দা পোড়ারমুখোর তর সয় না কেন,—সে কে? দিন-রাত লেগে থাকলে মুনি-ঋষিরও মন টলে—তায় পোড়া পুরুষের জাত—বয়সও বেশী নয়।—

—"ঠাকুর যা ব'লে আনলেন, তারও ত' কিছুই করছেন না। তিনিও কি ওদের সঙ্গে মিশলেন! আমি একা কত দিক্ সামলাই; এমুন এক কাযে, কোথা থেকে এক ডিপুটী একজোড়া ধেড়ে মেয়ে সঙ্গে নিয়ে হাজির! নড়েও না—জাম্ হয়ে বসেছে! নবনী ছিল,—যা দেখেছি আর যা ক'রে এসেছি,—বড়টার জন্যে ভাবি না। উনিও রাজি, নবনীও চুল ছাঁটাতে ছুটেছে। কিন্তু আসল বিশল্যকরণীই যে রয়েছে। সেটিকে দেখ্‌লে আর তার কথা শুনলে······

—"তাইনা কত ক'রে একটি দিনও বেরুতে দিই নি। আজ কেন মরতে যে সকালে উঠিনি!—কোত্থেকে পোড়ারমুখো এসে······

—"সতীন নিয়ে ঘর!—ওরে বাবা,—কেরোসিনে যে পুড়ে মরতেও পারবো না! ঠাকুর, আমার কি হবে, আমি যে আর ভাবতে পারি না,—অসহায়াকে রক্ষা করো ঠাকুর। তোমার কাছে নন্দা-ই কি এত বড় হ'ল ঠাকুর—আমি তার কি করেছি?"

মাতঙ্গিনী শয্যায় ছট্‌ফট্ ক'রে দেবতার কাছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। স্বপ্নটা তাঁকে দমিয়ে দিয়েছে।

২৬

বেলা সাড়ে নয়টা আন্দাজ ভাদুড়ী-মশাই ফিরলেন,—সঙ্গে নূতন আমদানী আগন্তুক এবং তারিণী। মোটর থেকে ভাদুড়ী মশাইকে unload (খালাস) করতে দু'জনকেই হাত লাগাতে হ'ল।

"কেমন দেখ্‌লেন বলুন ?"

হাঁ ক'রে খানিকটে হাওয়া ছেড়ে, ভাদুড়ী-মশাই বল্‌লেন, "রোসো।"

"বৌদির সামনে ত সব কথা হবে না।"

"রোসো।"

তারিণী বললে,—"একটু সামলাতে দিন, এসে পর্য্যন্ত এতটা কোনও দিন যান নি। চাঁদনী—পাখা"......

ভাদুড়ী-মশাই বারান্দায় পৌঁছেই শালকাঠের স্থাবর চৌকীখানায় ব'সে পড়লেন।

"মধুপুরে ত লোক বেড়াতেই আসে"......

ভাদুড়ী-মশাই একটু সামলেছিলেন, বল্‌লেন,—"ব'সে থাকতে দেখলে না কি? জিওগ্রাফিখানা বলে না, পৃথিবী ঘুরচে—আবার অবিরাম, তার স্নানাহার নেই। কোথায় কোথায় নে' গে ফেলছে, তার খবর রাখো! এই বাঁশবেড়ে—এই বোগদাদ। তা না ত শুয়ে শুয়ে হাঁপাই কেন?—প্রভুরা metre বসিয়ে পয়সা আদায় করচেন না যে কেন—ভেবে পাই না,—তেমন তেমন সচিব মিললে—এ নসিব আর বেশী দিন নয়।"

ভাদুড়ী-মশায়ের মনটা আজ যেন বেশ হালকা, চোখে স্ফূর্ত্তির ফুট্,—মাতঙ্গিনীর কথা মনেই নেই।

বল্‌লেন—"বাইরের হাওয়া গায়ে লেগে বেশ ভালই বোধ হচ্ছে,—যেন জড়তা কাটলো। দেখচি, সকাল বিকেল একটু বেড়ানই ভালো। বৈকালে......"

"চলুন না, মধুপুরটা একটু ঘুরে দেখা যাক, ইষ্টেসনের দিকেই যাওয়া যাবে'খন।"

"রামঃ—কেবল চর্ব্বির চালান, আর মক্কার মোট। মধুপুরে আবার ঘুরে দেখবার কি আছে? বরং সুবর্ণবাবুর সঙ্গে কথা কয়ে সুখ আছে,—অমন লোক ·····"

"সেখানে ত যেতেই হবে', দু'দিনের বেশী ত থাকতে পারব না;—ওইখানেই ত আমাকে থাকতে হবে। তা না ত মন্দাদিদি কি রক্ষে রাখবেন। সুবর্ণবাবু মাটীর মানুষ—তাঁকে সব কিছু বোঝান যায়। আর ইরাণীর বরাবরই আমার ওপর জোর,—দশ বছর পর্য্যন্ত আমার কাছেই মানুষ কি না; তাকে ক্ষুণ্ণ করা ·····"

"না গুপি, তা করতে আমি বলি না। ও মেয়েটিতে একটি অপূর্ব্ব ভাব লক্ষ্য করেছ? মুখখানি যেন হাসি দিয়ে গড়া,—না হাসলেও হাস্যময়ী। কথাগুলি কি সরস দেখেচ?"

"ওর প্রকৃতিই ওই······"

"না—না, তুমি বোঝ না, শুধু প্রকৃতি কেন,—আকৃতিও। 'লাবণী' কথাটা পড়াই ছিল, আজ চোখে দেখলুম,—বাঃ! আমার বলবার মানে—অমনটি দেখতে পাওয়া যায় না,—একেবারে খাপ্‌ছাড়া—না?"

"তাই ত ওর নাম দেওয়া হয় ইরাণী।"

—"খাসা নামও হয়েছে,—ইরাণ মেওয়ার রাজ্য—তাই কথাও অত মিষ্টি!"

* * * *

গোপীনাথ অল্পবয়সেই নামজাদা দালাল। কলের সায়েবদের কাছে বেশ প্রতিপত্তি। পাটের গাঁট পাচার করতে অমন দু'টি নেই। তাই সকলেই খোঁজে। পরিচিত আর বন্ধু-মহলে তাঁর নাম পেটো-ইলিস। মামলা-মকর্দ্দমা লেগেই থাকে, তাই ভাদুড়ী-মশায়ের ভবনে

হামেসা হাজির হতেন। ফলন্ত এবং শ্রীমন্ত মক্কেল—সুতরাং মাতঙ্গিনী-দেবীকে বউদি বলবার এবং রসগোল্লা গেলবার ছাড়পত্র পেয়েছিলেন।

গোপীনাথ যখন বললেন,—"কৈ, বউদিকে দেখচি না, প্রণামটা করবো যে।"—

ভাদুড়ী সহসা চমকে উঠলেন,—"তাই ত'—সত্যিই ত'! কোথায় তিনি? অঁ্যা—ই কি অম্লাই—তুমি এসেছো, আস্‌তে তাঁর বাধাটা কি ছিল? রোসো—দেখি।"

চৌকীখানায় দু'হাতের টিপুনি দিয়ে উঠে পডলেন। বহুকালের শুকনো চকোর না হ'লে রস বেরিয়ে যেতো।

গোপীনাথ সিগারেট ধরালেন।

বারান্দার যেখানে ব'সে পড়েছিলেন, তার গায়েই ভাদুড়ী মশায়ের শয়নকক্ষ। মাতঙ্গিনী-দেবী—সাড়া পেয়েই সেই কক্ষে পৌঁছেছিলেন। যা শুন্‌ছিলেন, তা মরমে না প'শে মগজ চষে ফেলছিল। রসসম্ভারে শ্রবণবিবর ভ'রে নিয়ে এইবার দ্রুত স'রে পড়লেন।

ভাদুড়ী-মশাই তাঁকে পেলেন শয়ান অবস্থায় দেল-মুখো!

"এ কি, এখনো ঘুমুচ্চ! কতবার এলুম, সকালবেলার কাঁচা ঘুমটো ভাঙাব না, তাই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি—কেউ খোঁজই করে না।"

শয্যা-শায়িত নিস্পন্দ পাষাণবিগ্রহ থেকে একটি গভীর "হুঁ" মাত্র পাওয়া গেল।

"আর সকাল নেই মাতু, এখন ten কাল,—দশটা, দয়া ক'রে উঠে পড়। তোমার গুপী-ঠাকুর-পো তোমাকে প্রণাম করবে ব'লে বারান্দায় দাঁড়িয়ে যে,—একবার এসে ফিরে গেছে।"

"ডাকতে কি হয়েছিল? আর এত প্রণামের ঘটাই বা কেন?—আস্‌তে বল।"

"উঠবে না ?"

"পারলে আর প'ড়ে থাকতুম কি! প'ড়ে প'ড়ে আর কবে ভাদুড়ী-বাড়ীর ভাত মিলেছে।"

ভাদুড়ী ভড়কে গেলেন। বুঝলেন—serious ; বললেন—অতি মোলায়েম কণ্ঠে,—"কি হয়েছে, বল না মাতু।"

সহসা মাতঙ্গিনী-দেবীও অভিনব সুর ধরলেন,—"মেয়েদের সব কথা ত তোমাদের শোন্‌বার কথা নয়, আর শুনেই বা তুমি করবে কি ? এই আড়াই মাস এসেছি বৈ ত নয়, কখনো ত' জানতুমও না……"

সলজ্জ মৃদু হাসি মিশ্রণে "বোধ হয়"—বলেই চক্ষু নত করলেন… "মাথা ঘুরে ঘুরে পড়ে। আজ বড় বেড়েছে……"

পত্তন দেখে ভাদুড়ী-মশাই বিষম সন্দেহে প'ড়ে গিয়েছিলেন এবং উত্তরোত্তর প্রলয়ের আশঙ্কাও আসছিল। এমন সময় মাতঙ্গিনী-দেবী এক তুরুপেই গোলাম পেড়ে ফেললেন !

বহু-আকাঙ্ক্ষিত এত বড় সুসংবাদটা যেরূপ ভাবে গ্রহণ করা ভাদুড়ী-মশায়ের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, ঠিক তা প্রকাশ পেলে না। শুনে তিনি যেন থমকে গেলেন। পরক্ষণেই ভুলটা শোধরাতে গিয়ে অতি বিজ্ঞের মত বল্‌লেন,—"আমাদের কি তেমন ভাগ্য, মাতু, তুমি ভুল করচো না ত ?" কথাগুলো বুদ্ধি থেকে বেরুল,—প্রাণ থেকে যেন বেরুল না।

ভাদুড়ী ভুল করলেও মাতঙ্গিনী ভুল করলেন না। তিনি মুখে হাসির আভা বজায় রেখে অভিমানের সুরে মাত্র বললেন—

"অতো জানি না।"

এতক্ষণে ভাদুড়ীর 'চৈতন্য হ'ল,' কি করছি ! তিনি এবার নিজের খাতে এসে হেসে বল্‌লেন—

"উঃ, তবে আজ আমাদের......তুমি প'ড়ে রয়েছ কি গো।"

"থামো—গোল কোর না এখন,—খবরদার, কেউ না শোনে। যাঁর কৃপা—তাঁকে আগে প্রণাম ক'রে আসা হোক।"

"ওরে বাবা, তাও ত বটে! হাঁ, দেবতা বটে—কাটামোতেই এত কৃপা! এই শালবনে গা-ঢাকা......"

মাতঙ্গিনী কঠোর-কণ্ঠে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিলেন,—"দেবতার সঙ্গে তামাসা নাকি, আমাদের ছিঁচুর ঘর—একটুতে..."

দু' হাত তুলে মাথায় ঠেকালেন, ভাদুড়ী-মশাইও গম্ভীরভাবে মাছি মার্‌লেন।

"—গুপীকে ডেকে আন,—অনেকক্ষণ হয়ে গেল যে!"

"ওঃ তাই ত" বলেই বিভ্রান্ত ভাদুড়ী-মশাই নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাঁচলেন। তাঁর মাথাটা ঘুলিয়ে গিয়েছিল। কাল যে জিনিষটা দুর্লভ ছিল, আজ সেটা ঘরে পেয়ে উপভোগের উৎসাহ এল না!

সকালবেলায় মেঘলা আকাশটার মতই মুখখানা ক'রে—"কি অসুখ করেছে বউদি" ব'লে গুপী ঘরে ঢুকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে।

"ভয় নেই—মেয়েমানুষ মরে না ঠাকুরপো" ব'লে ওঠবার চেষ্টা ক'রে মাথা তুলেই,—"ঐ আবার" বলেই চোখ বুজলেন।

"উঠতে হবে না, উঠতে হবে না—আপনি শুয়েই থাকুন। তাই ত,—বেশী না হ'লে আর শুয়ে আছেন। তা হ'লে..."

"ও কিছু নয়, ক'দিন ধ'রেই টের পাচ্ছিলুম—আজ কিছু বেড়েছে দেখচি।"

"দাদাকে বলেন নি কেন বউদি?"

"আবার ওঁর মাথাটা ঘোরান কেন,—দেখচ ঐ ত শরীর।—আমার একটু কিছু হ'লে যে ওঁর"...

শেষ কথা কয়টি বলবার সময় মাতঙ্গিনীর চোখে মেঘঢাকা হাসির বিদ্যুৎ-রেখাটা গোপীনাথের উৎসাহকে উস্‌কে স্বভাবে এনে দিলে।

গুপীও ঈষৎ হাসিমিশ্রণে বললে,—"তাই ত, দু'জনেই যে বিষম কাহিল হয়ে পড়ছেন বউদি! মধুপুরের সব জলহাওয়াটা আপনাদের ওপরেই ভর করেছে দেখচি। সত্বর কলকাতায় গিয়ে পড়াই যেন দরকার,—ডাক্তার-বদ্দির মাঝে থাকাই ভালো বোধ হয়।—"

ভাতুড়ী-মশায়ের শয়নকক্ষে নজর পড়ায় সবিস্ময়ে,—"খাটের পাশে ওগুলো কি ঝুলছে বউদি—দাদা ট্রাপিজ প্লেও চালাচ্চেন নাকি!"

"ও সব নবনীর ইঞ্জিনীয়ারী ঠাকুরপো; কাহিল ব'লে—ধরে ওঠবার-বসবার সুবিধে ক'রে দিয়েছে। ও কি, অবাক্ হয়ে গেলে যে ঠাকুরপো! মাথা ঘোরে কি সাধে, এতে আমার মাথা ঘুরবে না ত আর কোন্ হতভাগিনীর মাথা ঘুরবে বলো!"

সহসা একেবারে ninety-fiveএর নীচে স্বর নামিয়ে—"ভগবানের মনে কি আছে তা"…বলেই মুখ ফিরে চোখ মুছলেন।

অবস্থাটা গুপীর অন্তরটা স্পর্শ ক'রে সত্যই তাকে ব্যথা দিলে। মুখের উৎসাহ-উজ্জ্বল ভাবটা ফস্ ক'রে নিবে গেল। মাতঙ্গিনীর আশঙ্কা আর সন্দেহটা, প্রাণ যেন সহজেই স্বীকার ক'রে নিলে। একটু অন্যমনস্ক ক'রে দিলে।—

"না বউদি, ও সব মিছে দুর্ভাবনা আনবেন না। ও—কি এমন হয়েছে, কলকাতায় তা' বড় তা' বড় দাদার দাদা ঢের রয়েছেন, দশ পনেরো বছর দেখে আসছি। সে আলাদা জিনিষ বউদি।—ভীমনাগের সব খাসা-খেগো ভীম! দাদা হচ্ছে সহজ আর সাধারণ,—এক ম্যালেরিয়ায় কাটামো বার ক'রে দেয়। আপনি ও সব ভাববেন না।"

"ঠাকুরপো—ওঁর ঠিকুজি দেখিয়ে মরেচি যে!—এই বত্রিশে পড়েছেন—সাঁইত্রিশ বছরে আমার কপালে যে কি আছে, তা…"

আর বলতে পারলেন না, কেঁদে ফেললেন।

শুনে গুপী সন্দেহযুক্ত হয়ে সত্যের কোটায় পৌছে গেল। মুখে বললে,—

"ছি বউদি, আপনি এত ছেলেমানুষ—ঠিকুজি বিশ্বাস করেন! বিশ্বাস আমিও করি, কিন্তু ও জিনিষটি কখন ঠিক হ'তে দেখলুম না। হবে কি ক'রে—ওর যে মুহূর্ত্ত ধ'রে কারবার। ঠিক সময়টি কেউ দিতে পারে না, আবার দু'টো ঘড়িও এক হ'তে দেখি না—দু চার মিনিটের তফাৎ পাবেনই। ও একটা করাতে হয় তাই করা, ও সব মিছে ভাবনা ছেড়ে দিন।"

"তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক ঠাকুরপো।"

"তাই পড়ুক—আজ ত আর দু'টো রসগোল্লা পড়বার"……

"সে কি কথা—ইনি গেলেন কোথা" ?

"সকাল থেকে কেবল নাপতের খোঁজেই ত ছিলেন, এক জন এসেছে দেখছি—বোধ হয়…"

মাতঙ্গিনী একটু মুখ মুচকে বললেন,—"তা হোক, তুমি একটু কষ্ট কর ভাই।—ঐ আলমারিটে খুলে এনামেলের বড় বাটিটায় পাবে, আর ডিস্‌খানায় সর-ভাজাও আছে।"

গোপীনাথের ভোগ আরম্ভ হয়ে গেল।

—"আঃ,—কিছু চিন্তা রাখবেন না বউদি, আপনার হাতের এ জিনিষ খেলে মানুষ অমর হয়। কাহিল মারবার এমন মেওয়া আর দ্বিতীয় নেই।"

"আরো দু'টো নাও ঠাকুরপো, ঢের আছে—কে অত খাবে—আর

দেখো ভাই, অদৃষ্টে যা আছে তা ত' হবেই, কিন্তু উনি যেন এ সব কথা ঘুণাক্ষরেও না শুনতে পান। তাতে······”

“বাপ রে, সে বুদ্ধিটুকু রাখি বউদি। ও সব সাংঘাতিক কথা মিছে হলেও—কায এগিয়ে দেয়। সে মহাপাতক কি শেষ আমাকেই······”

গাড়োয়ানী মুড়েলে বর-কামানে হয়ে ভাদুড়ী-মশাই ভেনোলিয়ার ভুরভুরে গন্ধ ছাড়তে ছাড়তে ঘরে ঢুকলেন—

—“ একি। কে দিলে ?”

“বউদি তো ছাড়লেন না, আমাকেই কষ্ট ক'রে নিতে হ'ল”—

মাতঙ্গিনী বললেন,—“আমি পারছি না, ওঁকেও কিছু দাও না ভাই।”

“না না—আমার কিছু চলবে না—কাল রাতের খাওয়াটা বড় গুরুতর হয়েছিল যে। আমি ভাত খাব কি না—তাই ভাবছি।”

অর্থাৎ মন্দাকিনী-দেবীর দেওয়া মালপো তখন তাঁর আকণ্ঠ ঠাসা রয়েছে।

মাতঙ্গিনী-দেবী সেটা চক্ষুতে না দেখলেও তাঁর পক্ষে অনুমান ক'রে নেওয়া কঠিন ছিল না। বললেন,—“তা হ'লে নিজের শরীর বুঝে খেও। লাইম-জুস দিয়ে বরং এক গেলাস সরবৎ খাও। গুপী-ঠাকুরপো এখানেই খাবেন ত,—আমি চেষ্টা ক'রে দেখি। প'ড়ে থাকলে চলবে কেন ?”

ভাদুড়ী-মশাই বললেন—“তবে এতক্ষণ ছাই তোমাদের কি কথা হ'ল!—ওর যে এখানে ভগ্নীপতি, ভাগনীরা রয়েছেন। কালই যখন চ'লে যাবে, ও কি এখানে খেতে পারে? আমাকেও রাত্রে সেখানেই খাবার জন্যে জেদ্ রয়েছে”···

মাতঙ্গিনী-দেবী মাত্র "বেশ ত" বলেই চুপ করলেন, তাঁর ওই "বেশ ত"টুকু গুপীর কানে ঠিক "বেশ ত"র মত লাগলো না। সে তাড়াতাড়ি বললে—"না দাদা। আজ বউদিকে এ অবস্থায় ছেড়ে আপনার কোথাও যাওয়া হ'তে পারে না। আমি বরং কাল থেকে যাবো।"

গুপীর বিজ্ঞতাটা ভাদুড়ীর ভাল লাগলো না, কিন্তু ওর ওপর কথাও চলে না।—নাপতে বেটাকে কাল পাওয়া যাবে কি না—তারও ঠিক্ নেই। বললেন,…"তুমি যদি থেকে যাও ত তাই হবে, ভদ্রলোকদের অনুরোধ বলেই"……

দু'এক কথার পর গোপীনাথ "আচ্ছা, ও-বেলা আসব'খন, আপনি হঠাৎ যেন উঠতে যাবেন না বউদি" ব'লে বিদায় নিলে!

মনমরা ভাদুড়ী-মশাই বিরক্তিটা চেপে মাতঙ্গিনী-দেবীকে বললেন,—"এখন কেমন বোধ করচ মাতু? পড়েছি বটে—প্রথম প্রথম ও রকম একটু-আধটু হয়, ও কিছু নয়।"

"না গো—ও সব তোমরা কি বুঝবে। এখানে কেউ নেই, আমার বড় ভয় হচ্ছে। গিন্নী-বান্নির মধ্যে এখানে এক ডিপুটী দিদি আছেন। একটু ভাল বোধ করলেই তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে।"

শুনে ভাদুড়ী-মশায়ের মাথা ঘুরে গেল।

২৭

সময়ের ঝুঁটি ধরতে পারলেই কার্য্যসিদ্ধি,—এই দালালীবুদ্ধির সাহায্যে বাজি মাৎ করতে এসে গোপীনাথ বেকায়দায় প'ড়ে গেছে।

কিছু দিন পূর্ব্বে মন্দাকিনী-দেবী মেয়েদের যোগ্য পাত্র অনুসন্ধানের

জন্য ভাগলপুর থেকে ভাইকে লিখেছিলেন। গোপীনাথ পাটের পোকা (Expert) হলেও, যুগপ্রভাবের সঙ্গে তার সদ্ভাব বা পরিচয়ের সুযোগ ঘটেনি, ও-দিক্‌টায় তার অভাবই থেকে গিয়েছিল। বংশটি পূরো প্রাচীনপন্থী,—প্রয়োজন পড়লেই দারপরিগ্রহে উদার,—পিতা পর্য্যন্ত থেই বজায় রয়েছে—missing link নেই।—প্রপিতামহ পাঁচ, পিতামহ তিন, পিতৃদেব দুই। পরিবার গতে বিবাহ করাটা ষাট পেরুলেও স্বাভাবিক মনুষ্যধর্ম্ম। সন্তানার্থে বিবাহ—শাস্ত্রের শাসন। সংসারে লোকাভাবের জন্য দু'পাঁচটা বিবাহ—সংসার-ধর্ম্ম। তদ্ভিন্ন পিতৃমাতৃ-আজ্ঞাপালনার্থে বিবাহ বা কন্যাদায় উদ্ধারার্থে বিবাহ ত উচিতই। এ সব 'ট্রাডিসন,' সে বংশে খুব ট্যাকসই।

গোপীনাথ ইংরাজি ইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পেরিয়েই পাটের হাটে পয়সার মুখ দেখে, অন্য কিছু দেখবার বা ভাবার ফুরসৎই পায়নি।

মাতঙ্গিনী-দেবী মানে খুঁজে না পেলেও, পরের জন্যে মাথাব্যথাটা লোকের থাকেই, সমাজে সেটা স্বাভাবিক। ঘরে যিনি পরের মেয়েকে চোরাচিম্‌টি কাটেন, তিনিও পুকুরঘাটে করুণাময়ী!—বলেন—"বোসেদের বিধু বউটাকে দিনরাত দাঁতে পিষছে—দেখ্‌তে পারি না।"

পরের তরে এই 'দেখতে পারিনা'র লোক আছে বলেই না নিশ্চিন্ত থাকতে পারা যায়! মাতঙ্গিনী-দেবী সেটা বুঝতে পারেন না।

গোপীনাথ ভাদুড়ী-মশাইকে কলকেতার বাড়ীতে খুঁজতে গিয়ে, নন্দার আদর-যত্নে আধ ঘণ্টার কমে উঠতে পারে নি। পুরাতন ভৃত্যের বহু সুখ-দুঃখের কথা,—ভাদুড়ী-সংসারে দীর্ঘকালের অভিন্ন সংস্রব, ব্যথার ব্যথীতে পরিণত, সবই শুনতে হয়েছিল! শেষ ইসামসিতে সমাপ্তি,—অর্থাৎ বাবুর বংশরক্ষার দুর্ভাবনা, কর্ত্তা থাকলে কি আজ পর্য্যন্ত—

শেষ কথাটা গোপীনাথের কানে খুবই ন্যায্য শুনিয়েছিল। দিদির অনুরোধ রক্ষার এই অভাবনীয় উপায় সম্বল ক'রে সে মধুপুরে ছুটেছিল। ঠিকই তো—এ তো অবশ্য কর্ত্তব্য—

কিন্তু ভাদুড়ী-মশার বাসা থেকে সে আজ ভাবতে ভাবতে ফিরলো—"উঃ, ভাগ্যে দিদির কাছে ভাঙেনি। কি সর্ব্বনাশই করতে বসেছিলুম! কি ক'রে জানবো, ভগবান রক্ষা করেছেন,—ঠিকুজি পর্য্যন্ত শুনিয়ে দিলেন! আহা,—তা না তো বউদির মুখ থেকে এত বড় কথা বেরোয়! ঐ মেদের-মৈনাক দেখেও এ সন্দেহ আমার কোনদিন হয় নি!

—উঃ, যাকে এত ভালবাসি, জেনে শুনে সেই ইরাণীকে...... বাপ রে—এই নাকে খৎ;। বাংলাদেশের পাট আর বুচার সায়েব বেঁচে থাক—ব্যস্, আর কিছু চাই না। ইরাণীর বিবাহে গয়নার ভার আমার রইলো—ব্যস্।

—অনেক রসগোল্লা খেয়েছি। আহা,—বউদির জন্যেও মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে

"—দাদা তো দেখছি...তা হোক—আর দেখাটি করা নয়। আমি সকালের গাড়ীতেই লম্বা দিচ্ছি। পরে বললেই হবে—চাঁপদানির বড় সাহেবের টেলিগ্রাম, ওটা আমদানীর আড়োৎ, কাযেই...ইত্যাদি। আর চিন্তাই বা কি,—উনি আর ক'দিন। এটর্ণী পাড়া রয়েছে, ঘোষ বোস্ যাকে হোক ধরলেই হবে।"

সহসা গোপীর গতিভঙ্গ হ'ল, সে উৎকর্ণ হয়ে থমকে দাঁড়ালো। মেঘলা হাওয়ায় একটা করুণ সুর ভেসে আসছিল,—মেঘের মতই অশ্রুপূর্ণ—

—তুমি কি জান না দেবি আমি কত অসহায়।

গোপীর গান শোনা বাইটে ছিল। "হুঁ—ভৈরবীই তো, তা না তো এত মধুর,—শুনতে হয়েছে।"

রিষ্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে,—"ইস, এগারোটা যে বেজে গেছে। বাসার কাছেই তো—আচ্ছা—আসবো'খন।"

সে দেখতে পেলে—বাগানের একটি নিভৃত স্থানে চেয়ারে ব'সে একটি অতি সুন্দর যুবা আপন মনে গাইছিল।—"আলাপ করতে হবে; বা,— যেমন রূপ—তেমনি কণ্ঠ!"

ভাবতে ভাবতে এগিয়ে সুবর্ণবাবুর বাসার গেটে পৌঁছতেই—সামনে ইরাণী।

"এতো দেরি হল যে, মামা?"

সে কথার উত্তর না দিয়ে গোপীনাথ জিজ্ঞাসা করলে, "কে গাইছে রে, ইরা? ঐ—ঐ বাগানে। ছেলেটি যেমন দেখতে, তেমনি মিষ্টি গলা, দেখেছিস্?"

"ও এক জন উড়ে গো মামা, বেশ বাংলা বলে। পুরীর পাণ্ডাদের কেউ হবে!"—

"না না—তুই জানিস না। অমন চুল ছাঁটা···"

"কলকেতার উড়ে ঠাকুররাও আজকাল তোমাদের মতই চুল ছাঁটে···"

"না না—হতেই পারে না—মুখের অমন ভাব···"

"পয়সা হ'লে সব হয় মামা, শুনেছি, কাছায় গিনি বেঁধে রাখে।"

"তা এখানে?"

"সাধু খোঁজা রোগ সারাতে এসেছে। ভারি ভক্ত, চোখে সে দিন জগন্নাথ পড়েছিলেন,—এখনো সামলাতে পারে নি। জগন্নাথের আঙুল ছিল না, তাই রক্ষে—খোঁচা লাগলে···"

"থাম্—তুই সেই পাগলাই আছিস দেখ্‌ছি।"

"হ্যাঁ গো মামা সত্যি, তুমি জিজ্ঞেস ক'রে দেখো। চোখ গিছলো আর কি, তাই এখন অন্য ঠাকুর ধরেছে।"

"ওঃ, তাই গাইছিলো..."

"কি?"

"তুমি কি জান না দেবি আমি কত অসহায়।"

"দেখলে—এখন দেবী পাকড়েছে।—তুমি ত বেশ উড়ে ভাষা বলতে পার, মামা। আহা, বেচারা এখানে এক জনকেও পায় না যে, কথা কয়ে বাঁচে, তাই মন মরা হয়ে থাকে। তোমাকে পেলে ভারি খুসী হবে। কিন্তু উড়ে কথা কওয়া চাই, জানতে দিও না যে, তুমি বাঙ্গালী। বাসায় বাঙ্গালী বাবুরাও আজ কেউ নেই, সব দেওঘর গেছেন।"

"বিকেলে ওইখানেই গিয়ে চা খাবো।"

ইরাণী সহাস্যে বললে,—"ঐ কাযটি কোর না,—ওরা চায়ে চিনি দেয়না—ময়দা দেয়; তা হোক,—আমি কাগজে চিনি মুড়ে তোমার পকেটে দেবে'খন, মিশিয়ে নিও।"

"তা কি হয়?"

"কেন হবে না, সকলেই তাই করে! উড়ে কথা কইলে দেখো তোমার কত আদর হয়।"

"তা খুব পারবো..."

মীরার গলা,—"আজ কি নাওয়া-খাওয়া নেই,—ওখানে কি হচ্ছে?"

"আমাদের এ সব কথা কারুকে বোল না, মামা। ওঁরা সব নানকপন্থী...সকল বিষয়েই না না করেন।"

"আচ্ছা।"

গোপী ইরাণীকে বড় ভালবাসে, তার কথার অন্যথা ক'রে তাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না।

উভয়েই দ্রুত গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

* * * *

স্নানাহারান্তে গোপীনাথ একটু গড়ালেন। ওটা দিশী দালালদের অভ্যাসের মধ্যে। চারটের পর উঠে গান শুনতে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

ইরাণী সজাগ ছিল,—"এত বেলা থাকতে কোথা যাবে, মামা,—মা এখনো শুয়ে যে, জল খেয়ে না গেলে···"

"ভদ্রলোকের ওখানে যাচ্ছি—শুধু কি আর চা খাবো।"

"উড়েরা তা জানে কি? দেয় তো দু'টি মহাপ্রসাদ দেবে—সে চিবুতে পারবে কি?"

"যখন চা খায়,—সব জানে। এই তো খেয়েছি, এখন কিছু খেতেও পারবো না।"

ইরাণী তাড়াতাড়ি কাগজের একটা মোড়ক এনে "এই চিনি রইলো" ব'লে পকেটে দিলে।

"ও আমি বার করতে পারবো না, দেখিই না ওদের চা কেমন হয়।"

"সে মুখে করতে পারবে না, দেখো। উড়ে কথাটা কিন্তু···"

"মনে আছে রে মনে আছে। নামটি কি জানিস?"

"উড়েদের যেমন হয়, বাংলা দেশ খুঁজলে মিলবে না, সে এক বিদ্‌কুটে নাম, আমার মুখে আসবে না, মামা।"

গোপীনাথ বেরিয়ে পড়লো।

২৮

বেচারা সাদাসিদে সেকেলে ধরনের লোক। দালালী করে, পয়সা আসে,—সেই তার সবার বড় নেশা। এক জন মেদিনীপুরের মুহুরী আছে—খাতা লেখে, হিসেব রাখে।—অধিকন্তু গান গায়। গোপীনাথ ফরমাস ক'রে শোনে। মুহুরী বলে—"সুরে আপনার দখল এসে গেছে, সকলের আসে না বাবু।" এই রুটিনই নিত্য চলে।

ইরাণীর কথায় গোপীনাথের সন্দেহ মাত্র জাগেনি।

গোপীনাথকে আসতে দেখে কিংশুক এগিয়ে এসে নমস্কারান্তে "আসুন—আসুন" ব'লে অভ্যর্থনা ক'রে নিজের কামরায় নিয়ে গিয়ে বসালে।

তাকে সুবর্ণবাবুর বাসায় আসতে কিংশুক পূর্ব্বেই দেখেছিল,—নিশ্চয়ই ওঁদের কোন আত্মীয় বা বন্ধু হবেন।

গোপীনাথ উড়ে ভাষায় আরম্ভ করলে,—"আপনার কাযের ব্যাঘাত করলুম না তো? ও-বেলা আপনার ভৈরবী শুনে আমার বড় ভালো লেগেছিল—তাই আলাপ করতে এলুম। চা-ও খাওয়া হবে, গানও শোনা হবে।"

কিংশুক একদম অবাক্। সহসা যেন অভাবনীয় কিছু ঘটে গেল। গোপীনাথের কথা কতক বুঝলে, কতক বুঝলে না। ভাবলে—ও রে বাপ্ রে, ইনি যে খাজা উড়ে! বললে,—"মাপ করবেন, আপনাকে দেখে আমি বাঙ্গালীই ঠাউরেছিলুম। দয়া ক'রে এসেছেন—যা জানি, নিশ্চয়ই শোনাবো,—জল ফুটছে, আগে চা-টা খাওয়া হোক।"

গোপীনাথ উড়ে ভাষায় খুব অ্যাক্সেণ্ট দিয়ে দিয়ে বলতে আরম্ভ করলে,—"পুরীর সমুদ্রতীর আমার বড় ভালো লাগে, অমন দৃশ্য আর

কোথাও দেখিনি, বহু পুণ্য থাকলে ওসব স্থানে বাস হয়,…জগবন্ধু-দর্শন, মহাপুরুষ-দর্শন, মহাপ্রভুর পদরজলাভ কি কম ভাগ্যের কথা,”—ইত্যাদি।

কিংশুক চায়ে চিনি দিতে যাচ্ছে—

সহসা,—“ময়দা দেবেন না, ময়দা দেবেন না, আমরা চিনি খাই, আমার কাছে চিনি আছে”—ব'লে পকেট থেকে মোড়ক বার করায়—

কিংশুক হতভম্ব মেরে গেল, হাতের চামচখানা চিনির কৌটোর মধ্যে প'ড়ে গেল।—

—“আপনাকে ময়দা কে বললে,—এও তো চিনি।”

“চিনি? তবে যে,…তবে দিন—তবে দিন”।

কিংশুক থ হয়ে গিয়েছিল, শেষ বললে,—“এক মিনিট সবুর করুন, শুধু চা-টা খাবেন না, সামান্য কিছু…”

গোপীনাথের উড়ে ভাষার কামাই নেই—দু'হাত তুলে মাথায় ঠেকিয়ে বললে,—“ক্ষমা করুন, চায়ের সঙ্গে আর মহাপ্রসাদ চিবুতে পারব না, তার চেয়ে একটা মুলতান কি গৌরী চালান, কানে শুনি”।

কিংশুক বড়ই সমস্যায় প'ড়ে গেল—“উড়ে ভদ্রলোকটির মাথা খারাপ না কি!”

সে তাড়াতাড়ি কলকেতা থেকে আনানো দালমুট, নিম্‌কি আর দু'টো দানাদার, প্লেটে ক'রে এনে হাজির ক'রে দিলে।

“অ্যাঁ—এ যে আমাদের কলকেতার দানাদার। কলকেতায় ছিলেন বুঝি? আপনাদের পুরীর জল-হাওয়া ভালো হলেও—জলখাবার ভাল নয়। তবে আসল জিনিষ, এক জগন্নাথেই সব দাবিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ,—আপনার চক্ষু কেমন আছে,—তিনি চোখে পড়েছিলেন না কি? পাদরীরা চোখে কড়িকাঠ পড়বার কথা

বল্লেন,—এ যে তার চেয়ে ভয়ঙ্কর! হুঃ,—হিঁদুর ওপরে কারুকে আর যেতে হয় না! আপনাদের গা-সওয়া গৃহ-দেবতা, তাই রক্ষে;—আঙ্গুল থাকলে কিন্তু—বাপ্”—

গোপীনাথের মুখে দালমুট যেন উড়ে ভাষায় সান দিয়ে ‘ড়’ নিয়ে গড়িয়ে বেড়াচ্ছিল!

কিংশুক তখন ভাবচে,—“ব্যাপার কি, এ কি বিপদ! ভালো পাগলের পাল্লায় পড়লুম! ডেপুটী-বাবুর এটি কে? অভদ্রতা না হয়,—হাসতেও পারি না। এ সব কথাই বা পেলেন কোথায়?—আচার্য্য-মশাইয়ের সঙ্গে আলাপ আছে না কি? ও বাড়ীর কেইবা এ সব কথা বলতে পারে?” মুখে একটু হাসির ভাবও এলো,—না, তা কি সম্ভব,—তিনি কি—

আর থাকতে না পেরে কিংশুক বললে,—“গানে যখন আপনার এত অনুরাগ, আপনার পরিচয় যে জানতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে, যদি……”

“আমার নাম—‘গোপীনাথো’ নিবাসো সান্তড়াগছী।”

শুনে কিংশুকের আর সন্দেহ রইল না,—উড়েই তো। নানা রকম ভাবছিলুম,—যাক্ রহস্য নয়। তবে আচার্য্য-মশার……

গোপীনাথও পালটা পরিচয় শুনতে চাইলেন। কিংশুক বললে,—“নিবাস কলিকাতা, বেন্টিং ষ্ট্রীট্……”

গোপীনাথের ভ্যাবচ্যাকা লেগে গেল। চীনে-ম্যান্ না কি?—রংটা তাই বটে, চেনবার যো নেই! কিংশুক, মিংসুই, সিন্‌ফুং, এ সব তো চীনেদেরই নাম।—ওঃ, জুতোর ব্যবসা। তা না তো কাছায় গিনি বাঁধে!—পূজো গেছে কি না। ছি ছি, চা'টা খেলুম। ইরাণী যে বললে—উড়ে।—মেয়েমানুষ, এতো কি করেই বা বুঝবে! আমরাই পারি না।

গোপীনাথের মুখখানা কেমন ব্যাজার ব্যাজার হয়ে গেল।—কিংশুক সেটা লক্ষ্যও করলে।

গোপীনাথ জিজ্ঞাসা করলে,—"বেন্টিং ষ্ট্রীটে তো দোকান রাখেন, আদি নিবাস ?"

"শুনেছি, ইংরেজ আমলের আগে থেকেই কলকাতায় বাস।"

"ইংরেজ আমলের আগে থেকে! হতেই পারে না; চীনেরা তো তার অনেক পরে এসে দোকান করেছে। আমি ব্রাহ্মণ, আমাকে কিছু না বলেই চা, মিষ্টান্ন সবই…আমাকে যে বললে, আপনি উড়ে, এখানে স্বজাতি না থাকায় উড়ে ভাষা শুনতে পান না,—মন-মরা হয়ে থাকেন,—তাই তো আমি…"

কিংশুক এইবার হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলে,—"আপনি নিজে কি ? উড়িষ্যাবাসী—উড়ে তো ?"

"আমি উড়ে হতে যাবো কেনো,—খাস্ বাঙ্গালী!—বললুম তো—নিবাস সাঁতরাগাছি। এই পাশেই তো আমার দিদিদের বাসা; ভাগ্নীদের দেখতে এসেছি। হয়রাণী দেখছি…"

কিংশুক সন্দেহ করেছিল,—এখন আর ব্যাপারটা বুঝতে তার বাকি রইল না। মনের উপভোগ্য আনন্দটা চেপে সে একটু সশব্দেই বললে,—

"তা আমাকে এখন ঠাওরালেন কি ?

গোপীনাথ এতক্ষণে উড়ে কথা ছেড়ে বাংলা ধরলেন,—"কিছু ঠিক করতে পারছি না।" বললে—উড়ে,—নাম-ধাম দেখছি চীনাদের,—কথা কইছেন বাঙ্গালীরই মত! আলাপ করতে এসে মনটা বিগড়ে গেল!—বেটী সেই ছেলেমানুষই আছে, কোনো আক্কেল হয় নি! বোধ হয়, সে নিজেও ঠাওরাতে পারে নি—আমরাই পারি না!—"তা

আপনি তো বেশ বাংলা কথা কন,—ধরবার যো নেই। বিবাহ হয়েছে ?"

"আজ্ঞে—না।"

"তা এ দেশে কি করেই বা হবে! তা হ'লে—বিবাহ-টিবাহ করতে দেশে যেতে হয় ?"

কিংশুক ও-বাসার মাতুলের সমীহ সম্মান রেখে কথা কওয়া উচিত বিবেচনায়, এ ব্যাপার আর বাড়তে দিলে না। বললে,—"আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, আপনাকে যিনি আমার সম্বন্ধে বলছেন, তিনি-বোধ হয় উড়ে,—দল বাড়াতে চান ;—ওটা স্বাভাবিক কি না..."

"তবে আপনি কি ?—সত্য পরিচয়টা বলুন তো, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না, আমাকে বোকা বানিয়ে দিলে যে—"

"নাম আর নিবাস তো পূর্ব্বেই আপনাকে বলেছি। আমরা —বারেন্দ্রশ্রেণী—'কাপ্' ।"

"তাই নাকি ? তবে তো আমাদেরই ঘর—স্বঘর। মেয়েটা পাগল না কি, বেটী তো ভারি ঠকিয়েছে,—যাই আগে..."

উভয়ের হো হো শব্দে হাসি প'ড়ে গেল।

গোপীনাথ অপ্রস্তুত হয়ে বললে,—"ছি ছি—আপনি আমাকে কি মনে করছেন !"

"আপনার দোষটা কোথায় ? আপনি যেমন শুনেছেন। বরং অন্তের দুঃখে আপনার সহৃদয়তা ও সহানুভূতির পরিচয়ই পেলুম। আগাগোড়া ভিন্ন ভাষায় কথা কওয়া কি কম কসরৎ। খুব রপ্ত তো !"

গোপীনাথ মাথা নেড়ে,—"ছি ছি, বড় লজ্জা পেলুম। কিছু মনে কর্‌বেন না..."

কিংশুকের মধ্যে তখন এমন একটা আনন্দ তাল পাকিয়ে মাথা-

ভাঙা ঢেউয়ের মত তোল্‌পাড় আরম্ভ ক'রে দিয়েছে যে, সে আর থাকতে পারলে না, চট্‌ পাশের ঘরে উঠে গেল।

গোপীও যেন পালাতে পারলে বাঁচে, গান শোনার কথা পর্য্যন্ত ভুলে গেছে।

"এখন গৌরীই লাগবে ভালো" বলতে বলতে এসরাজ হাতে করে এসে কিংশুক পরদা ঠিক কর্‌তে বসে গেল।

"আমার কেবল সুর সাধা" বলে ছড়ি টেনে গৌরীর মুখটা ভেঁজেই কিংশুক গান আরম্ভ করে দিলে। একে সুকণ্ঠ, তায় শেখা বিদ্যা, —ক্রমে সন্ধ্যা যেন শুনতে এসে ঘরে ঢুকে পড়লো—জমে বসলো। কারও হুঁস নেই! চাকর আলো নিয়ে আসতে চটকা ভাঙলো। কিংশুক স'মে এসে থামলো।

"—আর একটা শুনবেন কি?"

মুহুরির গান-শোনা-জহুরী তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন,—"এখনো যেন শুনতে পাচ্ছি,—বাঃ! অন্য গান আজ আর নয়।"

"বাঃ! আর নাঃ" ছাড়া গোপীনাথের আর কথা বেরুল না। সহসা দাঁড়িয়ে উঠে,—"কালই চ'লে যাচ্ছি, আবার শীঘ্রই আসবো, বাবাজি,—তোমাকে ছাড়ছি না। আজ চললুম,—বাঃ!"

কিংশুক সঙ্গে সঙ্গে এসে সুবর্ণবাবুর গেট পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে, নমস্কার করে বিদায় নিলে।

* * * *

ইরাণী মামার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। সাদাসিদে মামাটির ওপর তার সব জোর—সব আব্‌দারই অবাধে চল্‌তো, সে জানতো—কলের সায়েব আর পাটের বাইরে—মামার বুদ্ধি—ডিকটেশনের পথ ধরে চলে।

আলাপটা কি রকম হল শোনবার জন্যে তার প্রাণটা ছটফট করছিল। সে এগিয়েই ছিল।

"যাঃ তুই ভারি ছেলেমানুষ। আমাকে বোকা বানিয়ে দিলি! ছিঃ! সে উড়ে হতে যাবে কেন! তোর এসব কি পাগলামী? অমন ভদ্র, অমন সুন্দর ছেলে? ছি!"

"উড়ে নয়? তা কি করে জানবো মামা,—আমার তাহলে ভুল হয়ে থাকবে···"

গোপীনাথ বললে,—"তাইত বলি, ভুলই করেছিস্।"

বলতে বলতে বাড়ীর মধ্যে পৌঁছে গেল।

মন্দাকিনী-দেবী বললেন,—"কোথায় এত ঘুরে বেড়ান হচ্ছে, টোপিদের বাড়ী বুঝি?"

"না, এই পাশের বাসায় গান শুনতে গিয়েছিলুম, দিদি! কি সুন্দর ছেলেটি যেমন দেখ্‌তে, তেমনি বিনয়ী, আবার সুকণ্ঠও তেমনি,—হীরের টুকরো!—আমাদের স্বঘর গো দিদি! আমি কি খবর না নিয়ে আসি! ভগবান ঘরের পাশেই অমন সুপাত্র এনে রেখেছেন, আর ইরার বর পাও না।"

ইরা দুড়দুড় করে অন্য ঘরে পালালো।

মন্দাকিনী-দেবী মেরুদণ্ড সিদে ক'রে বললেন,—"ঐ যে চেয়ার জুড়ে বসে আছেন!—মানুষ কি?—ঢের বলেছি ভাই। এদ্দিন গাছপাথরকে বললে···"

সুবর্ণবাবু একটু মিঠে হাসি টেনে শ্যালককে বললেন,—"তোমার দিদিকে একটু সবুর করতে বল,—অনেকটা হয়ে এসেছি,—অল্পই বাকি। তার পর বললেই হবে।"

"শুনলি!"

"না—ওসব কথা নয় দিদি,—ও পাত্র ছাড়া হবে না। আমি শীগ্‌গিরই আসছি, এ করতেই হবে—তা যা লাগে আর যত লাগে ?"

সুবর্ণবাবু বললেন,—"ইস গৌরী সেন যে! তোমার ভগ্নিপতি পাটের দালালী করে না—"

"আপনাকে ত খরচের কথা ভাবতে বলছি না…"

"ত্যাখ ভাই লক্ষ্মীটি আমার, তুই যদি পারিস। তাহলে বাছার কলকাতার বাড়ী সাতখানাও বাঁচে, সাত ভূতে খাচ্ছে! শুনে পর্য্যন্ত—"

"তাই নাকি, সা-ত-খা-না! সে সব আমি দেখে নেবো, সে ভারও আমি নিলুম।"

সুবর্ণবাবুকে লক্ষ্য করে মন্দাকিনী-দেবী বললেন,—"শুনলে মানুষের কথা ? শোনো—ভালো করে শোনো…"

সুবর্ণবাবু বললেন,—"বেইমানি করবো না, তোমার কাছেও কম শুনিনি,—তা হোক আবার বলো গোপী—আরও শুনাও ভাই—"

মীরা চক্ষু নত করে হাসলে।

তারপর রাত বারোটা পর্য্যন্ত কিংশুক সম্বন্ধে ভাই-বোনের কথা আর শেষ হয় না! মন্দাকিনী-দেবী কথিত সে একখানি বৃহৎ ও বিশুদ্ধ ভাগবত।

২৯

শরৎ-শোভায় মধুপুর ভরপুর। ক্ষেতভরা সবুজ সৌন্দর্য্য, বাগানভরা ফুল, শাখে শাখে শাখী, পথে পথে প্রিয়দর্শন পথিক, হাফ প্যাণ্ট ও পাঞ্জাবীর প্রসেসন! কেউ সহাস, কেউ সধূম,—সকলেই আনন্দমুখর—ভাবনা-চিন্তার বাইরে। সর্ব্বোপরি স্বাস্থ্য-সুন্দর সুপুষ্ট

সাঁওতাল-রমণীদের রহস্য-রসসিক্ত অবাধ সঙ্গীত চারিদিকে আনন্দ সিঞ্চন করছে।

অসীম আকাশ, অবাধ বায়ু, সুদূর-প্রসারী হরিৎ শোভা, স্বাস্থ্য-স্বচ্ছল যৌবন। বিশ্বের এই বহিরৈশ্বর্য্যের বিস্তৃত পটে ক্ষুদ্র ব্যথা-বেদনার অবকাশ নেই,—নজরেও তা পড়ে না। কোথাও থাকলেও নগণ্য হয়ে যায়।—

—তাদের স্থান নিভৃতে, নিরালায়, কুটীর-কক্ষে আর পীড়িতের বক্ষে। আকাশ যেখানে ছাদের আবরণে পরিচ্ছিন্ন, বায়ু যেখানে দীর্ঘশ্বাসে আবিল—উত্তপ্ত, প্রাচীর যেখানে দৃষ্টির বাধা সৃষ্টি করেছে, সবই যেখানে অবাধের প্রতিবাদ—তাদের স্থান সেইখানে।

এত দিন উৎসাহ-উদ্যমে আত্মরক্ষার উপায়কল্পে তূণ শূন্য ক'রে, মাতঙ্গিনী ভগ্নহৃদয়ে নিজেই শেষ শরশয্যা নিয়েছেন। আশা নাই, সুখ নাই, স্বস্তি নাই, দিন দিন মলিন ও ক্ষীণ। একা থাকতেই চান। কার কাছে আর অভিমান করবেন, ভগবানের কাছেই করেন,—শেষ মৃত্যুও চান। আর তার চেয়েও বড় ক'রে চান, অনামুখো নন্দার কাছে এমুখ আর না দেখাতে হয়।

ভাবেন, আমার না ছিল কি! এমন কয় জনের থাকে! রূপে গুণে বিদ্যায় ঐশ্বর্য্যে রাজা স্বামী, তাঁর পর্য্যাপ্ত সোহাগ,...আর ভাবতে পারেন না,—চোখ ফেটে প্লাবন আসে!—"আমার স্বামীপ্রীতি · সে কথা আমি আর কাকে বোঝাবো,—শুনতেই বা আর চায় কে?"

এই 'চায় কে'র মত অবলম্বনশূন্য অসহায় অবস্থা, আর নিজের কাছেই তার হীনতা ও প্রকাশের লজ্জায় তিনি আকুল অশ্রু মোচন করেন। শেষ পর্য্যন্ত অভিমানের আশ্রয়ে ফিরে একটু স্বস্তি পান।

—"ভগবান! বিনা অপরাধে তুমি আমার কেনো এ সর্ব্বনাশ

করলে! আমাকে সব দিলে—সন্তান দিলে না কেনো? তুমি না দিলে আমি দেবো কি ক'রে? এ অপরাধ কি আমার—আমার কি অসাধ ছিল? মা হবার সাধ যে আমাদের সকল সাধের বাড়া—তা তো তুমি জানো। তার জন্যে আমি কি না করেছি, ঠাকুর!"

মাতঙ্গিনী শয্যাতেই প'ড়ে থাকেন, কেবল ভাদুড়ী-মশা'র আহারের ব্যবস্থাটা নিজে করেন।

আচার্য্য-মশাই সংবাদ নিতে এলে আর পূর্ব্বের মত উৎসাহে কথাবার্ত্তা হয় না, সংক্ষেপেই সেরে—সরিয়ে দেন। তাঁকে ক্ষুব্ধচিত্তে ফিরতে হয়। সান্ত্বনার কথা কইতে তাঁর সাহস হয় না,—শুনতে হয়, "ক্ষমা করুন, আমাকে আর আশ্বাসের কথা শুনিয়ে অপমান করবেন না। আমরা নির্ব্বোধ অসহায়া, আপনাদের খেলার পুতুল।"

অপরাজেয় আচার্য্যকে পরাজয়ের আঘাত নিয়ে, নীরবে অপ্রতিভের মত ফিরতে হয়। তিনি মাতঙ্গিনীর মনের অবস্থা বোঝেন, কথা বাড়ান না।

এক দিন ব'লে ফেললেন,—"যদি এমন কিছুই সন্দেহ ক'রে থাকেন তো এ ছেলে কোনো দিনই তা সম্ভব হতে দেবে না মা…"

মাতঙ্গিনী কেঁদে ফেললেন, "ওই 'মা' বলার কেউ এলো না বলেই না আমার এই দুর্দ্দশা, বাবা! তার ক্ষিদেয় যে দিনরাত কাতর—সেই হ'ল অপরাধী!—অন্তর্যামীও কি"—

আচার্য্য সে দিন ব্যথা আর বিদায় নিয়ে আসেন।

ভাদুড়ী-মশাই আসেন। কাছে ব'সে কুশল জিজ্ঞাসা করেন। মাতঙ্গিনী একটু গুটিয়ে সামনে স'রে শয়ন করেন,—ফিকে হাসির পর্দ্দা টেনে বলেন—"ভালো আছি।"

সে 'ভালো আছি' ভাদুড়ীর কানে ভালো সুর দেয় না, কিন্তু

আগেকার মত সহজভাবে কথাও বাড়াবার সাহস তাঁর আসে না, বলেন—"তবে অমন ভাবে প'ড়ে থাকো কেনো ?"

আবার সেই পাতলা হাসি, বিষাদ সুরই পান। মাতঙ্গিনী বলেন, "সংসারে শুয়ে থাকতে পায় ক'জন ? রাজরাণীর সুখ-ভোগটা শেষ ক'রে নিচ্ছি গো।"

"না মাতু, ও সব কথা নয়। সে দিনকার তোমার সে কথা শুনে আমি আনন্দ প্রকাশ করিনি,—কি জানি, যদি তুমি ঠিক বুঝতে পেরে না থাকো। এখানে মেয়ে ডাক্তারও নেই, ভাবছি, তারিণীকে পাঠিয়ে কলকেতা থেকে এক জনকে আনাই। তার আগে ও কথা অন্যের কানে না গেলেই ভালো। তুমি অমন ভাবে প'ড়ে থাকলে কি চলে ?"

"তা হ'লে এখানে কে থাকবে স্থির করেছ—বন্ধ তো ফুরিয়ে গেছে ;—কলকেতায় ফিরলেই তো হয়।"

ভাদুড়ী-মশাই ঢোক গিলে বলেন,—"এত দিন পরে শরীরটে একটু ভাল বোধ করছি, তাই। বোধ হয়, আগে বেরুতুম না বলেই উপকার পাইনি। তা ছাড়া যা মানসিক ক'রে আসা, তাও তো বাকি রয়েছে মাতু"—

"ওঃ,—সে আর দরকার নেই, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি—আর নয়। তা বেশ তো, তোমার ভালো বোধ হয় তো থাকো না,—আমাকে বরং নবনীর সঙ্গে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, এখানে আর মেয়ে ডাক্তার এনে কায নেই ; মিছি মিছি কতকগুলো টাকা বরবাদ। যাতে দু'জনেরই সুবিধে হয়, তাই করাই তো ভালো ! আমি সামনে থাকলে দুশ্চিন্তা থাকবেই, শরীর ভালো বোধ করবার মুখে মন স্বচ্ছন্দ রাখাই ভালো। নয় কি ? তাই করো।"

ভাদুড়ী বলবার মত কথা খুঁজে পান না। বলেন—"আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না মাতু"—

"তুমি তো এখন রোজ বেড়াতে বেরুচ্ছো; কষ্ট ক'রে একবার ডিপুটী-বাবুর বাড়ী যেও না। সুবর্ণ-বাবুরা বড় ভালো লোক, দেখো দিকি, আমি যা বলছি, তাঁরাও সেই পরামর্শ দেন কি না। যাতে সব দিকে সুবিধে, সেইটেই তো লোক খুঁজবে গো"—

মাতঙ্গিনী অন্য দিকে মুখ ফেরান, কারণ, দুর্ব্বল মনটা না মুখের ওপর ধরা দেয়, চোখের জল না অভিমানকে অপমান করে।

মাতঙ্গিনীর কথাগুলো আগেকার অভ্যস্ত সুরে আর বাজে না,—এ যেন আর কে কথা কইছে!—ভাদুড়ীকে ভালো লাগেনা। কিন্তু অবস্থা এমনি যে, তুলনাও তুলতে পারেন না—পাছে আরও কিছু শুনতে হয়। সেই 'কিছু'টাই সজাগ হয়ে তাঁকে সাজা দেয়।

তিনি মাথা চুলকে বলেন—"ঠাকুরের কাছে মানসিক করেছ"—

বাধা দিয়ে মাতঙ্গিনী বলেন,—"বেশ তো, ইচ্ছা হয়, পুজা পাঠিয়ে দিতে তো বাধা নেই। আমি নাই বা রইলুম"—

ভাদুড়ী-মশাই বোধ হয় একটু বিরক্ত হয়েই ব'লে ফেললেন,—"ওটা কি আমার ইচ্ছায় হচ্ছিল মাতু? আমি কি ছেলে ছেলে ক'রে—"

শুনে মাতঙ্গিনীর সর্ব্বশরীর জ্ব'লে যায়।

তিন দিন আগে ভাদুড়ী-মশাই কলকেতার ঠিকানায় গোপীকে যে চিঠিখানি লিখতে ব'সে, কয়েক মিনিটের জন্যে কার্য্যান্তরে উঠে গিয়েছিলেন, তার সেই অসমাপ্ত কয়েক লাইন তাঁর অজ্ঞাতে মাতঙ্গিনীর চক্ষে প'ড়ে যায়। তা ছিল,—"দেখা না ক'রে হঠাৎ কলকেতায় চ'লে যাবার কারণ বুঝলাম না। তুমি কি তামাসা ভাবলে না কি? না

বিশ্বাস করলে না? নিশ্চয়ই কোনো জরুরি কায মনে পড়ায় যেতে বাধ্য হয়ে থাকবে। যা হোক, ফেরবার সময় দু একটা present করবার—উপহার দেবার মত পছন্দসই জিনিষ যা—"

বাকিটুকু মাতঙ্গিনী সহজেই সমাপ্ত ক'রে নেন এবং সেই সমাপ্তিটাই তাঁকে ক্ষিপ্ত ক'রে দেয়।

তাই উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন,—"বাড়ীতে একটু কাজলের অভাব বোধ করনি? সে খোঁচার বিষ হজম করতে হয় কাকে? সে বিষ নাবিয়ে আত্মরক্ষার ভার সমাজ যে দয়া ক'রে আমাদেরই ওপর দিয়ে রেখেছেন! যাও, খাবার বেলা হয়ে যাবে, নেয়ে নাও গিয়ে, আমি গেলে তখন যা হয়..."

মাতঙ্গিনী পাশ ফিরলেন,—সনিশ্বাস একটি কাতর 'মা' শব্দ শোনা গেল।

ভাদুড়ী সত্যই ব্যথিত হলেন,—বললেন,—"রহস্য ক'রে কবে কি বলেছিলুম, সেটা তুমি আজো মনে ক'রে রেখেছ মাতু, আমি কি সত্যই—"

"সত্যি না হলেও আমার কাছে সেটা তো মিথ্যে ছিল না, যাও, নাও গে—"

"যাচ্ছি, তা তুমি অত যাবে যাবে করছো কেন, মাতু? একা আমি—"

"তুমি বুঝছো না কেন? এখন দরকার হয়েছে গো—দরকার হয়েছে,—তাই। আবার তোমার দরকার হয় তো এনো। বলছি, বেলা হোলো..."

"আচ্ছা যাচ্ছি,—" এই ব'লে তিনি প্রাণে পীড়া, মনে অস্বস্তি, মাথায় চিন্তা আর শরীরের ভার নিয়ে অতি কষ্টে উঠলেন। যাবার

সময় মাতঙ্গিনীর গায়ে হাত দিয়ে কাতর কণ্ঠে বললেন,—"তুমি ওঠো মাতু,—আমি বড়…"

উদাসভাবে ধীরে ধীরে পরের মত চ'লে গেলেন।

ভাদুড়ী-মশাই চ'লে যাবার পর,—মাতঙ্গিনী শয্যার প'ড়ে প'ড়ে ফুলে ফুলে কাঁদলেন।—"আমি কি জানি না, আমাকে কত ভালবাসতেন! বিবাহের পর এক দিনও কি যেতে দিয়েছেন, না আমি সে কথা মুখে আনতে পেরেছি? কোনো দিন কি তা মনেই এসেছে! কিন্তু আজ যে এখানে আমার স্থান নেই। কষ্ট হবে, তা তো জানি, কষ্ট হবে জেনেও যে যেতে হবে! আমার আর কোন্ পথ আছে ঠাকুর! এত বড় অপমান সইবার মত ব্যবহার যে কোনো দিন পাই নি। এত কৃপার পেছনে এই চরম দুর্দ্দশা কি আমার শেষ পাওনা! কোন্ অপরাধে, ঠাকুর? আমি যে আর পারছি না। স্বামী তো আমাকে কোন দিন অবহেলা করেন নি, এ মতি-গতি তাঁর—

—"তবে কি সত্যি নয়, আমারই বোঝবার ভুল? তিনি ত ও রকম রহস্য যখন তখনই করেন,—যদি তাই হয়!"

দ্বিধার মাঝে মাতঙ্গিনীর গ্লানি এলো,—আমি এ কি করলুম। কেনো আমি অত বড় মিথ্যার আশ্রয় নিলুম। সে প্রবঞ্চনা যে আজ আমার পাঁজরা পিষছে। তখন দুর্ব্বল নিরুপায় নারীর আত্মরক্ষার ওইটাই যে শেষ অস্ত্র হয়ে মুখ থেকে বেরিয়েছিল। আমি যে কি অবস্থায় বলেছিলুম—তা ত তুমি জানো, ঠাকুর। চোখের সামনে যার ভাগ্য ভাঙছে, তার বিচারের অবকাশ কোথায়? আমি এ প্রবঞ্চনার পীড়া যে আর সইতে পারছি না।

—"কিন্তু অতটা কি অভিনয় হবে? এতটা আত্মহারা যে, গুপীর সামনে তারই ভাগ্নীর জন্যে পাগলের অভিনয়! তাকেই কি না

জিজ্ঞাসা—"কি অপূর্ব্ব ভাব লক্ষ্য করেছ? না হাসলেও হাস্যময়ী!—'লাবণী' কথাটা পড়াই ছিল, আজ চোখে দেখলুম,"—পোড়া কপাল! ছি, ছি,—কি লজ্জার কথা!

—"নাঃ, মোহে যখন এতটা মাথা খেয়েছে, এখন আমার থাকা কেবল—আপদ হতে আর অপমান হতে,—মিছে কথা কওয়াতে আর মিছে কথা শুনতে। এ তো ছেলের অভাবেও নয়, এ যে রূপের মোহে! নাঃ, আপদ হয়ে থাকা—

"এ কি করলে, ঠাকুর? আমার স্বামী, আমার ঘর অন্যে দিয়ে আমি কোন্ মুখ নিয়ে কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবো! এ ব্যথা আর কে বুঝবে গো! যে বুঝবে—স্ত্রীলোকের যার ওপর সকল জোর, সকল আব্দার, যে—" তাঁর বুক ঠেলে দীর্ঘনিশ্বাস বেরুলো। "কি করলে, ঠাকুর"...

আজ তাঁর মাকে মনে পড়লো। প্রাণের কাতর উচ্ছ্বাসে মায়ের কোল খুঁজতে লাগলেন,—ব্যথিতার শান্তিনীড়,—শেষ আশ্রয়।

চিন্তাভারাক্রান্ত ভাদুড়ী-মশাই অন্যমনস্কভাবে গিয়ে বারান্দায় সেই শালকাঠের 'সলিড্' সম্পত্তির ওপর তেল মাখতে বসলেন।

মাতঙ্গিনীর এতটা মলিন মুখ তিনি কোনো দিন লক্ষ্য করেন নি। "শরীরে অসুখ অস্বস্তি থাকলে—দৃষ্টি এত কাতর হবে কেন? গুপী কিছু বলে নি তো?" শিউরে উঠলেন। আমাকে ফেলে বাপের বাড়ী তো কোনো দিন যেতে চায় নি। তবে ও-অবস্থায়, বিশেষ প্রথমবার,—মা থাকলে,...তা মাও তো নেই। এ সেই গুপে রাস্কেলের কায,—লোফার!

ভাদুড়ী-মশাই মাতঙ্গিনীকে অন্তরের সহিত ভালবাসতেন, অভিন্নই ভাবতেন। মাতঙ্গিনীই তাঁর সব। ঘরে মাতঙ্গিনী, আর বাইরে

মক্কেল,—এই তো ছিল তাঁর আনন্দের জিনিষ—সব-কিছু! হঠাৎ গুপী এসেই না মাঝখানে দাগ টেনে দিয়েছে।—'হ্যাঁ দেখবার জিনিষ বটে,—সেটা স্বীকার করতেই হয়!'

"কৈ, মাতু তো আমাকে কোনো কথা বললে না! তার কথা আমি কবে শুনিনি? সে কি আজ আমাকে পর ভাবছে? যদি কিছু—তা আমি তাকে না ব'লে তো…"

ওই 'বলাটার' কাছে এসেই আটকে যান! সেটাকে ঠেলে রাখতে চান।

তিন বছর আগেকার কথা তাঁর মনে পড়লো,—বসন্তে দেড় মাস যখন তিনি শয্যাশায়ী,—শেষ নিউমোনিয়া। চাকর-দাসী সব পালালো, পোষ্য আত্মীয়রা স'রে গেল, নিজে অজ্ঞান। ডাক্তার-বদ্যি জীবনের আশা কেউ দেয় নি। একা মাতঙ্গিনীই—আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে—তাঁর শয্যা ছাড়েন নি।

—"বদ্যির কাছে শুনেছি—সেই আমায় বাঁচিয়েছিল,—সে সেবার মধ্যে এমন ফাঁক ছিল না যে, যম নিয়ে যায়। ডাক্তার-বদ্যি বলেছিলেন, —'রোগীর সেবা অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন খাড়া পাহারা দেখি নি!'

—"জ্ঞান হলে মাতুর মুখের দিকে চেয়ে চমকে গিয়েছিলুম। ভয় হয়েছিল। যে দিন পথ্য দিলে, চোখের জল সামলাতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে যায়! আমি পথ্য পেলে তবে অন্ন গ্রহণ করে!

"আজ সে যাবো যাবো ক'রে এত ব্যস্ত হয় কেনো! তার যাবার কথা তো আমি ভাবতেই পারি না!—তবে, তা যদি হয়, মাতুকে রাজি না ক'রে কি…

"কৈ গুপী তো আর দেখাও করলে না, চিঠিরও—তার মানে কি?"

সহসা মাতঙ্গিনীর কণ্ঠ কানে এলো, "কি গো, কত বেলা হয়েছে

তা জানো! সকাল থেকে ত কিছু মুখে দাওনি দেখছি। যা রেখেছিলুম, তেমনি ঢাকাই তো প'ড়ে রয়েছে। আমাকে এ কষ্টটা আর দিও না—" বলেই চোখের জল সামলাতে চ'লে গেলেন।

'আমাকে এ কষ্টটা আর দিও না'—মাতঙ্গিনীর এই ছোট্ট কথাটির অন্তর্নিহিত শক্তি, মোহের মহান্ প্রভাবের উর্দ্ধে উঠে মস্ত বড় হয়ে বাজলো। ভাদুড়ী-মশাই তাড়াতাড়ি স্নান করতে গেলেন।

এক দিকে পরিণত প্রেমের নিবিড় মগ্ন-অনুভূতি, অন্যদিকে সহসা-দৃষ্ট উচ্ছল যৌবনের প্রথম দীপ্তি। একটি জ্যোৎস্না, অন্যটি বিদ্যুৎ। কোনটিই অসুন্দর নয়।

মানুষ যাকে নিজের বলতে পেরেছে—নিজের ব'লে পেয়েছে, তার মোহ যে কেটে গেছে।—তাকে তো আর মূল্য দিতে হয় না। অপ্রাপ্তেরই তো প্রভাব বেশী।

মোহ মেটে না, অপরাধও ভেতর থেকে সাড়া দেয়। মানুষ বুদ্ধি বেঁকিয়ে যুক্তির জোরে মনকে বুঝিয়ে খোলসা হতে চায়, কিন্তু ভেতরে কে যে এক জন বুদ্ধির চেয়ে বড় বসে থাকে, সে সায় দেয় না!—ভাদুড়ীর স্বস্তি নেই।

৩০

নবনী কয় দিন পরে কাল কলকেতা হ'তে নবকলেবর নিয়ে ফিরেছে। আপাদমস্তকে একটা সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তন ঘ'টে গেছে। জাপানী দোকানের চুলছাঁটা পছন্দ না হওয়ায়—সাহেববাড়ী গিয়ে শুধরে এসেছেন। এই দ্বিতীয় বার গ্রহণে—ঘাড়ের সার বা হাড় বেরিয়ে পড়েছে। না দিলে কিছু পাওয়া যায় না, নবনী তার প্রমাণ

নিয়ে ফিরেছে,—জুলপি দিয়ে কানের ওপর কতকটা স্থান আদায় করেও এসেছে,—বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

মাতঙ্গিনী দেবীর অবস্থা অত্যন্ত তিক্ত ছিল। নবনীর ফিরতে যত দেরি হচ্ছিল, ততই তাঁর অভিমানের অংশ তার ওপর গিয়ে, রোষে দাঁড়াচ্ছিল। তাকে দেখে তিনি জ্ব'লে গেলেন।

—"এ কি চেহারা হয়েছে! এ মূর্ত্তি কে ক'রে দিলে? গোঁফ ফেলেছিস্ যে বড়! কে আবার মোলো?"

দিদির চেহারা আর অবস্থা দেখে নবনীও চম্‌কে গিয়েছিল, বোধ হয়, তাঁকে ওই ভাবের প্রশ্ন সে নিজেই করতো। মাতঙ্গিনী তাকে নীরব ক'রে দিলেন। প্রবল ইচ্ছা হলেও, ঘরের টেবল-আয়নাখানার দিকে চাইতে তার সাহস হ'ল না। হটেন্‌টটের বাড়ীর cutটা (ছাঁটটা) দেখে নেবার জন্যে মনটা তার মুকিয়ে রইল।

—"খবরদার, এ চেহারা নিয়ে যেন ওদিকে যাসনি,—এখন এক মাস নয়। সেটা ভদ্র লোকের বাড়ী।"

নবনী না কথা কইতে পারে, না হাসতে পারে, মন কেবল আর্সি খোঁজে।

—"এত দেরি হ'ল যে,—অসুখ ক'রেছিল বুঝি?—গলাটা শকুনির ছানার গলার মত দেখাচ্ছে যে—" (এটা অবশ্য—চুল ছাঁটার গুণে)

এতক্ষণে নবনী কথা কইবার পথ পেলে,—মন কিন্তু আর্সিমুখোই রইলো।

বললে—"তোমার কথামত 'মফ্‌চেন' গড়াতেই তো দেরি হ'ল দিদি..."

"মিনার্ভা শাড়ী পেয়েছিস?"

"পেয়েছি,—সুটকেশটা আনি"—

"থাক, এর পর দেখাস। দু'খানা আনলেই হ'ত"...

"বললেই আনতুম।"

"আচ্ছা, এর পর এনে দিস" ব'লে অন্য দিক মুখ ফিরুলেন। পরে বললেন—"খেয়েছিস?—নিজে দেখে শুনে খাস—আমার আর"—

"তুমি শুয়ে রয়েছ কেনো দিদি,—অসুখ করেছে বুঝি?"

"শুয়ে থাকা যে কেউ দেখতে পারিস না, বাড়ী গেলে শুয়ে থাকতে দিবি নি দেখছি। তবে মামার বাড়ীই রেখে আয়"...

নবনী কিছু বুঝতে না পেরে বললে—"এখানকার পূজোটুজো"—

"সে আর দরকার নেই,—ডেপুটী-বাবুর বাড়ী সুবুচুনী-পূজো হলেই হবে।"

অশুভ আশঙ্কায় নবনীর বুকটা শিউরে উঠলো!—ইতিমধ্যে কিছু ঘটেছে না কি!" নবনী আর্সির কথা ভুলে গেল। কেবল বললে—"তা মামার বাড়ী যাবে কেনো দিদি?"

"কোনোখানে তো যেতেই হবে। আমাকে রেখে আয় ভাই। আমি আর এ অপমান সইতে পারছি না, নবনি!"

আপনার ভাইকে পেয়ে মাতঙ্গিনী-দেবীর রুদ্ধ-বেদনা আর বাধা মানলে না, অশ্রু-উৎস খুলে গেল। অভিমানের কান্না সর্ব্বশরীরকে নাড়া দিয়ে আসতে লাগলো।—"তোর অপেক্ষাতেই পড়েছিলুম, নবনী; আমাকে নিয়ে চল, ভাই"—

কিছু না বুঝলেও, সে মর্ম্মান্তিক করুণ আবেদন নবনীর চোখের জল এনে দিয়েছিল। বুঝলে, ব্যাপারটা গুরুতর, কিন্তু কারণ জানে না। তাই সাধারণভাবে দু' একটা সান্ত্বনার কথা কয়ে বললে—"তুমি যা বলবে, যেমন ইচ্ছা করবে, আমি তাই করবো দিদি, তবে ব্যাপারটা শুনলুম না—"

"শোনবার দরকার নেই ভাই, ও না শোনাই ভালো।"

"আচার্য্য-মশাই কিছু জানেন কি?"

"কিছু কিছু জানেন বোধ হয়,—জেনে আর ফল কি?"

সহসা এই অভাবনীয় আঘাতে নবনীর মাথা ঘুরে গেল। যৌবনের জাগরণ আর নব জীবনের সুখ-স্বপ্ন নিয়ে সে যাত্রা আরম্ভ করছিল,—অভিষেকের আসন্ন-মুহূর্ত্তেই অভিশাপের মত এই বিসর্জ্জনের সুর কি ক'রে বাজলো!

উচ্চ থেকে খসা রস-হারা শুকনো পাতা, নীচে পড়ে বাতাসের মরজিমত ঠেক খেতে খেতে যেমন উলটে-পালটে অনির্দ্দেশ্য সরে, নবনীও এক পা এক পা ক'রে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল।

৩১

নিজের নির্দ্দিষ্ট ঘরটিতে ঢুকে,—যেমন ঢুকেছিল, তেমনি অবস্থাতেই নবনী ঘরের মেজেয় দাঁড়িয়ে রইল। মস্তক অবনত, দৃষ্টি ভূমি-সংলগ্ন, অপলক, শ্বাস-প্রশ্বাস স্তব্ধ। সে যে সজীব, ভাল ক'রে লক্ষ্য করলে, তার বুকের ধীর-মন্থর বিস্তার-সঙ্কোচই তার অজ্ঞাতে কেবল সে প্রমাণ রেখে চলেছিল। সে যে কিছু ভাবছিল, তাও বোধ হয় না,—অর্থাৎ স্তব্ধ।

একটা বিড়াল ঘরের এধার ওধার ঘুরে তার পায়ের কাছে এসে মিউ ক'রে একটা করুণ শব্দ করতেই সে চমকে উঠলো। একটা গভীর নিশ্বাস বেরিয়ে গিয়ে বুকের ভার একটু কমিয়ে দিলে।

কিছু না পেয়ে বিড়ালটির গায়ে হাত বুলুতে ব'সে গেল। তাতে

যেন সে একটু আরাম বোধ করলে,—জগতে যেন ওই বিড়ালটিই আছে।

শুভ্রা'কে মনে পড়তে, হারানো জগৎ যেন ফিরতে লাগলো। সে চঞ্চল হয়ে চারিদিকে চাইলো।

আচার্য্য-মশাই কোথায় ?

ব'সে থেকে থেকে সময়টাও নষ্ট করা হয়েছে, শরীরও মাটী করা হয়েছে,—আজকাল তাই চারটে না বাজতেই ভাদুড়ী-মশাই মোটরে চ'ড়ে হাওয়া খেতে বেরিয়ে পড়েন। তাতে ভালই বোধ করছেন, মনে একটু স্ফূর্ত্তিও পাচ্ছেন।

নবনী না থাকায় আচার্য্য-মশারও সময় কাটে না। চতুরী সিংয়ের ভাং খেয়ে আর তাদের সঙ্গে গল্প ক'রে কাটাচ্ছিলেন। আজ ক'দিন তিনিও পায়দলই বল সঞ্চয় করতে লেগে গেছেন। সন্ধ্যার পর ফিরলেও—চতুরীকে ক্ষুণ্ণ করেন না।

তাঁকে না দেখতে পেয়ে নবনী ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো। আর থাকতে না পেরে শেষ পথে বেরিয়ে পড়লো। নিজের অজান্তেই—জানা পথে পা প'ড়ে গেছে! চলেছে লোক খুঁজতে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে রাস্তায়।

"এ কি—নবনী না ?"

নবনী চমকে চাইলে, উদাস দৃষ্টি।

সহাসচ ক্ষ আচার্য্য-মশাই বললেন,—"বা, কলকেতার জল-হাওয়া যে একদম শুষে এসেছ! ক'দিনেই যে চেহারা ফিরে গেছে,—চেনবার জো নেই! আশ্চর্য্য,—কত অল্পের মধ্যে কত বড় জিনিষ

ঢাকা প'ড়ে থাকে ;—উত্তর-মেরু কান ঘেঁষেই জুলপিচাপা ছিল, আর তার জন্যে এদ্দিন কিনা বড় বড় অভিযান চলছিল! ব্রাভো, খুব বার করেছ ভায়া! এলে কখন্ ?"

শেষ কথাটি ছাড়া আচার্য্য-মশার আর কোনো কথাই নবনীর কানে বা প্রাণে স্পষ্ট হয়ে পৌঁছায়নি। বললে—"সাড়ে তিনটের পর।—এখানকার"—বলেই, আচার্য্য-মশায়ের সঙ্গে এক জন হ্যাট্-ধারীকে দেখে থেমে গেল।

"ওঁকে চিনতে পারলে না ? আমাদের প্রিয় বন্ধু মতি-বাবু, অনেক দিন পরে ওঁকে হঠাৎ আজ রাজবেশে, Cruelty to animals নিবারণের (জানোয়ারে দয়ার) ড্রেসে পেলুম।—

—"মানুষের ওপর দয়ার বিধান একেলে মনু মেকলে বানিয়ে রেখে গেছেন,—কিন্তু জানোয়ারের মুখ কেউ চায়নি!—অথচ এ দেশটা জানোয়ারে ভরা,—গউ-মাতা থেকে নাগ-পূজা পর্য্যন্ত প্রচলিত, তাই—জানোয়ারের জন্য যাঁদের প্রাণ কাঁদে, তাঁরা আমাদের কাছে মানুষ নন—দেবতা। মতি-বাবুকে দেখে আজ হিংসে হচ্ছে,—কায করছেন উনিই। ধর্ম্মক্ষেত্র ধরেছেন,—আকরে টানে যে, হবে না—হিন্দুর ছেলে। ভারি আনন্দের কথা। উনি যখনি 'গরুড়াসনে'র কথা জানতে চেয়েছিলেন, তখনই বুঝেছিলুম, সাধারণ মানুষ নন, ওঁর মধ্যে সাধুভাব প্রবল। আমরা অভিধান হয়েই রইলুম।"

নবনী মতিবাবুকে নমস্কার করলে। তিনি নির্লিপ্ত লোক, কিছু শুনতে ত পান না,—প্রতিনমস্কার জানিয়ে ভদ্রতার দেনা শোধ করলেন মাত্র। কথা কইলেন আচার্য্যের সঙ্গে—"তুলসীদাসের রামায়ণের বাংলা অনুবাদ পাওয়া যায় কি ?"

আচার্য্য আনন্দ প্রকাশ ক'রে বললেন—"বাঃ, বরাবরই লক্ষ্য

করছি, আপনার মাথায় খাঁটি জিনিষই খেলে! পাবেন না কেনো,—কিন্তু সে প্রাণের আঁখর কি অনুবাদে মিলবে, সে যে ভক্তি গুলে লেখা!"

"তবু আদর্শ বাছাই ত চলে?"

আচার্য্য-মশাই বললেন—"ওইখানে আমার খটকা আছে। যার প্রকৃতি যে ভাব দিয়ে গড়া—দেখতে পাই তারি ওপরে—সেই ভাবের চরিত্রেরই আকর্ষণ আর প্রভাব বেশী। নিজের চেয়ে প্রিয় কিছু যে নেই। যে চরিত্রের মধ্যে নিজের প্রাণের সাড়া বেশী, যা তার নিজের প্রকৃতির অনুকূল, সেইটাই তার 'সাইকলজির' সহায়!"

মতি-বাবু বললেন—"কিন্তু ভালো যা তাকে কে না ভালো বলে?"

"বলাই ত উচিত। তবে পরমহংসকেও নিন্দা করবার লোক পাই, মহাত্মার মূর্খতা প্রমাণ করেও ত অনেকে। ভালো আর সত্য—সব সময় এক জিনিষ ত নয়। যাক, মাথা-ঘামানো কথা থামানোই ভালো।"

মতি-বাবু থামলেন না,—"না না—আমার জিজ্ঞাস্য—রামায়ণের মধ্যে আমাদের বড় পাওনাটা কি? রামরাজ্য রামরাজ্য যে লোকে করে"—

আচার্য্য বাধা দিয়ে বললেন—"আপনি তাতে ক্ষুণ্ণ হবেন না,—ওটা লোকের মুদ্রাদোষ। আপনি উত্তম প্রশ্নই করেছেন—ওই 'পাওনার' মধ্যেই আসল যা, তা আপনি ফোটে, প্রাণের পৃষ্ঠায় স্বপ্রকাশ। দেখুন না—রামায়ণের 'পাওনা' খতাতে গেলে খাঁটি জিনিস পাই—হনুমান আর মিত্র বিভীষণ। তাতেই বুঝে নিন, তখন ভালো মাল কত কম মিলতো।—ও দুই-ই—একটি একটি, জোড়া নেই। তাই তাঁদের

আদরও বেশী,—উভয়েই অমর হয়ে আছেন। সার আগে কম মিলতো, তাই তার কদরও ছিল, এখন হাড্ডিসার, গোময়ও সার। এক জন ছিলেন আদর্শ সেবক, এক জন আদর্শ মিত্র। এখন তাঁদের গৌরবের সৌরভ মাটি হয়ে আসছে,—এখন অমৃতস্য পুত্রার ছড়াছড়ি। —শিক্ষা-দীক্ষার 'মধুরে ফলে'। বিশ্বে বেড়েছে কি না।"

মতি-বাবু বললেন—"রামায়ণে আর কোনও আদর্শচরিত্র নেই কি?"

"আছে বৈ কি, তবে লাইন এক নয়। দেবতাদের গ্রাণ্ডকর্ড, এর লুপ,—নাম জটায়ু। যিনি মহিলা-হরণে বাধা দিয়ে জান্ দিয়েছিলেন। তখন জানোয়ারে যে কাযে এগুতো, এখন স্বামীতেও তাতে স'রে পড়েন,—বাপের নাম খোঁজেন। সম্ভবতঃ সাম্যভাব এসে গেছে। উন্নতিই বলতে হবে। সবই সাধনা সাপেক্ষ। লেগে থাকলেই হবে"...

মতিবাবু হি-হি ক'রে হেসে বললেন, "যাক, আবার অন্য সময় শুনবো।"

শুনে আচার্য্য স্বস্তি বোধ করলেন,—উঁচু পরদা থেকে রেহাই পেলেন। বললেন—"শুনবেন বৈ কি,—ধর্ম্মের ঝোঁক যে কচ্ছপের কামড়।—ছাড়তে চায় না—

—"আপনার সঙ্গে দেখা হ'লে আমারও পুরণো পুঁথি আউড়ে নেওয়া হয়,—সাধুসঙ্গের লাভই ওই। তাঁরা সজাগ ক'রে দেন,—Sword of Democles"—

মতি-বাবু সব কথা শুনতে পান না,—হেসে সারেন। নবনীর কান থাকতেও কোনো কথাতেই কান ছিল না,—সে অতিষ্ঠ আর বিরক্ত হচ্ছিল।

মতি-বাবু কালা ব'লে বরাবরই নবনী দুঃখ করতো,—"অমন চেহারা, অমন ভদ্রলোক, শিক্ষিত, কিন্তু ওই খুঁৎটিতে তাঁর আখের মাটি ক'রে দিয়েছে; কোনও সরকারী পোষ্ট্ মিলবে না।"

আজ তাঁকে পাকা uniformএ (উর্দ্দীতে) পেয়ে, নবনী মনে মনে খুসীও হয়েছিল, আশ্চর্য্যও কম হয়নি। মতি-বাবু তার সঙ্গে পূর্ব্বের মত আলাপ না করায়, congratulate করার (আনন্দ প্রকাশের) সুবিধা পায়নি। ভাবছিলো, ভদ্রলোক হতাশ হয়েই বোধ হয় যোগে আত্মনিয়োগ করেছিলেন,—ধর্ম্মকথাই ভালোবাসেন। তাই এত তন্ময়। যাক্—ভগবানের কৃপায় এখন ভালো চাকরীই যোগাড় ক'রে ফেলেছেন —বড় ভালো হয়েছে।—

পরে আচার্য্য-মশাইকে সহজ সুরেই বললে—"যোগ্য হস্তেই দয়ার কায পড়েছে,—ভগবানের কৃপা।—না হ'লে বধিরের চাকরী হওয়ার বাধা অনেক। জানি না, উনি কি ক'রে ঢুকলেন ?"

তুমি ছেলেমানুষ, তাই ও কথা ভাবছো। আমাদের চাকরীর যে ওইটাই প্রধান qualification হে। ওর ভানও ভালো। গালাগাল শুনতে না পাওয়াই ত দরকার। খবরের কাগজে দেখনি—উন্নতি কান ধরেই এগোয়! যার বদহজমের বালাই নেই, সেই ত 'বাহাদুর।' চাকরী করবে—এ সব স্মরণ রেখো।"

—মতিবাবু ছোট কথা শুনতে পান না,—অন্যদিকে চেয়ে চললেন। মাঝে একবার ব'লে উঠলেন,—"জঙ্গলের দিকে বেড়াতে গিয়ে—ওই আপনারা যে পথে বেড়াতেন, যে দিকে আপনাদের সঙ্গে প্রথম দেখা, —দেখলুম, একটা জায়গা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আর সেখানে কাঠগড়ার মত কি একটা খাড়া হয়েছে! বেশ হিসেব করে তয়েরি,—দেখেছেন কি ? ওটা কি বলুন দিকি ?" এই বলে তার বর্ণনা করলেন।

আচার্য্য-মশাই একটু চিন্তিতভাবে ভ্রূ কুঁচ্‌কে বললেন,—"এখানে বড়-তান্ত্রিক কেউ আছেন না কি?—যা বলছেন, ঠিক তাই যদি হয়,—সে যে আজকাল বিরল! এমন সাধক আর কৈ।"—

মতি-বাবু ব্যগ্রভাবে বললেন,—"কেন,—কি বলুন দিকি?—ওটা কি?"—

—"যা বললেন, তাতে ত ওটা সিদ্ধ-তন্ত্রের বাসবীমুদ্রায় দাঁড়ায়। 'মাথা-কাটা তপস্যার' আসন বলেই সন্দেহ হয়! না—তা হবে না, তত বড় তান্ত্রিক বাংলায় আর কৈ,—দ্রাবিড়ে বা গুহ্বারে যদি কেউ থাকেন। ও সাঁওতালদের কিছু একটা টেঁকি-কল্‌টল্ হবে।"

মতি-বাবু আগ্রহ-সঙ্কোচ ক'রে বললেন—"যাই হোক্—আমি ত থাকতে পারছি না, নতুন চাকরী,—কালই তমলুকে চললুম। আপনাদের সখ থাকে ত দেখবেন—তাই বললুম। ও-কাযের দিন-ক্ষণ আছে না কি?"

"তা ত থাকেই—যে-সে সাধনা ত নয়। অমাবস্যাই প্রশস্ত। এই ত ক'দিন পরেই—"

মতি-বাবু সহজভাবেই হাসতে হাসতে বললেন—"আমি ত চললুম্, থাকলে দেখা যেতো।"

নবনী নির্ব্বাক্ মেরে শুনছিল। মতি-বাবুর চোরা-চাউনি কিন্তু তার মুখের ওপরই ছিল।

আচার্য্য উচ্চকণ্ঠে নবনীকে বললেন—"সাধুসঙ্গ এই জন্যেই ত দরকার,—কত-বড় কথাটা কানে এনে দিলেন। দুর্লভ প্রাপ্তি।" মতি-বাবুর দিকে ফিরে বললেন,—"তাই ত, থাকতে পারবেন না? তা হোক,—যে চাকরী মিলেছে, চতুর্ব্বর্গ ত এখন হাতেই,—দয়া, ধর্ম্ম, অর্থ, পরমার্থ এক গোয়ালেই বেঁধেছেন। চাকরী বজায় আগে।—

—"বে-চর্চ্চায় ইচ্ছাশক্তির বল যে এখন ক'মে গেছে, তবু একবার প্রয়োগ ক'রে দেখবো—আপনাকে টেনে আনতে পারি কি না,—প্রস্তুত থাকবেন কিন্তু।"

মতি-বাবু জোর গলায় বললেন,—"অসম্ভব।"

"গুরু-কৃপা থাকলে,—অসম্ভব কিছুই নেই মতি-বাবু।"

মতি-বাবু ঈষৎহাস্য-মিশ্রিত গাম্ভীর্য্যে বললেন,—"এখন একটি বছর এমুখো নয়। আচ্ছা, চললুম,—নমস্কার। রাত্রেই সব গুছিয়ে রাখতে হবে।"

আচার্য্য বললেন—"চা'-টা খেয়ে যাবেন না? Preparationটা (পাকটা) যে বড় পছন্দ করতেন।"

বোধ হয় শুনতে পেলেন না,—চ'লে গেলেন।

আচার্য্য-মশাই নবনীকে বললেন—"কৈ হে, তোমার জেণ্টেল্‌ম্যান্‌ যে তোমার দিকে একবার ফিরেও চাইলেন না—একটা কথাও কইলেন না!"

নবনী বললে,—"কেন বলুন দিকি?—কখনও যেন দেখেন নি! কারণ ত বুঝতে পারলুম না। বোধ হয় বড় ব্যস্ত আছেন, চ'লে যাচ্ছেন কি না।"

আচার্য্য বললেন,—"লোকের সর্ব্বনাশ করবে আর বুঝবে না? খুব লোক ত!"

নবনী অবাক্ হয়ে গেল।—"আমি?"

"মীরা-দেবী ত ওঁরই হোতো,—সম্প্রদানটাই বাকি ছিল, তুমি যে এক দিনেই ওঁকে হটিয়ে দিলে! ভদ্রলোককে কত বড় মর্ম্মান্তিক আঘাত দিয়েছ বল দিকি? কি সর্ব্বনেশে রূপ নিয়েই জন্মেছ! তার

ওপর এবার দেখছি, কলকেতার Retouching (চান্‌কানো) সেরে এসেছ ! আবার কি ঘটাবে জানি না !”

আচার্য্য-মশাই কয়েক দিন পরে নবনীকে পেয়ে দু'টো কথা কয়ে বাঁচবেন ভেবেই—রসের রাস্তা ধরেছিলেন।

মীরার নামটা নবনীকে যেন বিদ্রূপের মত বিঁধলো। যে মানসিক অবস্থা নিয়ে সে পথে বেরিয়ে পড়েছিল, মুহূর্ত্তে তাকে সেই অবস্থায় ফিরিয়ে দিলে। সে বিরক্তি-কাতর কণ্ঠে বললে,—“সব জেনে শুনে ও কথা তুলে আমাকে কেন আর বিদ্রূপ করছেন ? বাসায় আপনাকে না পেয়ে, বড় বিক্ষিপ্ত চিত্ত নিয়ে আপনাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম—একটু শান্তির আশায় —”

আচার্য্য বুঝলেন—নবনী দিদির সঙ্গে দেখা ক'রে এসেছে, সুতরাং তার মনের অবস্থা যে কি, তাও বুঝলেন। সত্যিই তাকে আঘাত করা হয়েছে। নবনীকে তিনি ভায়ের মতনই ভালবাসেন।—

তাকে কাছে টেনে, গায়ে হাত দিয়ে বললেন—“আমাকে মাপ করো ভাই, আমি ব্যথা দেবো ব'লে বলিনি,—আমার স্বভাব ত জান, নবনী !”

একটু কোমল স্পর্শ পেয়েই নবনীর চোখে জল বেরিয়ে এসেছিল। চোখ মুছে বললে,—“আমি কিছুই বুঝতে পারছি না,—দিদিকে এমন দেখলুম কেন ?—এ অবস্থার--” আর সে বলতে পারলে না।

আচার্য্য সস্নেহে বললেন,—“তাঁর পরিবর্ত্তনটা লক্ষ্য ক'রে আমার মত বে-পরোয়া লোকেরও বড় ব্যথা লেগেছে ভাই,—তোমার ত লাগবেই। অথচ এমন কিছুই নয়। তবে কি না—হিসেবের গোল, পণ্ডিতে না হয় আদালতে মেটাতে পারে,—মাথা ঘামিয়ে।—তার একটা মাপকাঠি আছে,—পাঁচ আর সাতে সব দেশেই বারো হয়।

কিন্তু মনের গোলের মাপ-কাঠি নেই,—তাই মনের হিসেব মনের বাইরে মেটে না, তার আপীল-আদালত হৃদয়ে,—মাথা বাদ দিয়ে। যত গোল ত তাই।"

বাসার গেটে পৌঁছে আচার্য্য-মশাই বললেন,—"চলো, চা খেতে খেতে সব বলছি। অত বিচলিত হয়ো না, নবনী। ভেব না—ও সব মিটে যাবে।"

—"দিদি যে আর এক দণ্ড এখানে থাকতে চাচ্ছেন না।"

—"তা আমি জানি।"

* * * *

মতি-বাবু লম্বা পা ফেলে প্রফুল্লচিত্তে চলতে চলতে একটা মোড়ের বাঁকে পৌঁছে, হ্যাট হাতে ক'রে আচার্য্য আর নবনীর গন্তব্য দিক্‌টা ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে নিয়ে, ক্রূরদৃষ্টিতে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

তাঁরা বাসার গেটে ঢুকলে, মতি-বাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে মৃদু মৃদু হাসির সঙ্গে আপন মনে আত্মপ্রসাদ আস্বাদ করতে করতে ডাকবাংলোর দিকে রওনা হলেন।

মনের উত্তেজনায় এক-একটা কথা তাঁর অজ্ঞাতেই ফুটে বাইরে আসছিল।—"দেখা যাক্ মীরারাণীর মনচোরের শুভ বরযাত্রাটা কোথায় হয়!—বড় ফটক্‌দার রাজবাড়ীতেই হওয়া উচিত!—'দড়ি দে বেঁধেছি' বলে না?—সেটাও ত চাই!—অ্যাবেটার (জুড়িদার) ত বটেই?—"

—"ওই shrewd beggar আচার্য্যটা ভাবে—আমি ওর কথা বিশ্বাস করি। 'নির্ব্বোধ নিজেকে মস্তো চালাক মনে করে। বাসবী-মুদ্রা বার করবে এই বধির শর্ম্মা!—ওই পয়সাওলা লোকটাকে, বেকায়দায় [illegible] মাববার...

—"[illegible] অমাবস্যে, প্রশস্ত দিন! কথনই না, a bluff

ধাপ্পাবাজি। নিশ্চয়ই তার আগেই কায সারবে, বড় জোর চতুর্দ্দশী। সেই রাত্রেই সটকাবে—সিংহলযাত্রা। হুঁঃ, তার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি, বন্ধু!—সাগরপারেই পাঠাবো।"

মতি-বাবু মনের আনন্দে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন।—"এই কালাই মালা পরাবে!"

কল্পনা কম আনন্দ দেয় না। তার আনন্দে মতি-বাবু এক লাফে ডাকবাংলোর দাওয়ায় উঠে পড়লেন।

৩২

দুর্দ্দিনের দুশ্চিন্তা যখন মানুষকে কেবল দুর্ব্বল আর অবসন্নই করে—কূল দেয় না,—আশা যখন নিস্তেজ হয়ে নিবে যায়, তখন সেই চরম মুহূর্ত্তে তার মগ্ন-চৈতন্য একবার সজোরে সাড়া দেয়,—তার পৌরুষ জাগে। সহসা তার শক্তি ফিরে আসে, সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। বলে,—"কি, হয়েছে কি?—এমন ক'রে থাকবো কেনো?—যা হবার হোক! চোরও নই, খুনও করি নি! এত ভয় কিসের?"

এই চরম মুহূর্ত্তেই মানুষের পরমপ্রাপ্তি ঘটে। আজ সেই প্রাপ্তি নিয়েই মাতঙ্গিনী-দেবী শয্যা ত্যাগ করেছেন। যেন নূতন জগতে জেগেছেন। হতাশার বুক থেকেই এ আশার জন্ম। অকূলের মাঝ থেকেই এ কূল জেগে ওঠে।

কোন্ ভোরে উঠে আজ তাঁর বাসিপাট সারা হয়ে গেছে, বাড়ীতে সাড়া-সংবাদ প'ড়ে গেছে।—কি আছে, কি নেই, কি রান্না হবে,—তার কুটনো পর্য্যন্ত প্রস্তুত।

এ পূর্ব্বের সেই মাতঙ্গিনী।

স্নান-আহ্নিক সেরে, একরাশ কোঁকড়া ভিজে চুল—কাঁকুই টেনে পিঠময় ছড়িয়ে, সিন্দুরের টিপ্ প'রে, একটা পান মুখে দিয়ে, প্রফুল্ল-মুখে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।

ষ্টোভে চায়ের জল,—উনুনে কড়াইশুঁটির কচুরী চ'ড়ে গেল। আধ ঘণ্টার মধ্যে সব প্রস্তুত।

মাতঙ্গিনী-দেবী ভাদুড়ী-মশাইকে তুলে দিয়ে, আচার্য্য আর নবনীকে তাড়া দিয়ে এসেছিলেন।

সকলেই বিস্মিত।

মাতঙ্গিনী-দেবী সযত্নে একমনে তিন খানি ডিসে কচুরী সাজাচ্ছিলেন।

মন্দাকিনী-দেবী দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে অবাক্ হয়ে মুগ্ধ-নেত্রে তাঁর রূপ দেখছিলেন,—"কি সুন্দর দেখাচ্ছে! আগেও ত দেখেছি—এমনটি দেখি নি!"

—কথা কইলেন—সহাস্যে,—"আর একখানা চাই,—তিন-খানায় হবে না বোন্—অতিথ জুটেছে।"

সহসা তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে মাতঙ্গিনী চম্‌কে চেয়ে—"ও মা কি ভাগ্যি!" বলেই উঠে মাথায় কাপড় টান্‌তে টান্‌তে এসে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিলেন। "বসুন" ব'লে নিজের চৌকিখানা এগিয়ে দিতে দিতে বললেন,—"কতক্ষণ এসেছেন,—কিছু জানতে পারি নি। মেয়েরা?"

—"তাদের আর আনি নি, বাড়ীতেই আছে,—ওঁকে নিয়েই বেরিয়ে পড়েছি। শুনলুম, তোমার অসুখ।"

—"কে বল্‌লে? হ্যাঃ—আমার আবার অসুখ! রোগ পুষলেই রোগ জড়িয়ে থাকে। আজ তাকে ধুয়ে মুছে দূর ক'রে দিয়ে বেঁচেছি;—আমাদের প'ড়ে থাকলে কি ভালো দেখায়..."

—"তা খুব জানি। বিয়ের পরে যে আমাদের পাথরের শরীর নিয়ে আসতে হয়! যাক্,—আজ না নাইলেই ভালো করতে, বোন্।"

—"ওতে কিছু হবে না দিদি,—কিছু হবে না। একখানা ডিসের কথা যে বড় বললেন,—নিজের?"

এই ব'লে হাসি মুখে—আরো দু'খানা ডিস সাজাতে বসলেন। দেখে মন্দাকিনী-দেবী বললেন,—"আর তোমার?"

—"রোগে ছাড়িয়েছে, দিদি।"

—"তা হবে না,—আজ যখন নেয়েছ……"

বামুন ঠাকুর আসতেই ট্রে সাজিয়ে তাকে দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল।

—"চলুন—ঘরে চলুন।"

দু'এক কথার পর মন্দাকিনী-দেবী বললেন—"বেশীক্ষণ বসতে পারব না বোন্, উনি আবার এক কাণ্ড ক'রে বসেছেন। পাশের বাসায় যে ছেলে ক'টি আছে, তারা শীগ্‌গিরই চ'লে যাচ্ছে কি না, তাই তাদের আজ খাওয়াবার ইচ্ছে করেছেন। বললেন—'সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেবে না কি,—চলো চলো, আগে ও-বাড়ীতে ব'লে আসি। বউমাকেও আনা চাই,—করবে কম্মাবে কে?'

—"বললুম—শুনেছি তাঁর অসুখ,—আমি ত আজ দেখতে যেতুমই।—"

—"বললেন—না না, ও তোমার শোনা কথা,—তা কি হয়, তাঁর আসা চাই বৈ কি। শুনেছিলে ত বলনি কেন,—দু'দিন পরেই হোতো'—

—"তাই তাড়াতাড়ি নিয়ে এলেন। আমাকে ত দেখছো—কত কাযের লোক! আর মেয়ে দু'টো ত ওই!—একটা মুখ বুজে থাক্‌বে,

আর একটা তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে,—দু'টোতে মাথামুণ্ডু ক'রে বসবে। তোমাকে যেতেই হবে ভাই—ন'টার মধ্যেই হয়ে যাবে—বেশী রাত হবে না।—এখানে আবার লোক এ সব হাঙ্গাম করে?—না পাওয়া যায় কাশ্মীরী কেশর, না পাওয়া যায় শাজীরে……

—"গিরিডিতে লোক পাঠিয়েছেন,—মেওয়া, মটন্, মিষ্টি যা পাওয়া যায় আন্‌তে"……

শোনবার আগেই মাতঙ্গিনী-দেবী এঁচে নিয়েছিলেন—কিছু একটা আছে। প্রস্তুতই ছিলেন, বললেন—"ও-বাসার বাবুদের কথা শুনেই আসছি। তাঁদের দেখবার এমন সুযোগ আর কবে পাবো?—আহা, আগে শুনলে সত্যিই আজ এত তাড়াতাড়ি নাইতুম না।—বোধ হয় কিছু হবে না। তা হ'লে, ওঁর সঙ্গে এক গাড়ীতেই যাব'খন।"

মন্দাকিনী বললেন—"নবনীকে কিন্তু ভাই নিয়েই যাওয়া চাই। তিনি আবার বড় লাজুক,—পাকা-দেখার পর থেকে একটি দিনও ও-দিক মাড়ান নি। একেবারেই আজকালের মত নন।—ওই ত ভালো, উনিও ওই রকম ছিলেন"……

মাতঙ্গিনী বললেন,—"ও বরাবরই ওই রকম লাজুক, মেয়েদের দিকে কখনো মুখ তুলে চাইতে পারে না। ফুলমালা ওর মামাতো বোন্, একবয়েসী একসঙ্গে তিন বছর খেলেছে, পড়েছে। সে-বছর এসেছিল,—ওর সঙ্গে দু'ঘণ্টা ধ'রে কত কথা, কত হাসি। চ'লে গেলে আমায় জিজ্ঞাসা করলে,—'মেয়েটি কে গা, দিদি!'—"

—"দেবতা, দেবতা, বেঁচে থাকুন—" ব'লে মন্দাকিনী একটি নিশ্বাস ফেললেন। বললেন,—"আবার এঁর কথা যদি শোনো বোন্ ত বলবে জন্তু—জন্তু! চোখে ঠেক্‌লেই—সে-কাপড় কিনতেই হবে,

—এ এক রোগ। অত কে পরে বল-ত ভাই,—ট্রাঙ্কে প'ড়ে প'ড়ে পচে। কখনো যদি তার একখানা পরি—অপর বাড়ীর কেউ বেড়াতে এসেছেন ভেবে অন্দরমহল মাড়ান না!"

মাতঙ্গিনী-দেবী এ সব কথায় আর তেমন যোগ দেন না,—যেন কত সুদূর থেকে কিসের ব্যথা এসে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। ম্লান হাসি হাসেন, দু'একটি কথা কন। মন্দাকিনী ভাবেন—"আহা, সেই মানুষ—রোগে কি দুর্ব্বলই ক'রে দিয়েছে!—"

বললেন—"নবনীকে নিয়ে যাওয়া কিন্তু চাই-ই চাই, এ আর কেউ পারবে না,—এ ভারটি তোমার রইলো, ভাই।"

মাতঙ্গিনী হাসলেন, বললেন,—"ঠিক যাবে দিদি, ঠিক যাবে,—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, মাটির-মানুষরাও মাটির তয়েরি নয়!"

উভয়ের চোখে হাসি বদল হ'ল।

বাইরে থেকে ডাক পড়লো,—"বেলা হয়ে যাচ্ছে।"

—"তবে এখন আসি, বোন্,—সত্যিই রাজ্যির কায প'ড়ে রয়েছে। যাওয়া কিন্তু চাই-ই—নবনীকে নিয়ে।"

মাতঙ্গিনী পেছনের পথ দিয়ে—তাঁকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে এসে রান্নাঘরে ঢুকলেন।

৩৩

নবনী এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে শেষ রান্নাঘরে এসে দিদিকে পেলে।

মাছের কোরমার সুগন্ধে সে-দিক্‌টা আমোদ করে রেখেছে। চাটনি চড়েছে।

নবনীকে আসতে দেখে মাতঙ্গিনী-দেবী হাসতে হাসতে বললেন,—

"ও বেলা ত রান্না নেই, কেউ ত বাড়ীতে খাবে না—কুটুমবাড়ী নেমন্তন্ন। তোর শাশুড়ী অনেক ক'রে ব'লে গেল…"

—"যাবে নাকি, দিদি?"

—"বারণ কচ্ছিস নাকি? নেমন্তন্ন যে। না গেলে কি ভাল হয়? ভাবী কুটুম…"

—"তবে তুমি যেও।"

—"আর তুমি?"

—"ওখানে? ওইটি বোল না দিদি,—তা হ'লে আমি গিরিডি চল্লুম।"

—"ছিঃ, পাগ্‌লামী করতে নেই,—তোর খাতিরেই ত…"

—"সে সব আমি জানি না।—এর পরেও কি,…এ সব না মিটলে…"

মাতঙ্গিনী হাসতে হাসতে বললেন—"মিটবে আবার কি, তার সঙ্গে তোর কি? আমাকে কাল বাড়ী রেখে এলেই হবে। মীরার মত মেয়ে ঘরে আনলে সত্যিই সুখী হবি। আমরা চিনি…"

নবনীর নিশ্বাসটা খুব সাবধানে সরলো। বুকের বেদনা সামলে বললে,—"এ সব কি হচ্ছে, আমি ত,…তুমিই ত…"

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিই ত। সেখানেও আমিই আবার বরণ ক'রে বউ ঘরে তুলবো। আজই ত নয়,—সে ফাল্গুন মাসে। তোমার কিন্তু আজ নেমন্তন্ন রাখতে যাওয়া চাই ভাই,—আমি কথা দিয়েছি, নবনী…"

ফ্লানেলের ফতুয়া গায়ে ভাদুড়ী-মশাই এসে ঢুকলেন।—"এ কি! আগুনতাতে?—নেমেছ যে দেখছি! এ সব কি, মাতু? ঠাকুর ত এসেছে।"

নবনী স'রে গেল।

মাতঙ্গিনী মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললেন—"ঠাকুর এসেছে ত হয়েছে কি? অধিকারটা ত আজো আমারই। ক'দিন শুয়েছিলাম, —এ কাজ ভুলে গেলে ত এখন আর চলবে না,..."

অনেক দিন পরে মাতঙ্গিনীর মুখে পূর্ব্বের মত হাসির রেখা দেখা দিয়ে, ভাদুড়ী-মশার সঙ্কোচের পাতলা পর্দ্দাখানা সরিয়ে দিলে। কিন্তু কথাগুলোর গা'ময় যে কাঁটা!—তাতে মনে মনে একটু বিরক্তও হলেন। অপরাধীর আসনে নেমে আসতে আর তাঁর মন চাইলে না। সে বিদ্রোহীর মত বলাতে চাইলে—আবশ্যক হ'লে লোক দু'টো বে ক'রে না কি?......তার জন্যে......

পারলেন না। মাতঙ্গিনীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। যা ব'লে খোলসা হ'তে যাচ্ছিলেন, সেই বলাটাই বাইরে বেরুল না—মুখে চোখে তার রং চারিয়ে গেল।

তাঁর সে ভাবটা মাতঙ্গিনীর বুঝে নিতে বাকি রইল না,—স্বামীর সূক্ষ্ম ভাবান্তরও যে তাঁর সুপরিচিত।

সহজভাবেই বললেন—"আমাকে ক্ষমা কর—আমার মাথার ঠিক নেই, তুমিই আমার অধিকার বাড়িয়েছিলে। আর বলব না। তুমি যাতে ভাল থাকবে, তাই করো—কষ্ট পেয়ো না। আমি সকাল থেকে বেশ ছিলুম,—তুমি,......এ দু'টো দিন আমাকে..."

মাতঙ্গিনীর স্বরভঙ্গ হ'ল, চোখের জল থামলো না।

মাতঙ্গিনীর কাতর কথাগুলি সত্যের শক্তি নিয়ে অন্তর থেকে বেরিয়ে, ভাদুড়ী-মহাশয়কে স্তম্ভিত, লজ্জিত ও ব্যথা-বিচলিত ক'রে দিলে। তিনি মাতঙ্গিনীর দিকে এক পা বাড়াতেই, বামুন ঠাকুর একটা কি নিয়ে এসে রান্নাঘরে ঢুকলো।

মাতঙ্গিনী উনুনের দিকে ফিরে বসলেন,—ভাদুড়ী-মশাই বেরিয়ে গেলেন।

অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস! কি হোতো, কে জানে! দু'জনেই সম্ভাবনার সন্দেহ, আর অনিশ্চিত আশার পীড়া বুকে ক'রে স'রে গেলেন। কেউ কারুকে বোঝবার অবকাশ পেলেন না।

মাতঙ্গিনী সকালে যে বলসঞ্চয় ক'রে শয্যাত্যাগ করেছিলেন,—চোখের জলে তা ভেসে গেল।

মাতঙ্গিনীকে যা বলতে এসেছিলেন, ভাদুড়ী-মশায় তা বলাই হ'ল না।

মনুষ্যত্বের চেতনায় জেগে উঠে, মুক্তির বাতাসে মাতঙ্গিনী যেন নব মাধুর্য্যে ফুটে উঠেছিলেন। তাঁর সেই বিষয়-নির্লিপ্ত শান্তভাব, তাঁকে এমন এক অপূর্ব্ব রূপ দিয়েছিল, যা ভাদুড়ী-মশাইকে মুগ্ধ ও বিস্মিত ক'রে দেয়। তিনি মাতঙ্গিনীর এত রূপ কোনো দিন লক্ষ্য করেন নি। সেই ত্যাগদীপ্ত আত্মপ্রতিষ্ঠ সৌন্দর্য্য আজ তাঁর অন্তরের নীরব পূজা পেয়েছিল।

তার ওপর, মাতঙ্গিনীর শেষ মর্ম্মান্তিক আবেদন—তাঁর প্রাণে যে প্রকাশ-ব্যাকুল বিক্ষোভ এনেছিল,—পাচকের আকস্মিক অবির্ভাবে তা অনুচ্চারিত রয়ে গিয়ে তাঁকে অধীর ক'রে দিলে। তিনি শয্যায় পড়ে ছটফট্ করতে লাগলেন। মাতঙ্গিনীকে ডেকে পাঠাবার সাহস হ'ল না।

সে আবেগ-অধীর মুহূর্ত্ত আর কতক্ষণ থাকে—সরে গেল। লগ্ন ভ্রষ্ট...

তার পর নবনীর সঙ্গে তাঁকে কথা কইতে হয়েছে, আচার্য্যের সঙ্গে

দেখা হয়েছে। ভাবকে আর কতক্ষণ ধ'রে রাখা যায়!—সে একটা মাকড়সার জালের স্পর্শ সইতে পারে না—স'রে যায়। ফেলে যায় —কতকগুলো মোটা নীরস নীতি-কথা। তাতে মনটাই কেবল অস্বস্তিতে ভারী হয়ে থাকে। তাই হয়ে রইলো।

সময়ের মত সুচিকিৎসক নেই। মাঝখান থেকে মচকানো গাছেও সে ফুল ফোটায়,—হরিৎ বাসে ক্ষত ঢেকে দেয়।

তিন ঘণ্টা পরে ভাদুড়ী, নবনী আর আচার্য্য খেতে বসলেন। মাতঙ্গিনী আজ নিজেই পরিবেষণ করছেন।

ভাদুড়ী-মশাই কুণ্ঠিতভাবে বললেন—"ঠাকুর ত রয়েছে, সেই দিক না, তুমি······"

মাতঙ্গিনী হাসিমুখে বললেন,—"সে ত দেবেই, তার দেওয়া ত উঠে যাচ্ছে না গো, আমি······"

আচার্য্য-মশার দিকে চেয়ে,—"এ কি, তুমি যে কিছু খাচ্ছো না, বাবা!"

আচার্য্য-মশাই মাতঙ্গিনী-দেবীর সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব আর হাসি মুখ দেখে বিস্মিত ও চিন্তিত হচ্ছিলেন। সত্যই তাঁর মুখে কিছু উঠছিল না। ভাবছিলেন—"এ শক্তি কোথা থেকে পেলেন, এর পশ্চাতে······ না এ ত অভিনয় নয়।"

বললেন,—"রাত্রে যে ডিপুটীবাড়ী নেমন্তন্ন আছে, মা।"

—"ডিপুটীবাড়ীর খাওয়া ত এক দিনেই ফুরিয়ে যাচ্ছে না, বাবা, ভালো ক'রে খাও। সে তখন কত খাবে···"

আচার্য্য-মশায়ের একটা নিশ্বাস পোড়লো। ভাদুড়ী-মশাই বললেন,—"নেমন্তন্ন ত সকলেরই আছে,—নিজেরা যখন এসেছিলেন. তোমাকেও তো যেতে হবে—"

মাতঙ্গিনী হাসতে হাসতে বললেন—"উচিত ত, এখন শরীর যদি… …"

"তাই ত বলছি, ঠাকুর ত রয়েছে, তুমি কেনো…"

"ওঃ, তাই বোলছো"। ব'লে মাতঙ্গিনী আবার হাসলেন।

কথাটা আচার্য্য-মশার আর নবনীর ভারি বিশ্রী লেগেছিল। ভাদুড়ী-মশাইও ব'লে ফেলে ভুলটা বুঝেছিলেন। বললেন—"ছাখো, শরীরটা আগে, শরীর ভালো থাকলে তবে না আর সব, তুমি আজ যে রকম অনিয়ম"—

মাতঙ্গিনী বললেন—"আর যে আমি অসুখ নিয়ে থাকতে পারি না—তাকে ত আশা মিটিয়ে ভোগ ক'রে নিয়েছি, এখন বিদেয় করতে চাই। অসুখের কথা তুলে তুমি আর অসুখ এনে দিও না। তবে, শরীর যদি বয় ত যেতে চেষ্টা করবো।"

আচার্য্য-মশাই সহসা একবার তাঁর দিকে চেয়েই মাথা হেঁট করলেন। সবিস্ময়ে ভাবতে লাগলেন—"এ তো সামান্য পরিবর্ত্তন নয়! অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে মা কি খাঁটি সোনা হয়ে বেরিয়ে এলেন! —এ জাতকে চিনতে পারলুম না।"

ভাদুড়ী-মশাই অবাক্ হয়ে মাতঙ্গিনীর দিকে চেয়ে ছিলেন—বোধ হয় তাঁর কথা শুনছিলেন। সে-দিনকার সে-রূপ ছিল তাঁর স্বতঃপূর্ণ—নির্লিপ্ত পদ্মের মত, কোথাও কোন বাহ্য সংস্পর্শের সংস্রব ছিল না। প্রকোষ্ঠে কয়গাছা চুড়ি, কণ্ঠে সামান্য এক ছড়া হার,—দুই-ই বাপের বাড়ীর,—আজকাল বে-রেওয়াজের, আর কপালে সিন্দুরের টিপ মাত্র। তাঁর আজকের অপূর্ব্ব রূপ-দীপ্তিতে সে সব ঢাকা প'ড়ে গিয়েছিল,—কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি।

হঠাৎ তাতে ভাদুড়ী-মশার নজর পড়ায়,—তিনি যেন কি বলতে

গিয়ে সামলালেন। মনটা যেন বলতে চেয়েছিল,—'ও-সাজে আমাকে অপমান করতে যেতে হবে না।' বিরক্তির ভাবটা তাঁর মুখখানা ছুঁয়ে গেল। বোধ হয়, আচার্য্য-মশাই থাকায় কোন কথা হ'ল না। খাওয়া শেষ হয়েছিল—সবাই উঠে পড়লেন।

৩৪

সপ্তর্ষিমণ্ডলের সদস্যরা শীঘ্রই কক্ষচ্যুত হয়ে পড়বেন, তাই আজ সুবর্ণবাবুর বাসায় তাঁদের বিদায়-ভোজনের আয়োজন হয়েছে। এই সূত্রে ভাদুড়ী-পরিবারেরও আহ্বান।

ডিপুটীবাবুর বৈঠকখানায় আজ টেবল-চেয়ারের ভিড় নেই, গালচের ওপর ধপধপে ফরাস, মাঝে মাঝে রূপার ডিস-ভরা টাটকা গোলাপ। ঘরটি গন্ধমন্দির, আলোকোজ্জ্বল, যৌবন-ছন্দোচ্ছল,—হাস্যমুখর।

'মণ্ডলের' মেম্বাররা পূর্ব্বাহ্লেই এসে গিয়েছিলেন, অপেক্ষাটা ছিল ভাদুড়ী পার্টির ;—বিশেষ ক'রে আচার্য্য-মহাশয়ের। আর মন্দাকিনী-দেবী হান্‌টান্‌ করছিলেন—নবনীর জন্যে।

মাতুল গোপীনাথ, কালই এসে হাজির হয়েছেন। মোটরের শব্দ পেতেই, হারিকেন হাতে ক'রে তিনিই এগিয়ে গেলেন,—পেছনে সুবর্ণবাবু।

বাগানের দিকে দোরে দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল। দোর থেকে হঠাৎ যেন সন্ধ্যা-তারা বেরিয়ে এসেই থেমে গেল,—আঁচলে টান পড়লো।

—"খবরদার পোড়ারমুখো মেয়ে—বাজাসনি," বলতে বলতে মন্দাকিনী-দেবী ইরাণীর হাত থেকে শাঁখটা কেড়ে নিলেন। নবনীকে

মোটর থেকে নাম্‌তে দেখে—"তোর মাসীকে নামিয়ে নিয়ে আয়,—বুঝলি,—আমি কাবাবগুলো—"

—"সে এতক্ষণ জবাব দিলে।"

দেবী আর দাঁড়ালেন না—বাড়ীর মধ্যে দ্রুত ফিরে গেলেন।

শাঁখ বাজাতে না পেয়ে ইরার অনেকখানি উৎসাহ উপে গিয়েছিল। উত্তেজনার একটা কিছু নিয়ে থাকা তার স্বভাব। এমন সময় আচার্য্য-মশাইকে দেখতে পেয়ে—সে ছুটে গিয়ে—পথেই তাঁর পায়ের ধূলো নিলে। পশ্চাতেই নবনীকে পেয়ে—"ইস্, মশায়ের কি দয়া!" বলেই তাড়াতাড়ি আঁচলটা গলায় দিয়ে—"আসুন—আসুন!" বলেই অৰ্দ্ধনত নমস্কার।—"মাসীমা ?"

আচার্য্য-মশাই-ই কথা কইলেন,—"মাকে বোলো, তিনি মাথার যন্ত্রণায় যতটা কষ্ট পাচ্ছেন,—এখানে আসতে পারলেন না বলে তার চেয়ে বেশী মনঃপীড়া সইচেন। এলে থাকতে পারতেন না, দেখা ক'রেই চ'লে যেতে হ'ত,—আমিই নিষেধ করলুম। সে আসায় কারো সুখ থাকতো না।"

কথাটা মিথ্যা নয়। মাতঙ্গিনী মাথার যন্ত্রণা কা'কেও জানতে দেন নি। সকালের সেই বেশেই তিনি আসতে প্রস্তুত হয়েছিলেন, ভাদুড়ী-মশাই বাধা দিয়ে অলঙ্কারের কথা তোলেন। মাতঙ্গিনী-দেবী বলেন,—"ও সব ত অনেক দিন বয়েছি,—এ অবস্থায় আর ও-ভার বইতে ব'ল না। সর্ব্বাঙ্গে বিদ্রূপের মত জড়িয়ে থাকবে আর বিঁধবে। অসুখের ওপর সুখের অভিনয় কেন? সত্যের চেয়ে সহজ আর কি আছে। এমনি-ই যাই না?"

ভাদুড়ী-মশাই বিরক্ত হয়ে রুষ্ট-কণ্ঠেই বলেন—"এখন থেকে তবে

নিজের নিজের ইচ্ছাই চলুক। আমাকে অপমান করতে চাও—যেতে পারো, আমি আর বাধা দেবো না।”

মাতঙ্গিনী-দেবী কাতর ভাবে ক্ষমা চেয়ে বলেন—“তুমি রাগ কোরো না, ক্ষুণ্ণও হয়ো না। যে রকম মাথার যন্ত্রণা বেড়েছে, না গেলে ভাল দেখায় না বলেই যাচ্ছিলুম। দেখা ক'রেই ফিরে আসতুম। আমাকে এখন কেউ ভাল বল্লেও যা—মন্দ বল্লেও তাই। সে ভাবনাই বা কেন? তোমরা যাও। এতে তোমাকে অপমান করা হবে কেন?—সে কথা তো একবারও আমার মনে আসে নি। ভিক্ষে চাচ্ছি, আজকের দিনটে আর রাগ কোরো না।”

এই অবস্থায় মাতঙ্গিনীর আসা হয় নি।

গোপীনাথের সঙ্গে ভাদুড়ী-মশাইকে আসতে দেখে ইরাণী ছুটে পালালো।

—“তুমি খুব লোক ত—সেই গেলে...”

গোপী বললে—“আজ্ঞে, কলের বড় সাহেবের একখানা টেলিগ্রাম ...”

—“একখানা পত্রও ত দিতে হয়!—হ্যাঁ—কে ওই ছুটে গেল?”

—“ইরাই হবে,...সব শুনবেন'খন...”

—আচার্য্যের সঙ্গে যে দেখচি”...

—“হ্যাঁ, ওঁকে যে খুব শ্রদ্ধা করে।”

—“বটে! তা ত জানতুম না।”

সকলে বৈঠকখানায় এসে উপস্থিত হলেন। ‘আসুন আসুন’ রব প'ড়ে গেল। আসর জমকে-উঠলো।—এতক্ষণে জমায়েৎটাও বেশ্‌ফাঁক্ দাঁড়ালো।

শীতের সময় হলেও, সিল্কের মোজা আর সিল্কের সার্টেই ভাদুড়ী-মশাই ঘেমে উঠলেন। সম্ভ্রম সম্মান ভাদুড়ীর ভাগে বেশী পড়লেও

খাতিরটা আচার্য্য-মশায়ের, আর আদরটা নবনীর ভাগেই বেশী ঝুঁকলো।

সুবর্ণবাবু ভাদুড়ী-মশায়ের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করলেন। সুদূর সম্পর্ক যত বেরিয়ে আসতে লাগলো, ভাদুড়ীও সোৎসাহে তত আপনার জন দাঁড়াতে লাগলেন। সাঁতরাগাছির ভাদুড়ী, শ্রীরামপুরের লাহিড়ী, চলতে লাগলো। শেষ—এ কোয়ার্টারের গেজেটে হাকিমদের আবির্ভাব-তিরোভাবের কথা, নববর্ষে বাহাদুরীর অধিকারী কে কে হবেন ইত্যাদি ইত্যাদি প্রিয় ও প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ জ'মে উঠলো।

অপরপক্ষে আচার্য্য আর নবনীকে নিয়ে 'সপ্তর্ষি' কিছু শোনবার সাগ্রহ প্রতীক্ষাপন্ন ছিলেন। অক্ষয়-বাবুকে অতিষ্ঠ দেখে, আচার্য্য-মশাই বললেন,—

—"আপনাদের সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে, জানি না। এতগুলি গুণী লোকের একত্র সমাবেশ, বহু ভাগ্যে ঘটে। আপনারা এক এক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ—মামুলি কথাবার্ত্তা ত নিত্যই আছে—আপনারা কিছু বলুন শুনি। এটা বিদ্যাসাগর মশায়ের প্রিয়ভূমি—তীর্থবিশেষ। চিন্তাশীলদের চিত্তস্ফুরণ এখানে সহজেই সম্ভব। এমন সুবর্ণ-সুযোগ আমাদের ভাগ্যে আর কবে মিলবে।

অক্ষয় বাবু মুকিয়েই ছিলেন। মাথা চুলকে দু'বার গলার ঘড়ঘড়ি ভেঙে নিলেন। তিনি প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক, বড় বড় ভয়াল ময়াল নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। ছোট বিষয় নূতন ব্রতীদের হাত প্যাকাবার জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন। বাজারে গেলে বড় বড় দেখে সওদা করেন—ছোট কিছু দেখতে পারেন না। পাঁড় শশা আর পাকা বেগুনের জ্বালায় বাড়িতে শান্তি নেই। সাঁওতাল কথাটি 'একগাল' ব'লে তাঁর বড় পছন্দ। চিরদিনই তিনি 'গালভরতি' কথার

পক্ষপাতী ;—'ডসটয়ভেস্কি' যে মস্ত বড় লেখক, তাঁর বই না প'ড়েই তিনি স্থির করেছিলেন। স্থানের মধ্যে 'ভেলাডিভষ্টক্' 'স্কাণ্ডেনেভিয়া' তাঁর কাছে মহাপীঠ। যদি ছেলে হয় ত—'এণ্টনি লরেন্স লেভিসিয়ার' 'এবারক্রম্বী' এই সব নাম তিনি বেছে রেখেছেন,—এবং দীর্ঘ একাদশ বর্ষ সেজন্ম অপেক্ষা করছেন। ব্যবহারে বহু বাধা—কেবল মেয়েই জন্মাচ্ছে!

তিনি সবিনয়ে বললেন—"আপনাদের বিশ্বাস করতে অনুরোধ করি,—গত শুভ কার্ত্তিকের কোজাগরী পূর্ণিমা—আমার জীবনে যে অনির্ব্বচনীয় চিত্র উদ্‌ঘাটিত ক'রে, আমাকে উন্মাদ ক'রে রেখেছে, ভাষায় তা প্রকাশের পথ পাচ্ছি না। উদধি-মেখলা মেদিনীর মধ্যস্থিত এই শালবন-পরিশোভিত ভল্লুক-বিহরিত নিভৃত মহুয়া-মদির জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সাঁওতাল ভূমে, বোধ করি ভূমার সংস্পর্শ আমি অনুভব করেছি, কিন্তু তাঁর দর্শন বিনা আমার তৃপ্তি নাই। সেই দৈন্য বর্দ্ধিত হয়ে সর্ব্বক্ষণ আমার মস্তিষ্ক মর্দ্দিত করেছ। সেই অব্যাকৃত, অবেদ্য, নিরুপাখ্য পুরুষের সাক্ষাৎকারার্থে আমার অন্তর্‌বেগ দেহাধারে বিদ্রোহী হয়ে, বীতিহোত্র-প্রদাহ উপস্থিত করেছে। পুণ্যভাক্ বিপশ্চিৎগণ যোগৈশ্বর্য্য লাভান্তে প্রকাশ করেছেন—পরমপুরুষার্থ লাভ করাই মনুজ-জন্মের সার্থকতা। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রাচুর্য্য-মধ্যে, প্রণিহিত সাঁওতালভূমে—আজিও আমি বঞ্চিত হয়ে রয়েছি,—মৎসদৃশ হতভাগ্য মূঢ়ের কাছে আপনারা আর কি শুনবেন?"

অক্ষয়-বাবু এই পর্য্যন্ত ব'লে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করলেন।

শাস্ত্রের কঠোর অনুশাসন রয়েছে,—উপস্থিত থাকলে শ্রীসত্য-নারায়ণের কথা ভক্তি সহকারে শুনতেই হয়। এতক্ষণ সকলে যেন তাই শুনলেন—কিন্তু হিক্রতে। শেষ সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।—জীবনের সাড়া পাওয়া গেল।

আচার্য্যই প্রস্তাব করেছিলেন,—তাঁকেই বাহবা দিতে হ'ল। বললেন,—

"অক্ষয়-বাবু আজ যা শোনালেন—দেহক্ষয়েও তা যেন আমরা স্মরণ রাখ্‌তে পারি এবং তা স্মরণ থাকবে বলেই আশা করি। শ্রুতি-স্মৃতির মধ্যে বহু দুর্ব্বোধ কঠিন শব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু অক্ষয়-বাবু সেই দুরূহ শ্রুতি-স্মৃতিকে অমৃতের মত উপভোগ্য ক'রে আমাদের তৃপ্তি দিয়েছেন। তা ছাড়া এরূপ সরল ভাষায় স্বীকারোক্তি অধুনা বিরল। এখন গোবর্দ্ধন-গোত্রজ একটি গুরুর দরকার মাত্র। সকলেই শুনে আস্‌ছেন,—চোখ দিয়ে দেখ্‌তে হয়। আমাদের কিংশুক-বাবুও রংছোড়জীর রংটুকু মাত্র দেখেছিলেন; চোখ দিলে সবটুকুই পেতেন। তিনি চোখ বাঁচিয়ে কাঁচিয়ে ফেললেন। অক্ষয়-বাবু…"

পাশের ঘরে খুঁক্ ক'রে একটি শব্দ হ'ল।

আচার্য্য ব'লে চললেন,—"নিরাকার দর্শনের একমাত্র সহজ উপায় অন্ধ হওয়া, অর্থাৎ চোখ দিয়ে তবে দেখা। এ সব গোপন-সত্য প্রকাশ করবার নয়, তবে অব্যভিচারী সাধক দেখ্‌লে বল্‌তে হয়।"

"ছি ছি, সহজ কথাগুলোয় কোন দিন কান না দিয়ে কি ক্ষতিই করেছি! চক্ষু দিয়ে দেখ্‌তে হয়, ঠিকই ত।" এই ব'লে অক্ষয়-বাবু আচার্য্য-মশায়ের পায়ের ধুলো নিলেন, আর ঠিকানাটা চাইলেন।

আচার্য্য-মশাই বল্‌লেন—"নিমতলায় সন্ধান নিলেই পাবেন, —আসন সেইখানেই।"

চা আসতে দেখে—"এই যে পতিত-পাবনী এসে গেছেন! আগে সভক্তি সব সেবা করুন, (নিম্ন কণ্ঠে) ভগীরথটিকে চিনলুম না যে।"

গোপীনাথ ট্রে সাজিয়ে সধূম চা এনে হাজির, আর মন্দাকিনী-দেবীর home-made (উটজ) পাঁপর ভাজা।

—"আসুন আসুন, বাঙ্গালীর পলিচাপা সগরবংশ চাঙ্গা হোক্। বাঃ, অমৃত একেই বলে, আর এক কাপ্ ঢালতে হবে। প্রথম কাপ্‌টা কর্জ্জন সাহেবের মৃত আত্মার তৃপ্ত্যর্থে বিসর্জ্জন করলুম। তাঁর উর্ব্বর মস্তিষ্কই বর্ব্বরদের ঘরে ঘরে এই সুধা-বিতরণের সদুপদেশ আর উপায় নির্দ্দেশ করে দেয়। বীজ মরুভূমে পড়ে নি,—মহীরুহে দাঁড়িয়ে গেছে!"

অক্ষয়-বাবু বললেন—"এটা আপনার অযথা উৎপ্রাস। চা'টা আমাদের একটা লাক্‌সরি নয় কি?"

আচার্য্য বললেন,—"পরিহাস একটুও নয় অক্ষয়-বাবু। ওইরূপ অজ্ঞতা নিয়ে সে সময় ব'লে ফেলেছিলুম,—দেশটা ম্যালেরিয়ায় ধুঁকছে, সুসেনকুলোদ্বহ কোট্টাধীশরা যদি গরীব-দুঃখীদের পল্লীগৃহে প্রত্যহ এক কাপ্ তয়েরি পাঁচন পাবার উপায় ক'রে দেন, এই ধ্বংসোন্মুখ দেশটা বাঁচে। তাঁদেরও ধর্ম্ম অর্থ দুই লাভ হয়।

—"তখন বোধ করি তাঁদের গায়ে বীরবাতাস লেগেছিল, তাঁরা লাক্‌সারির জবাব লাক্‌সারি দিয়ে দিলেন। চরক নিংড়ে তরো-বেতরো তেল বার করতে লেগে গেলেন। ইংরাজ দিলেন পেটে গরম জিনিষ, এঁরা ঢাললেন মাথায় ঠাণ্ডা তেল। অগ্নিবাণের ওপর বরুণ-বাণ ঝাড়া হ'ল। বুদ্ধির্যস্য মোটর তস্য। কেমন জবাব!—ঋষি-ভূমি যে,—

—"চুলোয় যাক্ পাঁচন! মানুষ ত মরবার তরেই জন্মায়। মাথাটা ত বাঁচুক। বাংলা দেশের আজো ওই সম্পত্তিটুকুই আছে। নিন্, এখন ভারতের ধর্ম্মরক্ষা ত আগে করুন—চা চালান,—পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ…" (চুমুক্ চললো)

চা খাওয়া সকলেরই শেষ হয়েছিল, আচার্য্য-মশার কথাটা সকলেই সাগ্রহে শুনছিলেন।

গবেষক অব্যক্ত-বাবু আপনা আপনিই বললেন—"উঃ, চিন্তা করবার কত জিনিষই রয়েছে! কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা ধরি?"

কথাটা আচার্য্য-মশার কানে গেল, একটু মুখ মুচকে বললেন,—"বলুব'খন, ব্যস্ত হবেন না।" পরে বললেন—"এমন আনন্দমিলনে আজ আধ্যাত্মিক আলোচনা আর নয়। কোরক-বাবু! একটু কাব্যরসাস্বাদ করান। নিশ্চয়ই অনেক জ'মে থাকবে।"

কবি কোরক রায় কানঢাকা কেশরাশি মৃদু অঙ্গুলীস্পর্শে ঈষৎ সরিয়ে, ভাববিহ্বল শিবনেত্রে, বংশীরবে বললেন—"আমি আর নূতন কি শোনাবো, কবিতা আর সবিতা বড় একঘেয়ে পথ ধ'রে চলেছে⋯"

আচার্য্য বললেন—"রোগ ঠিকই ধরেছেন—দুয়েতেই ঘাম বার ক'রে ছাড়ে। তবে রোগ যখন ধরেছেন, তখন ভাবনা কি?"

"তা বটে, তবে চেষ্টা ক'রেও ভাবটা বেশ ধোঁয়াটে, অর্থটা তেমন ঘোলাটে ক'রে তুলতে পারছি না; অক্ষরও উনপঞ্চাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে না।"

"হবে হবে; তাও হবে, চেষ্টা থাকলেই দাঁড়াবে; ওর জন্যে ভাববেন না। সমঝদার লোক জগতে কম,—উদ্দেশ্য আপনিই সফল হবে।"

"তবে শুনুন" ব'লে কবি কোরক রায় চক্ষু মুদে সুরু করলেন,—

"ভাদ্র যবে যৌবনের"

আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রলম্ব হস্তে তর্জ্জনী সঞ্চালন করতেই,—কিংশুক হুমড়ি খেয়ে গলা বাড়িয়ে শুনছিল,—আঙুলটা তার চোখে লাগায়—'উহু' ক'রে চিতিয়ে পড়লো।

আচার্য্য ব'লে উঠলেন—"আহা হা, খোঁড়ার পা'ই খানায় পড়ে,—'রংছোড়' না ছাড়তেই—"

নেপথ্যে মৃদুহাস্য শোনা গেল।

—"কবিতা চিরদিনই গতিশীলা। একটু স'রে সামনে বসতে হয়। নিন্—এইবার অবাধে আবৃত্তি চলুক,—"

কোরক-বাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন।

"ও কিছু না, আমার ভাইপো প্রবোধের আবৃত্তির ইতিহাস যদি শোনেন, অবাক্ হবেন। বেগ না থাকলে কবিতা!"

কোরক আরম্ভ কর্‌লেন,—

ভাদ্র যবে যৌবনের প্রান্তে ক্লান্ত হয়ে
আর্দ্র চোখে, ঐশ্বর্য্যের দিন গেল ভাবে,
গরিষ্ঠ আশ্বিন আসে হাসি
অরিষ্ট গরবে স্ফীত দেহ;—
ব্রীড়া তার বিভব বিস্তারি সারা মুখে
ক্রীড়া কোরে ফেরে কৌমুদীপ্লাবিত রাতে;—
দুগ্ধ আলিম্পন ছায়াপথে—
মুগ্ধ আঁখি মেলি হেরি মোরা।
বঙ্গে ফোটে আনন্দের মুখর উল্লাস,
অঙ্গে ওঠে নানা বেশ বালিকা বধূর!
বুড়ো মালী শেফালি কুড়ায়।
কুঁড়োজালি গলে বাঁধি মাসী,—
ঝাঁটা হাতে 'মঙ্গলায়' তাড়া করি ধায়
কাঁটা-বন ভাঙি,—মুড়ায়ে খেয়েছে ক্ষেত,
দুষ্টা।
পুষ্টা মোর লাউডগা খেয়ে—
মাচা ভেঙে, এ বুকের খাঁচা মড়মড়ি।

কাঁচা মাথা চিবায়ে খাইতে ইচ্ছা হয়।
শ্রীহরি শ্রীহরি, ছি ছি থু থু!
কি করি—হু! ছোটে গঙ্গাস্নানে।

কবি থামলেন।

বাহবা প'ড়ে গেল। ভাদুড়ী-মশাই ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে হাসলেন।

আচার্য্য-মশাই সবিস্ময়ে বললেন—"অ্যাঁ সে কি,—থামলেন নাকি! এ বেগ সংবরণ করলেন কি ক'রে?"

কোরক বল্‌লেন,—"আমি উপায়হীন, আমার মাথাই আছে—হাত নেই—"

আচার্য্য বল্‌লেন,—"ওটি ভারতের নিজস্ব এবং বৈশিষ্ট্যও বটে,—আমাদের বড় দেবতারও নেই—"

কোরক বল্‌লেন—"সম্পাদক মশায়রা, যে কবিতাকে প্রথম স্থান দিয়ে সম্মানিত করেন, সে ত পাতা উল্‌টে পড়বার জিনিষ নয়। ভাবসঙ্কোচের জন্যেই তার মর্য্যাদা।"

আচার্য্য।—তা বটে—তাঁরা ঠিকই করেন,—আয়না কি আর লোকে উল্টে দেখে! বাঃ, আপনার এটিও—চোখের তারায় যেন ছবি আঁকা হয়েছে। এক ফোঁটা হলেও ডাইলুসন খুব হায়ার!

কবি বল্‌লেন—"আর কিছু লক্ষ্য করলেন কি,—"

—"তা আর করি নি! কবি হ'লে কি হবে, ব্যাস-বাল্মীকি যে-বয়সে ও কাযটিতে হাত দিয়েছিলেন, তখন মিলনের জন্যে তাঁদের ঐক 'নিরাকারের' খোঁজ ছিল,—তাই তাঁদের কাব্যে মিলনের ঝোঁক নেই। তার পর কাব্য বোধ হয় মেয়েদের মুখের ছড়ায় গিয়ে দাঁড়ায়,—তাঁদের কাছে মিলগুলোও তাই দক্ষিণাবর্ত্ত ধরে—যা স্বাভাবিক এবং শাস্ত্রসম্মত।

—"কিন্তু পুরুষরা কি ব'লে যে এত দিন ধ'রে, এই অশাস্ত্রীয় কাযটা ক'রে আসছেন, তা বুঝতে পারি না। যাক্—আপনি আজ সেটা শুধরে দিলেন, পুরুষোচিত কাযই করলেন। মিলটাকে যথাস্থানে —বামে এনে দিয়ে, সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হলেন।"

অক্ষয়-বাবু এতক্ষণ হাঁ ক'রে শুনছিলেন,—হঠাৎ আবার জানতে চাইলেন—"আপনাকে তা হ'লে নিমতলাতেই পাবো ?"

—"না পাবার ত কারণ দেখি না।"

কোরক রায় জিজ্ঞাসা করলেন,—"ছন্দটার নামকরণ…"

—"কেন,—'অগ্রদানী' কি 'বামাচারী' নাম দিতে আপত্তি আছে কি ? না হয় 'কোরকী'—"

—"না না, ওটা যে বড় স্পর্দ্ধার কথা হয়। এখন তা' বড় তা' বড় সব বেরুচ্ছেন !"

ভাদুড়ী-মশাই জয়েন (Join) করবার জন্ম উন্মুখ হয়েছিলেন, যেহেতু দু'একটা কথা না বললে খাটো হ'তে হয়, বললেন—

—"বামাচারী'ই খুব appropriate—সার্থক।"

সকলেই সমর্থন করলেন।

কিংশুক প্রথম লাইনেই জখম্ হয়ে, এক পাশে স'রে ব'সে তখন কোঁচার খুঁটে 'হা' দিয়ে, চোখ সেঁক্‌ছিলেন।

কবি জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাবসঙ্কোচটা ঠিক হয়েছে কি ?"

আচার্য্য বললেন,—"আবার কি চাই ? অতটুকুর মধ্যে ভাত্র থেকে সুরু ক'রে মাসীর গঙ্গাস্নান পর্য্যন্ত দেখিয়ে দেওয়া কি সহজ কথা"! অবশ্য এখনও এগুবার আয় আছে বৈ কি,—ক্রমে তা এসে যাবে। ঋষিরা সকল শাস্ত্র নিংড়ে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে এক ওঁ-এর মধ্যে গুটিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। তাতে ব্রহ্ম বস্তুটি সমজদারদের বুদ্ধিগম্য হ'তে কি

বাধে? একেবারেই নয়। সব কথা কি খুলে লিখতে হয়?" স্বগত —"প্রতিভা চুপ করে থাকতে পাচ্চেনা,—বিভা দেবেই।" প্রকাশ্যে—

—"ও চিন্তা রাখবেন না,—সিম্বলই এখন সম্বল। ও দিকে বিদ্যাপীঠেরও প্রবল নজর পড়েছে। ছেলেদের আর বোঝানো-পড়ান নেই, যার গরজ, সে নিজে বুঝে নিক্—দেখবেন faculty বাড়াবার এই কলটি দিয়েই হুড় হুড় ক'রে সমজদার বেরিয়ে আসবে।"

সুবর্ণ-বাবু প্রভৃতি অনেকেই হেসে উঠলেন।

"হাসবেন না,—Original thinking ওই পথ ধরেই আসে। 'দুর্ভাবনা' চাই বৈ কি! এখন ওই নিয়েই থাকবার দিন—"

কোরকের প্রতি,—"আপনি লিখে যান, ছাড়বেন না, সমজদার বহুৎ মিলবে।"

কোরক নীরবে প্রস্ফুটিত!

নানা কথা চলতে লাগলো। অক্ষয়-বাবু অবাক্ হয়ে আচার্য্য-মশাইকে দেখছিলেন,—অস্ফুট আওয়াজ দিলেন—"A Socrates।"

চিত্রশিল্পী আলেখ্য-বাবুর হাতে একখানি সুন্দর এলবাম্ ছিল। নবনী জিজ্ঞাসা করলে—"কিছু আছে না কি?"

"ও কিছু না—এত দিন সাঁওতালদের দেশে রইলুম, রেখাপাতে তার একটা ইঙ্গিত রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা—"

আচার্য্য ঔৎসুক্যে ব'লে উঠলেন—"কি কি? আবার ইঙ্গিত নাকি? তাই ত—এই সময় কিংশুক বাবুর চোখ অকর্ম্মণ্য হয়ে রইলো..."

—"আলেখ্য-বাবুর দেখাতে আপত্তি আছে কি?"

"না, আপত্তি আর কি, তবে চেষ্টা মাত্র, তাই......"

"চেষ্টাই ত আগে গো, চেষ্টা থাকলে না তেষ্টা মেটে। কৈ দেখি।"

এলবাম ছাড়তেই—সব ঝুঁকে পড়লেন।—পাহাড়ের কোলে শাল আর মহুয়া-বনের এক প্রান্তে, এক জনের ভ্রমরকৃষ্ণ বলিষ্ঠ বাম হস্তে দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ ধনুক, দক্ষিণ হস্তে আকর্ণ শরসন্ধান। পেশী সুস্পষ্ট—স্ফীত। আর কিছু না, ঐটুকু মাত্র। লোকটি জঙ্গল মধ্যে লুপ্ত।

সলজ্জ বিনম্র স্বভাব কিংশুককে সহসা—"বাঃ কি সুন্দর!" ব'লে উঠতে দেখে, অনেকেই অবাক্।

চিত্র দেখে আচার্য্য-মশাই মুগ্ধ। অক্ষয়-বাবু বিশেষ কিছু বুঝলেন না—শালবনই দেখলেন! বললেন—"ঘনবিন্যস্ত নিবিড় বনানী!"

আলেখ্য-বাবু বললেন—"কিন্তু···"

আচার্য্য বললেন—"আবার কিন্তু কি,—খুব ভাবব্যঞ্জক—suggestive হয়েছে—"

"কিন্তু যেখানে এত দিন রইলুম, সেই মধুপুরকে একটি স্বতন্ত্র সার্থক shape (মূর্ত্তি) দেবার বড় ইচ্ছা ছিল······"

আচার্য্য বললেন—"সে কি! সবই ত ক'রে রেখেছেন।—ডিজাইন্ ওই থাক, কেবল টান্‌গুলো মোলায়েম হাতে একটু শিথিল ক'রে দিন। আর ধনুকে মহুয়া-ফুলের মালা জড়িয়ে তীরের ফলায় একটি রজনীগন্ধা লাগিয়ে দিন না।—আর কিছু করতে হবে না। ইচ্ছা হয় ত—তার উপর একটি মধুপ···"

আলেখ্য সবিস্ময়ে ব'লে উঠলেন—"A master mind!"

সহসা নবনী কিংশুকের দিকে চেয়ে ফেললে। দেখে, কিংশুকও তার দিকে চেয়ে! উভয়েরই ঠোঁটে চাপ আর চোখের কোণে হাসির টান্!

ভাদুড়ী-মশাই মাথা হেঁট করলেন।

মাতুল গোপীনাথ এসে সবিনয়ে সকলকে উঠতে বললেন,—"এইবার একটু কষ্ট করতে হবে,—ঠাঁই হয়েছে।"

—"জগতে যদি কোনও প্রার্থনীয় কষ্ট থাকে ত—এই সুমিষ্ট ডাকটি শুনে উঠে পড়াটি। এ কষ্ট স্বীকার করতে আমরা চির-অভ্যস্ত,—এই উঠলুম ;—আপনি বৃথা কুণ্ঠিত হবেন না।"

সকলে উঠে পড়লেন।

মাঝের বড় ঘরটিতে স্থান হয়েছিল এবং ফলমূল হ'তে মিষ্টান্ন পর্য্যন্ত সুচারুরূপে সাজিয়ে দিয়ে সকলকে ডাকা হয়েছিল।

আচার্য্য-মশাই একবার চেয়ে দেখেই সুবর্ণ-বাবুর দিকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—"এ কি! শিল্পপ্রদর্শনী যে,—টিকিট আছে না কি!"

সুবর্ণ-বাবু সহাস বিনয়ে—"এখানে আর কি-ই বা পাওয়া যায়! তবে আমার আজকের পাওয়াটা ত তুচ্ছ নয়"—ব'লে সকলকে বসতে অনুরোধ করলেন। ভাদুড়ী-মহাশয়ের পাশে তিনি নিজে বসলেন।

প্রথম ঝোঁক্ সামলে সকলে মাথা তুলতেই একটা জিনিষ তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।—নির্ব্বাচনের স্বাভাবিক শ্রেণীবিভাগ ধরেই হোক্ বা আকস্মিক ভাবেই হোক অথবা মগ্ন-চৈতন্যের চতুর পরিহাসেই হোক্, নবনী আর কিংশুক পাশাপাশি ব'সে পড়েছে। দেখাচ্ছেও সুন্দর।

আচার্য্য বললেন,—"বাঃ, কি যোগাযোগ!"

ভাদুড়ী-মশাই বিস্ফারিত-নেত্রে সেই দিকেই দেখতে লাগলেন। যেন "এ ছোকরাটি কে!" এই ভাব।

কোরক যেন স্বপ্নভঙ্গে ব'লে উঠলেন—"হ্যাঁ, সেই যে কার কবিতা আবৃত্তির কথা বলছিলেন, তাঁর ভাবটা যদি..."

আচার্য্য বললেন,—"সে আর কি শুনবেন—আপনার মতই ;—তবে কিছু ওজস্, কিঞ্চিৎ টঙ্কার-প্রবল, একটু ভীতিপ্রদও..."

"ভীতিপ্রদ!"

"তাই ত প্রবোধের বিবাহ দিতে সাহস পাচ্ছি না,—কি জানি...।

আবৃত্তির সময় বেগ ধরলে হঠাৎ উঠে পোড়ে ঘরের একোণ থেকে ওকোণ পায়চারি করে—উর্দ্ধমুখে, ভাবাধিক্যে তর্জ্জনীতে টান ধরে,—কখনো তীর,—কখনো বর্শা, কখনো বঁড়শী, কখনো শিবাজীর পাঞ্জা, কখনো ট্যাড়চা, কখনো মুষ্টিবদ্ধ! বলে—আমি কিছুই করি না, করতে হয়ও না, ও সব আপ্‌সে হয়,—ভাবের ইলেক্‌ট্রিক কারেণ্ট আসে কি না! জ্যান্তো কবিতার যাচাই ত ওইতেই। এ.কি তোমার 'ওঠো শিশু মুখ ধোও' না—'দিন যায় রাতি আসে!' এ যে হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত বিঝঙ্কৃত অনাহত ভেরী···"

—"ছোট ভাই সুবোধ এসে বলে—'দাদা, চরকাটা একবার···'

"চরকা! ঝরকা বল্‌?"

"সুবোধ সোৎসাহে বলে—'না না, একটা এনেছি যে, এর মধ্যেই দেখুন না কতটা সুতো···"

"খবরদার, ও সব ঘেনঘেনানি ঘরে ঢোকানো চলবে না, এখনি খিড়কির পুকুরে···। কেউ দেখেনি ত? শুনছিস্‌ এক্ষুনি,—আগে···"

"চরকা বিসর্জ্জন স্বহস্তে দিয়েছে,—ভাবের ঘরে ত চুরি চলে না। এখন আপনা আপনি গ্রীবাভঙ্গী আর ট্যাড়চা তর্জ্জনী-সঞ্চালন চলেছে! এ অবস্থায় বে দিয়ে কার মেয়ের জ্যান্তো বৈধব্য ঘটাবো!"

গবেষক অব্যক্তকুমার বললেন,—"কার মধ্যে কি আছে, কিছুই বলা যায় না,—এ সম্বন্ধে বুঝি না বুঝি, সহানুভূতি দরকার। এক দিন প্রমাণ হয়ে যেতে পারে—এঁরাই দেশের রত্ন। সবই গবেষণা-সাপেক্ষ।"

অক্ষয়-বাবু পাঁটাটার একটা আস্তো মুড়ির মর্য্যাদা রক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। বললেন—"ঊনপঞ্চাশের মধ্যেই ওদের স্থান,—বৃথা ক্রমস্বীকার মাত্র, উচ্ছিলীন্ধ্রের মত দু'দিনের উচ্ছ্বাস, সমাজের কোনো উপকারে আসে না,—অসুখড়।"

কোরক তাঁর দিকে একবার সরোষ কটাক্ষ হানলে। পাশের লোক শুনলে—'অতিকায় প্রস্তর!'

গোপীনাথ মতিচুর নিয়ে উপস্থিত হতেই—অক্ষয়-বাবু দুঃখের সুরে বললেন,—"ও আর দু'টোর বেশী দেবেন না। এসে পর্য্যন্ত কি যেন কিসের একটা সুডহর অভাব অনুভব করছিলুম। আপনি সহসা সেই সুমিষ্ট বস্তুর প্রতীক হস্তে উপস্থিত হয়ে, স্মৃতিকে সাহায্য করলেন। আপনাকে ধন্যবাদ।"

সকলে অবাক্ হয়ে অক্ষয়-বাবুর দিকে চাইলেন। গোপীনাথ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে পড়েছিল, কিছু না বুঝে শেষ "তবে আর দু'টো নিন" বলেই পাতে দিয়ে ফেল্‌লে।

অক্ষয়-বাবু মুখ তুলে গোপীনাথকে বললেন,—"অমন একটি মানুষ দেখেন নি, বুঝতে পারছেন না! তাঁর সেই প্রথম দিনের কথা কেবলি মনে পড়ছে!—মতি-বাবু কি কষ্ট স্বীকারটা ক'রে আমাদের সাত জনের মালপত্রগুলি নিজ হস্তে খুলে, এক একটি ক'রে ঝেড়ে ঝুড়ে গুছিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন দেখতে, তেমনি ভদ্র, তেমনি পরোপকারী। আজ তিনি উপস্থিত থাকলে, কি আনন্দই হোতো। আর দেবেন না—দেবেন না, ফেলে রেখে তাঁর অপমান করতে পারবো না।"

আচার্য্য-মশাই বললেন,—"উনি যা করেছেন করেছেন, আপনি আবার এ কি করলেন অক্ষয়-বাবু,—আমাদের সকলকেই যে সন্তপ্ত ক'রে দিলেন! এ আনন্দ-সম্মিলনে তাঁর মত মানুষের অভাব যে সত্যই কষ্টকর। সুবর্ণ-বাবুর বোধ হয়, তাঁকে বলতে ভুল হয়ে গেছে।"

সুবর্ণ-বাবু অপ্রতিভের মত কুণ্ঠিতভাবে বললেন,—"তিনি কি এখানে আছেন? বহুদিন ত তাঁর সাক্ষাৎ পাইনি! তা হ'লে ত কতই…"

আচার্য্য বললেন—"ঠিক জানি না, তবে চার পাঁচ দিন আগে হঠাৎ এক দিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।"

অক্ষয়-বাবু উত্তেজিতভাবে বললেন,—"বলেন কি! এইখানে? এত বড় ভুল…"

সকলে উৎকর্ণ। গোপীনাথ ন যযৌ। সে সুবর্ণ-বাবুকে জিজ্ঞাসা করলে—"কে মতি-বাবু?"

—"মতিলাল লাহিড়ী গো, আমাদেরই স্বঘর। বড় চাকরে।"

আচার্য্য বললেন,—"নিখুঁৎ লোক, আপনি তাঁকে কি ক'রে চিনবেন? একবার দেখলে আর ভুলতে পারতেন না।"

গোপীনাথ বল্‌লে—"আমার ত এক বন্ধু মতি লাহিড়ী আছেন, সাঁতরাগাছিতে বাড়ী। তিনি বড় চাকরে ত নন,—টাকা চল্লিশ পান, তবে তাঁর নানা উপায়ের রোজগার আছে বটে! দেখতেও খুব সুপুরুষ, ওখানকার থিয়েটরে লেডী ম্যাকবেথ সাজতেন;—সে অনেক দিনের কথা।"

আচার্য্য জিজ্ঞাসা করলেন,—"লোকটি কালা কি?"

"না, তবে নয়" ব'লে গোপী সকলকে মতিচুর দিতে লাগ্‌লেন।

অক্ষয়-বাবু "কালা কি?" শুনে, মনে মনে বিরক্ত হয়েছিলেন, যেহেতু "অল্প বধির" বলতে কি হয়েছিল, ভদ্রলোক সম্বন্ধে আলোচনায় ভদ্র-ভাষার ব্যবহারই বিধি!

ফেরবার সময় গোপীনাথ—"তবে আর দু'টো খান" ব'লে আবার দু'টো তাঁর পাতে ফেলে দিলেন। অক্ষয়-বাবুর তখন বিরক্তির মুখ, সুতরাং দ্বিরুক্তি করলেন না।

চ'লে যেতে যেতে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে ভ্রূকুঁচকে গোপী বললেন—"হুঁ, তা আশ্চর্য্য নয়, আপনাদের কাছে হুঁ, তা হ'তে পারে, সে যে

নকল করতে খুব পারে। একবার অন্ধ সেজে এক মাস ছিল, ওই তার সখ কি না, পেশাও হ্যাঁ—তা হ'লে সেই-ই। তবে এখানে সে আসবে কেন? এই সাত দিন আগে তার সঙ্গে জোড়াবাগানের মোড়ে দেখা। বললে, 'গোয়ালন্দ যাচ্ছি, একটা ভারি দাঁও আছে,—ভীষণ ষড়যন্ত্র,—তান্ত্রিকী ব্যাপার! দেখি কি হয়।' ব'লে গেলো, এসে দেখা করবে। বিবাহসম্বন্ধে কি কথা আছে, আমার সাহায্য চায়। সে এখানে আসবে কেন? আমার বাল্যবন্ধু, আমার কাছে কোন কথা গোপন করে না।"

আচার্য্য নবনীর দিকে দেখেন—তার মুখ ফ্যাকাসে মেরেছে, চোখে বিস্ময়ের ছোপ্!

আচার্য্য বললেন—"বাঃ, আবিষ্কারের আনন্দ নিয়ে থাকতেই ভালোবাসেন,—বেশ লোক ত। অমন পরোপকারী লোক—কালা হতেই পারেন না, আমার বরাবরই এই ধারণা,—এখন শুনে ভারি আনন্দ হ'ল। আমি বলিনি—ও রোগ সেরে যাবে?"

অনেকেই ব'লে উঠলেন—"আপনি বলেছিলেন বটে।"

নবনী চুপ!—তাহার আহার থেমে গিয়েছিল, মুখে আর কিছু উঠ্‌বে না।

উঠছিলো কেবল অক্ষয়-বাবুর,—তিনি বললেন—"এক জন ভদ্রলোক সম্বন্ধে,—দেবতা বললে হয়, এ সব কথা আমি বিশ্বাস করি না। শুনলে অন্তগুলো উষ্ণ হয়ে ওঠে। আমাদের মতি-বাবুর ওপর অন্ধ বা বধির সাজবার সখ সম্ভবই নয়।—বিশেষ সজ্জন-বন্ধু-সকাশে। এ সব সৌভিক বৃত্তি তাঁর মত ভদ্রলোকের পক্ষে অসম্ভব। কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না, অকারণ..."

গোপীনাথ বললেন,—"অকারণ হবে কেন মশাই, আপনি ত

সব কথা জানেন না। আর একটু দই খান, বৈদ্যনাথের দই প্রসিদ্ধ...”

অক্ষয়বাবু বাধা না দিয়ে, মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন,—‘অলীক বিপাদিকা—’

আচার্য্য-মশাই ধীরকণ্ঠে বললেন,—“অক্ষয়বাবু ঠিক ধরেছেন,—অমন চেহারা, ওরূপ পরহিতব্রতী, ট্রাঙ্ক খুলে খুলে জিনিষ গুছিয়ে দেন, বিশেষ ভদ্র ভিন্ন কার মাথা ব্যথা এত। আবার একজনের নয়—সাত সাতজনের। অপরিচিতের সঙ্গে এরূপ সদ্ব্যবহার কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ রাখবার জিনিষ। মাইকেলের এটা ওটা মিশে বোধ হয় মাথা ঘোলাটে মেরে গিয়েছিল, তাই লিখে ফেলেছেন—

‘যে বিদ্যুৎ রমে আঁখি
মরে নর তাহারি পরশে’—

আর তালগাছ বুঝি মরে না?' হুঁঃ ও কথাই নয়। বাজে কথা মতি-বাবু কানে নেন না—এ হতে পারে। এটা বিচক্ষণতারই লক্ষণ। একটা উচ্চ অভীষ্ট আছে, এই বয়সেই সাধনা আরম্ভ করে দিয়েছেন। ত্যাগাৎ সিদ্ধি,—কান থেকেই সুরু করে থাকবেন। শব্দ গ্রহণ করেন না।”

অক্ষয়বাবু খুসী হয়েছিলেন, বললেন,—“হাঁ, এ হতে পারে, আমারও তাই মনে হয়। আমার জন্মটা বৃথাই গেল”—

রসগোল্লাটা মুখে ফেলে দিয়েই একটা নিশ্বাস ফেললেন।

আচার্য্য-মশাই বললেন,—“আকাঙ্ক্ষা না থাকলে আক্ষেপ আসেনা। এখনও ত দিন যায় নি, হবে। বয়স কত হলো!”

“আর কবে হবে মশাই, সাঁইত্রিশ যায়।”

“তবে আবার দুঃখ কি, কাছিয়েছেন ত,—আর তিনটে বছর বৈ ত নয়।”

"বুঝতে পারলুম না,—কেন, তা হলে কি হবে ?"

"তবে না নির্দ্বন্দ্বে একমন হবেন। এইটিই নিয়ম, সাধনায় একমন হওয়া যে চাই।"

"এতদিনে হল না, আর তিন বছরে..."

"ঠিক হবে, শাস্ত্র মিথ্যা হয় না। চল্লিশ না সারলে কি করে হবে, চল্লিশ সেরেই না একমন হয়, তার আগে হওয়া ত নিয়ম নয়। গোঁজামিল দিয়ে আগেও হয়, পরীক্ষায় টঁ্যাকে না।"

অক্ষয়বাবু নির্ব্বাক বিস্মিয়ে দু'বার আবৃত্তি করলেন ;—"চল্লিশ সেরে একমন।' তাই ত বটে। উঃ কোন কথাই মানে বুঝে শেখা হয় নি। বিপশ্চিৎ মনীষীরা এক ধারাপাতের মধ্যে সারা কথা রেখে গেছেন দেখছি। নাঃ আবার সটকে থেকে দেখতে হয়েছে। আপনাকে ওই..."

"হ্যাঁ ওই নিমতলায়।"

সকলের খাওয়া শেষ হয়েছিল, কেবল কথা শেষের অপেক্ষা ছিল। সুবর্ণ-বাবু ভাদুড়ী-মশাইকে নূতন নূতন caseএর (কেশের) কথা শোনাচ্ছিলেন। ভাদুড়ীও অন্যমনস্কে রাবড়ীর হাঁড়ী খালি করে চলেছিলেন। আর সকলে কমলালেবু চালাচ্ছিলেন।

কিংশুকের কথা শেষ হয় না,—মৃদু সহাস। শ্রোতা নবনী গম্ভীর মুখে অন্যমনস্ক। শুনছিল কিনা বলা যায় না, হুঁ হাঁ দিচ্ছিল মাত্র।

অক্ষয়বাবুর মাথায় তখন ধারাপাত ঢুকেছে,—তিনি রসগোল্লা অবলম্বনে গণ্ডাকে কণ্ঠস্থ করছিলেন।

আচার্য্য-মশাই রান্নার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আরম্ভ করলেন, সকলেই তাতে যোগ দিলেন।

স্বরলিপিকার বেলোয়ারীবাবু বিমর্ষ। দধিটা ছোঁন নি।

আচার্য্য-মশাই বললেন,—"বেলোয়ারীবাবুর গানটা শোনবার বড়ই ইচ্ছা ছিল, এদিকে ডাক পড়ায়, ওদিকটায় বাদ পড়ে গেল, কাল কিন্তু শুনতেই হবে।"

শুনে বেলোয়ারী-বাবু কিঞ্চিৎ কোমল লাগিয়ে অশোয়ারী সুরে বললেন,—"আমার গান আর কি শুনবেন, তবে নতুন একটা ত্রোটকীয় অভিনব স্বরলিপি সায়েস্তা করেছি, সেইটেই তবে শোনাবো।"

আচার্য্য বললেন—"যাক মনটা বড় অসুখ ভোগ করছিল, এতক্ষণে তৃপ্তি পেলুম।"

বেলোয়ারী-বাবু সোজা হয়ে বসলেন।

অক্ষয়বাবুর রসগোল্লার ক্ষয়কার্য্য শেষ হতেই সকলে উঠে পড়লেন।

স্থবর্ণ-বাবু দাঁড়িয়ে উঠে সকলকে উদ্দেশ করে বললেন,—"আপনারা কিংশুকের শুভকামী বন্ধু। আপনাদের যত্ন ও সাহায্যেই পরম-প্রার্থনীয় ও আকাঙ্ক্ষিত আত্মীয়রূপে কিংশুককে লাভ করে আজ আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা পাচ্ছি না। আপনাদের কাছে আজ আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—আবার যেন আপনাদেরই দেওয়া পরম বাঞ্ছিত শুভকার্য্যে আপনাদের পায়ের ধূলো পাই। আপনারা উপস্থিত থেকে যেন সেই কার্য্য সম্পন্ন করান।"

সকলে আনন্দে সম্মত হলেন।

কিংশুক নত নীরব। পাশের ঘরে শাঁক বেজে উঠ্‌লো। নবনী চঞ্চলভাবে ভাদুড়ী-মশাইকে বললে,—"আপনাদের বিলম্ব হতে পারে—আমি হেঁটেই যাই,—দিদিকে বড়ই অসুস্থ দেখে চলে এসেছি। তিনি জেদ না করলে আমি আসতুম না, এত দেরী হবে জানলেও আসতুম না, খুবই খারাপ কাজ করা হয়েছে।—তাঁর আবার কাল যাবার কথা…"

ভাদুড়ী-মশার চঞ্চল-দৃষ্টি তখন গোপীকে চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তিনি নবনীর দিকে না চেয়েই বললেন,—"—অ্যাঁ অসুস্থ, কে? কেন?—এই যে গুপীকে···সে কোথায় গেল···"

নবনী আর উত্তর না দিয়ে, যাবার জন্যে দু' পা এগুতেই—ভাদুড়ী ব্যস্ত হয়ে বললেন,—"গুপীকে একবার দেখ দেখি।"

নবনী বললে,—"আমি আর দেরী করবো না,' অনেক দেরী হয়ে গেছে, গোপীবাবু আচার্য্যমশাইকে অন্দরে ডেকে নিয়ে গেছেন···"

"কেন?"

"তা আমি জানি না, মেয়েরা বোধ হয় ডেকেছেন।"

নবনী আর দাঁড়ালো না, বেরিয়ে পড়লো। তার মনের অবস্থা এখন সাতানব্বয়ের নীচে।—"মীরার না ইরার?"

মিনিট পাঁচেক পরে আচার্য্য এসে দেখেন,—ভাদুড়ী-মশাই অন্দরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ভাবলেন—তাঁরই প্রতীক্ষা করচেন।

"চলুন, আমার দেরী হয়ে গেল। নবনী?"

"গুপীকে একটা কথা—"

"একা এই খাটুনি খেটে, তিনি বেজায় মাথা ধরিয়ে শুয়ে পড়েছেন। কাল বিকেলে আমাদের বাসায় যেতে পারেন।"

"রাসকেল একবার দেখা করেও যেতে পারলে না,—চলুন" বলে, ভাদুড়ী-মশাই রোষভরে গিয়ে মোটরে বসলেন।

আচার্য্য বললেন,—"নবনী?"

"তাঁর আর দেরী সইল না,—তিনি তাঁর দিদির জন্যে···"

"রাস্তায় তুলে নিলেই হবে—অসুস্থ দেখে এসেছে কি না। ছেলে-ছোকরা—মন অত্যন্ত কোমল···"

ভাদুড়ী-মশাই সে কথায় কান না দিয়ে বললেন,—"সুবর্ণবাবু কি-সব বললেন, বুঝতে পারলুম না,—কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কিসের জন্যে? শুভ কার্য্যটা কি?"

আচার্য্য বললেন,—"কিংশুকের বিবাহ ওঁদেরই কোন একটি মেয়ের সঙ্গে স্থির হয়েছে, সেই জন্যেই বোধ হয় শাঁখ বাজলো, শুনলেন না?"

ভাদুড়ীর মাথায় যেন হাতুড়ি পড়লো। বসা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—"কার মেয়ে,—সুবর্ণ-বাবুর?"

"তা হতে পারে,—তাঁর ভায়ের মেয়েও হতে পারে,—সে কথাটা জিজ্ঞেস করা হয় নি।"

পথে নবনীকে দেখতে পেয়ে—"এই যে—নবনী না? এসো এসো, হেঁটে কেন?"

নবনীকে তুলে নেওয়া হল। সব চুপ-চাপ্। মোটর এসে বাসার বারান্দায় মাল খালাস করলে।

৩৫

মাতঙ্গিনী-দেবী প্রত্যূষে উঠে স্নানাদি সেরে পূর্ব্বদিনের মত স্বচ্ছন্দ-ভাবে পরম নিষ্ঠায় রন্ধন-কার্য্যে মন দিয়েছেন। সেই সৌষ্ঠব শ্রী, সেই সৌন্দর্য্য, নীরব মর্য্যাদা মণ্ডিত ভাব। ভাল ক'রে লক্ষ্য করলে,—ঈষৎ চঞ্চল।

ভাদুড়ী মশাই যা খেতে ভালবাসেন, সযত্নে যথাসম্ভব তিনি সেই আয়োজনেই নিবিষ্ট। বামুন-ঠাকুর সাহায্য করছে মাত্র।

সারা রাত মনে মনে এক এক ক'রে সকল বিষয়ে স্বাধিকার বর্জ্জন করতে তাঁর প্রত্যেক তন্ত্রী ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে, ক্রমে নিঃস্ব হয়ে—

নিঃস্বের শক্তি সঞ্চয় করেছেন। সেটা ভগবানে আত্মসমর্পণ। কিন্তু স্বামীর অধিকার,—মন থেকে যায়নি,—বোধ হয় যায় না। ভাবাও যায় না। তবু তা যেতেই হবে—এই তাঁর অবস্থা। সে অবস্থা অনুমান করবার প্রয়াসও—পুরুষের ধৃষ্টতা।

কি জানি কি ভেবে একবার চট্ ক'রে ছুটে গিয়ে স্বামীকে চা খাইয়ে এসেছেন। তাঁর কথা কইবার ইচ্ছা ছিল, দাঁড়াতে পারেন নি,—কি একটা চড়িয়ে গিয়েছিলেন,—পুড়ে যাবে। যার কপাল পুড়তে বসেছে—তার আবার পুড়বে কি?—স্বামী সেটা খেতে যে ভালোবাসেন। তাঁর সেই ভালোবাসার মধ্যে যে এমন কি আছে,—তা মন্দভাগিনী মাতঙ্গিনীই জানেন! আমরা বুঝলুম না।

ভাদুড়ী-মশাই অশিক্ষিতও নন, অবুঝও নন, তবুও সুবর্ণ-বাবুর 'শুভকার্য্য' তাঁকে অধৈর্য্য ক'রে ঘুমুতে দেয় নি। কিংশুক কে?—পরিচয়টা কি? সুবর্ণ-বাবুর ভাইঝি আছেন না কি!—এখানে? তা গুপে রাসকেল দেখা করলে না কোনো? আমাকে মাঝে ফেলে মজা দেখা,—অপমান করা? এ দুর্ব্বুদ্ধি তাকে কে দিয়েছিল? আমি কি কোনো দিন তাকে কিছু বলতে গিয়েছিলুম—না সে আমার কথা কবার যোগ্য, Stupid brute, আমার অভাবটা কিসের? মাতুর মত স্ত্রী ক'জন পায়! হ্যাঁ—তবে,—তা—তা হোক, তাতে কি এমন—

এই ভাবে তাঁর রাত কেটেছে। শেষ···'তা হোক্' ব'লে একটু চোখ বুজতে পেরেছিলেন। বেলা সাতটায় উঠে উদাস-ভাবে, গেটের দিকে চেয়ে বসেছিলেন। গুপীর প্রত্যাশায়, না এম্নি?

এইখানেই মাতঙ্গিনী চা দিয়ে যান। বিনা প্রসাধনে একখানি কস্তাপেড়ে কাপড়ে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী! যতক্ষণ দেখতে পেলেন,

ভাদুড়ী নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন। তাঁর প্রাণটা একবার "ছি—ছি!" ক'রে উঠলো—একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো! চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

কৈ, আগেকার মত কেউ ত আর কাছে আসে না, আজ যেন সেটা তাঁর কাছে ধরা পড়লো। ফল কথা—সম্প্রতি তাঁর একা একা থাকতেই ভাল লাগছিলো। মধুপুরে আসার পর যে-সব আনন্দ-মুখর উপভোগ্য দিনগুলি কত-না হাস্যে রহস্যে কেটেছে, সহসা সে সব আজ তাঁর মনে পড়ে গেল। কিছুর ত অভাব ঘটেনি—সবই ত তাই আছে, তবে সে দিন আর নাই কেন? নবনীর যৌবনসুলভ উৎসাহ, আচার্য্যের সরস উক্তি, মাতঙ্গিনীর সহজ কর্ত্রীত্ব—সুমধুর আধিপত্য নাই কেন? গেলো কেনো?

তিনি সেই বিগত দিনগুলি আবার ফিরে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তবু শেষ-দেখার মত ফটকের ফাঁক্ দিয়ে পথের দূর প্রান্ত পর্য্যন্ত একবার দেখে নিয়ে, হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে চাকরকে হুকুম করলেন—আচার্য্য-মশাই আর নবনীকে ডাকতে,—আজ অনেক দিন পরে!

আচার্য্য-মশাই টেবিলে কনুয়ের ভর দিয়ে একদৃষ্টে ঘরের দ্বালে যেন চাঁদমারির মধ্য-বিন্দু লক্ষ্য করছিলেন;—ত্রাটক অভ্যাস নয় তো! টেবিলের ওপর মোহমুদ্গরখানা চিৎ হয়ে প'ড়ে,—নিরবলম্ব!

মনস্তত্ত্বে মালিকান স্বত্ব না পেলে লেখকদের চলে না। আচার্য্য তখন আশ্চর্য্য হয়ে মোহের মহিমা সম্বন্ধে ভাবছিলেন। মোহের কাছে সকলকেই মাথা হেঁট করতে হয়। সেখানে তা'বড় তা'বড় জ্ঞানী গুণী যোদ্ধা বোদ্ধা কারো স্পর্দ্ধা চলে না। সেই সূক্ষ্ম অদৃশ্য মোহের পর্দ্দাখানি আপনি না সরলে কোনো মিয়াই সরাতে সমর্থ নন। বাজিকরের-বেটী কি জালই বুনেছে! আবার রূপের মোহের রঙীন পর্দ্দাখানি দেবাদিদেবকেও ঘোড়দৌড় করিয়েছিল,—উন্মত্ত মহেশ! রামচন্দ্র

স্বর্ণমৃগ দেখলেন! 'হেলেন্' কেউ পেলেন না-পেলেন, মোহে ম'লেন,—'ট্রোজন-ওয়ার' জগতে রয়েই গেল!

সাধারণ মানুষ ভাদুড়ী-মশার দোষ কোথায়? রূপের মোহ ত স্বাভাবিক ধর্ম্মের ব্রাকেটে পড়ে। পঞ্চদশী খুলে কে আর 'পঞ্চোদশী' দেখে! ওরে বাবা—আদ ছটাক ন্যাকড়ার বিলেতী মাড়মাখা নেকটাই,—তাই কিন্‌তে কালকেতুর দশম ডাইল্যুসন কেনারাম কুণ্ডুর মোটর ছোটে পঁচাত্তোর মাইল,—তেল খায় তিন টিন্! এ সাজেরও মোহ আছে! সুতরাং—'দোষ কারো নয় গো মা'—

এই সময় চাকর এসে ভাদুড়ী-মশার সেলাম জানালে। আচার্য্যের চিন্তা থেমে গেল।

খাটে চিৎ হয়ে বুকে হাত দে শুয়ে, নবনী কড়িকাঠে চোখ বুলিয়ে—প্যারালাল্ লাইনে পড়ে ছিল! তার মধ্যে এঞ্জিনিয়ারী ছিল কি না বলা যায় না। চম্‌কে উঠলো। আচার্য্য-মশার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে। অর্থাৎ—ব্যাপার কি?

আচার্য্য-মশাই বললেন,—"চল না, দেখা যাক্।"

অনিচ্ছায় নবনী বললে—"কথা-টতা কিন্তু—"

"আচ্ছা—সে আমিই কব'খন।—ভয় কি, আজ ত চলেই যাচ্ছো।"

৩৬

তাঁদের আসতে দেখে ভাদুড়ী-মশাই হাসিমুখে আহ্বান করলেন,—"কি গো, তোমাদের যে আর দেখতেই পাই না;—না ডাকলে খোঁষ্ দাও না! নবনীর সে কাটামোই বা কতদুর এগুলো?"

আচার্য্য বললেন—"অকাল-বোধন হয়েছিল, বিসর্জ্জনের বাজনা অসময়েই কানে আসায়—সব থেমে গেছে।"

"সে কি হে! সঙ্কল্প কোরে"—

আচার্য্য বল্‌লেন—"অসমর্থ পক্ষে মানস-পূজাই বিধি,—তার ত কম্‌তি করেন নি! দর্শনের তরেই ত বকালের ব্যবস্থা;—সাক্ষাতের পর সে-সব প'ড়ে-থাকে—আবর্জ্জনায় দাঁড়ায়। যেমন বে' ফুরুলে,—তখন বরের বাপেরও খোঁজ থাকে না।"

ভাদুড়ী জোর ক'রে একটু হাসি ফোটালেন; ও-কথা আর না বাড়িয়ে বল্‌লেন,—"তাই বুঝি এদিকে আর"—

আচার্য্য বুঝেছিলেন—কথাগুলোর পাক কড়া হয়ে গেছে। পাল্‌টে বললেন—"তা নয়, ও-টা বাজে কথা; আসল কথা—আপনি আজকাল সকাল-সন্ধ্যা বেড়াতে যান, তাতে শরীরটে ভালও বোধ করেন শুনেছি। ওই সময়টাই আমরা গল্পালাপে কাটাতুম কি না, তাই এখন একটা-কিছু নিয়ে থাকি"—

"কিছুটা কি শুনি?"

"একটা যা-তা নিয়ে সময় কাটানো আর কি,—খুড়ো ত নেই যে—"

"তবু?"

আচার্য্য বললেন, "অনেক দিন থেকেই বন্ধু-বান্ধবরা একখানা নাটক লিখতে বলছেন—উৎসাহও কম দেন না, বলেন—আপনার 'ডায়েলগ' ভারি উপভোগ্য হবে,—নাটকের 'এলিমেণ্ট' আপনার মধ্যে মনুমেণ্টের চেয়েও উচ্চ রয়েছে। একবার লিখুন দিকি,—হাত লাগিয়েছেন কি মাৎ,—দেশ লুফে নেবে। এখন না আছেন গিরীশ, না আছেন দ্বিজেন,—বিদ্যাবিনোদ গত, রসরাজও নেই,—আছে যত

গেরোবাজ! এই ত মওকা,—একখানা খাঁটি সামাজিক নাটক ছাড়ুন ত,—ভারি অভাব—”

ভাদুড়ী-মশাই বললেন,—“খুব ঠিক্, ভারি ইন্‌টারেস্‌টিং কথা—বলুন্ বলুন্! তাই লিখছেন না কি?”

“না, ‘লিখেছিলুম’,—পাছে বান্ধবরা ভাবেন—গুণীদের গর্ব্বেই খেয়েছে, লিখতে পারেন বলেই বলি,—কথা রাখলেন না।”

“তার পর?”

“তা হবে কেনো,—সমাজ ব’লে কিছু কি আছে! সে এখন দরাজ—যেবা ইচ্ছা যার। খুড়োর সট্‌কা, ভাইপোর সিগারেট, ভাগ্নের বিড়ি! অনেক সাধ্যসাধনা ক’রে বনেদী বংশের ব্রাদারদের কাশী সিল্কের হাফ প্যাণ্ট্ পরিয়ে,—চীনে মিস্ত্রীকে দিয়ে মেহগ্‌নির বের্‌খো বানিয়ে—বাপের শ্রাদ্ধে বসাতে হয়, অবশ্য চা-পানের মার্জ্জিন্ (ছাড়পত্র) দিয়ে। হবিষ্যিতে ডিম্ব অনিবার্য্য,—পিসী গরদ পোরে রাঁধেন—আলুগোছে,—প্যাঁজ নয়, মাত্র তার দু’ ফোঁটা রস দিতেই হয়, নচেৎ খাবে কি কোরে! রুচবে কেনো? ক্রেপ্-সোল স্লিপার পোরে বধূমাতা পিণ্ডের পাত্র এগিয়ে দেন। সম্পাদকদের কার্ড পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ ক’রে আনা নিয়ম, এবং তাঁদেরও নিয়ম সংবাদপত্রে ঘোষণা করা—‘একেই বলে শ্রাদ্ধ’! যাঁদের চশমার পাওয়ার বেশী, তাঁরা গত জীবটিকে স্বর্গে পৌছতে পর্য্যন্ত দেখে থাকেন এবং তা কাগজে লিখেও থাকেন!—এইটে হোলো ফাষ্ট-ক্লাশ।

“মামুলি মধ্যবিত্তরা আজও শ্রাদ্ধের পিণ্ডি রক্ষা করেন,—মালসা পোড়ান। অবশ্য ‘টিফিন্‌টায়’ নফর বাউরির স্বকৃত এবং সস্তা পরোটা আর খাঁটি পাঁটির চচ্চড়ি চালিয়ে পেট ভরাট্ করতেই হয়। যেহেতু

আধ-পেটা আয়ে হাড়-ভাঙা পরিশ্রমের সঙ্গে যুঝ্‌তে হবে, এবং শাস্ত্রও বল্‌ছেন—মূল্যেন—

"গরীবরা 'সেন্‌সাস্‌' ছাড়া অন্য কোন গণনার মধ্যেই নেই,—তাদের ইহকাল পরকালও নেই, আছে কেবল আপৎকাল। সুতরাং যেমন জোটে আর যা পারে,—শেষ ডুবের ব্যবস্থাও আছে।

"দশ-কর্ম্মেরই দশ দশা! এ সমাজ এঁকে দেখানো আমার কর্ম্ম নয়,—এর একটা খুঁটি খুঁজে পাই না! বিরাটের গোয়ালেও এত রকমফের ছিল না।"

ভাদুড়ী বললেন,—"তবে যে বললে—'লিখেছিলুম'?"

"অসত্য বলিনি, কিন্তু খস্‌ড়া পড়েই বান্ধবরা মুস্‌ড়ে গেলেন;—প্রতিপত্তি যায় যায়! অন্নহীনতা—মহৎ-জনের কৃপায় সয়ে গেছে, বান্ধবহীনতার দীনতা সইতে পারব না। তাই এটা উল্‌টো রথের হিসাবে ফেঁদেছি। শুনেছি, ফ্রান্স খুব ফেলাও ফিল্ড্‌। লোকের খুঁৎ ধরবার যুৎ কম, তাই—"

ভাদুড়ী-মশাই বিস্ফারিত নেত্রে প্রশ্ন করলেন,—"ঘটনা স্থল ফ্রান্স?"

"আজ্ঞে, তাই বটে,—উপায় কি বলুন! আস্তো একটা সমাজ পাব ত, যার আচার-বিচার, বেশ-ভূষা, খানা-পিনায় একটা সামঞ্জস্য আছে,—হরি ঘোষের গোয়াল নয়।

—"মারি ত গণ্ডার,—একদম নেপোলিয়ন আর জোসেফিন্‌! বালকদেরও বুঝতে আটকাবে না। শেষ অঙ্কে এসে কিন্তু নিজেই আটকে গেছি। তিরিশ বছর আগে পড়া,—অর্থাৎ বই কেনা হয়েছিল,—তাঁদের বিচ্ছেদ পর্ব্বটা 'মেমারি' থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছে।

"নবনীকে জিজ্ঞাসা করায় সে মাথা চুলকে বললে, '—ভাদুড়ী-মশাই বলতে পারেন—হিষ্ট্রিতে ওঁর 'অনার্‌' ছিল।'

—"শুনে যেন স্বর্গলাভ করেছি! ঘরেই মালখানা মজুদ—আর ভাবি না। এখন দয়া ক'রে—বোনাপার্টির জোসেফিন্‌কে ত্যাগের উদ্‌যোগপর্ব্ব থেকে, অষ্ট্রিয়ার রাজকন্যার প্রেমের কূলপ্লাবী বন্যা,—তার পর সম্রাটের শেষ দশাটাও একটু সবিস্তারে শুনিয়ে দিলেই, নাটকখানা শেষ ক'রে—বান্ধব-সকাশে আবার পেশ করি এবং আশাও করি ক্যালক্যাটা-হাউসে,—একাধিক সহস্র রজনী। কি বলেন—জমবে না? —তবে বামুনে কপাল, ভয় হয়।"

শুনতে শুনতে ভাদুড়ী-মশার হাসি-ঢাকা মুখে মসী-ছায়া দ্রুত আসা-যাওয়া করছিল। হাসিটা টেনে রেখে বললেন,—"নবনী যে নীরব! ও-ও-ত সময় নষ্ট করবার ছেলে নয়,—ও কি নিয়ে আছে?"

আচার্য্য বললেন—"ক্যালকুলাসেই ওর মাথা মসগুল্;—তাক্ লাগাবার মতো কিছু হাত লাগলেই বুক-চিরে লিখবেন।"

এইরূপ হাসি-রহস্যে স্নানের সময় এসে যাওয়ায়, সভা ভঙ্গ হ'ল।

ভাদুড়ী-মশাই হাসিটা বরাবর বজায় রাখলেও—সেটা নিতান্ত ফিকে। তার পেছনে অপ্রতিভ ভাবের আভা আর লজ্জার ছোপ্ উঁকি মারছিল।

আচার্য্য আর নবনী চ'লে যাবার পর, তিনি কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক রইলেন। মনটা তাঁর গ্লানিতে ভ'রে উঠলো। মাতঙ্গিনীকে নিকটে পাবার জন্যে বিষম অতিষ্ঠতা এলো। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে উঠলেন।

* * * *

সকলে আহারে বসেছেন। মাতঙ্গিনী-দেবী একাই স্বহস্তে সব রেঁধেছেন—পরিবেষণ করছেনও নিজেই। কয় দিনই এই ভাব চলছে।

পদ্মে শিশিরবিন্দুর মত—মুখে ঘর্ম্ম বিন্দু। কপালে সিঁদুরের কোঁটা

—প্রভাত-অরুণের মত শোভা পাচ্ছে। তিনি করুণ গাম্ভীর্য্যে সচল-প্রতিমার মত যাওয়া আসা করছেন।

আচার্য্য-মশাইকে বললেন—"বেশী কিছু পেরে উঠিনি, ওই দিয়েই কুড়িয়ে বাড়িয়ে খেতে হবে—"

কথা কইলেন ভাদুড়ী-মশাই—একটু মৃদু হাস্য মিশিয়ে,—"ঠাকুর বুঝি এর চেয়ে বেশী কিছু করতো? আজ যে সবই বাছা বাছা রকম দেখছি—"

কথাটা সত্য। ভাদুড়ী-মশাই যা যা খেতে ভালোবাসেন—তাঁর সেই সেই প্রিয় আহার্য্যই তিনি প্রস্তুত করেছেন। তাঁর কথাটা শুনে মাতঙ্গিনী একটু তৃপ্তি বোধ করলেন,—অন্যের অজ্ঞাতে ছোট একটি নিশ্বাসও বাধা মানলে না। বললেন—"রাতের জন্যে মাংসের কোরমা রাঁধা রইল,—ঠাণ্ডার দিন—খারাপ হবে না। ঠাকুর লুচি ভেজে দিলেই হবে। সে ক্ষীর আওটাতেও জানে! আর যা বলবে, ক'রে দেবে।" এই বলেই দ্রুত চ'লে গেলেন,—বোধ হয় কিছু আনতে!

আচার্য্য-মশাই কিছু বলবার ইচ্ছা করেও বলতে পারলেন না, নিশ্বাসই ফেললেন!

ভাদুড়ী-মশাই মাতঙ্গিনীর দ্রুত চ'লে যাওয়াটার দিকে অবাক্ হয়ে চেয়েছিলেন, হঠাৎ বিমর্ষকণ্ঠে নবনীকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"আজ কি তোমার দিদির না গেলেই নয়, নবনী! কি ব্যবস্থা হয়েছে,—সেখানে খবর দেওয়া হয়েছে কি?"

নবনী বললে—"হ্যাঁ—এই সন্ধ্যের ট্রেনেই যাবেন। আমি যখন সঙ্গে যাচ্ছি—খবর দেবো আর কাকে!"

ভাদুড়ী-মশাই কেবল একটি মর্ম্মান্তিক 'হুঁ' উচ্চারণ করলেন। তার পশ্চাতে বোধ হয় ছিল—

সার্দ্ধ সপ্ত বর্ষ পরে এই কি বিদায় !

আহারাদি শেষই হয়েছিল। মাতঙ্গিনীও আর ফেরেন নি।

সকলে নীরবেই উঠলেন। ভাদুড়ী-মশাই নবনীকে অনুচ্চ অনুরোধ-কণ্ঠে বললেন,—"শরীরটে বড় অবসন্ন বোধ করছি, তোমার দিদির খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে একবার—"

"আমি বলব'খন।"

"খাওয়া-দাওয়ার আগে নয়—"

"আচ্ছা।"

আজ ভাদুড়ী-মশার মানসিক অবস্থা বাস্তবিকই কষ্টপ্রদ,—তিনি আজ কৃপার পাত্র। যিনি তাঁর সত্যিকারের ব্যথার ব্যথী, তাঁকেই তিনি খোয়াতে বসেছেন ! অকারণে না হলেও—সামান্য কারণে,—নিমেষের ভুলে !

তাই ত হয়। প্রিয়তমের অজ্ঞানকৃত অপরাধও যে শূলসম আঘাত দেয়: যে ষোল আনা দেয়, সে যে ষোল আনাই চায়,—অন্ততঃ প্রাপ্য বলেই তা আশা করে। প্রণয়ে নিঃস্বার্থ উদারতার উপদেশ যে উপহাস মাত্র !

ভাদুড়ীর অন্তরটা তাই আজ আত্মগ্লানির গরলে জর্জ্জরিত। মাতু তাঁকে একা অসহায় ফেলে চ'লে যাবে ! এ কথা তিনি যে ভাবতেই পারেন না। ভুল হয়েছে,—আর ত কিছু—। মানুষেই ত ভুল করে—মার্জ্জনাও করে মানুষেই ত—

তিনি অধীর হয়ে মাতঙ্গিনীর প্রতীক্ষায় এলোমেলো চিন্তা নিয়ে প'ড়ে রইলেন। গত রাত্রের অনিদ্রা ও অশান্তিভোগ, প্রভাতের পথ-চাওয়া-মোহ-মুক্তি,—আচার্য্যের সুতীব্র নাট্য-ইঙ্গিত, শেষ মাতঙ্গিনীর সুস্পষ্ট সুদৃঢ় সঙ্কল্প,—তাঁর কল্পনার দীপান্বিতায়, শেষ প্রহরের

নির্ব্বাপিত গর্ভদগ্ধ দীপের আঁধার-ক্লিষ্ট অবসাদ এনে, তাঁকে অবসন্ন ক'রে দিলে। অজ্ঞাতেই নিদ্রা এসে গেল।

মাতঙ্গিনী কয়েকবার এসে দেখে গেলেন,—স্বামীর গাঢ় নিদ্রা ভাঙাতে তাঁর প্রাণ চাইলে না।

বেলা প্রায় চারটে। মাতঙ্গিনী স্থির হ'তে পারছিলেন না,—আবার ছুটে গেলেন। সেই গাঢ় নিদ্রা। একটু ইতস্ততঃ করতেই স্বামীর কণ্ঠস্বর কানে এলো—"মাতু, তুমি আমায় ফেলে যেও না—আমি—"

আর বোঝা গেল না।

মাতঙ্গিনীর ইচ্ছা হ'ল—পায়ে লুটিয়ে পড়ে! কিন্তু জাগেননি ত—ঘুমুচ্ছেন! দীর্ঘ নিশ্বাসটা পড়তে পড়তে উচ্ছ্বসিত কান্নার সঙ্গে জড়িয়ে গেল। মুখে আঁচল চেপে দ্রুত আপন কক্ষে গিয়ে,—মেঝেয় প'ড়ে ফুলে ফুলে কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। শুনতে পাওয়া গেল,—"আমি যে তা পারব না গো—"

৩৭

মাতঙ্গিনী-দেবী চায়ের জল চড়িয়ে স্বামীর ঘুম ভাঙার অপেক্ষায় ছট্‌ফট্ করছিলেন। ভাদুড়ী-মশাই উঠেছেন শুনে, চা দিতে গিয়ে, তাঁর চেহারা দেখে চম্‌কে গেলেন,—এ কি পরিবর্ত্তন! প্রাণ হু হু ক'রে উঠলো।

কোনো প্রকারে মুখ দে' বেরুলো—"যতবার এসেছি, দেখি অকাতরে ঘুমুচ্ছো। ফিরে ফিরে গিয়েছি।"

উদাস ভগ্নকণ্ঠে ভাদুড়ী-মশাই কেবল বললেন—"তা তুমি যাবে কেনো, মাতু?" সে কি কাতর প্রশ্ন!

—"কাল আমায় কে দেখতে আসবে, মাতু, কে আর ফিরে ফিরে যাবে?"

মাতু চোখ তুল্লে দেখতে পেতেন, স্বামীর চোখের জল গণ্ড বয়ে নেমেছে।

"চা খাও, আমি এলুম, ব'লে।" মাতঙ্গিনী দ্রুত সে-ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

যাওয়া বুঝি আর হয় না! স্বামীকে এ অবস্থায় দেখে ও রেখে, কোন্ সাধ্বী যেতে পারেন! পত্নী-হৃদয় নিদারুণ পীড়ায় চঞ্চল হয়ে উঠলো। প্রাণ টানে, মন ঠেলে দেয়! দু'দিন পরেই ত—

মাতঙ্গিনীর মাথা ঘুরতে লাগলো। শেষ মুহূর্ত্তে এ কি! স্বামীর অকল্যাণ ভয়ে চুল বেঁধেছেন, আলতা পরেছেন। কেবল বিদায় নেওয়া বাকি।—"ঠাকুর, তোমার পদাশ্রয় নিয়েছি, তুমি বল দাও।"

—"মিথ্যে কথা কয়ে স্বামীকে প্রবঞ্চনা করেছি; তাঁর কাছে সব স্বীকার ক'রে, ক্ষমা চাইতে ত যেতেই হবে। সে বিষ বুকে ক'রে কোথাও থাকতে পারব না; তার পর—

—"চোখের জলে ত এ জ্বালা ধোবে না। কিন্তু এখনো আমাকে গোপন করা কেনো! নবনী কাল গোপীকে দেখেছে,...নাঃ।"—মাথাটা জ্বলে উঠলো।

মাতঙ্গিনী আর দাঁড়ালেন না। গয়নার বাক্সটা তুলে নিয়ে দ্রুত গিয়ে স্বামীর কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁর পায়ের কাছে চাবি-সমেত বাক্সটি রাখলেন।

ভাদুড়ী-মশাই পালঙ্কে পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন, অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন। তাঁর বুকটা কেঁপে উঠলো।

মানসিক উত্তেজনায় মাতঙ্গিনীর সর্ব্বশরীর কাঁপছিল। সচেষ্ট

দৃঢ়তায় বললেন, "আমি আজ চল্লুম, থাকতে পারব না ব'লে চল্লুম। আমাকে এতো সুখে রেখেছিলে যে, আমি ভাবতুম, জগতে আমার মত সুখী আর কেউ নেই। তা'তে এতটুকু দুঃখ-কষ্ট সইবার সামর্থ্যও আমার গেছে, কেবল অভিমানের অধিকারটুকুই বাড়িয়েছে। তাই আমি আগে থেকেই স'রে যাচ্ছি, আমি বড় দুর্ব্বল, আমাকে ক্ষমা করো।

"তুমি আমাকে কত ভালবাসতে, তা আমি জানি, সেই জানাই আমার কাল হয়েছিল। আমি তোমাকে দিলুম কি? একটি সন্তানও যে নয়! আমাদের অক্ষয় বন্ধন কোথায়? কষ্টের মধ্যে আমার এই কষ্টই ছিল। তোমরা জান না, ও-টি মায়ের জাতের কত বড কামনা, কত বড ঐশ্বর্য্য। চিরদিন গ্রহণে আত্মমর্য্যাদা ক্ষয়ই হয়, নিজের কাছেও মানুষ ক্ষুদ্র হতে থাকে। তোমার দোষ কি, তোমার সব থাকতে, এ অভাব তুমি সইবে কেনো!"

ভাদুড়ী-মশাই কিছু বলবার চেষ্টা করায়, মাতঙ্গিনী-দেবী সবিনয়ে বললেন,—"আমি এর পর আর বলতে পারব না, আমাকে শেষ করতে দাও, আমি আর এ দিন পাব না—"

ভাদুড়ী কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

—"সেই সন্তানলাভের জন্যে কি না করেছি। তুমি সে-সব জান না। মধুপুরের কথা শুনে আমি উন্মত্তের মত তোমাকে টেনে আনি। পরে ব্যবস্থা দেখে,—তোমার বিপদ আশঙ্কায় নিজেই ভয় পাই, মনে মনে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করি।

—"তার পর গোপী ঠাকুরপো আমার মরা-ঘুমের ফাঁকে, তোমাকে নিয়ে কি দেখাতে যান। আমাকে যে-সন্দেহ দিন-রাত পেয়ে বসেছিল—সজাগ রেখেছিল, সে-দিন তাই সত্য হয়ে উঠলো।

গোপীর সঙ্গে তুমি ফিরে এলে, কিন্তু তোমাকে ফিরে পাবার আশা আমার ফিরলো না—ফুরিয়ে গেল। দেখে শুনে আমাতে আর আমি রইলুম না, জ্ঞান পর্য্যন্ত গেল। জাগলো কেবল পরাজিতা অসহায়ার প্রতিহিংসা। তাই না আমার বাঁচবার বা বাধা দেবার শেষ অস্ত্র 'আমি সন্তান-সম্ভবা' এই প্রলাপ মুখ থেকে বেরিয়েছিল! তোমার সে অবস্থায় যখন অত বড় প্রার্থনার-বস্তুও কাজ দিলে না, তখনি আমি আমার সর্ব্বস্ব, আমার সকল অধিকার খুইয়েছি, সকল আশা ত্যাগ করেছি। আমার ভ্রম ঘুচে, আমার চারদিকে লজ্জার অফুরন্ত পথ খুলে দিয়েছে!

—"তোমাকে কোনো দিন কোনো কথা গোপন করিনি। আমার সেই সঙ্কট অবস্থায় মিথ্যা কথা কয়েছি। লজ্জায় যে মাথা অবনত, তার ওপর আর মিথ্যার বোঝা নিয়ে ফিরতে পারব না; তাই আজ ক্ষমা চাইতে এসেছি—

আবেগকম্পিতকণ্ঠে এক নিশ্বাসে এই পর্য্যন্ত বলেই মাতঙ্গিনী দেবী আঁচলটা গলায় দিয়ে, নতজানু হয়ে ভাদুড়ী-মশার পদপ্রান্তে এক প্রকার লুটিয়েই পড়লেন। বললেন,—"এখন তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রে প্রসন্ন-মনে বিদায় দাও। আর আমি থাকতে পারছি না—পারব না। পারলে—আমি আমার সর্ব্বস্ব ফেলে যেতুম না। আমি অনেক ভেবেছি, আর আমি ভাবতেও পারি না—তুমি—"

মাতঙ্গিনীর মাথায় হঠাৎ কয়েক ফোঁটা জল পড়তেই, তিনি অশ্রু-আকুল চক্ষু তুলে দেখলেন, ভাদুড়ী-মশার চক্ষু দু'টি জলে ভাসছে। তাড়াতাড়ি উঠে মুছিয়ে দিয়ে বললেন,—"আমি কি জানিনা, তোমার মনে কতটা অসুখ রয়েছে! সে-সব ভুলে যাও। সে এখন স্বপ্ন হয়ে গেছে।"

—"ইরাকে আমি 'বন্ধু' বলেছি, নিজের হাতে তাকে কিছু দিয়ে যেতে পারলুম না, সব এই বাক্সয় রইলো। হার-ছড়াটি আমার হয়ে তাকে তুমি পরিয়ে দিও—"

ভাদুড়ী-মশাই এতক্ষণ একেবারে নির্ব্বাক্ ছিলেন। বাঁধমুক্ত উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বললেন,—"মাতু, এ সব তুমি কেনো বল্‌ছো? ছেলের তরে কেনো এতো কষ্ট পেয়েছ? ছেলে না থাকায় আমাদের কোন্ কষ্টটা ছিল? আমি ত কোনো দিন সে অভাব বোধ করি নি। ক্ষমাই বা কেনো চাইছ? তবে, আমার সত্যিই অপরাধ হয়েছে, তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না মাতু? আমি যে—"

মাতঙ্গিনী সরোদনে বললেন,—"ও কি কথা বলছো! তুমি পাছে লজ্জা পাও, কষ্ট পাও, তাই এতটা কষ্ট সয়ে, কোনো দিন তা তোমাকে বল্‌তে দিই নি, আজও বলাতে চাই না। তুমি যাতে ভালো থাকবে—"

"তুমি থাকলেই ত আমি ভালো থাকবো, মাতু।"

"তা হয় না গো—হয় না, ও ভুল কোরো না। তুমি তাতে সুখী হ'তে পারবে না। আমি বড় দুর্ব্বল, আমিও যে পারব না গো! দয়া ক'রে আমায় যেতে দাও,—দরকার হলেই ডেকো—"

মাতঙ্গিনী তাঁর পা দু'টি নিজের মাথায় ঠ্যাকালেন। শেষ-অশ্রু নিবেদন ক'রে উঠে দাঁড়াতেই ভাদুড়ী-মশাই তাঁকে বক্ষোবদ্ধ ক'রে বললেন, "আমি ভুল করেছি, তার সাজাও ভোগ করছি; তুমি কেনো ভুল করবে, মাতু? আমি ত—"

বাগানের গেটে একখানা ট্যাক্সি ঢুক্‌তে দেখে দু'জনেই তাড়াতাড়ি সংযত হলেন। মাতু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার মত দাঁড়াতেই, কে চেঁচিয়ে বললে,—"গাড়ী এসে গেছে মা, আর দেরী ক'র না।"

নবনী ছুটে এসে, ঘরের বাইরে থেকে জানালে,—"দিদি, সুবর্ণ-বাবুর স্ত্রী-কন্যা আর কিংশুক আসছেন।"

মাতঙ্গিনী মাথার কাপড় টেনে বেরিয়ে আসতেই, মন্দাকিনী-দেবীকে সামনে পেয়ে,—"আসুন দিদি, আসুন, এসো বন্ধু,...এসো ভাই" ব'লে ইরাকে জড়িয়ে ধ'রে, 'চলো' ব'লে, আপন কক্ষের দিকে এক পা এগুতেই, মন্দাকিনী-দেবী বললেন,—"সে হচ্ছে,—এরা যে তোমাদের দু'জনের আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছে, আগে তোমরা আশীর্ব্বাদ করো ভাই। তোমাদের আশিস্ মাথায় নিয়ে—এদের ভাবী-মিলন, এদের জীবন সুখের হোক্। আচার্য্য-মশাই কিছু বলেন নি? কাল রাতে তিনি আশীর্ব্বাদ ক'রে এসেছেন—"

স্বপ্ন নয় ত! মাতঙ্গিনী সবিস্ময়ে উভয়ের দিকে চাইলেন। মনটা ভগবানের পায়ে লুটিয়ে পোড়লো, নিমেষে সাম্‌লে নিয়ে বললেন,—"বাঃ, এই ত মিলন! 'এসো বন্ধু, এসো ভাই" ব'লে হাত ধ'রে ঘরের মধ্যে ঢুকতেই ভাদুড়ী-মশাই দাঁড়িয়ে উঠলেন।

—"সব শুনেছ ত, কিংশুক-বাবুর সঙ্গে আমার এই বন্ধুটির বিয়ে, কি সুন্দর মানিয়েছে দেখো! ওঁরা আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছেন।—"

দু'জনে মৃদুহাস্যে ভূমিষ্ঠ হয়ে উভয়কে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো মাথায় নিলেন।

অলক্ষ্যে কোথা থেকে ঘরের মধ্যে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হয়ে গেল, শাঁখও বেজে উঠলো!

ভাদুড়ী-মশাই নিজের কোড়ে-আঙুল থেকে হীরের আংটীটি খুলে, কিংশুকের বুড়ো আঙুলেই শেষ পরিয়ে দিলেন! একটু ঢলকো হলো!

কিংশুক দ্বিতীয়বার প্রণাম করলে।

ইরা মাতঙ্গিনীর কাছ-ঘেঁষে কানের কাছে বললে—"ওঁরা উড়ে যে গো, রূপোর রিংই ভালোবাসেন!"

কিংশুক মুখ টিপে হাসলে।

মাতঙ্গিনী উচ্চ হেসে বললেন,—"ওমা, সত্যি না কি? তবে উড়েনী কি ভালোবাসে, কিংশুককেই জিজ্ঞেসা করি?"

ইরা তাড়াতাড়ি বললে,—"শুধু আশীর্ব্বাদ।"

"তবে চিরায়তী হও, দু'জনে চিরসুখে থাকো।"

ভাদুড়ী-মশাই সাময়িক চাঞ্চল্যে ব'লে ফেল্লেন—"মাকে আর যা দেবে, তোমার ইচ্ছামত দাও।"

শুনে মাতঙ্গিনী চোখ-ভরা দুষ্টুমির কটাক্ষ টেনে, চটু বহুরূপীর মত ঘাড় বেঁকিয়ে, ভাদুড়ী-মশার দিকে তাকিয়েই অস্ফুটে "অ্যাঃ" বলেই জিভ কাটলেন!

ভাদুড়ী মনে মনে একটু অপ্রতিভ হলেও, প্রাণে প্রাণে বুঝলেন—ওই কটাক্ষের সূক্ষ্ম কোণ বেয়ে, সঞ্চিত বিষের সবটুকু সাফ বেরিয়ে গেল। পূর্ব্বের মাতঙ্গিনীকে ফিরে পেলেন। তাঁর স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো।

সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে।

মাতঙ্গিনী ক্ষিপ্রহস্তে তাঁর নূতন হার-ছড়াটি বার কোরে, ভাদুড়ী-মশার দিকে তুলে ধ'রে বললেন,—"নাও, পরিয়ে দাও।"

—"না, তা হবে না, তোমার পায়ে পড়ি—লাবনীটে আমিও দেখি!"

কি সর্ব্বনেশে জাত গো!

মাতঙ্গিনীর বুকের বোঝা মুহূর্ত্তে স'রে গেছে, তাঁর সহজ প্রকৃতির সকল পথই এখন বাধা মুক্ত। তিনি আনন্দে আত্মহারা।

মন্দাকিনী-দেবী বারান্দায়, দোরের পাশে দাঁড়িয়ে—হাসিমুখে সব দেখছিলেন। চাপা গলায় বললেন,—"পাগল হলি না কি?"

তাঁর কথা আর মাতঙ্গিনীর মনে ছিল না। সলজ্জ মুখে তাড়াতাড়ি হার-ছড়াটি ইরাণীর কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন। চুপি চুপি শ্রবণ-সহজ স্বরে বললেন,—"উড়েনীর-গয়না পাওনা রইল, ভাই!"

ইরাও হাসি মুখে তাঁর পায়ের ধূলো নিলে।

"চলো—এইবার একটু মিষ্টি মুখ করতে হবে" ব'লে উভয়কে নিয়ে মাতঙ্গিনী বারান্দায় পা দিতেই আচার্য্য-মশাই বেজায় গম্ভীরভাবে বললেন,—"গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি; ট্রেণের সময় কি না,—আর দাঁড়াতে চায় না। ছোটলোক না ব'লে বসে—ভদ্রলোকের কথার ঠিক্ নেই! নিন্—এখানে আর আমাদের দরকারই বা কি মা—"

মাতঙ্গিনী সহাস কটাক্ষে বললেন,—"কি দুষ্টু ছেলে বাবা তুমি!"

"তাই ত মা, মায়ের আশ্রয় ছাড়া কোথাও এর উপায় নেই।"

"কথাটা যেন মিথ্যে না হয় বাবা" বলতে বলতে মাতঙ্গিনী সকলকে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

বিজয় আনন্দে আচার্য্য একটা তুড়িলাফ মেরে এক পাক্ ঘুরে নিলেন!

ভাদুড়ী-মশাই অকস্মাৎ অকূলে কূল পেয়ে, বিস্ময়ে আনন্দে চিত হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। নবনীকে ডেকে বললেন,—"একখানা সেকেণ্ড ক্লাস্ রিজার্ভ ক'রে এসো, কাল ফার্ষ্ট ট্রেণেই কলকেতা ফিরবো—সকলেই। জোসেফিন্ সঙ্গেই যাবেন।"

আচার্য্য শুনতে পেয়ে হতাশকণ্ঠে বললেন,—"বলেছিলুম ত—বামুনে কপাল! প্লট্ জমতে পায় না।"

॥ সমাপ্ত ॥